বাল্মীকি রামায়ণ

সারানুবাদ

রাজশেখর বসু

ব্রহ্মা সহাস্যে বাল্মীকিকে বললেন, তোমার ওই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই খ্যাত হবে।... এখন তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর।... যা অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার এই কাব্যে কোনও বাক্য মিথ্যা হবে না। যত কাল ভূতলে গিরি নদী সকল অবস্থান করবে তত কাল রামায়ণকথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে।...

বাল্মীকি রামায়ণ

॥ সারানুবাদ ॥

রাজশেখর বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : সমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম মুদ্রণ : ১৩৫৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৬৩
চতুর্থ মুদ্রণ : ১৩৬৬
পঞ্চম মুদ্রণ : ১৩৬৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৩৭৮
সপ্তম মুদ্রণ : ১৩৮৩
অষ্টম মুদ্রণ : ১৩৮৭
নবম মুদ্রণ : ১৩৯০

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

মুদ্রক : শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়
অফসেট প্রসেস
১৭এ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট
কলিকাতা ৬৯

বাল্মীকি-রামায়ণ

সারানুবাদ—রাজশেখর বসু

The classical purity, clearness and simplicity of its style, the exquisite touches of true poetical feeling with which it abounds, . . . all entitle it to rank among the most beautiful compositions that have appeared at any period and in any country.

—Monier Williams, 'Indian Epic Poetry.'

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজো আঁখি হ'তে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে!
দিব্যচক্ষুঃ দিলা গুরু; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীমপদভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষরাজেশ্বরে।

— মাইকেল মধুসূদন, 'রামায়ণ।'

'জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা',
কহিলা বাল্মীকি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে!
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
নারদ কহিলা হাসি', 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

— রবীন্দ্রনাথ, 'ভাষা ও ছন্দ।'

ভূমিকা

বাল্মীকি আদিকবি এবং তাঁর রামায়ণ আদি মহাকাব্য, এই প্রসিদ্ধি আছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রচলিত গ্রন্থের সবটা একজনের বা এক সময়ের রচনা নয়। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তরকাণ্ড। প্রক্ষিপ্ত যতই থাকুক তাও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।

ভারতীয় কবিগণনায় প্রথমেই বাল্মীকির স্থান. কিন্তু তাঁর রামায়ণ এত বড় যে মূল বা অনুবাদ সমগ্র পড়বার উৎসাহ অতি অল্প লোকেরই হয়। এই পুস্তক বাল্মীকি-রামায়ণের বাংলা সারসংকলন, কিন্তু সংক্ষেপের প্রয়োজনে এতে কোনও মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয় নি। বাল্মীকির রচনায় কাব্যরসের অভাব নেই, প্রাচীন সমাজচিত্র, নিসর্গবর্ণনা এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গও অনেক আছে যা কৃত্তিবাসাদির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সংকলনে বাল্মীকির বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠকের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পরিচয় হবে এই আকাঙ্ক্ষায় স্থানে স্থানে নমুনা স্বরূপ মূল শ্লোক স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ সহ দেওয়া হয়েছে। পাঠকের যদি রুচি না হয় তবে পড়বার সময় উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অগ্রাহ্য করতে পারেন।

রামায়ণে সত্য ঘটনা কতটুকু আছে, রূপক বা nature myth কতটুকু আছে, রামায়ণকার বাল্মীকি বাস্তবিকই রামের সমকালীন কিনা — এইসব আলোচনা এই ভূমিকার অধিকারবহির্ভূত। কেবল একটি বিষয় লক্ষণীয় — ভারতীয় সাহিত্যে রামবিষয়ক কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির আখ্যানভাগ সর্বাংশে সমান নয়। মহাভারতের আদিপর্বে একটি শ্লোক আছে —

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

অর্থাৎ, কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে ব'লে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। এই উক্তিটি রামায়ণ সম্বন্ধেও খাটে। রামবিষয়ক গাথা ও জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল, তাই অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি নিজের রুচি অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচয়িতার সাহায্যও নিয়েছেন। এই কারণে মহাভারত-পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যান বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না। কৃত্তিবাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবিরা বাল্মীকির যথাযথ অনুসরণ করেন নি, আখ্যানের অনেক অংশ পুরাণাদি থেকে নিয়েছেন। বাল্মীকি রামকে বিষ্ণুর অবতার বললেও তাঁকে সুখদুঃখাধীন মানুষ রূপেই চিত্রিত করেছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসাদি রামচরিত্রে প্রচুর ঐশ লক্ষণ জুড়ে দিয়েছেন।

পুরাণকথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তার ত্রুটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইরূপ পৌরাণিক অতিশয়োক্তি ও অসংগতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারি। এর জন্য ধর্মবিশ্বাস বা পূর্বসংস্কার একান্ত আবশ্যক নয়, উদার পাঠক সর্ব দেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন। বাল্মীকির গ্রন্থে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের তুল্য বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে, কাব্যরসও প্রচুর আছে, কিন্তু এর আখ্যানভাগই সাধারণ পাঠকের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বাল্মীকিকথিত এই অতি প্রাচীন আখ্যান কোনও আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়।

তথাপি মনে রাখা আবশ্যক, আমরা যে সংস্কার নিয়ে আধুনিক ঘটনা বা উপন্যাস বিচার করি তা নিয়ে রামায়ণবিচার চলবে না। বাল্মীকি তৎকাল-প্রচলিত কথারচনার রীতি ও নৈতিক আদর্শ অনুসারে নায়কনায়িকাদির চরিত্র বিবৃত করেছেন। রামের পত্নীত্যাগ ও রাজ্যরক্ষা, এবং অষ্টম এডোআর্ডের রাজ্যত্যাগ ও পত্নীবরণ—এই দুই ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় একই সামাজিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচার করলে প্রচণ্ড মূঢ়তা হবে। যাঁর পিতার তিন শ পঞ্চাশ পত্নী (৯৪ পৃ) সেই রাম চিরকাল এক ভার্যায় অনুরক্ত রইলেন—পুরুষের একনিষ্ঠতার এই আদর্শ সেকালের পক্ষে কত বড় তা আমাদের

আধুনিক বুদ্ধিতে ধারণা করা অতি কঠিন। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ দশরথকে মারতে চেয়েছেন, কৌশল্যারও তাতে বিশেষ আপত্তি নেই; হীন সন্দেহের বশে সীতা লক্ষ্মণকে নির্মম ভর্ৎসনা করেছেন, ultimatum না দিয়েই রাম বালীকে আড়াল থেকে বধ করেছেন; রাবণবধের পর রাম অত্যন্ত কটু ভাষায় সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, দ্বিজাতির অধিকার রক্ষার জন্য শূদ্রতপস্বী শম্বুককে হত্যা করেছেন—অতীত কালের অতি প্রাচীন সমাজের এইসব ঘটনার বা কবিকল্পনার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই। আমাদের সৌভাগ্য, আধুনিক সংস্কারের পীড়াকর কথা রামায়ণে বেশী নেই, এমন কথাই বেশী আছে যা সর্বকালে উপাদেয় অনবদ্য ও হিতকর। দশরথের তীব্র পুত্রস্নেহ, রামের প্রতি অযোধ্যাবাসীর গভীর অনুরাগ, নিষাদরাজ গুহের সহৃদয়তা, অরণ্যভূমির মনোহর বর্ণনা, বানরবীরগণের নিঃস্বার্থ কর্মচেষ্টা, বাল্মীকির কারুণ্য, সীতার অপরিসীম মাধুর্য সারল্য ও মহত্ত্ব, রামের গাম্ভীর্য সত্যনিষ্ঠা উদারতা ও দারুণ কর্তব্যবুদ্ধি—এই সমস্ত মিলে পাঠকের মনকে শুধু রসাবিষ্ট করে না, প্রসারিত এবং উত্তোলিতও করে।

বাল্মীকির গ্রন্থে কৌতূহলজনক বিষয় অনেক আছে, যেমন, অযোধ্যায় পুরনারীদের জন্য নাট্যশালা ছিল (৮ পৃ); কৌশল্যা নিজে অশ্বমেধের ঘোড়া কেটেছিলেন (১৫ পৃ); দশরথ মোটা বেতন দিয়ে চিকিৎসক পুষতেন (৭৫ পৃ); বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ ইওরোপীয় শিকারীদের মতই প্রচুর মাংস খেতেন (১০৯ পৃ); রামের আমলেও রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা হ'ত (১৩৫ পৃ); মহর্ষি জাবালি অবস্থা বুঝে নাস্তিক বা আস্তিক হতেন (১৪০ পৃ); হনুমান খাঁটী সংস্কৃত বলতে পারতেন (২০৬ পৃ); হ্যামলেটের সঙ্গে অঙ্গদের অবস্থাগত ঈষৎ মিল দেখা যায়, দুজনেরই পিতৃব্যের উপর আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, দু ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনিই বিপিতা, দুজনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল (২৪৬ পৃ); লঙ্কায় ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাক্ষস ছিল (২৬৭ পৃ); বিভীষণ বিপক্ষে গেলেও তাঁর পত্নী সরমা রাবণের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন (৩২৫ পৃ)।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ও কৌতুকচিত্র বিরল, কিন্তু রামায়ণে নিতান্ত অভাব নেই, যেমন, ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরত-সৈন্যদের ফুর্তি (১০২ পৃ); ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে সুরাপানে মত্তা তারার আলাপ (২০৬ পৃ); রাবণের

অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্না মন্দোদরীকে দেখে সীতা মনে ক'রে হনুমানের আনন্দ (২৬১ পৃ); মধুবনে হনুমানের প্রশ্রয়ে অঙ্গদ ও বানরসেনার উপদ্রব (২৯৭ পৃ); কুলপতি বা মঠস্বামীদের প্রতি বিদ্রূপ (৪৩৮ পৃ)।

রামায়ণপাঠে কয়েক স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত রয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে ঊর্মিলার কথা বলেছেন। ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী চিত্রকূটে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি ঊর্মিলাকে নিয়ে যান নি? কৈকেয়ী কি করতে গিয়েছিলেন? তিনি তো অনুতাপসূচক একটা কথাও রামকে বলেন নি। বনপর্যটনের সময় অস্ত্রশস্ত্র, পেটিকা আর সীতার চোদ্দ বৎসরের কাপড়চোপড় কি লক্ষ্মণ একাই বইতেন? হনুমানের পত্নী ছিল? সীতানির্ব্বাসনের পর দীর্ঘকাল ধৈর্য ধ'রে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রাম সীতাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হলেন; কুশ-লবকে দেখেই কি তাঁর এই মানসিক বিপ্লব হয়েছিল? পুত্রজন্মের সংবাদ কি তিনি পূর্বে পান নি?

রাবণ কেন সীতাকে হরণ করেছিলেন? এর সোজা উত্তর — বলবান লম্পট চিরকাল যা ক'রে থাকে রাবণও তাই করেছেন। কিন্তু অনেকে গূঢ় কারণ না পেলে তুষ্ট হন না। উত্তরকাণ্ডে কতকগুলি সর্গ আছে যা প্রক্ষিপ্ত ব'লে গণ্য হয়। তার এক স্থানে (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে) অগস্ত্য রামকে বলেছেন যে, মহাসমরে হরিকে লাভ করবার জন্যই রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের রাবণও প্রচ্ছন্ন রামভক্ত।

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণপ্রসঙ্গে লিখেছেন — 'রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়। শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।'

সমস্ত ভারতবর্ষ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপেই গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নতুবা রাম প্রজানুরঞ্জক ধর্মনিষ্ঠ নরপতি, করুণাময়, পতিতপাবন প্রভৃতি আখ্যা পেতেন না, আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য হ'ত না। রামায়ণের লক্ষ লক্ষ পাঠক ও শ্রোতা রামচরিত্রের ত্রুটি বা অসংগতি গ্রাহ্য করে নি, আখ্যানকার রামের যে প্রশস্তি করেছেন তাই ভক্তিভরে মেনে নিয়েছে। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ মুখ্যত কাব্যগ্রন্থ, পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্র নয়, সেজন্য আমরা তার রস-

গ্রহণের সময় বিচারবুদ্ধি একবারে দমন করতে পারি না। একটা প্রশ্ন আমাদের মনে ঠেলে ওঠে—বাল্মীকি রামকে দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ রূপে দেখাতে চান ভাল কথা, কিন্তু দু-দু বার সীতাকে নিগৃহীত করবার কি দরকার ছিল? শুধু রাবণবধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর একবার সীতার পরীক্ষা দেখালেই কি যথেষ্ট হ'ত না? এই আপত্তির একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান বাল্মীকি-রামায়ণের কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তরকাণ্ড। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণমাহাত্ম্য আছে, তাতেই প্রমাণ হয় যে মূল গ্রন্থ সেইখানেই সমাপ্ত। মহাভারতের অন্তর্গত রামোপাখ্যানে রাবণবধের পর রামের সীতা-প্রত্যাখ্যান ও সীতার শপথের বৃত্তান্ত আছে কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশ নেই। অতএব বাল্মীকি দু বার নিষ্ঠুরতা করেন নি, কঠোর রাজধর্মের আদর্শ দেখাবার জন্য শুধু একবার সীতার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মূল কাব্য মিলনান্ত, অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রাম-সীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথা বাল্মীকি লেখেন নি। সীতার বনবাস আর পাতালপ্রবেশের জন্য তিনি দায়ী নন।

A. Berriedale Keith তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন—'Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400—200 B.C., are clearly the legitimate ancestors of the court epic'। বাল্মীকির কাল যাই হ'ক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাসন প্রভৃতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি প্রাচীন এবং তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়। তিনি মূল রামায়ণ 'improve' করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখেন নি, তাঁর রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে। এই প্রক্ষেপকার্যে যত জনেরই হাত থাকুক আলোচনার সুবিধার জন্য যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে 'পূর্বকবি' এবং উত্তরকাণ্ড-রচয়িতাকে 'উত্তরকবি' বলব।

পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা ক'রেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয়, উত্তরকবির উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আপাতনিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তরকবির মনঃপূত হয় নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। সীতার

অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও ভাল লাগে নি, তিনি রঘুবংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন। বিধবা রাক্ষসীদের শাপের ফলেই রাম সীতাকে অশুভনয়নে দেখেছিলেন—এই কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন। তুলসীদাস অগ্নিপরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশ একবারে বাদ দিয়েছেন।

পূর্বকবির রচনা মিলনান্ত, কিন্তু তিনি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের রুচিকে পীড়িত করে। রাবণবধের পর রাম সীতাকে ডাকিয়ে এনে অহংকৃত অভদ্র বাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন। ইক্ষ্বাকু বংশের মর্যাদারক্ষা এবং নিজের অপবাদের প্রতিষেধই তাঁর লক্ষ্য, সীতার দশা কি হবে তা তিনি ভাবলেন না। এপর্যন্ত সীতার কোনও নিন্দা তাঁর কর্ণগোচর হয় নি, তথাপি তিনি আগে থাকতেই সীতাকে ত্যাগ করতে চান। তিনি নিজেও সন্দেহ করেন যে সীতার চরিত্র নষ্ট হয়েছে। রামের এই বিকার আমাদের কাছে নিতান্তই অরামোচিত বোধ হয়। তাঁর তুলনায় সীতা মহীয়সী রূপে বর্ণিত হয়েছেন, কিন্তু মনে হয় তিনিও শেষকালে একটু অস্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন। অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা তাঁর লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে ব'সে অযোধ্যাযাত্রা করলেন। তাঁর পতিভক্তি অপরিসীম, তাঁর সহিষ্ণুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এতটা অপমানের পর তাঁর মনে কি একটুও গ্লানি ছিল না? পূর্বকবি তার কিছুমাত্র আভাস দেন নি।

মহাভারতে আছে, দ্রোণবধের পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইরূপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সীতাকে রাম যে কটুবাক্য বলেছেন তার কোনও নিন্দা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

উত্তরকবির বিবরণ শোকাবহ কিন্তু তাতে আমাদের মন রামের প্রতি বিমুখ হয় না। তিনি রাম-সীতার মহত্ত্ব অক্ষুন্ন রেখেই দেখাতে চেয়েছেন—

> সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
> কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।

উত্তরকবির রাম লোকনিন্দার তাড়নায় এবং তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজানুরঞ্জক রাজার কর্তব্যবোধে অতি দুঃখে সীতাকে ত্যাগ করেছেন। স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্য সীতা তাঁর নির্বাসন মেনে নিলেন, কোনও ভর্ৎসনা করলেন না। বহু বৎসর পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রামের অনুরোধে তিনি সকলের সমক্ষে শপথও করলেন। কিন্তু এবারে তিনি স্বাতন্ত্র্য আর আত্মসম্মান বিসর্জন দিলেন না, একান্ত পতিব্রতা হয়েও পুনর্মিলন কামনা করলেন না। হয়তো তাঁর অন্তরে গূঢ় অভিমান ছিল, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ তাঁর দুঃখের মূল তাদের রাজমহিষী হ'তেও তাঁর ঘৃণা ছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন— আমি নিজের অপবাদ খণ্ডন ক'রে স্বামীর যশ গ্লানিমুক্ত করছি, তাঁর বংশধর দুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন ক'রে দিয়ে যাচ্ছি; ভার্যার কাছে যা প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন, আর আমার থাকবার প্রয়োজন কি? উত্তরকবি এসব কিছুই বলেন নি, তথাপি আমরা এই সর্বংসহা ধরণীতনয়ার মনোভাব কল্পনা করতে পারি।

এই পুস্তক সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ পেয়েছি। দ্বিতীয় সংস্করণের শোধনে ও মুদ্রণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ মহাশয় নানাপ্রকারে সাহায্য করেছেন। এঁদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

উদ্ধৃত অংশগুলির শেষে যে সর্গ- ও শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া আছে তা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত বাল্মীকি-রামায়ণের অনুযায়ী।

রাজশেখর বসু

বিষয়সূচী

বালকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরকাণ্ড

যুদ্ধকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

বাল্মীকি-রামায়ণ

বালকাণ্ড

১। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ

[সর্গ ১]

বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হিতকারী, বিদ্বান, কর্তব্যপালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন; যিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য? কাকে রণস্থলে রুষ্ট দেখলে দেবতারাও ভয় পান?

বাল্মীকির প্রশ্ন শুনে ত্রিলোকজ্ঞ নারদ হৃষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন, তুমি যে বহু গুণের কথা বললে একাধারে তার মিলন দুর্লভ। যা হ'ক, আমি মনে ক'রে বলছি শোন। ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নামে বিখ্যাত এক রাজা আছেন। তিনি সংযতচিত্ত, মহাবীর, কান্তিমান, [illegible] জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী ও শত্রুনাশক। তাঁর স্কন্ধদেশ স্থূল, গ্রীবা কম্বুতুল্য রেখান্বিত, হনু সুস্পষ্ট, বক্ষ বিশাল। তিনি অরিগণের দময়িতা। তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক ও ললাট সুগঠিত, বীরোচিত। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুষম ও সুবিন্যস্ত, বর্ণ স্নিগ্ধ। তিনি আয়তনেত্র, প্রতাপশালী, লক্ষ্মীবান ও শুভলক্ষণযুক্ত। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজাগণের হিতে রত, যশস্বী, জ্ঞানী, শুদ্ধাচার, বিনীতস্বভাব এবং স্থিরচিত্ত। তিনি সর্বগুণান্বিত, কৌশল্যার আনন্দবর্ধন, গাম্ভীর্যে সমুদ্রতুল্য, ধৈর্যে হিমালয়তুল্য।

তার পর নারদ রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন, দশরথের মৃত্যু, রামের দণ্ডকারণ্যে বাস, জনস্থানে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রামের সঙ্গে হনুমান ও সুগ্রীবের মিলন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণে বানরগণের চতুর্দিকে যাত্রা, সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, রামের সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ ও রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং রাজ্য-গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে পরিশেষে ভবিষ্যদুক্তি করলেন,

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ॥
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ (১।৯০-৯১)
রাজবংশান্ শতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ (১।৯৭-৯৯)

— রামরাজ্যে লোকে আনন্দিত, সন্তুষ্ট, পুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, নিরাময়,(১) নীরোগ, এবং দুর্ভিক্ষভয়শূন্য হবে। কোনও পুরুষ কখনও পুত্রের মরণ দেখবে না, নারীগণ নিত্য অবিধবা থাকবে এবং পতিব্রতা হবে। রামচন্দ্র অনেক রাজবংশ স্থাপিত করবেন এবং এই পৃথিবীতে চতুর্বর্ণের প্রজাকে নিজ নিজ ধর্মে নিযুক্ত রাখবেন। এগার হাজার বৎসর রাজত্ব ক'রে রাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করবেন (২)। এই পবিত্র পাপনাশক পুণ্য-জনক বেদতুল্য রামচরিত যে পাঠ করে সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়।

(১) মনঃপীড়াশূন্য। (২) নারদের এই বিবরণে সীতার বনবাস প্রভৃতির উল্লেখ নেই।

এই আয়ুর্বৃদ্ধিকর রামায়ণ-আখ্যান পাঠ করলে লোকে মৃত্যুর পর পুত্র পৌত্র ও স্বজনবর্গের সঙ্গে স্বর্গে সুখভোগ করে।

২। ক্রৌঞ্চবধ — বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ

[সর্গ ২]

নারদ দেবলোকে চ'লে যাবার পর বাল্মীকি জাহ্নবীর নিকটস্থ তমসা নদীর তীরে এলেন এবং পার্শ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন,

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥
ন্যস্যতাং কলসস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ (২।৫-৬)

— ভরদ্বাজ, দেখ এই তীর্থ (১) কেমন কর্দমশূন্য রমণীয়, এর জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের মনের তুল্য স্বচ্ছ। বৎস, তুমি কলস রেখে আমার বল্কল দাও, আমি এই উত্তম তমসা-তীর্থে অবগাহন করব।

বাল্মীকি শিষ্যের হাত থেকে বল্কল নিয়ে চারিদিকের নিবিড় বন দেখতে দেখতে বিচরণ করতে লাগলেন। সেই বনের নিকটে এক কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চ (২) মিথুন বিহার করছিল, এমন সময় এক ব্যাধ এসে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করলে।

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥ (২।১১-১২)

— ক্রৌঞ্চ নিহত হয়ে শোণিতাক্ত দেহে ভূতলে ছটফট করছে দেখে তার ভার্যা (ক্রৌঞ্চী) সেই সহচর তাম্রশীর্ষ (৩) কামোন্মত্ত বিস্তৃতপক্ষ সংগমরত পক্ষীর বিচ্ছেদে করুণস্বরে রোদন করতে লাগল।

---

(১) তীর্থের এক অর্থ ঘাট। (২) কোঁচ বক। (৩) যার মাথায় লাল ঝুঁটি।

ক্রৌঞ্চকে নিহত দেখে এবং ক্রৌঞ্চীর করুণ রোদন শুনে ধর্মাত্মা বাল্মীকির মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল। ব্যাধের এই কার্য নিতান্ত অধর্ম-জনক জ্ঞান ক'রে তিনি বললেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ (২।১৫)

— নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না(১), কারণ তুই ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

বাল্মীকি এই অভিশাপ দিয়ে বার বার ভাবতে লাগলেন, আমি এই ক্রৌঞ্চের শোকে আকুল হয়ে কি বললাম! তিনি শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন,

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ (২।১৮)

— এই যে চরণবদ্ধ সমান অক্ষর বিশিষ্ট তন্ত্রীলয়ে (২) গানের যোগ্য বাক্য আমার শোকাবেগে উৎপন্ন হয়েছে তা নিশ্চয় শ্লোক(৩) নামে খ্যাত হবে।

ভরদ্বাজ গুরুদেবের এই কথা শুনে প্রীতমনে অনুমোদন করলেন এবং বাল্মীকিও তাতে সন্তুষ্ট হলেন। তার পর তমসায় স্নান ক'রে সেই শ্লোকোৎপত্তির বিষয় ভাবতে ভাবতে আশ্রমে ফিরে গেলেন। শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন।

বাল্মীকি আশ্রমে এসে আসনে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্যের সঙ্গে নানা কথা বলছেন এবং মাঝে মাঝে সেই শ্লোকের কথা ভাবছেন, এমন সময় স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে আগমন করলেন। বাল্মীকি গাত্রোত্থান ক'রে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রভৃতি দিয়ে পূজা ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন।

---

(১) অর্থাৎ চিরকাল পতিত থাকবি। (২) বীণাদি যন্ত্রের সহযোগে। (৩) শ্লোকের এক অর্থ কীর্তি; মে শ্লোকো ভবতু—আমার যশস্কর হ'ক, এই অর্থও সূচিত হচ্ছে।

ভগবান ব্রহ্মা আসনে উপবিষ্ট হয়ে কুশলপ্রশ্ন ক'রে বাল্মীকিকে বসতে বললেন। বাল্মীকি তখনও ভাবছিলেন, পাপাত্মা নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চকে বধ ক'রে কি কুকার্য করেছে! তিনি ক্রৌঞ্চীর দুঃখে শোকার্ত হয়ে মনে মনে পূর্বোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তখন ব্রহ্মা সহাস্যে বাল্মীকিকে বললেন, তোমার ওই ছন্দোবন্ধ বাক্য শ্লোক নামেই খ্যাত হবে তাতে সংশয় নেই, আমার ইচ্ছাবশেই তোমার মুখ দিয়ে এই বাণী নির্গত হয়েছে। এখন তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি নারদের কাছে যেমন শুনেছ তদনুসারে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর।—

তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ (২।৩৫)
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি॥ (২।৩৬-৩৮)

— যা অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার এই কাব্যে কোনও বাক্য মিথ্যা হবে না। যত কাল ভূতলে গিরি নদী সকল অবস্থান করবে তত কাল রামায়ণকথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে। যত কাল তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকবে তত কাল তুমিও আমার জগতের ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে বাস করবে (১)।

ব্রহ্মা এই বলে অন্তর্ধান করলেন।

৩। রামায়ণরচনা — কুশ ও লবের রামায়ণগান

[সর্গ ৩—৪]

রামের ইতিবৃত্ত যথার্থরূপে জানবার জন্য বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন এবং সমস্ত ঘটনা করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখতে

(১) অর্থাৎ তোমার কীর্তি জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

পেলেন। তারপর তিনি বিচিত্র পদ ও অর্থ যুক্ত সমগ্র রামচরিত রচনা করলেন।

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ (৪।২)

— বাল্মীকি ঋষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শ সর্গ (১) এবং ছ কাণ্ড, তথা উত্তরকাণ্ড রচনা করেছিলেন।

রামায়ণরচনা সম্পূর্ণ ক'রে বাল্মীকি ভাবছিলেন এর প্রচার কি উপায়ে হবে, এমন সময় মুনিবেশধারী রাজকুমার কুশ ও লব এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। এই দুই ভ্রাতাকে সুকণ্ঠ ও মেধাবী দেখে মহর্ষি স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ তাঁদের শেখাতে লাগলেন।

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভীরসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ॥
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাৎ তথাপরৌ॥ (৪।৮-১১)

— পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়্‌জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্ত স্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার করুণ হাস্য রৌদ্র ভয়ানক বীর প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইতে লাগলেন। সেই দুই ভ্রাতা গান্ধর্ববিদ্যা এবং স্বরের উচ্চারণস্থান ও মূর্ছনায় অভিজ্ঞ, তাঁদের কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাঁরা গন্ধর্বের তুল্যই সুন্দর এবং রূপলক্ষণসম্পন্ন। বিম্ব (২) থেকে উৎপন্ন বিম্বের ন্যায় তাঁরাও রামদেহ থেকে উৎপন্ন অপর দুই রাম।

---

(১) প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের প্রথম ছ কাণ্ডে শ্লোক ও সর্গের সংখ্যা আরও বেশী। উত্তরকাণ্ডের পৃথক উল্লেখ লক্ষণীয়।

(২) জলাদিতে যেমন সূর্যবিম্বের অনুরূপ বিম্ব উৎপন্ন হয়।

কুশ ও লবের রামায়ণগান শুনে মুনিগণের পরম বিস্ময় উপস্থিত হ'ল, তাঁরা বাষ্পাকুলনেত্রে প্রীতমনে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। কুশ ও লব ভাবসমন্বিত হয়ে অতি মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে কেউ দুই ভ্রাতাকে কলস পুরস্কার দিলেন। কোনও মুনি প্রসন্ন হয়ে বল্কল দিলেন, অন্য মুনি কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম, আর একজন যজ্ঞসূত্র দিলেন। কেউ কমণ্ডলু দিলেন, কেউ মুঞ্জ তৃণের মেখলা, আর একজন আসন, এবং অন্য একজন কৌপীন দিলেন।

কুশ ও লব রামায়ণ গান ক'রে সর্বত্র প্রশংসা পেতে লাগলেন। একদা তাঁরা অযোধ্যার রাজপথে গান করছেন এমন সময় রাজা রামচন্দ্র তাঁদের দেখে সাদরে স্বভবনে নিয়ে গেলেন।

> ততস্তু তৌ রামবচঃপ্রচোদিতা-
> বগায়তাং মার্গবিধানসংপদা।
> স চাপি রামঃ পরিষদ্গতঃ শনৈ-
> র্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব হ॥ (৪।৩৬)

— তার পর তাঁরা রামের আজ্ঞায় মার্গবিধান (১) অনুসারে গাইতে লাগলেন। সভায়(২) আসীন রামচন্দ্রও আনন্দ উপভোগের ইচ্ছায় গীত শ্রবণে উত্তরোত্তর আসক্ত হলেন।

৪। অযোধ্যা — রাজা দশরথ

[সর্গ ৫—৭]

কুশ ও লব এইরূপে রামায়ণগান আরম্ভ করলেন।—

যাঁদের বংশে সগর রাজা জন্মেছিলেন, যাঁর গমনকালে ষাট হাজার পুত্র অনুগমন করতেন, যিনি সাগর খনন করিয়েছিলেন, সেই ইক্ষ্বাকুগণের বংশ এই রামায়ণে কীর্তিত হয়েছে। আমরা ধর্ম-কাম-

---

(১) সংগীতের পর্যায়বিশেষ যাতে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ অবলম্বিত হয়।
(২) উত্তরকাণ্ডের ত্রিংশ পরিচ্ছেদে আছে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রামায়ণগান শুনেছিলেন।

অর্থ (ত্রিবর্গ) সাধক এই আখ্যান আদ্যন্ত গান করব, আপনারা অসূয়াশূন্য হয়ে শুনুন।

সরযূতীরে কোশল নামে এক আনন্দময় সমৃদ্ধিশালী প্রচুর ধনধান্য-সম্পন্ন বৃহৎ জনপদ আছে। তার নগরী লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা; স্বয়ং মানবেন্দ্র মনু এই পুরী নির্মাণ করেছিলেন। এই সুদৃশ্য মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন বিস্তৃত এবং প্রশস্ত মহাপথ (১) ও রাজমার্গে (২) সুবিভক্ত। এই সকল পথ বিকশিত পুষ্পে অলংকৃত এবং নিত্য জলসিক্ত। রাজা দশরথ অমরাবতীতে ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যায় বাস করতেন। এই নগরীতে কপাট ও তোরণ এবং বিপণিসমূহ উপযুক্ত ব্যবধানে স্থাপিত আছে। সর্বপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র এবং আয়ুধ সংগৃহীত আছে এবং বহুজাতীয় শিল্পী সূত (৩) ও মাগধ (৪) সেখানে বাস করে। এই শ্রীসম্পন্ন অতুলপ্রভান্বিত পুরী উচ্চ অট্টালিকা ও ধ্বজসমূহে শোভিত এবং শত শতঘ্নী দ্বারা সংরক্ষিত। বহু স্থানে পুরনারীদের জন্য নাট্যশালা, উদ্যান ও আম্রবণ আছে এবং চতুর্দিক শালবনে বেষ্টিত। দুর্গম গভীর পরিখা থাকায় সেখানে অন্যের প্রবেশ দুঃসাধ্য। অশ্ব হস্তী গো উষ্ট্র ও গর্দভ প্রচুর আছে। বহু সামন্তরাজ কর দেবার জন্য সেখানে আসেন এবং নানা দেশের অধিবাসী বণিগ্‌বৃন্দ অযোধ্যার শোভা বর্ধন করে।

সেই অযোধ্যায় বেদজ্ঞ দূরদর্শী মহাতেজা প্রজাগণের প্রিয় রাজা দশরথ রাজত্ব করতেন। সেখানকার লোকেরা আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, নিজ নিজ সম্পত্তিতে তুষ্ট, নির্লোভ ও সত্যবাদী ছিল। অযোধ্যায় কামাসক্ত, নীচপ্রকৃতি বা নৃশংস পুরুষ, অথবা অবিদ্বান বা নাস্তিক দেখা যেত না। এমন লোক ছিল না যে কুণ্ডল মুকুট ও মাল্য ধারণ করে না, যার দেহ অপরিষ্কৃত, যে চন্দনাদি লেপন করে না, যার অঙ্গ সুবাসিত নয় এবং যার ভোগের অভাব আছে। সেখানে নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অল্পশাস্ত্রজ্ঞ, অবিদ্বান, অসূয়াপরবশ বা অসমর্থ কেউ ছিল

(১) নগরের বহির্দেশের পথ, trunk road। (২) নগরের ভিতরের পথ। (৩) স্তুতিপাঠক। (৪) বংশাবলীকথক, ভাট।

না। পর্বতকন্দরে যেমন সিংহ থাকে সেইরূপ অযোধ্যায় অগ্নিতুল্য তেজস্বী চতুর অসহিষ্ণু(১) ধনুর্বিদ্যায় শিক্ষিত যোদ্ধৃগণ বাস করতেন।

রাজা দশরথের সুমন্ত্র প্রভৃতি আট জন অমাত্য(২) ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী(৩)দের মধ্যে দুজন প্রধান ঋত্বিক — বশিষ্ঠ ও বামদেব, তা ছাড়া সুযজ্ঞ জাবালি কাশ্যপ গৌতম প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। এঁরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন, নিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, শস্ত্রজ্ঞ, পরাক্রান্ত, সাবধান, রাজার আজ্ঞাবহ, নির্লোভ ও ব্যবহারকুশল ছিলেন, অপরাধ করলে পুত্রকেও অব্যাহতি দিতেন না। দেশবিদেশের সমস্ত ঘটনা এঁরা জানতেন। দশরথ এই সমস্ত অনুরক্ত দক্ষ ও সমর্থ মন্ত্রিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয়ে কিরণমণ্ডিত সূর্যের ন্যায় শোভা পেতেন।

৫। দশরথের পুত্রকামনা — ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

[সর্গ ৮—১০]

দশরথ অনেক তপোনুষ্ঠান করেছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্রলাভ হয় নি। অবশেষে তিনি পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করা স্থির করলেন। তাঁর আদেশে প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্র বশিষ্ঠ জাবালি বামদেব প্রভৃতি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ডেকে আনলেন। দশরথের অভিলাষ শুনে তাঁরা বললেন, মহারাজ, আপনার যখন এই ধর্মবুদ্ধি হয়েছে তখন আপনি পুত্রলাভে বঞ্চিত হবেন না। আপনি যজ্ঞের উপকরণসম্ভার আহরণ, অশ্ব মোচন এবং সরযূতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। দশরথও মন্ত্রিবর্গকে সকল আয়োজনের জন্য আজ্ঞা দিলেন।

সুমন্ত্র দশরথকে নির্জনে বললেন, মহারাজ, আমি সনৎকুমারোক্ত এই পুরাণকথা শুনেছি।—কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক মুনির এক পুত্র আছেন, তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে খ্যাত। একদা অঙ্গদেশে ভয়ংকর অনাবৃষ্টি

---

(১) যে অপমান সয় না। (২) কর্মসচিব। (৩) ধী-সচিব বা উপদেষ্টা সচিব। সাধারণত অমাত্য ও মন্ত্রী সমার্থক।

হ'লে সেখানকার রাজা লোমপাদ তাঁর মন্ত্রীদের সাহায্যে কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে এনে নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তানকামনা পূর্ণ করবেন।

দশরথ জিজ্ঞাসা করলেন, লোমপাদ কোন্ উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে এনেছিলেন? সুমন্ত্র তখন এই ইতিহাস (১) বললেন।—

লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাবার আদেশ দিলে তাঁর পুরোহিত ও অমাত্যগণ বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বদা বনে বাস ক'রে তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি নারী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ভোগসুখও জানেন না। মানুষে যা চায় এমন চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে প্রলোভিত ক'রে তাঁকে আমরা এই নগরে নিয়ে আসব, তার জন্য শীঘ্র আয়োজন করুন। রূপবতী গণিকারা উত্তম অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে সেখানে যাক, তারা বিবিধ উপায়ে প্রলোভিত ক'রে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে।

লোমপাদ তাঁর পুরোহিতকে এই কাজের ভার নিতে বললেন, পুরোহিত আবার মন্ত্রিগণকে অনুরোধ করলেন। অবশেষে মন্ত্রীরাই সব ব্যবস্থা করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার স্নেহেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমের বাইরে কোথাও যান নি, এবং জন্মাবধি নগর বা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ কিছুই দেখেন নি। মন্ত্রীদের প্রেরিত বেশ্যারা আশ্রমের নিকট অবস্থান করছিল। একদিন ঋষ্যশৃঙ্গ বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে পড়লেন।

তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্॥
কস্ত্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ॥ (১০।১১-১২)

— সেই বিচিত্রবেশা নারীরা মধুর স্বরে গান করতে করতে ঋষিপুত্রের কাছে এসে বললে, ব্রাহ্মণ, আপনি কে, কি করেন, তা আমরা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি একাকী এই দূর বিজন বনে কেন বেড়াচ্ছেন?

---

(১) মহাভারতে বনপর্বে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান আরও সবিস্তারে আছে।

সেই অদৃষ্টপূর্ব রূপবতীদের দেখে মুগ্ধ হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন,

পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি॥
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্॥
(১০।১৪-১৫)

— আমার পিতা বিভাণ্ডক, আমি তাঁর ঔরস পুত্র। আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার কর্ম (তপঃসাধন) সকলেই জানে। হে শুভদর্শনাগণ, ওই নিকটে আমাদের আশ্রম, সেখানে তোমাদের সকলের (১) যথাবিধি সৎকার করব।

ঋষিকুমারের কথা শুনে সকলে আশ্রম দেখতে গেল।

গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলং চ নঃ॥
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষের্ভীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ॥ (১০।১৭-১৮)

— তারা আশ্রমে এলে ঋষিকুমার তাদের সমাদর ক'রে বললেন, এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই আমাদের ফলমূল। বারাঙ্গনারা অতি উৎসুক হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের পূজা নিলে, কিন্তু পাছে বিভাণ্ডক ঋষি এসে পড়েন এই ভয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। তারা বললে,

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্॥
ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ শুভান্॥
(১০।১৯-২০)

---

(১) ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীপুরুষভেদ জানতেন না, সেজন্য স্ত্রীলিঙ্গে 'সর্বাসাং' না ব'লে পুংলিঙ্গে 'সর্বেষাং' বলেছেন।

— হে দ্বিজ, আমাদেরও এই সব উত্তম ফল গ্রহণ করুন, আপনার ভাল হবে, শীঘ্র খেয়ে ফেলুন। তার পর তারা হৃষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন ক'রে মোদক এবং বিবিধ উত্তম খাদ্য দিলে।

বারাঙ্গনারা চ'লে গেলে ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হলেন এবং যেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরদিন আবার সেখানে গেলেন। তারা আনন্দিত হয়ে তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললে, সৌম্য, আমাদের আশ্রমে চলুন, সেখানে অনেক আশ্চর্য ফল মূল পাবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রীত হয়ে তখনই সম্মত হলেন, তারাও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নগরের অভিমুখে যাত্রা করলে।

ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহসা প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। রাজা লোমপাদ প্রত্যুদ্গমন ক'রে ভূমিতে মস্তকস্পর্শ ক'রে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করলেন এবং অর্ঘ্যাদি দিয়ে যথোচিত সৎকার করলেন। তার পর তাঁকে অন্তঃপুরে এনে নিজ কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করলেন। এইরূপে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বকামসম্পন্ন হয়ে অঙ্গদেশে বাস করতে লাগলেন।

৬। ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যায় আগমন—অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন

[সর্গ ১১—১৩]

অঙ্গরাজ লোমপাদের সঙ্গে দশরথের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি সুমন্ত্র-কথিত ঋষ্যশৃঙ্গের ইতিহাস মহর্ষি বশিষ্ঠকে জানালেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরিকা ও অমাত্যগণের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যে গেলেন। লোমপাদ তাঁকে পরম সমাদরে যথাবিধি সৎকার করলেন।

সাত আট দিন সেখানে বাস করার পর দশরথ লোমপাদকে বললেন, আমি পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপক্রম করছি, তা নির্বাহের জন্য আপনার কন্যাকে ভর্তার সহিত অযোধ্যায় যেতে হবে। লোমপাদ তখনই সম্মত হয়ে জামাতাকে অনুরোধ করলেন, এবং ঋষ্যশৃঙ্গও সস্ত্রীক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দশরথ শীঘ্রগামী দূত দ্বারা অযোধ্যায় আদেশ পাঠালেন যেন ঋষ্যশৃঙ্গের সংবর্ধনার জন্য সমস্ত নগর ধূপবাসিত জলসিক্ত মার্জিত ও পতাকায় অলংকৃত করা হয়। যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী ক'রে শঙ্খদুন্দুভিনিনাদে সংবর্ধিত হয়ে দশরথ সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে অযোধ্যাবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হ'ল। রাজান্তঃপুরবাসিনীরাও বিশালাক্ষী শান্তাকে দেখে আনন্দলাভ করলেন।

বসন্তকাল উপস্থিত হ'লে দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম ক'রে যজ্ঞের প্রধান যাজকরূপে বরণ করলেন এবং বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের সংকল্প জানালেন। তাঁরা সকলে দশরথকে বহু সাধুবাদ দিলেন এবং যজ্ঞসামগ্রীর আহরণ, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ এবং যজ্ঞের অশ্ব মোচন করতে বললেন। দশরথ অমাত্যগণকে যথাবিধি সমস্ত আয়োজন করবার ভার দিলেন।

বৎসরান্তে (১) আবার বসন্তকাল এলে দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠকে বললেন, মুনিপুংগব, আপনি যথাবিধি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন, যাতে যজ্ঞের কোনও অঙ্গে বিঘ্ন না হয় তার বিধান করুন। আপনি আমার সুহৃদ ও পরম গুরু। এই আরব্ধ যজ্ঞের ভার আপনাকেই নিতে হবে।

রাজাকে আশ্বস্ত ক'রে বশিষ্ঠ স্থপতি, শিল্পকার, সূত্রধর, খনক, গণক, নট, নর্তক এবং শুদ্ধস্বভাব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা রাজার আজ্ঞানুসারে যজ্ঞকর্ম নির্বাহ কর। বহু সহস্র ইষ্টক আনিয়ে রাজা, ব্রাহ্মণ, পৌরজন, বিদেশী প্রভৃতি অতিথি-গণের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ অশ্বশালা প্রভৃতি নির্মাণ কর।—

দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সংকৃতা ন তু লীলয়া।
সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসংকৃতাঃ॥
ন চাবজ্ঞা প্রযোক্তব্যা কামক্রোধবশাদপি।
যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা॥
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্। (১৩।১৪-১৬)

---

(১) অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়বার এক বৎসর পরে যজ্ঞের জন্য দীক্ষা নিতে হয়।

— যথাবিধি যত্ন ক'রে অন্ন দিতে হবে, অবহেলায় নয়, যাতে সকল বর্ণের লোক উপযুক্ত সমাদর পায়। কামক্রোধের বশে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। যে সব পুরুষ বা শিল্পী যজ্ঞকর্মে ব্যগ্র থাকবে তাদেরও বিশেষ-ভাবে সৎকার করতে হবে।

বশিষ্ঠের আদেশ শুনে সকলে তাঁকে জানালে যে আজ্ঞাপালনে তাদের কোনও ত্রুটি হবে না। তখন বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, পৃথিবীতে যত ধার্মিক রাজা আছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ কর, যথা— মিথিলাধিপতি জনক, কাশীপতি, সপুত্র রাজশ্বশুর কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য অঙ্গেশ্বর লোমপাদ, কোশল(১)রাজ, মগধরাজ প্রভৃতি। বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকেও নিমন্ত্রণ কর। সুমন্ত্র বশিষ্ঠের উপদেশ অনুসারে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। কয়েক দিন পরে নৃপতিগণ বহু ধনরত্ন নিয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন এবং বশিষ্ঠ তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করলেন।

অনন্তর শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে রাজা দশরথ যজ্ঞভূমিতে গেলেন এবং পত্নীগণসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন।

৭। অশ্বমেধ যজ্ঞ — বিষ্ণুর নরজন্মস্বীকার

[সর্গ ১৪—১৭]

যে যজ্ঞাশ্ব এক বৎসর পূর্বে ছাড়া হয়েছিল তা এখন ফিরে এল। বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী ক'রে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের সকল কর্ম আরম্ভ করলেন। হোতৃগণ মন্ত্রদ্বারা দেবগণকে আহ্বান ক'রে যথাযোগ্য হবির্ভাগ দিলেন। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, দাস, তপস্বী ও শ্রমণগণ এবং বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা অনবরত আহার করতে লাগল। প্রতিদিন পর্বতাকার বহু অন্নকূট সজ্জিত হ'ল। সুবক্তা বিপ্রগণ পরস্পরকে হারাবার ইচ্ছায় শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হলেন।

---

(১) দক্ষিণ কোশল।

যজ্ঞস্থলে বিভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত বস্তু ও স্বর্ণালংকারে ভূষিত একুশটি যূপ ছিল। শিল্পকর্মকুশল ব্রাহ্মণগণ ইষ্টক দ্বারা কুণ্ড নির্মাণ ক'রে তাতে স্বর্ণপক্ষ গরুড়াকার অগ্নি স্থাপন করলেন। দেবতাদের উদ্দেশে যে-সকল পশু উরগ পক্ষী অশ্ব ও জলচর সংগৃহীত ছিল সে সমস্তই ঋষিগণ যথাশাস্ত্র বধ করলেন। যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু এবং রাজা দশরথের একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব বদ্ধ ছিল,

> কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
> কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥
> পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
> অবসদ্ রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্মকাম্যয়া॥
> হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
> মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা॥ (১৪।৩৩-৩৫)

— কৌশল্যা সেই অশ্বের সম্যক পরিচর্যা ক'রে পরম আনন্দে তিন খড়্গাঘাতে তাকে বধ করলেন। তার পর তিনি ধর্মকামনায় সুস্থির-চিত্তে সেই অশ্বের সঙ্গে এক রজনী যাপন করলেন। হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতা রাজার মহিষী ও পরিবৃত্তিসহ বাবাতা ও অপরা পত্নীকে (১) অশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।

শ্রৌতকর্মে নিপুণ ঋত্বিক সেই অশ্বের বসা নিয়ে যথাশাস্ত্র হোম করলেন এবং রাজা দশরথ সেই বসার ধূম আঘ্রাণ করলেন। ষোল জন ঋত্বিক অশ্বের সমস্ত অঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে দশরথ যাজক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন। সকলেই হৃষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্বোক্ত মন্ত্রে যথাবিধি পুত্রীয়েষ্টি (২) আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, রাক্ষস রাবণ আপনার প্রসাদে বলদৃপ্ত হয়ে আমাদের পীড়ন করছে, সে যাতে

(১) শ্রৌতসূত্র অনুসারে রাজার প্রধানা পত্নী মহিষী, উপেক্ষিতা পত্নী পরিবৃক্তি, প্রিয়তমা পত্নী বাবাতা, এবং অধমা পত্নী অপরা বা পালাগলী।

(২) পুত্রকামনার যজ্ঞ।

বিনষ্ট হয় তার উপায় স্থির করুন। ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, রাবণ আমার কাছে এই চেয়েছিল যে গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হাতে তার মরণ হবে না, আমিও তাকে সেই বর দিয়েছি। সে অবজ্ঞাবশে মানুষের নাম করে নি, সেই মানুষই তাকে বধ করবে।

এমন সময় শংখচক্রগদাপাণি গরুড়বাহন বিষ্ণু সেখানে এলেন। দেবগণ স্তব ক'রে তাঁকে বললেন, বিষ্ণু, লোকের হিতকামনায় আমরা তোমাকে একটি কার্যের ভার দেব। অযোধ্যাপতি দশরথের হ্রী শ্রী ও কীর্তি তুল্য তিন মহিষী আছেন, তুমি চার অংশে বিভক্ত হয়ে সেই তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর এবং মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতার অবধ্য রাবণকে বধ কর। সেই রাক্ষস সকলের উপর অত্যাচার করছে, তার নিধনের জন্য আমরা তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। বিষ্ণু বললেন, তোমরা ভীত হয়ো না, আমি রাবণকে সবংশে সংহার করব।

ঋষ্যশৃঙ্গের উপদেশে দশরথ যজ্ঞ করছিলেন,

> ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
> প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্॥
> কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
> স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবরমূর্ধজম্॥
> শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
> শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্॥
> দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।
> তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্॥
> দিব্যপায়সসংপূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
> প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব॥ (১৬।১১-১৫)

— এমন সময় যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অতুলনীয় প্রভান্বিত মহাবীর্য মহাবল মহাপ্রাণী আবির্ভূত হলেন। তিনি কৃষ্ণকায়, রক্তাম্বরধারী, তাঁর মুখ রক্তবর্ণ, কণ্ঠস্বর দুন্দুভিতুল্য। তাঁর দেহের রোম শ্মশ্রু ও কেশ সিংহের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ। তিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন, দিব্য আভরণে ভূষিত, শৈল-শৃঙ্গের তুল্য উন্নতকায়। তাঁর পাদক্ষেপ দৃপ্ত শার্দূলের ন্যায়। তাঁর

আকার দিবাকর ও দীপ্ত অনলশিখার তুল্য। তাঁর হস্তে তপ্তকাঞ্চন-গঠিত রজতাবরণযুক্ত দিব্য পায়সে পরিপূর্ণ এক বৃহৎ পাত্রী(১), যেন তিনি মায়াময়ী প্রিয়া পত্নীকে ধ'রে আছেন।

যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত ব্যক্তি দশরথকে বললেন, আমি প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ। মহারাজ, এই দেবনির্মিত সন্তানদায়ক পায়স আপনার পত্নীদের খেতে দিন। দশরথ সেই দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র মস্তকে গ্রহণ করলেন এবং অন্তঃপুরে এসে পায়সের অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্টের অর্ধ কৈকেয়ীকে দিয়ে মনে মনে বিবেচনার পর শেষ অংশ আবার সুমিত্রাকেই দিলেন।(২) তিন মহিষী সেই পায়স খেয়ে অচিরে গর্ভধারণ করলেন।

বিষ্ণু দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্মা দেবগণকে বললেন, তোমরা বিষ্ণুর সহায় স্বরূপ বহু বীর সৃষ্টি কর। ঋক্ষরাজ জাম্ববান পূর্বেই আমার মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এখন তোমরা গন্ধর্বী, যক্ষী, মুখ্য-অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদের গর্ভে পরাক্রান্ত বানর সকল উৎপাদন কর। ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ এবং ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ প্রভৃতি বানর সৃষ্টি করতে লাগলেন। ইন্দ্র বালীকে, সূর্য সুগ্রীবকে, বৃহস্পতি তারককে, কুবের গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে, অগ্নি নীলকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, এবং পর্জন্য শরভকে সৃষ্টি করলেন। বজ্রতুল্য দৃঢ়কায়, গরুড়তুল্য বেগবান, বানরগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বলবান হনুমানকে বায়ু উৎপাদন করলেন।

৮। রামাদির জন্ম—বিশ্বামিত্রের আগমন

[সর্গ ১৮—২১]

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে নিমন্ত্রিত রাজারা, অন্যান্য অতিথি, এবং সপত্নীক ঋষ্যশৃঙ্গ নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ মাস

(১) আধার। (২) অর্থাৎ ১৬ ভাগের ৮ ভাগ কৌশল্যা, ৬ ভাগ সুমিত্রা, এবং ২ ভাগ কৈকেয়ী পেলেন।

পূর্ণ হ'লে কৌশল্যা চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে রামকে প্রসব করলেন। তার পর কৈকেয়ী পুষ্যা নক্ষত্রে ভরতকে এবং সুমিত্রা অশ্লেষা নক্ষত্রে লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নকে প্রসব করলেন। গন্ধর্বগণ মধুর সংগীত এবং অপ্সরাসকল নৃত্য করতে লাগল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল। অযোধ্যায় নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ হ'ল। জন্মের এগার দিন পরে বশিষ্ঠ রাজকুমারদের নামকরণ করলেন।

রাজকুমারগণ সকলেই শূর, লোকহিতে রত, জ্ঞানবান ও গুণবান হলেন। তেজস্বী পরাক্রমশালী রাম নির্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রীতি লাভ করলেন। তিনি হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় পটু এবং ধনুর্বেদে ও পিতার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হলেন।

লক্ষ্মণ বাল্যকাল থেকেই সর্বদা রামের প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি রামের দ্বিতীয়-প্রাণতুল্য ছিলেন। ভরত-শত্রুঘ্নের মধ্যেও সেইরূপ স্নেহসম্বন্ধ হ'ল।

একদিন দশরথ পুরোহিত ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পুত্রগণের বিবাহ বিষয়ে কথা বলছিলেন এমন সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজদর্শনে এলেন। দশরথ সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমন ক'রে বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। কুশলজিজ্ঞাসা এবং যথাবিধি শিষ্টাচারের পর দশরথ বললেন,

> যথামৃতস্য সংপ্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে(১)॥
> যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাপ্রজস্য বৈ।
> প্রনষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ॥
> তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
> কং চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ॥ (২০।৫০-৫২)

—হে মহামুনি, অমৃত লাভ হ'লে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হ'লে, যোগ্যা ভার্যার গর্ভে নিঃসন্তানের পুত্র জন্মালে এবং প্রনষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার হ'লে যেমন মহা হর্ষ হয়, আপনার শুভাগমনে আমার সেইরূপ হর্ষ হয়েছে। আপনার অভীষ্ট কি? আমি হৃষ্টচিত্তে তা সাধন করব।

---

(১) 'অনূদকে'—আর্ষপ্রয়োগে দীর্ঘ নূ।

দশরথের বাক্যে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মহারাজ, আমি এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, কিন্তু মারীচ আর সুবাহু নামে দুই কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষস নানাপ্রকার বিঘ্ন করছে, যজ্ঞবেদীর উপর মাংস ও রক্ত বর্ষণ করছে। যজ্ঞকালে শাপ দেওয়া অকর্তব্য সেজন্য আমি ক্রোধ সংবরণ করেছি। আপনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র কাকপক্ষধর(১) মহাবীর রামকে যজ্ঞের দশ রাত্রির জন্য দিন, তিনি সেই রাক্ষসদের বিনাশ করবেন।

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শুনে দশরথ মুহূর্তকাল যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলেন। তার পর বললেন, আমার পুত্র রামের বয়স ষোলর কম, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার যোগ্যতা তার নেই। আমি অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যাব, স্বয়ং ধনুর্ধারণ ক'রে প্রাণপণে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রাম নিতান্ত বালক, এখনও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করে নি। রাক্ষসরা কূটযোদ্ধা, রাম তাদের সমকক্ষ নয়। রামের বিচ্ছেদে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না। যদি নিতান্তই তাকে নিয়ে যেতে চান তবে চতুরঙ্গ-সেনার সহিত আমাকেও নিন। হে কৌশিক, আমার ষাট হাজার বৎসর বয়স হয়েছে, কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে রাম জন্মেছে, তাকে নেওয়া আপনার উচিত নয়। আমার চার পুত্রের মধ্যে রামের প্রতিই আমার সর্বাধিক স্নেহ।

বিশ্বামিত্র বললেন, শুনেছি পৌলস্ত্যবংশজাত রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে, সে ব্রহ্মার বরে পরাক্রান্ত হয়ে অনুচর বহু রাক্ষসের সহিত ত্রিলোক পীড়ন করছে। মারীচ আর সুবাহু তারই আজ্ঞায় আমার যজ্ঞে বিঘ্ন করছে।

দশরথ উত্তর দিলেন, দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ বিহঙ্গ বা সর্প কেউ যুদ্ধে রাবণের বিক্রম সইতে পারে না, মানুষের কথা দূরে থাক। রাবণ যুদ্ধকালে বীর্যবানদের বীর্য হরণ করে। অতএব, মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি সসৈন্যে বা আমার পুত্রকে নিয়ে রাবণের সঙ্গে বা তার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না।

---

(১) কাকপক্ষ—দুই কানের পাশে ঝোলা চুলের গোছা; ক্ষত্রিয়াদি বালক ও কিশোরের কেশসংস্কার-রীতি।

দশরথের এই স্নেহগদ্‌গদ বাক্য শুনে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,

পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোহয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ॥
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্‌ গমিষ্যামি যথাগতম্‌।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ (২১।২-৩)

— তুমি পূর্বে আমার প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাও। এই আচরণ রঘুবংশীয়দের যোগ্য নয় এবং কুলের বিনাশকর। রাজা, এই যদি তোমার উচিত বোধ হয় তবে আমি যেমন এসেছি তেমনি ফিরে যাই, তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সুহৃদ্‌গণে বেষ্টিত থেকে সুখী হও।

বিশ্বামিত্রের ক্রোধে বসুধা চঞ্চল হয়ে উঠল, দেবগণও ভীত হলেন। তখন বশিষ্ঠ দশরথকে বললেন, মহারাজ, ত্রিলোকে আপনি ধর্মাত্মা ব'লে বিখ্যাত, এখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। রাম অস্ত্রবিদ্যা জানুন বা না জানুন, বিশ্বামিত্র রক্ষক হ'লে রাক্ষসরা তাঁর বিক্রম সইতে পারবে না। রাম মূর্তিমান ধর্ম, বলে ও বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ, তপস্যার আশ্রয় এবং ধর্মজ্ঞ। তাঁর মহিমা কোনও ব্যক্তির জ্ঞানগম্য নয়। আর এই মহাতেজা বিশ্বামিত্র বহু আশ্চর্য অস্ত্রের অধিকারী এবং ভূত বা ভবিষ্যৎ কিছুই এঁর অবিদিত নেই। ইনি নিজেই রাক্ষসদের দমন করতে পারেন, কেবল আপনার পুত্রের হিতের জন্যই প্রার্থী হয়ে এসেছেন। আপনি নির্ভয়ে রামকে যেতে দিন।

বশিষ্ঠের কথায় আশ্বস্ত হয়ে দশরথ প্রসন্নচিত্তে রামকে পাঠাতে সম্মত হলেন।

৯। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের গমন

[সর্গ ২২--২৫]

দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে ডেকে আনালেন এবং স্বস্ত্যয়নের পর তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ ক'রে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। বিশ্বামিত্র আগে আগে চললেন, তার পর রাম, তাঁর পিছনে লক্ষ্মণ। দুই ভ্রাতার হাতে ধনু,

অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ। অর্ধ যোজনের অধিক পথ অতিক্রম ক'রে সরযূর দক্ষিণ তটে এসে বিশ্বামিত্র 'রাম' এই মধুর সম্বোধন ক'রে বললেন, বৎস, জল নিয়ে আচমন কর, কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই, তুমি বলা-অতিবলা এই দুই মন্ত্র গ্রহণ কর। এই মন্ত্রপ্রভাবে তোমার শ্রম, জ্বর বা রূপের হানি হবে না। সুপ্ত বা অনবহিত থাকলেও রাক্ষসরা তোমাকে ধর্ষণ করতে পারবে না। সৌভাগ্যে, দক্ষতায়, জ্ঞানে বা তথ্যনির্ণয়ে, অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে তোমার সমকক্ষ কেউ হবে না। বলা-অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে তোমার ক্ষুৎপিপাসাও নিবৃত্ত হবে।

রাম জল গ্রহণ ক'রে শুচি হয়ে হাস্যমুখে এই দুই বিদ্যা গ্রহণ করলেন। সেই রাত্রি সরযূতীরে সুখে অতিবাহিত হ'ল। রাম-লক্ষ্মণ অনভ্যস্ত তৃণশয্যায় শুয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মিষ্ট আলাপে তাঁরা কোনও ক্লেশ অনুভব করলেন না।

রাত্রি প্রভাত হ'লে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা জাহ্নবী-সরযূর সংগমস্থলে এক রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রামের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র জানালেন যে পূর্বে এখানে কন্দর্পের আশ্রম ছিল। একদা মহাদেব যখন এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কন্দর্প তাঁর চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। রুদ্রের ক্রোধ-দৃষ্টিতে কন্দর্পের সর্বাঙ্গ ভস্মীভূত হয়ে যায়, তদবধি তাঁর নাম অনঙ্গ এবং এই স্থানের নাম অঙ্গদেশ। তাঁরই শিষ্যগণ পুরুষানুক্রমে এই স্থানে বাস করেন।

আশ্রমবাসী মুনিগণ বিশ্বামিত্রের আগমনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁদের যথোচিত সৎকার এবং রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বামিত্র এবং তাপসগণ মনোহর কথায় রাম-লক্ষ্মণের চিত্তবিনোদন করতে লাগলেন।

পরদিন তিন জনে গঙ্গাতীরে এসে নৌকাযোগে পার হলেন। নদীর মধ্যে এসে রাম কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলেন,

বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ (২৪।৭)

— আমরা যে জল ভেদ ক'রে যাচ্ছি তারই কি এই তুমুল শব্দ?

বিশ্বামিত্র বললেন,

> কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্॥
> ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
> তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে॥
> সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
> তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে॥
> বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু। (২৪।৮-১১)

— ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে তাঁর মন দ্বারা এক সরোবর রচনা করেছিলেন, তার নাম মানস সরোবর। অযোধ্যার দিকে যে পুণ্যতোয়া নদী গেছে তা ব্রহ্মার সরোবর থেকে নিঃসৃত, সেজন্য তার নাম সরযূ (১)। সেই নদী এখানে জাহ্নবীর সংগে মিলিত হয়েছে, তারই বারিসংক্ষোভের জন্য এই অতুলনীয় শব্দ হচ্ছে। রাম, তুমি মনঃসংযম ক'রে প্রণাম কর।

রাম-লক্ষ্মণ ওই দুই নদীকে প্রণাম ক'রে দক্ষিণ তীরে এসে দ্রুত চলতে লাগলেন। এক শ্বাপদসংকুল ঘোর অরণ্যে এসে রাম তার সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন। বিশ্বামিত্র বললেন, বৃত্রাসুরকে বধ করার সময় ইন্দ্র মললিপ্ত ক্ষুধিত ও ব্রহ্মহত্যার পাপে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই স্থানে তাঁকে স্নান করিয়ে মলহীন করেন। ইন্দ্রের মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দূর হওয়ায় তাঁর বরে এখানে মলদ ও করূষ নামে দুই সমৃদ্ধ জনপদ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে তাড়কা নামে এক যক্ষী এই দুই জনপদ নষ্ট করে। এই তাড়কার ইতিহাস শোন। —

সুকেতু নামক এক যক্ষ ব্রহ্মার আরাধনা ক'রে তাড়কাকে কন্যারূপে পায়। ব্রহ্মার বরে তাড়কা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। জম্ভপুত্র সুন্দের সংগে তার বিবাহ হয় এবং সে মারীচ নামে এক পুত্র লাভ করে। সুন্দ কোনও অপরাধের ফলে অগস্ত্য মুনি কর্তৃক বিনষ্ট হয়। তার প্রতি-

---

(১) অপর নাম গোগরা বা ঘর্ঘরা। ছাপরার দক্ষিণে গঙ্গায় পড়েছে।

শোষের জন্য তাড়কা ও মারীচ অগস্ত্যকে ভক্ষণ করতে যায়। ঋষির শাপে তাড়কা বিকৃতবদনা রাক্ষসীর রূপ পেলে, মারীচও রাক্ষস হয়ে গেল। রাম, তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এই দুর্বৃত্তা তাড়কাকে বধ কর, স্ত্রীহত্যাজনিত পাপের ভয় ক'রো না।—

> নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
> পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥
> রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ। (২৫।১৮-১৯)

— প্রজারক্ষার নিমিত্ত নৃশংস বা অনৃশংস, পাপজনক বা দোষযুক্ত সকল কর্মই করতে হবে। যাঁদের উপর রাজ্যচালনার ভার আছে তাঁদের এই সনাতন ধর্ম।

১০। তাড়কাবধ—রামের দিব্যাস্ত্রলাভ—সিদ্ধাশ্রম—মারীচের নিগ্রহ

[সর্গ ২৬—৩০]

রাম বিশ্বামিত্রকে বললেন, যাত্রার সময় পিতা আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে আমি আপনার সমস্ত আজ্ঞা পালন করব। এই ব'লে রাম ধনুতে তীব্র জ্যানির্ঘোষ করলেন। সেই শব্দে তাড়কা ক্রোধে আকুল হয়ে আক্রমণ করতে এল। রাম বললেন, লক্ষ্মণ, দেখ এই যক্ষীর আকার কি ভীষণ, দেখলে ভীরুদের হৃদয় কম্পিত হয়। এই দুর্ধর্ষা মায়াবিনীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন ক'রেই তাকে নিবৃত্ত করব, স্ত্রীজাতিকে বধ করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না, এর শক্তি আর গতি আমি নষ্ট করব।

তাড়কা তখন মহাক্রোধে বাহু তুলে সগর্জনে রামের অভিমুখে ধাবমান হ'ল। বিশ্বামিত্র হুংকার দিয়ে তাকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, দুই রাঘবের জয় হ'ক। তাড়কা আকাশে ধূলি উড়িয়ে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। রাম তার দুই বাহু এবং লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। কামরূপিণী রাক্ষসী নানাপ্রকার রূপ ধারণ ক'রে, কখনও বা অদৃশ্য হয়ে

রাম-লক্ষ্মণকে বিমোহিত ক'রে প্রচণ্ড শিলাবর্ষণ করতে লাগল। তা দেখে বিশ্বামিত্র বললেন,

> অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী।
> যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া॥
> বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
> রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি। (২৬।২১-২৩)

-- রাম, তুমি এই পাপীয়সী দুষ্টচারিণী যজ্ঞনাশিনী যক্ষীকে দয়া ক'রো না, এর মায়াবল বাড়বার আগেই সন্ধ্যার পূর্বে একে বধ কর। রাক্ষসজাতি সন্ধ্যাকালেই দুর্ধর্ষ হয়।

রাম তখন শরাঘাতে তাড়কার বক্ষস্থল বিদীর্ণ ক'রে তাকে বধ করলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ আকাশ থেকে এই যুদ্ধ দেখছিলেন। তাঁরা তাড়কাকে বিনষ্ট দেখে প্রীত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন, কৌশিক, তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি এখন তোমার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ রামের হস্তে প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবলসম্পন্ন পুত্রগণকে সমর্পণ কর। রাম তোমার একান্ত অনুগত সেজন্য এই দানের যোগ্য। এই ব'লে দেবতারা চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র সহাস্যে মধুরস্বরে বললেন, রাম, আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, তোমাকে অদ্ভুত শক্তিশালী দিব্যাস্ত্রসমূহ দেব। এইসকল অস্ত্রের প্রভাবে তুমি দেব অসুর গন্ধর্ব উরগ সকলকেই পরাস্ত করতে পারবে।

বিশ্বামিত্র পূর্বাস্য হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। তখন দণ্ডচক্র, বিষ্ণুচক্র, বজ্র, শৈব শূল, বারুণ পাশ, বায়ব্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র প্রভৃতি নানা দিব্যাস্ত্র রামের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললে, রাঘব, আমরা তোমার কিংকর, তুমি যা ইচ্ছা করবে আমরা তাই করব। রাম প্রসন্নমনে দিব্যাস্ত্রগণের করস্পর্শ ক'রে বললেন, আমি স্মরণ করলেই তোমরা উপস্থিত হয়ো।

এই সমস্ত অস্ত্র প্রজাপতি কৃশাশ্বের তনয়। বিশ্বামিত্র তখন রামকে সংহারমন্ত্র শিখিয়ে দিলেন যার দ্বারা বিমুক্ত অস্ত্র ফিরিয়ে আনা যায়। তার পর তাঁরা পুনর্বার যাত্রা করলেন।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওই পর্বতের অদূরে যে মেঘতুল্য বন দেখা যাচ্ছে ওখানে কার আশ্রম? যেখানে রাক্ষসগণ আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করে সেই স্থান কতদূর?

বিশ্বামিত্র বললেন, এই স্থানে বামনরূপী বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেজন্য এর নাম সিদ্ধাশ্রম। এককালে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত ক'রে রাজত্ব করতেন। তিনি একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। তখন দেবগণ এই তপোবনে এসে বিষ্ণুকে বললেন, দানবরাজ বলির যজ্ঞে যাচকগণ যা প্রার্থনা করছে তাই পাচ্ছে; তুমি দেবগণের হিতার্থে সেখানে যাও। বিষ্ণু কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং বলির কাছে গিয়ে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাইলেন। বলি সম্মত হ'লে বামন পাদত্রয়দ্বারা ত্রিলোক অধিকার ক'রে ইন্দ্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। আমি এই সিদ্ধাশ্রমেই বাস করি, রাক্ষসগণ এখানেই উপদ্রব করে।

তাঁরা আশ্রমে প্রবেশ করলে সেখানকার মুনিগণ তাঁদের যথোচিত সৎকার করলেন। মুহূর্তকাল বিশ্রাম ক'রে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বললেন, আপনি আজই যজ্ঞের দীক্ষা নিন, আপনার সংকল্প সিদ্ধ এবং এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হ'ক। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন।

পরদিন প্রভাতে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বললেন, ভগবান, যে সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে দমন করতে হবে সেই সময় যেন অতীত না হয়, আমাদের জানিয়ে দেবেন। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন [illegible] আশ্রমবাসী মুনিগণ বললেন, বিশ্বামিত্র দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আজ থেকে ছ রাত্রি মৌনী থাকবেন, তোমরা এই ছ রাত্রি [illegible] রাম-লক্ষ্মণ [illegible] দিবারাত্র সতর্ক রইলেন।

ষষ্ঠ দিবসে সহসা যজ্ঞবেদী প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। আকাশে ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল এবং মারীচ, সুবাহু ও তাদের অনুচরগণ ভীম মূর্তি ধারণ ক'রে বেদীর উপর রুধির বর্ষণ করতে লাগল। রাম শরাসনে মানবাস্ত্র সন্ধান ক'রে মারীচের বক্ষে আঘাত করলেন। মারীচ বিচেতন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শত যোজন দূরে মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হ'ল। তার পর রাম আগ্নেয়াস্ত্রে সুবাহুকে এবং বায়ব্যাস্ত্রে অপর রাক্ষসদের বধ করলেন।

বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন ক'রে রামকে বললেন, মহাবাহু, আমি কৃতার্থ হয়েছি, তুমি গুরুবাক্য রক্ষা করেছ, এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হ'ল।

১১। মিথিলাযাত্রা — গিরিব্রজ — বিশ্বামিত্রের বংশবৃত্তান্ত

[সর্গ ৩১—৩৪]

সিদ্ধাশ্রমে সেই রজনী যাপন ক'রে পরদিন প্রভাতে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন ক'রে বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, দুই কিংকর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন কি করতে হবে। বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণ বললেন, মিথিলার রাজা জনক এক যজ্ঞ করবেন, আমরা সকলেই সেখানে যাব, তোমরাও চল। সেখানে এক অদ্ভুত ধনু দেখবে। দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষস তাতে জ্যারোপণ করতে পারে না, মানুষ তো দূরের কথা। অনেক রাজা ও রাজপুত্র চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছেন। দেবগণ যজ্ঞের ফলস্বরূপ এই ধনু জনকের পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন, জনক তাকে স্বগৃহে রেখে গন্ধধূপাদিদ্বারা অর্চনা করেন।

বিশ্বামিত্র বনদেবতাগণকে অভিবাদন এবং আশ্রম প্রদক্ষিণ ক'রে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। ঋষিগণ একশত শকট নিয়ে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগ এবং পক্ষিগণও বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করলে। তারা অনেক দূর গিয়ে সূর্যাস্ত হ'লে ফিরে গেল।

মুনিগণ শোণ নদের তীরে উপস্থিত হলেন। সায়ংকালীন স্নান ও অগ্নিহোত্রের পর তাঁরা উপবিষ্ট হ'লে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, এ কোন্ দেশ? বিশ্বামিত্র এই ইতিহাস বললেন।—

কুশ নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন, তাঁর পত্নী বৈদভীর গর্ভে চার পুত্র উৎপন্ন হয় — কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু। পিতার আদেশে তাঁরা যথাক্রমে এই চার নগর স্থাপিত করেন — কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ। এই স্থানই গিরিব্রজ(১), ওই পঞ্চ শৈল এবং মাগধী(২) নদী বসুর অধিকৃত।

কুশনাভের পত্নী ঘৃতাচীর গর্ভে একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। এইসকল রূপযৌবনবতী কন্যা একদিন উদ্যানে নৃত্যগীত করছিল এমন সময় বায়ু এসে তাদের বললেন, তোমরা আমার ভার্যা হও। কন্যারা অবজ্ঞার হেসে উত্তর দিলে,

> অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং ভূতসত্তম।
> প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে॥ (৩২।১৯)
> মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
> অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে॥ (৩২।২১)

— ভূতশ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ কর(৩), আমরাও সকলে তোমার প্রভাব জানি, তবে কেন আমাদের অপমান করছ? দুর্বুদ্ধি, এমন দিন যেন না আসে যে সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা ক'রে আমরা নিজের মতে স্বয়ংবরা হব।

এই উত্তর শুনে বায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন ক'রে দিলেন। কুশনাভ কন্যাগণের এই দুর্দশা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে। কুশনাভ বললেন, তোমরা বায়ুকে ক্ষমা ক'রে আমার কুলোচিত কার্য করেছ। ক্ষমা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অলংকার, ক্ষমাই দান, সত্য, যজ্ঞ, যশ এবং ধর্ম। কন্যাদের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে কুশনাভ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

---

(১) রাজগিরির নিকট। (২) শোণ। (৩) অর্থাৎ মনের কথা জান।

চূলী নামক এক ঊর্ধ্বরেতা তপস্বীকে সেবায় তুষ্ট ক'রে গন্ধর্বকন্যা সোমদা এক পুত্রলাভ করেছিলেন। এই পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্ত, ইনি কাম্পিল্যা নগরীতে রাজ্যস্থাপন করেন। কুশনাভ তাঁর সঙ্গে নিজের শতকন্যার বিবাহ দিলেন। ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণি স্পর্শ করতেই তাদের কুব্জতা দূর হয়ে পূর্ব রূপ ফিরে এল।

কুশনাভ তখন পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করলেন এবং তাঁর পিতা কুশের আশীর্বাদে গাধি নামে পুত্র লাভ করলেন। এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশবংশজাত, সেজন্য আমার নাম কৌশিক। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতী। তাঁর স্বামী ঋচীক সশরীরে স্বর্গে যাবার পর থেকে সত্যবতী লোকহিতকামনায় কৌশিকী(১) নদী হয়ে হিমালয় থেকে প্রবাহিত হচ্ছেন। আমি ভগিনীর প্রতি স্নেহবশে হিমালয়ের পার্শ্বে নিয়ত সুখে বাস করি, কেবল যজ্ঞের নিমিত্ত তাঁকে ছেড়ে সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলাম, এখন তোমার পরাক্রমে আমার কামনা সিদ্ধ হয়েছে। আমার বংশবৃত্তান্ত, এবং এই স্থানের বিবরণ যা তুমি জানতে চেয়েছিলে তা বলা হ'ল। অর্ধরাত্র অতীত হয়েছে, এখন নিদ্রিত হও।

১২। গঙ্গার উপাখ্যান — কার্তিকেয়ের জন্ম

[সর্গ ৩৫—৩৭]

পরদিন তাঁরা শোণ নদের তটদেশ অতিক্রম ক'রে মধ্যাহ্নকালে জাহ্নবী-তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে স্নান এবং যথাবিধি তর্পণ ও হোম ক'রে তাঁরা অমৃতবৎ হবি (২) ভোজন করলেন, এবং বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন ক'রে সকলে বসলেন। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই ত্রিপথগা গঙ্গা কিরূপে ত্রিলোক আক্রমণ ক'রে সমুদ্রে পড়েছেন?

বিশ্বামিত্র বললেন, হিমালয়ের পত্নী সুমেরুদুহিতা মেনার গর্ভে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। দেবগণের কোনও

---

(১) কুশী নদী, বিহারের পূর্বাংশে। (২) হবির অর্থ শুধু ঘৃত নয়, যে খাদ্য অগ্নিতে উৎসর্গ করা হয় তাই হবি।

কার্য সাধনের নিমিত্ত হিমালয় গঙ্গাকে সুরলোকে পাঠিয়েছিলেন। উমা কঠোর তপস্যা ক'রে রুদ্রকে পতিরূপে লাভ করেন।

মহাদেব শতবর্ষ উমার সহবাস করলেন তথাপি তাঁর পুত্র হ'ল না। দেবতারা উৎকণ্ঠিত হয়ে মহাদেবের কাছে নিবেদন করলেন, হে মহাদেব, ত্রিলোক আপনার তেজ ধারণ করতে পারবে না, আপনি নিজেই তা ধারণ করুন। মহাদেব সম্মত হয়ে বললেন, আমি উমার সহিত তেজ ধারণ করব, কিন্তু আমার যে তেজ বিচলিত হয়েছে, তা কে ধারণ করবে? দেবতারা বললেন, ধরা তা ধারণ করবেন। মহাদেব তখন তেজ মোচন করলেন, তাতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হ'ল। তার পর দেবগণের অনুরোধে বায়ুর সহিত অগ্নি সেই তেজে প্রবেশ করলেন, তার ফলে শ্বেত পর্বত ও দিব্য শরবণ উৎপন্ন হ'ল। সেই শরবণে কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন।

শৈলসুতা উমা ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণকে অভিশাপ দিলেন, আমি পুত্র-কামনায় স্বামীর সহবাসে ছিলাম, তোমরা এসে তার ব্যাঘাত করেছ; এখন থেকে তোমাদের পত্নীরা বন্ধ্যা হবে। তিনি পৃথিবীকে বললেন, তুমিও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হবে; তুমি চাও না যে আমার পুত্র হয়, অতএব তুমিও পুত্রবতীর আনন্দ পাবে না। তার পর হরপার্বতী হিমালয়ের এক উত্তরবর্তী শৃঙ্গে তপস্যা করতে লাগলেন।

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের সেনাপতিকে যাঁরা জন্ম দেবেন সেই শিব ও উমা এখন তপস্যা করছেন। এখন যা কর্তব্য লোকহিতের জন্য তা করুন। ব্রহ্মা এই আশ্বাস দিলেন--অগ্নি থেকে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে যে পুত্র জন্মাবেন তিনিই তোমাদের সেনাপতি হবেন। তখন দেবগণ কৈলাসে গিয়ে অগ্নিকে অনুরোধ করলেন, তুমি শিবতেজ গঙ্গায় নিক্ষেপ কর। তাঁরা গঙ্গাকেও বললেন, দেবী, তুমি গর্ভধারণ ক'রে দেবতাদের প্রিয়কার্য সাধন কর। শিবতেজ নিক্ষিপ্ত হ'লে গঙ্গা বললেন, আমি দগ্ধ হচ্ছি, এই তেজ আমার অসহ্য। তখন অগ্নির উপদেশে গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ করলেন। সেই তেজঃ-প্রভাবে সুবর্ণ রজত তাম্র লৌহ সীসক প্রভৃতি ধাতু এবং একটি কুমার উৎপন্ন হ'ল।

দেবতাদের অনুরোধে কৃত্তিকা নক্ষত্রগণ সেই কুমারকে পালন করলেন সেজন্য তাঁর নাম কার্তিকেয় হ'ল। তিনি ছ মুখ দিয়ে ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যপান করতে লাগলেন। গঙ্গার গর্ভ থেকে স্কন্ন অর্থাৎ চ্যুত হয়েছিলেন ব'লে তাঁর আর এক নাম স্কন্দ। এই কার্তিকেয় দেবসেনাপতি হয়ে দৈত্যসেনা জয় করেছিলেন।

১৩। সগর রাজার উপাখ্যান

[সর্গ ৩৮—৪১]

গঙ্গা ও কার্তিকেয়র কথা শেষ করে বিশ্বামিত্র রামের পূর্বপুরুষ সগর রাজার ইতিহাস বলতে লাগলেন।—

পুরাকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী বিদর্ভরাজকন্যা কেশিনী, কনিষ্ঠা মহিষী কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি। পুত্রকামনায় সগর দুই পত্নীর সঙ্গে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেন। শতবর্ষ পরে মহর্ষি ভৃগু প্রীত হয়ে বর দিলেন, তোমার এক পত্নীর গর্ভে একটি বংশধর পুত্র হবে, অপর পত্নীর ষাট হাজার কীর্তিমান উৎসাহশীল পুত্র হবে। কেশিনী এক পুত্রের এবং সুমতি বহু পুত্রের বর নিলেন।

যথাকালে কেশিনীর অসমঞ্জ নামক পুত্র হ'ল। সুমতি একটি তুম্বাকার পিণ্ড প্রসব করলেন, তা থেকে ষাট হাজার পুত্র নির্গত হ'ল। ধাত্রীরা তাদের ঘৃতপূর্ণ কলসে রেখে বর্ধিত করতে লাগল। তারা যখন বালক ছিল তখন জ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ প্রতিদিন তাদের সরযূর জলে ফেলে দিয়ে হাসত। কালক্রমে অসমঞ্জ দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী হয়ে উঠল, সেজন্য সগর তাকে নির্বাসিত করলেন। তার অংশুমান নামে একটি প্রিয়ভাষী বীর্যবান জনপ্রিয় পুত্র ছিল।

বহুকাল গত হ'লে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

মূর্তি ধারণ ক'রে সেই অশ্ব অপহরণ করলেন। সগর তখন তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, পুত্রগণ, তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে এক এক যোজন পরিমিত স্থান অনুসন্ধান কর। যতক্ষণ যজ্ঞাশ্ব এবং তার চোরকে না পাও ততক্ষণ আমার আজ্ঞায় পৃথিবী খনন ক'রে অনুসন্ধান কর। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে পৌত্র এবং উপাধ্যায়গণের সঙ্গে এইখানে যজ্ঞাশ্বের প্রতীক্ষায় থাকব।

রাজপুত্রগণ সর্বত্র অনুসন্ধান ক'রেও অশ্ব পেলেন না। তখন তাঁরা প্রত্যেকে এক বর্গযোজন ভূমি শূল ও হল দ্বারা ভেদ করতে লাগলেন। বসুমতী আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, নাগ রাক্ষস ও অসুরগণ প্রাণভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তখন দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে বললেন, সগরসন্তানগণ সমগ্র পৃথিবী খনন করছে, তাতে বহু প্রাণী বিনষ্ট হচ্ছে। যজ্ঞাশ্বের অপহারক সন্দেহ ক'রে তারা সকলকেই বধ করছে। ব্রহ্মা বললেন, বাসুদেব এই বসুধার স্বামী, তিনি এখন কপিলরূপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কোপাগ্নিতে সগরপুত্রগণ ভস্ম হবে।

সগরপুত্রগণ ফিরে গিয়ে সগরকে জানালে যে যজ্ঞাশ্ব ও তার চোরকে কোথাও পাওয়া গেল না। সগর সরোষে বললেন, আবার তোমরা ধরাতল খনন কর, তোমাদের কৃতকার্য হ'তেই হবে। রাজপুত্রগণ আবার খনন আরম্ভ ক'রে এক স্থানে বিরূপাক্ষ নামক পর্বতাকার দিগ্‌গজ দেখতে পেলেন। এই হস্তী পর্বত ও বন সমেত সমস্ত পৃথিবী মস্তকে ধ'রে আছে, যখন সে শিরশ্চালনা করে তখন ভূমিকম্প হয়। সগরপুত্রগণ তাকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ ক'রে রসাতল ভেদ ক'রে চলতে লাগলেন এবং একে একে মহাপদ্ম, সৌমনস ও ভদ্র নামক অপর তিন দিগ্‌গজ দেখতে পেলেন। অবশেষে তাঁরা উত্তরপূর্ব দিকে গিয়ে কপিলরূপী বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর অদূরে যজ্ঞের অশ্ব চরছিল।

তে তং যজ্ঞহয়ং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্রলাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষশিলাধরাঃ॥
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞীয়ং হৃতবানসি॥

দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্।
শ্রুত্বা তদ্ বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন॥
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুংকারমকরোত্তদা।
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ॥ (৪০।২৭-৩০)

— তাঁকে যজ্ঞদ্রোহী স্থির ক'রে সগরপুত্রগণ ক্রোধব্যাকুলনয়নে খনিত্র লাঙ্গল এবং অনেক বৃক্ষ ও শিলা নিয়ে তাঁর প্রতি এই ব'লে ধাবমান হ'ল — তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ওরে দুষ্টবুদ্ধি, তুমি আমাদের যজ্ঞের তুরঙ্গ হরণ করেছ; জেনো, আমরা সগরসন্তান। এই কথা শুনে অমিতপ্রভাব মহাত্মা কপিল অতি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে হুংকার করলেন, তাতে সমস্ত সগরসন্তান ভস্মরাশিতে পরিণত হ'ল।

পুত্রদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে বললেন, তুমি বীর এবং কৃতবিদ্য হয়েছ, এখন ধনু ও খড়্গ নিয়ে পিতৃব্যদের এবং অশ্বাপহারকের সন্ধানে যাও। কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসে আমার যজ্ঞ সাধিত কর।

অংশুমান যেতে যেতে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত ভূনিম্নস্থ একটি পথ দেখতে পেলেন। সেই পথে গিয়ে প্রথম দিগ্‌গজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। সে বললে, অসমঞ্জপুত্র, তুমি কৃতকার্য হবে, শীঘ্রই যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরতে পারবে। অপর তিন দিগ্‌গজও ওই কথা বললে। অবশেষে তিনি পিতৃব্যগণের ভস্মরাশির নিকট উপস্থিত হলেন এবং অশ্বও দেখতে পেলেন। তখন তাঁর পিতৃব্যগণের মাতুল গরুড় এসে তাঁকে বললেন, বীর, শোক ক'রো না, তোমার পিতৃব্যগণ কপিলশাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুর ফলে জগতের মঙ্গল হবে। এঁদের লৌকিক সলিলদান উচিত নয়, তুমি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার জলে এঁদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন কর, তিনি এই ভস্মরাশি প্লাবিত করলে সগরতনয়গণ স্বর্গলোকে যাবেন।

অংশুমান যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এসে পিতামহকে শোকসংবাদ এবং গরুড়ের বাক্য জানালেন। সগর যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন ক'রে নিরন্তর

হয়েছে জেনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে জটামণ্ডলমধ্যে তাঁকে অবরুদ্ধ করলেন। তখন ভগীরথ আবার তপস্যা করলেন, তাতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরের দিকে পরিত্যাগ করলেন। গঙ্গা সপ্ত স্রোতে বইতে লাগলেন — পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু, এবং সপ্তম স্রোত ভগীরথের পশ্চাতে। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরূঢ় হয়ে আগে আগে যেতে লাগলেন। দেবর্ষি গন্ধর্ব যক্ষ ও সিদ্ধগণ দেখতে এলেন, বৃহৎ বিমান ও অশ্বগজাদি আরোহণ ক'রে দেবগণও উপস্থিত হলেন।

> তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্ ॥
> দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ।
> সম্পতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা ॥
> শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।
> শিশুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥
> বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবৎ তদা।
> পাণ্ডরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রধা ॥
> শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসংপ্লবৈঃ।
> ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্ ॥
> বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
> সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ।
> মুহুরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ ॥ (৪৩।১৯-২৫)

— পৃথিবীতে গঙ্গার সেই আশ্চর্য অবতরণ দেখবার জন্য যে দেবগণ এসেছিলেন তাঁদের উজ্জ্বল কান্তি এবং আভরণের প্রভায় মেঘশূন্য আকাশ শতসূর্যপ্রকাশের ন্যায় শোভিত হ'ল। চঞ্চল শিশুমার(১), সর্প ও মৎস্য সকল উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় আকাশ যেন বিদ্যুৎখচিত হ'ল। পাণ্ডুবর্ণ ফেনপুঞ্জ সহস্রখণ্ডে বিকীর্ণ হওয়ায় বোধ হ'ল যেন হংস-সমাকীর্ণ শারদীয় মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার প্রবাহ কোথাও দ্রুতবেগে, কোথাও কুটিল গতিতে, কোথাও প্রসারিত বা সংকুচিত

---

(১) শুশুক।

হয়ে, কোথাও ধীরে ধীরে বইতে লাগল। কোনও স্থানে জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষ হ'ল, জলপ্রবাহ ঊর্ধ্বপথে গিয়ে আবার ধরাতলে পড়ল।

মহাদেবের মস্তকনিঃসৃত সেই পবিত্র জলধারায় স্নান ক'রে ধরাতলবাসী সকলেই তৃপ্ত ও পাপমুক্ত হ'ল। গঙ্গার গমনপথের একস্থানে জহ্নুমুনি যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞস্থান প্লাবিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার সমস্ত জল পান ক'রে ফেললেন। তখন দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিগণ স্তব ক'রে জহ্নুকে বললেন যে গঙ্গা তাঁর দুহিতা। জহ্নু তাঁর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করলেন। সেই অবধি গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী হয়েছে।

গঙ্গা পুনর্বার ভগীরথের অনুগমন করতে লাগলেন এবং সাগরে উপস্থিত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করলেন। ভগীরথ তাঁকে ভস্মরাশির কাছে নিয়ে গেলেন। সেই ভস্ম পবিত্র গঙ্গাসলিলে প্লাবিত হওয়ায় সগরসন্তানগণ গতপাপ হয়ে স্বর্গে গেলেন।

তার পর ব্রহ্মা ভগীরথকে বললেন, তুমি ষাট হাজার সগরপুত্রকে ত্রাণ করলে, যত কাল সাগরে জল থাকবে তত কাল তাঁরা স্বর্গে বাস করবেন। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হবেন এবং তোমার নাম অনুসারে ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হবেন। ইনি তিন পথে (১) গেছেন এজন্য তাঁর আর এক নাম ত্রিপথগা হবে। তোমার পূর্বপুরুষ সগর অংশুমান ও দিলীপের মনোরথ সিদ্ধ হয় নি, কিন্তু তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে যশস্বী হয়েছ। এখন তুমি অবগাহন ক'রে শুচি ও পুণ্যবান হও এবং পিতৃগণের সলিলক্রিয়া সম্পন্ন কর।

ব্রহ্মা চ'লে গেলে ভগীরথ যথাবিধি পিতৃতর্পণ শেষ ক'রে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

১৫। বিশালা — ক্ষীরোদমন্থন — মরুদ্গণের উৎপত্তি

[সর্গ ৪৫—৪৭]

গঙ্গাবতরণের যে আশ্চর্য কথা বিশ্বামিত্র বললেন তার বিষয় ভাবতে ভাবতেই রাম-লক্ষ্মণের রাত্রি কেটে গেল। প্রভাতে রাম বিশ্বামিত্রকে

(১) স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।

বললেন, আপনার আগমন শুনে উত্তম আস্তরণযুক্ত একটি নৌকা নিয়ে ঋষিরা এসেছেন, আসুন আমরা গঙ্গা পার হই। বিশ্বামিত্র নৌকাযোগে সকলের সঙ্গে গঙ্গার উত্তর তীরে এলেন। সেখান থেকে স্বর্গলোকতুল্য রমণীয় বিশালা (১) পুরী নয়নগোচর হ'ল। সেই দিকে যেতে যেতে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিশালায় কোন্ রাজবংশ থাকেন? বিশ্বামিত্র বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছে বিশালার কথা যা শুনেছি তা বলছি।—

পুরাকালে সত্যযুগে সুরগণ ও অসুরগণ স্থির করলেন, আমরা যদি অমৃত পান করি তবে অজর অমর নিরাময় হ'তে পারব। অমৃতলাভের নিমিত্ত তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু ক'রে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। সহস্র বৎসর মন্থন হ'ল, বাসুকি হলাহল বমন এবং দন্ত দ্বারা শিলা দংশন করতে লাগলেন। তখন দেবতারা ত্রাহি ত্রাহি রবে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। সেই সময়ে শঙ্খচক্রধর হরি সেখানে এসে হাস্যমুখে শূলপাণিকে বললেন, প্রভু, আপনি সুরগণের অগ্রগণ্য, মন্থনের ফলে যে বিষ উঠেছে সেই অগ্রপূজা আপনিই গ্রহণ করুন। মহাদেব হলাহল পান করলেন। দেবাসুরগণ আবার মন্থন আরম্ভ করলে মন্দর পর্বত পাতালে প্রবিষ্ট হ'ল। তখন দেবতা ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় হৃষীকেশ বিষ্ণু কূর্মরূপে ধারণ ক'রে মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে নিয়ে সাগরতলে শয়ন করলেন।

আরও সহস্র বৎসর মন্থনের পর দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ ক'রে ধন্বন্তরি উত্থিত হলেন। তার পর অসংখ্য পরিচারিকার সঙ্গে অপ্সরা সকল বহির্গত হ'ল। অপ্ থেকে উদ্ভূত সেজন্য তাদের নাম অপ্সরা।—

> ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেবদানবাঃ।
> অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ॥ (৪৫।৩৫)

—দেব দানব কেউ তাদের নিলে না, সেজন্য তারা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হ'ল।

---

(১) বর্তমান বিশারা পরগনা, হাজিপুর ও মজঃফরপুরের মধ্যবর্তী।

বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্॥
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্॥
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেন দিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ॥ (৪৫।৩৬-৩৮)

— রঘুনন্দন, তার পর বরুণের কন্যা মহাভাগা বারুণী(১) উঠে যাচনা করতে লাগলেন কে তাঁকে নেবে। দিতির পুত্রগণ তাঁকে নিলেন না, কিন্তু অদিতির পুত্রগণ সেই অনিন্দিতাকে নিলেন। সেজন্য দিতিপুত্রেরা অসুর এবং অদিতিপুত্রেরা সুর। বারুণীকে গ্রহণ ক'রে সুরগণ হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হলেন।

তার পর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি এবং অমৃত উত্থিত হ'ল। সেই অমৃত অধিকারের নিমিত্ত এক পক্ষে দেবগণ এবং অপর পক্ষে অসুর ও রাক্ষসগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন বিষ্ণু মায়াবলে মোহিনী-মূর্তি ধারণ ক'রে অমৃত হরণ করলেন। যারা তাঁকে আক্রমণ করলে তাদের তিনি নিষ্পেষিত ক'রে দিলেন। দেবগণ কর্তৃক বহু অসুর নিহত হ'ল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইন্দ্র ত্রিলোক শাসন করতে লাগলেন।

দৈত্যমাতা দিতি নিহত পুত্রগণের শোকে কাতর হয়ে তাঁর ভর্তা কশ্যপকে বললেন, আমি এমন এক পুত্র চাই যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। কশ্যপ বললেন, তাই হবে, তুমি যদি সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকতে পার তবে তোমার এমন পুত্র হবে যে ইন্দ্রকে বধ করবে। এই কথা ব'লে হস্ত দ্বারা দিতির দেহ স্পর্শ ও মার্জনা ক'রে(২) স্বস্তি ব'লে কশ্যপ তপস্যা করতে গেলেন।

দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে দারুণ তপস্যা আরম্ভ করলেন। ইন্দ্র নানা প্রকারে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। অগ্নি কুশ কাষ্ঠ জল ফলমূল, যা কিছু দিতি ইচ্ছা করতেন সমস্তই ইন্দ্র এনে দিতেন এবং শ্রম

---

(১) সুরা। (২) গায়ে হাত বুলিয়ে।

অপনয়নের জন্য তাঁর গাত্র সংবাহন (১) করতেন। ন-শ-নব্বই বৎসর গত হ'লে দিতি হৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, আর দশ বৎসর পরে তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখবে। আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত যে পুত্র চেয়েছিলাম তার সঙ্গেই তুমি নির্বিবাদে নিশ্চিন্ত হয়ে ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করবে।

মধ্যাহ্নকালে দিতি শয়ন ক'রে নিদ্রাগত হলেন। তিনি শয্যার মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রেখেছেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে অশুচি বোধ ক'রে আনন্দে হাসলেন এবং তাঁর শরীরবিবরে প্রবেশ ক'রে বজ্র দ্বারা গর্ভ সপ্ত খণ্ড করলেন। তখন গর্ভস্থ শিশু রোদন ক'রে উঠল, সেই শব্দে দিতি জাগরিত হলেন, ইন্দ্র 'মা রুদ মা রুদ'— কেঁদো না কেঁদো না ব'লে শিশুকে কাটতে লাগলেন। দিতি মেরো না মেরো না বলায় ইন্দ্র বেরিয়ে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, দেবী, আপনি মাথার দিকে পা রেখে অশুচি হ'য়ে শুয়েছিলেন, সেই অবস্থায় আমার ভাবী হন্তাকে সপ্ত খণ্ডে ছেদন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, আমার অপরাধেই গর্ভ সপ্তধা খণ্ডিত হয়েছে, তোমার দোষ নেই। এখন আমার এই সপ্ত পুত্র দিব্য রূপ ধারণ ক'রে মারুত নামে সপ্ত লোকে বিচরণ করুক। তুমি 'মা রুদ' বলেছিলে এজন্য এদের নাম মারুত হ'ল। এই স্থির হওয়ার পর ইন্দ্র ও তাঁর বিমাতা দিতি স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

রাম, এই স্থানেই ইন্দ্র দিতির পরিচর্যা করেছিলেন। অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র হয়, সেই পুত্র এখানে বিশালা পুরী নির্মাণ করেন। তাঁর বংশে যথাক্রমে হেমচন্দ্র সুচন্দ্র ধূম্রাশ্ব সৃঞ্জয় সহদেব কুশাশ্ব সোমদত্ত কাকুৎস্থ ও সুমতি জন্মগ্রহণ করেন। এখন সুমতি এখানে রাজত্ব করছেন। আজ আমরা এখানেই সুখে রাত্রিযাপন করব। কাল তুমি রাজা জনকের দর্শনলাভ করবে।

---

(১) হাত পা টেপা।

বিশ্বামিত্রের আগমন শুনে মহারাজ সুমতি তাঁর উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সঙ্গে এসে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, মুনিবর, আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছি।

১৬। মিথিলায় প্রবেশ—অহল্যার শাপমোচন

[সর্গ ৪৮—৪৯]

কুশলপ্রশ্নের পর সুমতি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই খড়্গ-তূণ-কার্মুক-ধারী পদ্মপলাশলোচন নবযুবক দুই বীর কার পুত্র? এঁরা রূপে অশ্বিনীকুমারতুল্য, আকার-প্রকারে পরস্পরের সদৃশ, যেন দেবলোক থেকে দুই দেবতা ধরায় এসে পড়েছেন। এঁরা কিজন্য পদব্রজে এই দুর্গম পথে এসেছেন?

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় দিলেন। রাজা সুমতি অতিশয় বিস্মিত হলেন এবং দশরথের দুই পুত্রকে অতিথিরূপে পেয়ে পরম সমাদরে তাঁদের যথোচিত সৎকার করলেন।

সেই রাত্রি বিশালায় যাপন ক'রে পরদিন বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গিগণ মিথিলায় উপস্থিত হলেন। রাম সেখানকার উপবনে এক পুরাতন নির্জন আশ্রম দেখে বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করলেন, এই মুনিবর্জিত আশ্রমটি কার ছিল?

বিশ্বামিত্র বললেন, পূর্বে এখানে গৌতমের আশ্রম ছিল, তিনি এখানে অহল্যার সহিত বহু বর্ষ বাস করেছিলেন। একদা তিনি অন্যত্র গেলে শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ ক'রে অহল্যার কাছে এসে সংগম প্রার্থনা করলেন। গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও অহল্যা দুর্মতিবশে সম্মত হলেন। তার পর তিনি ইন্দ্রকে বললেন,

> কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো॥
> আত্মানং মাং চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ। (৪৮।২০-২১)

—সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হয়েছি, শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যান, নিজেকে এবং আমাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবেন।

ইন্দ্র একটু হেসে বললেন, আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, এখন স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছি। এই ব'লে তিনি গৌতমের ভয়ে শীঘ্র কুটীর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এমন সময় অনলতুল্য তেজস্বী গৌতম স্নান ক'রে সমিধ আর কুশ নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্রের মুখ বিষাদগ্রস্ত হ'ল। গৌতম বললেন, ওরে দুর্মতি, আমার রূপ ধারণ করে যে অকর্তব্য কর্ম করেছ তার জন্য তুমি নপুংসক হবে। গৌতম সরোষে এই কথা বলবামাত্র ইন্দ্রের অণ্ড খ'সে পড়ল। তার পর গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, দুষ্টচারিণী, তুমি এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য হয়ে বায়ুমাত্র ভক্ষণ ক'রে অনাহারে ভস্মশয্যায় বহু সহস্র বৎসর অনুতাপ করবে। যখন এই ঘোর বনে দশরথপুত্র রাম আসবেন, তখন লোভ-মোহ বর্জন ক'রে তাঁর আতিথ্য করবে, তাতে তুমি পবিত্র হয়ে পূর্বরূপ পাবে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হবে। গৌতম এই ব'লে হিমালয়ে তপস্যা করতে চ'লে গেলেন।

> অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্॥
> অব্রবীৎ ত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণান্॥
> কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
> ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্যমিদং কৃতম্॥
> অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
> শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া॥
> তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসংঘাঃ সচারণাঃ।
> সুরকার্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ॥ (৪৯।১-৪)

— পুরুষত্বহীন ইন্দ্র ত্রস্তনয়নে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ও সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণ(১) গণকে বললেন, আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন এবং ক্রোধ উৎপাদন ক'রে দেবতাদের উপকার করেছি। তাঁর ক্রোধে আমি অফল(২) হয়েছি, অহল্যাও শাপগ্রস্ত হয়েছেন। প্রবল অভিশাপ নির্গত করিয়ে আমি গৌতমের তপস্যা নষ্ট করেছি(৩)। আমি সুরকার্য করেছি,

---

(১) দেবযোনি বিশেষ। (২) পুরুষত্ব- বা অণ্ড-হীন। (৩) নতুবা গৌতম তপঃপ্রভাবে সুরলোক অধিকার করতেন।

অতএব, হে দেবতা ঋষি ও চারণগণ, আপনাদের সকলের উচিত আমাকে সফল(১) করা।

দেবতারা ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনে অগ্নিকে পুরোবর্তী ক'রে পিতৃদেবগণের(২) নিকট গেলেন। অগ্নি বললেন, আপনাদের এই মেষের অণ্ড আছে, কিন্তু ইন্দ্র অণ্ডহীন হয়েছেন। আপনারা মেষের অণ্ড ইন্দ্রকে দিন। মেষ ছিন্নাণ্ড হয়েও আপনাদের তুষ্টিসাধন করবে। যারা আপনাদের উদ্দেশে ওইরূপ মেষ উৎসর্গ করবে তারা অক্ষয় ফল পাবে। পিতৃগণ সম্মত হয়ে মেষাণ্ড উৎপাটিত ক'রে ইন্দ্রের দেহে সংলগ্ন ক'রলেন। সেই অবধি পিতৃগণ ছিন্নাণ্ড মেষ ভোগ ক'রে থাকেন। রাম, এখন তুমি গৌতমাশ্রমে এসে দেবরূপিণী অহল্যাকে ত্রাণ কর।

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী ক'রে আশ্রমে প্রবেশ করলেন,

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব॥
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্।
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥ (৪৯।১৩-১৬)

—এবং দেখলেন, তপস্যার প্রভাবে মহাভাগা অহল্যা দীপ্তপ্রভাময়ী হয়েছেন, মানুষ এবং সুরাসুর সকলেরই তিনি দুর্নিরীক্ষ্য। বিধাতা যেন অতি যত্নসহকারে মায়াময়ী দিব্য প্রতিমারূপে তাঁকে নির্মাণ করেছেন। তিনি ধূমবেষ্টিত দীপ্ত অগ্নিশিখার তুল্য, তুষারপরিবৃত মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রপ্রভার তুল্য, জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত দুর্ধর্ষ দীপ্ত সূর্যপ্রভার তুল্য। গৌতমশাপে তিনি রামের দর্শন পর্যন্ত ত্রিলোকের

---

(১) অণ্ডযুক্ত। (২) অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সাতজন।

দুর্নিরীক্ষ্য হয়েছিলেন, এখন শাপের অন্তে বিশ্বামিত্রাদির দৃষ্টিগোচর হলেন।

রাম-লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যার পাদবন্দনা করলেন, অহল্যাও গৌতম-বাক্য অনুসারে সমাহিতচিত্তে তাঁদের সংবর্ধনা ক'রে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আতিথ্য করলেন। তখন পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হ'তে লাগল, গন্ধর্ব এবং অপ্সরারা উৎসবে রত হ'ল, দেবগণ সাধু সাধু ব'লে তপঃশুদ্ধা অহল্যাকে সম্মান করলেন। গৌতমও অহল্যার সহিত পুনর্মিলিত হয়ে সুখী হলেন।(১) রাম তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে সেখান থেকে জনকের রাজ্যে যাত্রা করলেন।

১৭। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধের ইতিহাস

[সর্গ ৫০—৫৬]

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে উত্তরপূর্ব মুখে চলতে চলতে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, নানা দেশ থেকে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ এসেছেন, ঋষিদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসগুলি শত শত শকটে সমাকীর্ণ। রামের অনুরোধে বিশ্বামিত্র একটি নির্জন জলসমন্বিত স্থানে তাঁদের আবাসের ব্যবস্থা করলেন।

বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ পেয়ে রাজা জনক তাঁর পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকদের সঙ্গে এগিয়ে এসে সবিনয়ে সংবর্ধনা করলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর জনক রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র পরিচয় দিয়ে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন।

গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ তাঁর জননী অহল্যার শাপমোচন-সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং রামের সঙ্গে অহল্যা ও গৌতমের সাক্ষাৎকারের সমস্ত বৃত্তান্ত সাগ্রহে শুনলেন। অবশেষে তিনি রামকে

---

(১) এই বৃত্তান্তে অহল্যার পাষাণমূর্তিধারণ এবং রামের পাদস্পর্শে শাপমুক্তির কথা নেই। উত্তরকাণ্ডে নবম পরিচ্ছেদে অহল্যার উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার।

বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, তোমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ অমিততেজা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক। আমি এঁর ইতিহাস বলছি শোন।—

কুশ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রজাপতির পুত্র। কুশের পুত্র কুশনাভ, তাঁর পুত্র গাধি, গাধির পুত্র এই মহামুনি। ইনি বহু সহস্র বর্ষ রাজ্যচালন করেছিলেন। একদা তিনি চতুরঙ্গসেনা নিয়ে দেশ পর্যটন ক'রে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই মনোরম স্থান দেখে বিশ্বামিত্র অতিশয় প্রীত হলেন এবং বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে সবিনয়ে প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আসন ও ফলমূল উপহার দিলেন। পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসা ও বহুক্ষণ আলাপের পর বশিষ্ঠ সহাস্যে বললেন, আমি সৈন্যদলসহ আপনার আতিথ্য করতে চাই, কারণ আপনি রাজা, অতিথিশ্রেষ্ঠ, এবং সযত্নে পূজনীয়। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,

> ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
> পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ॥
> সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
> নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা॥ (৫২।১৬-১৭)

— ভগবান, এই আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনীয় পেয়ে এবং পূজনীয় আপনার দর্শনলাভ ক'রে আমি সর্বতোভাবে সংকৃত হয়েছি। আপনাকে নমস্কার, আমি এখন যাব, আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখবেন।

বশিষ্ঠ তথাপি বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন, অবশেষে বিশ্বামিত্র সম্মত হলেন। তখন বশিষ্ঠ তাঁর বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান ক'রে বললেন, শবলা(১), আমি সসৈন্য রাজা বিশ্বামিত্রের সৎকার করতে চাই, তুমি উত্তম ভোজনের আয়োজন কর। ষড়্‌রসের যে যা চায়, এবং অন্ন পানীয় লেহ্য চুষ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভোজ্য তুমি সৃষ্টি কর।

কামপ্রদায়িনী শবলা ইক্ষু, মধু, লাজ(২), উৎকৃষ্ট মদ্য, মহার্ঘ পানীয়, বহুপ্রকার ভক্ষ্য, পর্বতপ্রমাণ উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ(৩)

---

(১) অন্য নাম সুরভি। (২) খই মুড়ি ইত্যাদি। (৩) দাল।

দধিকুল্যা (১), এবং খাণ্ডব (২) পূর্ণ অসংখ্য রজতময় ভোজনপাত্র সৃষ্টি করলে। বিশ্বামিত্র তাঁর মন্ত্রী, ভৃত্য এবং সৈন্যদলসহ সেই আহার্য উপভোগ ক'রে অতিশয় তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন,

পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসংকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ॥
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ॥
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ। (৫৩।৮-১০)

— হে বাক্‌পটু বিপ্র, সমুচিত উপচারে আপনি আমার সংকার করেছেন, এখন একটি কথা বলব শুনুন। শতসহস্র ধেনুর বিনিময়ে আমাকে শবলা দিন। এই ধেনু একটি রত্ন, আর রাজারাও রত্নহারী। শবলা ধর্মত আমারই, অতএব আমাকে দিন।

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, শতসহস্র বা শতকোটি ধেনু বা রাশি রাশি রজত পেলেও আমি শবলাকে দেব না। এই শবলা থেকেই আমার হব্য, কব্য (৩), প্রাণযাত্রা, অগ্নিহোত্রাদি নির্বাহ হয়। বিশ্বামিত্র বললেন, স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণযুক্ত বহু গজ, শ্বেতবর্ণ-চতুরশ্বযোজিত বহু স্বর্ণরথ, বহু উত্তমজাতীয় অশ্ব, নানা বর্ণের কোটি ধেনু, এবং স্বর্ণ বা রত্ন যত চান সব দেব, আমাকে শবলা দিন।

বশিষ্ঠ তাতেও সম্মত হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে সবলে টেনে নিয়ে চললেন। রাজভৃত্যদের হাত থেকে সবেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে শবলা বশিষ্ঠের পাদমূলে প'ড়ে সরোদনে বললে, প্রভু, আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করলেন তাই রাজভৃত্যেরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে? বশিষ্ঠ বললেন, আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি, তুমিও কোনও অপরাধ কর নি। এই বলোন্মত্ত রাজা তোমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, ইনি পৃথিবীপতি, অক্ষৌহিণী সেনা এঁর সঙ্গে রয়েছে। আমার বল এঁর তুল্য নয়।

(১) দইএর নদী অর্থাৎ দধিপূর্ণ পাত্র। (২) মিছরি অথবা খাঁড় গুড়।
(৩) পিতৃলোককে দেয় অন্ন।

শবলা বললে, আপনিই অধিক বলশালী, কারণ ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। আপনি অনুমতি দিন, আমি ব্রহ্মবলে এই দুরাত্মার দর্প, বল, চেষ্টা নষ্ট করব। বশিষ্ঠ বললেন, তবে তুমি সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা হুম্ভা রব করবামাত্র শত শত পহ্লব সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের সৈন্য বধ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিবিধ অস্ত্রে পহ্লবসৈন্য বিনষ্ট করলেন। শবলা শক ও যবন সৈন্য সৃষ্টি করলে কিন্তু তারা বিশ্বমিত্রের অস্ত্রাঘাতে আকুল হ'ল। তখন শবলার হুংকার থেকে কম্বোজ, স্তন থেকে বর্বর, যোনি থেকে যবন, মলদ্বার থেকে শক এবং রোমকূপ থেকে কিরাত ও হারীত সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের অশ্ব গজ রথ পদাতি সমস্ত বিনষ্ট করলে। এই সৈন্যনিধন দেখে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র নানাবিধ আয়ুধ নিয়ে বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হলেন, বশিষ্ঠ এক হুংকারে তাঁদের ভস্ম ক'রে ফেললেন।

সমস্ত সৈন্য সহ নিজ পুত্রদের বিনাশ দেখে বিশ্বামিত্র নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, ভগ্নদন্ত সর্প এবং রাহুগ্রস্ত আদিত্যের ন্যায় নিষ্প্রভ নিরুৎসাহ ও চিন্তাবিষ্ট হলেন, এবং অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্য দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বললেন, রাজা, কি বর চাও বল। বিশ্বামিত্র বললেন, মহাদেব, যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ আমাকে দান করুন; দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির যত অস্ত্র আছে সমস্ত যেন আমার আয়ত্তে হয়। মহাদেব তাই হ'ক ব'লে চ'লে গেলেন।

বরলাভ ক'রে বিশ্বামিত্র মহাদর্পে আবার বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে অস্ত্রের তেজে তপোবন দগ্ধ করতে লাগলেন। আশ্রমবাসী সকলেই ভয়ে পলায়ন করলেন। বশিষ্ঠ বার বার বললেন, ভয় পেয়ো না, ভাস্কর যেমন নীহার ধ্বংস করেন আমি তেমনই গাধিপুত্রকে বিনষ্ট করব। এই ব'লে বিধূম কালাগ্নির ন্যায় বশিষ্ঠ দ্বিতীয় যমদণ্ড তুল্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করলেন।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ব'লে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, ওরে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক, তোমার কত বল আছে দেখাও, ব্রহ্মবলের কাছে তোমার ক্ষত্রিয়বল কিছুই নয়। এই ব'লে তিনি ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিবারিত করলেন। তখন বিশ্বামিত্র বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে সমস্ত নিরস্ত হ'ল। অবশেষে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তা দেখে দেবতা মহর্ষি গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে সন্ত্রস্ত হলেন। বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজোময় ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করলেন।

মুনিগণ তখন বশিষ্ঠকে বললেন, মহাবল বিশ্বামিত্র নিগৃহীত হয়েছেন, আপনি ব্রহ্মদণ্ড সংবরণ করুন। বশিষ্ঠ তখন ক্ষান্ত হলেন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

> ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
> একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥
> তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
> তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্ বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্॥ (৫৬।২৩-২৪)

— ক্ষত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজোময় বলই বল। এক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই আমার সকল অস্ত্র নষ্ট হ'ল। অতএব এই অবধারণ ক'রে প্রসন্নমনে ইন্দ্রিয়সংযম ক'রে আমি মহৎ তপস্যা করব, যাতে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

১৮। ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান

[সর্গ ৫৮—৬০]

বিশ্বামিত্র আপনার নিগ্রহের বিষয় ভেবে অত্যন্ত সন্তপ্ত ও বৈরভাবাপন্ন হয়ে মহিষীর সঙ্গে দক্ষিণ দিকে গেলেন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এই সময় তাঁর চারটি পুত্র জন্মেছিল— হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ।

সহস্র বৎসর পরে ব্রহ্মা এসে বললেন, তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক জয় করেছ, আমরা তোমাকে রাজর্ষিই বলব। ব্রহ্মা চ'লে গেলে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবলেন, আমি কঠোর তপস্যা করেছি তবু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে শুধু রাজর্ষি জ্ঞান করলেন; মনে হচ্ছে তপস্যার ফল কিছু নেই। তার পর আবার তিনি তপস্যায় রত হলেন।

এই সময়ে ত্রিশঙ্কু নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা হ'ল — আমি যজ্ঞের প্রভাবে সশরীরে দেবলোকে যাব। তিনি বশিষ্ঠ(১)কে ডেকে তাঁর ইচ্ছা জানালেন, কিন্তু বশিষ্ঠ বললেন, তা অসাধ্য। ত্রিশঙ্কু তখন দক্ষিণ দিকে গেলেন যেখানে বশিষ্ঠের শত-পুত্র তপস্যা করছিলেন। তাঁরা ত্রিশঙ্কুর প্রার্থনা শুনে বললেন, দুর্বুদ্ধি, আমাদের পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এখন আবার অন্যের কাছে এসেছ কেন? ইক্ষ্বাকুগণের গুরুই পরম গতি। সত্যবাদী বশিষ্ঠ যা অসাধ্য বলেছেন তা আমরা কখনও করতে পারব না, তুমি স্বস্থানে ফিরে যাও।

ত্রিশঙ্কু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, গুরু এবং গুরুপুত্র সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, এখন আমি অন্যত্র চেষ্টা করব। তপোধন, আপনাদের ভাল হ'ক। ঋষিপুত্রগণ ত্রিশঙ্কুর এই মতিগতি বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—তুমি চণ্ডাল হও।

রাত্রি অতীত হ'লে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালের রূপ পেলেন — নীল(২) কর্কশ দেহ, নীল বস্ত্র, খর্ব কেশ, গলায় শ্মশানমাল্য, অঙ্গে লৌহের আভরণ। তাঁর মন্ত্রিগণ এবং পৌরজন তাঁকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। ত্রিশঙ্কু তখন বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হয়ে বললেন,

> প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ।
> অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্যয়ঃ।
> সশরীরো দিবং যায়ামিতি মে সৌম্যদর্শন॥

(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকল রাজারই কুলগুরুর নাম বশিষ্ঠ।
(২) নীলের অর্থ কৃষ্ণ হ'তে পারে।

ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন॥
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে।
যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ॥
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ॥
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুংগব।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্॥ (৫৮।১৭-২২)

— হে সৌম্যদর্শন, গুরু ও গুরুপুত্রেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সশরীরে স্বর্গে যাব এই আমার কামনা, কিন্তু তা সিদ্ধ না হয়ে আমার বিপরিণাম ঘটেছে। আমি শত যজ্ঞ করেছি কিন্তু তার ফল পাই নি। পূর্বে কখনও অসত্য বলি নি, ক্ষাত্রধর্মের শপথ ক'রে বলছি—কষ্টে পড়লেও অসত্য বলব না। বহুবিধ যজ্ঞ করেছি, ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেছি, গুরুজনকেও সদাচারে তুষ্ট করেছি। আমি ধর্মসাধন এবং যজ্ঞসম্পাদন করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু গুরুরা তাতে অসন্তুষ্ট। এখন মনে হচ্ছে দৈবই প্রবল, পুরুষকার নিরর্থক।

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, তুমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে। বিশ্বামিত্রের আদেশে তাঁর পুত্রগণ যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন এবং শিষ্যগণ চতুর্দিকে ঋষি এবং ঋত্বিকদের আহ্বান করতে গেলেন।

শিষ্যেরা ফিরে এসে জানালেন, সর্ব দেশের ব্রাহ্মণরা আসবেন, কেবল মহোদয় নামক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শতপুত্র আসবেন না। তাঁরা মহাক্রোধে এই কথা বলেছেন,

ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ॥
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ। (৫৯।১৩-১৪)

— যার যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষত যে চণ্ডাল, তার যজ্ঞসভায় দেবতা ও ঋষিগণ কি ক'রে হবি ভোজন করবেন?

বিশ্বামিত্র রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিলেন, যে দুরাত্মারা এ কথা বলেছে তারা নিশ্চয় ভস্মীভূত হবে। তারা সাত জন্ম কদাচারী কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডাল হয়ে দুর্গতি ভোগ করবে।

বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক হয়ে যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, কিন্তু বহুকাল গত হ'লেও কোনও দেবতা যজ্ঞভাগ নিতে এলেন না। তখন বিশ্বামিত্র সরোষে স্রুব(১) উত্তোলন ক'রে ত্রিশঙ্কুকে বললেন, তুমি আমার তপস্যার শক্তি দেখ। সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি দুর্লভ, কিন্তু আমি তপস্যার দ্বারা যা কিছু ফল অর্জন করেছি তার প্রভাবে তুমি স্বর্গে যাও।

বিশ্বামিত্র এইরূপ বললে মুনিগণের সমক্ষে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করলেন। তখন দেবগণসহ ইন্দ্র তাঁকে বললেন,

> ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাসি স্বর্গকৃতালয়ঃ॥
> গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্‌শিরাঃ। (৫৯। ১৩-১৪)

— ত্রিশঙ্কু, ফিরে যাও, তুমি স্বর্গবাসের অধিকার পাও নি। মূঢ়, তুমি গুরুশাপে আক্রান্ত, মাথা নীচু ক'রে ভূমিতে পড়।

ত্রিশঙ্কু ত্রাহি ত্রাহি রবে পড়তে লাগলেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। তখন তিনি দক্ষিণ আকাশে অপর এক সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি ক'রে বললেন, আমি অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করব অথবা জগৎ ইন্দ্রহীন হবে। তিনি দেবতাও সৃষ্টি করতে লাগলেন। অবশেষে সুরাসুর ও ঋষিগণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বাদানুবাদের পর দেবগণ বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি যা চান তাই হবে, আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বহির্দেশে আপনার সৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ থাকবে, তার মধ্যে অধঃশিরা(২) ত্রিশঙ্কু দেবতুল্য হয়ে জ্যোতির্ময় রূপ ধ'রে অবস্থান করবেন, নক্ষত্রগণ তাঁকেই অনুসরণ করবে।

তখন বিশ্বামিত্র দেবগণের বাক্যে সম্মতি দিলেন।

---

(১) যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপের জন্য একরকম হাতা।
(২) যার মাথা নীচের দিকে।

১১। শুনঃশেপের উপাখ্যান

[সর্গ ৬১—৬২]

দেবগণ ও ঋষিগণ চ'লে গেলে বিশ্বামিত্র তাঁর তপোবনবাসী মুনিদের বললেন, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে অবস্থান করাতে এখানে আমাদের তপস্যার বিঘ্ন হবে। চল, আমরা পশ্চিম দিকে পুষ্করতীর্থে যাই। এই ব'লে বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।

তৎকালে অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞ করছিলেন। ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞের পশু হরণ করলেন। অম্বরীষের পুরোহিত বললেন, মহারাজ, আপনার দোষে পশু অপহৃত হয়েছে, যে রাজা রক্ষা করতে পারেন না তিনি দোষগ্রস্ত হয়ে বিনষ্ট হন। এখন যজ্ঞারম্ভের পূর্বেই সেই পশু অন্বেষণ ক'রে নিয়ে আসুন, নতুবা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মানুষ এনে দিন। অম্বরীষ পশুর সন্ধানে বহু দেশে গিয়ে অবশেষে ভৃগুতুঙ্গে উপস্থিত হলেন। সেখানে ভার্যা ও পুত্রগণসহ মহর্ষি ঋচীক(১) ছিলেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর অম্বরীষ বললেন, আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হয়েছে, কোথাও পাওয়া গেল না। আপনি যদি লক্ষ ধেনু নিয়ে আপনার এক পুত্রকে বিক্রয় করেন তবে কৃতার্থ হব। ঋচীক উত্তর দিলেন, আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করতে পারি না। তাঁর পত্নী বললেন, আমার স্বামী জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেবেন না, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র আমার প্রিয়, তাকেও আমি দিতে পারি না—

প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৄণাং চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্॥ (৬১।১৯)

— নরশ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার প্রিয় হয় এবং কনিষ্ঠ মাতার প্রিয় হয়, সেজন্য আমি কনিষ্ঠকে রক্ষা করতে চাই।

তখন মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ অম্বরীষকে বললেন, মহারাজ, পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বললেন। আমি মধ্যম, আমাকেই

---

(১) ইনি বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি, একাদশ পরিচ্ছেদের শেষে যাঁর উল্লেখ আছে। পরশুরাম এ'র পৌত্র।

নিয়ে যান। অম্বরীষ বহু সুবর্ণ রত্ন ও ধেনুর পরিবর্তে শুনঃশেপকে নিয়ে চ'লে গেলেন।

মধ্যাহ্নকালে তাঁরা পুষ্করতীর্থে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় শুনঃশেপ তাঁর মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেলেন। শুনঃশেপ তৃষ্ণায় এবং পথশ্রমে কাতর হয়ে বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হয়ে বললেন, আমার মাতা পিতা জ্ঞাতি বান্ধব কেউ নেই, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। যাতে রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য হন এবং আমিও দীর্ঘায়ু হয়ে তপস্যা ক'রে স্বর্গে যেতে পারি তার উপায় করুন। শুনঃশেপকে সান্ত্বনা দিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের বললেন, এই বালক মুনিপুত্র আমার শরণাগত, তোমরা যজ্ঞের পশু হয়ে এর প্রাণ রক্ষা কর।

বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা উপহাস ক'রে বললেন, নিজ পুত্রদের ত্যাগ ক'রে আপনি অন্যের পুত্রকে ত্রাণ করতে চান, এই কার্য কুক্কুরমাংসভোজন তুল্য গর্হিত। বিশ্বামিত্র সক্রোধে অভিশাপ দিলেন, তোমরা বশিষ্ঠের পুত্রগণের ন্যায় পতিত হয়ে কুক্কুরমাংস খেয়ে সহস্র বৎসর যাপন কর। তার পর তিনি শুনঃশেপকে দুটি দিব্য গাথা শিখিয়ে দিলেন।

অম্বরীষ যজ্ঞস্থানে এসে শুনঃশেপকে রক্তবস্ত্র পরিয়ে যূপবন্ধ ক'রে দিলেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের শিক্ষা অনুসারে অগ্নির স্তব ক'রে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উদ্দেশে গাথা গান করলেন। তখন ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে শুনঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু দিলেন এবং অম্বরীষও যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে ইন্দ্রের প্রসাদে বহুগুণ যজ্ঞফল পেলেন।(১)

২০। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ

[সর্গ ৬৩—৬৫]

পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্র সহস্র বৎসর তপস্যা করার পর ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে এসে তাঁকে বললেন, তুমি তোমার কর্মের প্রভাবে ঋষি

(১) ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে শুনঃশেপ (বা শুনঃশেফ)এর উপাখ্যান অনুরূপ।

হলে, তোমার মঙ্গল হ'ক। দেবতারা চ'লে গেলে বিশ্বামিত্র পুনর্বার তপস্যায় রত হলেন। এইরূপে বহুকাল গত হ'ল।

একদা মেনকা পুষ্কর সরোবরে স্নান করতে এলেন। বিশ্বামিত্র মোহিত হয়ে তাঁকে বললেন, অপ্সরা, তুমি আমার আশ্রমে বাস কর; আমি কামবিমোহিত, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। মেনকা সম্মত হলেন।

বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্ন হ'তে লাগল। দশ বৎসর পরে তিনি লজ্জায় ও অনুশোচনায় কাতর হয়ে ভাবলেন, দেবতারাই আমার এই তপোহানি করেছেন। তিনি অনুতপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। মেনকা ভয়ে কম্পিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে তিনি তাঁকে মিষ্টবাক্যে বিদায় দিলেন এবং উত্তর পর্বতে গিয়ে কৌশিকীতীরে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। দেবগণ ভয় পেয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, বিশ্বামিত্র মহর্ষি হ'তে চান, আপনি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের কাছে এসে বললেন, মহর্ষি, তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে মহত্ত্ব ও মুখ্য ঋষির পদ দিলাম।

বিশ্বামিত্র প্রণত হয়ে বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি নামে সম্বোধন করলেন না। তাতে বুঝেছি আপনি এখনও আমাকে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান করেন না।

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, যতক্ষণ জিতেন্দ্রিয় না হচ্ছ ততক্ষণ করি না। মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি চেষ্টা করতে থাক। এই বলে ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে চ'লে গেলেন, বিশ্বামিত্র আবার ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর কেটে গেল।

ইন্দ্র ভীত হয়ে অপ্সরা রম্ভাকে বললেন, তুমি বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত কর। রম্ভা বিশ্বামিত্রের ভয়ে সম্মত হলেন না। ইন্দ্র বললেন,

মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্॥
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ॥
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্॥ (৬৪।৫-৭)

— রম্ভা, ভয় পেয়ো না, তোমার ভাল হবে, আমার আজ্ঞা পালন কর। বসন্তকালে রমণীয় বৃক্ষে হৃদয়গ্রাহী (১) কোকিল রূপে কন্দর্পের সঙ্গে আমি তোমার পার্শ্বে থাকব। তোমার অত্যুজ্জ্বল রূপ বহুগুণ বাড়িয়ে সেই তপস্বী কৌশিককে তপস্যা হ'তে বিচালিত কর।

রম্ভা মনোহর রূপে বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে হাবভাব সহ মধুর সংগীত করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে হৃষ্টচিত্তে দেখলেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হ'ল যে এ সমস্তই ইন্দ্রের কাজ। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভাকে শাপ দিলেন — আমি কাম-ক্রোধ জয় করতে চাই, তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছ। হতভাগিনী, তুমি শিলামূর্তি ধারণ কর, দশ সহস্র বর্ষ পরে এক মহাতেজা ব্রাহ্মণ তোমাকে উদ্ধার করবেন।

রম্ভার পরিণাম দেখে কন্দর্প আর ইন্দ্র পালিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্রও অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আমি আর তপোহানিকর ক্রোধের বশীভূত হব না, অভিশাপও দেব না; যত কাল ব্রাহ্মণত্ব না পাই তত কাল জিতেন্দ্রিয় হয়ে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে অনাহারে তপস্যা করব। তার পর তিনি হিমালয়প্রদেশ ত্যাগ ক'রে পূর্বদিকে গিয়ে তপঃসাধনা করতে লাগলেন।

সহস্রবৎসরব্যাপী তপস্যায় তাঁর ব্রত পূর্ণ হ'লে বিশ্বামিত্র অন্ন-ভোজনের উপক্রম করছিলেন এমন সময় ইন্দ্র দ্বিজবেশে এসে অন্ন চাইলেন। বিশ্বামিত্র সমস্ত অন্ন দিলেন এবং অনাহারে মৌনী হয়ে আরও সহস্র বৎসর তপস্যা করলেন। তাঁর মস্তক থেকে ধূম নির্গত হ'তে লাগল, ত্রিলোক তাপিত ও ব্যাকুল হ'ল। দেবর্ষি গন্ধর্ব প্রভৃতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে লোভিত ও ক্রোধিত করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাঁর কিছুমাত্র পাপ আর দেখা যায় না। এখন যদি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তবে তিনি তপোবলে ত্রিলোক বিনষ্ট করবেন। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমরা তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছ।

---

(১) যার মধুর রব হৃদয় হরণ করে।

বিশ্বামিত্র আনন্দিত হয়ে বললেন, তবে ওঁকার, বষট্‌কার (১) এবং সমস্ত বেদ আমার আয়ত্ত হ'ক, এবং সর্ববেদবিশারদ বশিষ্ঠও আমাকে ব্রাহ্মণ বলুন।

বিশ্বামিত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল, দেবগণের অনুরোধে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার এবং তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন।

শতানন্দ এই ইতিহাস শেষ করলে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আপনাদের আগমনে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হয়েছি। এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল প্রভাতে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। মিথিলাপতি জনক এবং তাঁর উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে গেলেন, বিশ্বামিত্রও রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে নিজ আবাসে প্রবেশ করলেন।

২১। হরধনুর্ভঙ্গ

[সর্গ ৬৬—৬৭]

পরদিন প্রভাতকালে জনক বিশ্বামিত্রকে বললেন, ভগবান, আজ্ঞা করুন আমাকে কি করতে হবে। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন, আপনার কাছে যে ধনুঃশ্রেষ্ঠ আছে তা দশরথের এই দুই পুত্রকে দেখান।

জনক বললেন, এই ধনু কেন আমার কাছে আছে শুনুন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার কালে এই ধনুর জ্যাকর্ষণ ক'রে দেবগণকে বলেছিলেন, আমি যজ্ঞভাগ চাচ্ছি কিন্তু তোমরা তা দিচ্ছ না, সেজন্য এই ধনু দ্বারা তোমাদের শিরশ্ছেদন করব। দেবতারা ভয় পেয়ে স্তুতি করতে লাগলেন, তখন মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের এই ধনু দিলেন। দেবতারা তা আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রাখলেন।—

> অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ॥
> ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।

---

(১) আহুতিদান-মন্ত্র।

ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা॥
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা। (৬৬।১৩-১৫)

— অনন্তর একদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলের রেখা থেকে একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্রশোধনকালে হলরেখা থেকে উত্থিত এজন্য লোকে তাকে সীতা (১) বলে। ভূতল থেকে উঠে সে আমার আত্মজা রূপে বড় হয়েছে। আমার এই অযোনিজা কন্যা বীর্যশুল্কা (২) হবে এই স্থির করেছি।

তার পর জনক বললেন, এই কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য অনেক রাজা এসেছিলেন। তাঁদের আমি হরধনু দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কেউ ধরতে বা তুলতে না পারায় সকলকেই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। তাঁরা সবলে কন্যাকে হরণ করবার উদ্দেশ্যে মিথিলা অবরোধ করলেন। এক বৎসরে আমার সমস্ত উপকরণ ক্ষয় হয়ে গেল। অবশেষে দেবগণ আমার তপস্যায় প্রীত হয়ে আমাকে চতুরঙ্গ বল দিলেন, তখন নৃপতিগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। সেই ধনু আমি দেখাচ্ছি, যদি রাম তাতে জ্যারোপণ করতে পারেন তবে তাঁকে আমি সীতা দান করব।

জনক তাঁর সচিবদের আদেশ দিলেন — সেই গন্ধমাল্যানুলেপিত দিব্য ধনু আনাও। পাঁচ হাজার দীর্ঘাকার লোক কোনও প্রকারে একটি অষ্টচক্র শকট টেনে নিয়ে এল, তার উপরে লৌহনির্মিত মঞ্জুষা (৩) মধ্যে সেই ধনু রক্ষিত ছিল। জনক বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, মানুষ দূরের কথা, সুরাসুর রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতি কেউ এই ধনুতে জ্যারোপণ করতে পারে না, তুলতে, শরসংযোগ করতে বা জ্যাকর্ষণ করতেও পারে না। আপনি রাজপুত্রদের ধনু দেখান।

তখন বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় রাম সেই ধনুর মাঝখানে ধ'রে মঞ্জুষা থেকে তুলে নিলেন এবং তাতে অবলীলায় জ্যারোপণ ক'রে আকর্ষণ করলেন। বজ্রনিনাদের তুল্য শব্দে ধনু ভেঙে গেল। মহাপর্বত বিদীর্ণ

(১) সীতার এক অর্থ হলকর্ষণরেখা। (২) বীরত্বপ্রকাশরূপী পণ দিয়ে যাকে নিতে হবে। (৩) সিন্দুক।

হ'লে যেমন হয় সেইরূপে ভূমিকম্প হ'ল, বিশ্বামিত্র জনক এবং রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

সকলে প্রকৃতিস্থ হ'লে জনক বিশ্বামিত্রকে বললেন, রামের বিক্রম দেখলাম, এই ব্যাপার অত্যাশ্চর্য অচিন্তনীয়। রামকে পতিরূপে পেয়ে আমার কন্যা জনকবংশে কীর্তিস্থাপন করবে। আপনি অনুমতি দিন, আমার দূতেরা অবিলম্বে রথারোহণে অযোধ্যায় যাবে এবং সকল সংবাদ জানিয়ে রাজা দশরথকে এখানে নিয়ে আসবে।

২২। রামাদির বিবাহ

[সর্গ ৬৮—৭৪]

জনকের দূতগণ পথে ত্রিরাত্র কাটিয়ে ক্লান্ত বাহন সহ অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন। দশরথ তাঁদের মুখে সকল সমাচার শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন। বশিষ্ঠাদি ঋষি ও মন্ত্রিগণও প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিলেন। পরদিন প্রভাতে দশরথের আজ্ঞায় ধনাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে সুরক্ষিত হয়ে মিথিলায় যাত্রা করলেন। বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি প্রভৃতি বিপ্রগণ বিবিধ যানে অগ্রসর হলেন। রাজা দশরথ রথে চললেন, পশ্চাতে চতুরঙ্গিণী সেনা গেল। চার দিন পরে সকলে বিদেহ (১) দেশে উপস্থিত হলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথকে পেয়ে জনক অতিশয় হৃষ্ট হয়ে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, আমার কি সৌভাগ্য যে আপনি, ভগবান বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বিপ্রগণ এখানে এসেছেন। ভাগ্যগুণে আমার কন্যাদানের সকল বিঘ্ন দূর হ'ল এবং মহাবল রঘুবংশীয়গণের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে আমার কুল সম্মানিত হ'ল। মহারাজ, কাল প্রভাতে আপনি ঋষিগণের সঙ্গে যজ্ঞ সমাপন ক'রে বিবাহ নির্বাহ করবেন।

দশরথ উত্তর দিলেন, ধর্মজ্ঞ, আমি শুনেছি যে দাতার বশেই দান গ্রহণ করতে হয়, অতএব আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

---

(১) মিথিলা।

মুনিগণ পরস্পরের সমাগমে অতি আনন্দে রাত্রিযাপন করলেন। দশরথ পুত্রদের দর্শনে এবং জনকের সমাদরে তৃপ্ত হয়ে নিদ্রিত হলেন। জনকও দুই কন্যার(১) বিবাহের পূর্বকৃত্য শেষ ক'রে শয়ন করলেন।

পরদিন জনক তাঁর পুরোহিত শতানন্দকে বললেন, ইক্ষুমতী নদীর তীরে সাংকাশ্যা নামে এক পুরী আছে, তার প্রাকারের উপর যন্ত্রফলক-সমূহ নিবেশিত, সেখানে আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ বাস করেন। তিনি আমার যজ্ঞের রক্ষক, তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। শতানন্দের নির্দেশে দূতেরা সাংকাশ্যায় গিয়ে কুশধ্বজকে নিয়ে এল।

অনন্তর দুই ভ্রাতা উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্রী সুদামনকে আজ্ঞা দিলেন, রাজা দশরথ এবং তাঁর পুত্র ও মন্ত্রীদের এখানে নিয়ে এস। জনকের আমন্ত্রণে দশরথ সদলে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, ভগবান বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুগণের কুলদৈবত(২), আমার সকল কার্যে ইনিই বক্তা। এখন ইনি বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্য ঋষিগণের অনুমতি নিয়ে আমার কুলপরিচয় দেবেন।

বশিষ্ঠ বলতে লাগলেন — অব্যক্ত থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে যথাক্রমে মরীচি কশ্যপ বিবস্বান মনু ও ইক্ষ্বাকু। আরও চার পুরুষ পরে পৃথু ত্রিশঙ্কু ধুন্ধুমার যুবনাশ্ব মান্ধাতা। আরও চার পুরুষ পরে সগর অসমঞ্জ অংশুমান দিলীপ ভগীরথ ককুৎস্থ রঘু (বা কল্মাষপাদ)। আরও ছ-পুরুষ পরে অম্বরীষ নহুষ যযাতি নাভাগ অজ ও দশরথ।(৩) দশরথের দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণের জন্য আপনার দুই কন্যাকে প্রার্থনা করছি, আপনি এই যোগ্য পাত্রদ্বয়কে কন্যাদান করুন।

জনকও নিজের কুলপরিচয় দিলেন — ধর্মাত্মা রাজা নিমির পুত্র মিথি, তাঁর পুত্র জনক। তিনিই প্রথম জনক(৪)। তাঁর তিন পুরুষ পরে

---

(১) সীতা ও ঊর্মিলা। (২) কুলপুরোহিত, গৌরবে দৈবত (দেবতা)। (৩) পুরাণে এবং কালিদাসের রঘুবংশে অন্যপ্রকার বংশক্রম দেখা যায়।

(৪) 'জনক' মিথিলারাজগণের কৌলিক উপাধি। সীতার পিতা জনকের প্রকৃত নাম সীরধ্বজ।

দেবরাত। আরও চোদ্দ পুরুষ পরে হ্রস্বরোমা। হ্রস্বরোমার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আমি, কনিষ্ঠ কুশধ্বজ। আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে কুশধ্বজকে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে বনে যান। কিছুকাল পরে সাংকাশ্যার রাজা সুধন্বা ব'লে পাঠালেন, তাঁকে হরধনু আর সীতা দিতে হবে। আমি অস্বীকার করায় যুদ্ধ হয়, অবশেষে সুধন্বা নিহত হ'লে তাঁর রাজ্যে আমার ভ্রাতাকে অধিষ্ঠিত করি। আমি পরম প্রীতিসহ রামকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরকন্যার ন্যায় রূপবতী বীর্যশুল্কা সীতা, এবং লক্ষ্মণকে কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলা দান করব। এখন রাম-লক্ষ্মণ বিবাহের পূর্বকৃত্য গোদান ও পিতৃকার্য সম্পাদন করুন। আজ থেকে তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহ হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন, ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই দুইএর তুল্য কুল নেই। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা-ঊর্মিলার সম্বন্ধও অতি যোগ্য। এখন আমার একটি বক্তব্য শুনুন। আপনার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই অনুপমা সুন্দরী কন্যা আছেন, তাঁদের আমি রাজকুমার ভরত-শত্রুঘ্নের জন্য চাচ্ছি। জনক সানন্দে সম্মতি দিলেন। এক দিনেই চার ভ্রাতার বিবাহ হবে এই স্থির হ'ল।

দশরথ নিজের আবাসে গিয়ে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করলেন এবং পরদিন চার পুত্রের উদ্দেশে চার লক্ষ স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গযুক্ত সবৎসা ধেনু ও কাংস্য দোহনপাত্র দান করলেন। এই দিনে ভরতের মাতুল কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎ মিথিলায় এসে দশরথকে বললেন, মহারাজ, আমার পিতা ভরতকে দেখতে চান, আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম, সেখানে আপনারা না থাকায় এখানে এসেছি। দশরথ যুধাজিতের যথোচিত সৎকার করলেন।

বিবাহের দিন আগত হ'লে দশরথ ঋষিগণকে অগ্রবর্তী ক'রে যজ্ঞস্থানে চললেন। রাম ও তাঁর তিন ভ্রাতাও কৌতুকমঙ্গল(১) শেষ ক'রে সর্ব আভরণে ভূষিত হয়ে বশিষ্ঠাদির পশ্চাতে গেলেন। বশিষ্ঠ জনকের

---

(১) বিবাহের পূর্বে কৃত্য মঙ্গলাচার বিশেষ। কৌতুক—মঙ্গলসূত্র।

কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, সপুত্র দশরথ সম্প্রদাতার আদেশের অপেক্ষা করছেন। দাতা আর গ্রহীতা একত্র হ'লেই সকল কার্য সম্পন্ন হবে। জনক উত্তর দিলেন,

> কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে।
> স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব॥ (৭৩।১৪)

—আমার কোন্ দ্বারপাল এখানে আছে, কার আজ্ঞা সে প্রতীক্ষা করছে(১)? স্বগৃহে প্রবেশ করবেন তাতে কিসের সংকোচ? এই রাজ্য তো আপনারই।

জনক তার পর বললেন, আমার কন্যারা মঙ্গলাচরণের পর বেদীমূলে সমবেত হয়েছে, আমিও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি, এখন বিলম্বের প্রয়োজন কি?

দশরথাদি যজ্ঞসভায় প্রবেশ করলেন। বশিষ্ঠ শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র যথাবিধি বেদী রচনা ক'রে গন্ধপুষ্প, যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, ধূপাধার, শঙ্খাধার, লাজপাত্র প্রভৃতির দ্বারা অলংকৃত করলেন। তার পর বশিষ্ঠ বেদীর উপর দর্ভ(২) বিছিয়ে যথাবিধি অগ্নিস্থাপন করে হোম আরম্ভ করলেন।

> ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
> সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা॥
> অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্ধনম্।
> ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥
> প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
> পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ (৭৩।২৫-২৭)

—তখন সর্বাভরণভূষিতা সীতাকে এনে অগ্নির সমক্ষে রামের অভিমুখে রেখে জনক রাজা কৌশল্যার আনন্দবর্ধন রামকে বললেন, এই আমার কন্যা সীতা, তোমার সহধর্মচারিণী, তুমি একে নাও, তোমার

(১) অর্থাৎ আপনাদের আসতে কোনও বাধা নেই।
(২) দূর্বা কুশ প্রভৃতি ৬ রকম তৃণ।

পাণির দ্বারা এর পাণি গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হ'ক। এই মহাভাগা (১) পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবে।

এই ব'লে জনক মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করলেন, দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বললেন। তার পর তিনি লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে যথাক্রমে উর্মিলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে সম্প্রদান করলেন। পুষ্পবৃষ্টি দুন্দুভিধ্বনি গীতবাদ্য ও অপ্সরাদের নৃত্য হ'তে লাগল। বিবাহ শেষ হ'লে তূর্যনিনাদের মধ্যে দশরথের চার পুত্র বধূদের সঙ্গে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে নিজ আবাসে ফিরে গেলেন, দশরথও তাঁদের অনুগামী হলেন।

২৩। পরশুরামের তেজোহরণ

[সর্গ ৭৪—৭৬]

পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করলেন। জনক কন্যাগণকে বহু ধনরত্ন, গো, কম্বল, ক্ষৌম বসন, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, সখী ও দাস-দাসী দিলেন। দশরথ তখন সদলে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন, আকাশে পক্ষিগণ ব্যাকুল হয়ে কলরব করছে, মৃগগণ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। দশরথ কারণ জিজ্ঞাসা করলে বশিষ্ঠ বললেন, পক্ষীদের আর্তরব অমঙ্গলের লক্ষণ, কিন্তু মৃগের দক্ষিণগতি শান্তি সূচনা করছে।

সহসা প্রবল বেগে বায়ু বইতে লাগল, মেদিনী কম্পিত এবং বৃক্ষ-সকল নিপাতিত হ'তে লাগল, সূর্য অন্ধকারে আবৃত হ'ল, সৈন্যদল উড়ন্ত ভস্মরাশিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে গেল। তখন দশরথাদি দেখলেন, ভীমদর্শন জটামণ্ডলধারী ক্ষত্রিয়কুলনাশন ভৃগুপুত্র জামদগ্ন্য (২) এসেছেন। তিনি কৈলাসের ন্যায় দুর্ধর্ষ, কালাগ্নির ন্যায়

---

(১) মহিমময়ী বা অশেষকল্যাণশালিনী। (২) জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। ইনি ঋচীকের পৌত্র, ভৃগুর প্রপৌত্র।

দন্ড়সহ, পামর জনের দুর্নিরীক্ষ্য। তাঁর স্কন্ধে কুঠার, হস্তে বিদ্যুদ্বর্ণ ভীষণ ধনুর্বাণ। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ জল্পনা করতে লাগলেন, ইনি কি আবার ক্ষত্রিয় বধ করতে এসেছেন? তাঁরা ভার্গবকে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন।

পরশুরাম পূজা গ্রহণ ক'রে রামকে বললেন, আমি তোমার বীরত্ব আর ধনুর্ভঙ্গের কথা শুনেছি। আমি আর এক ধনু এনেছি, তুমি এতে শর যোজনা ক'রে নিজের বল দেখাও। যদি সমর্থ হও তবে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব।

দশরথ বিষণ্ণবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আপনি ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, ধর্মসাধনায় মন দিয়ে কশ্যপকে বসুন্ধরা দান করেছেন। আমার পুত্রদের অভয় দিন। রাম হত হ'লে আমরা কেউ বাঁচব না।

জামদগ্ন্য দশরথের বাক্য উপেক্ষা ক'রে বললেন, রাম, বিশ্বকর্মা দুই ধনু নির্মাণ করেছিলেন, তুমি যা ভেঙেছ তা দেবতারা ত্রিপুরাসুর বধের নিমিত্ত মহাদেবকে দিয়েছিলেন। আমার এই ধনু বিষ্ণুর ছিল। একদা তাঁর সঙ্গে মহাদেবের বিরোধ হওয়ায় বিষ্ণু হুংকার করেন, তাতে শৈবধনু শিথিল হয়ে যায়। বিষ্ণু নিজের ধনু ঋচীককে, ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। একদা জমদগ্নির হাতে যখন এই ধনু ছিল না তখন কার্তবীর্যার্জুন তাঁকে বধ করেন। সেই কারণে আমি ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছি। আমি মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করছিলাম, সেখানে হরধনুর্ভঙ্গের বার্তা পেয়ে তোমার কাছে এসেছি। এখন তুমি তোমার বীর্য প্রদর্শন কর।

পিতা দশরথ উপস্থিত থাকায় রাম কণ্ঠস্বর মৃদু ক'রে বললেন, ভার্গব, আপনার কীর্তি আমি শুনেছি। আপনি আমার শক্তিকে অবজ্ঞা করছেন, তা আমি সইব না।

রাম ভার্গবের হাত থেকে ধনু নিয়ে তাতে জ্যারোপণ ও শরসংযোগ ক'রে বললেন, আপনি পূজনীয় ব্রাহ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের আত্মীয়(১),

(১) ভাগনীর পৌত্র।

সেই কারণে এই প্রাণহর শর মুক্ত করতে পারছি না। আপনার গতিশক্তি অথবা তপোবলে অর্জিত লোকসমূহ (১) এই দুটির একটি নষ্ট করব।

ব্রহ্মার সঙ্গে অন্যান্য দেবতা এবং গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি এই ব্যাপার দেখতে এলেন। তাঁদের সমক্ষেই সহসা জামদগ্ন্যের তেজ রামচন্দ্রে সংক্রামিত হ'ল, জামদগ্ন্য জড়ীকৃত ও নির্বীর্য হয়ে রামের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমি পূর্বে যখন কশ্যপকে বসুন্ধরা দান করি তখন তিনি বলেছিলেন—আমার অধিকৃত স্থানে তুমি বাস ক'রো না। সেই অবধি আমি পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। এখন তুমি আমার গতিনাশ ক'রো না, আমি মনোরথগতিতে মহেন্দ্র পর্বতে যাব। তুমি শরনিক্ষেপ ক'রে আমার তপোবলে অর্জিত লোকসমূহ সংহার কর। তুমি আমার ধনু গ্রহণ করবামাত্র আমি বুঝেছি তুমি সুরেশ্বর মধুসূদন। তুমি ত্রৈলোক্যনাথ, তোমার কাছে পরাভূত হয়ে আমার লজ্জা নেই।

তখন রাম শরমোচন করলেন। রাম কর্তৃক পূজিত হয়ে এবং রামকে প্রদক্ষিণ ক'রে জামদগ্ন্য চ'লে গেলেন।

২৪। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন

[সর্গ ৭৭]

রাম সেই বৈষ্ণবধনু বরুণকে দান করলেন। দশরথ এতক্ষণ বিকল হয়ে ছিলেন, এখন আশ্বস্ত হয়ে যেন পুনর্জীবিত হলেন।

তার পর দশরথ সদলবলে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী এবং রাজান্তঃপুরের অন্যান্য নারী বধূগণকে বরণ করলেন। মঙ্গলাচার ও হোমের পর সীতা ঊর্মিলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি ক্ষৌম-বসনে শোভিত হয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে গৃহদেবতার পূজা এবং গুরুজনকে অভিবাদন করলেন।

রাজকন্যারা পরম আনন্দে স্বামীদের সঙ্গে নিভৃতে বাস করতে লাগলেন। রাজপুত্রগণও পত্নী অস্ত্র ধন ও পরিজন লাভ ক'রে পিতৃসেবায়

---

(১) ব্রহ্মলোক ইত্যাদিতে বাসের শক্তি।

রত হলেন। কিছুকাল পরে শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরত তাঁর মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে মাতামহের কাছে গেলেন।

রাম পিতার আজ্ঞা অনুসারে পৌরজনের প্রিয় ও হিতকর সমস্ত কার্য এবং মাতৃগণ ও গুরুজনের প্রতি যা কর্তব্য সমস্ত করতে লাগলেন। অযোধ্যাবাসী সকলেই তাঁর অনুরক্ত হ'ল।

রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূনৃতূন্॥
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি॥
গুণাদ্রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে॥
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥ (৭৭।২৫-২৮)

— রাম সীতার সঙ্গে বহু ঋতু সুখে যাপন করলেন। তিনি সীতাকে হৃদয় সমর্পণ ক'রে তদ্গতচিত্ত হলেন। জনক রাজা নিজ কন্যা স্বয়ং সম্প্রদান করেছেন এই কারণে সীতা রামের প্রিয় ছিলেনই, তাঁর রূপগুণের জন্য রামের অনুরাগ আরও বর্ধিত হ'ল। সীতার হৃদয়েও স্বামীর প্রতি দ্বিগুণ প্রীতির সঞ্চার হ'ল। তাঁর হৃদয়নিহিত অভিপ্রায়ও রাম নিজ হৃদয়ে স্পষ্ট বুঝতেন, এবং দেবাঙ্গনাতুল্য রূপবতী লক্ষ্মীরূপিণী সীতা রামের হৃদয় আরও অধিক বুঝতেন।

অযোধ্যাকাণ্ড

১। দশরথের অভিলাষ

[সর্গ ১—৩]

শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে ভরত মাতুলালয়ে গেলেন। সেখানে বহু আদর-যত্ন ও সুখভোগের মধ্যেও দুই ভ্রাতা বৃদ্ধ পিতাকে সর্বদা স্মরণ করতেন। রাজা দশরথও প্রবাসস্থ পুত্রদের কথা ভাবতেন। তিনি চার পুত্রকে নিজ শরীর থেকে নির্গত চার বাহুর ন্যায় বোধ করতেন, কিন্তু রামই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন।

রাম সনাতন বিষ্ণু, তিনি বলদৃপ্ত রাবণের বধের নিমিত্ত দেবগণের প্রার্থনায় নরলোকে জন্মেছেন। তিনি রূপবান, বীর্যবান, অসূয়াশূন্য, ভূতলে অনুপম, গুণে দশরথের তুল্য। তিনি সর্বদা প্রশান্তচিত্ত, মৃদু-বাক্যে কথা বলেন, পরুষ উত্তর দেন না। কেউ একটি উপকার করলেও তিনি তুষ্ট হন, উদারস্বভাব বশত শত অপকারও মনে রাখেন না। তাঁর মতি কুলোচিত, ক্ষাত্রধর্মকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করেন, এবং স্বধর্ম-পালনের ফলে মহৎ স্বর্গলাভ হয় এ কথা তিনি নিষ্ঠাসহকারে মানেন। অশ্রেয়স্কর ও ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁর রুচি নেই, বিচারক্ষেত্রে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি দেখাতে পারেন। তিনি নীরোগ, তরুণ, বাগ্মী, বিশালবপু, দেশকালজ্ঞ, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, জগতে তিনিই একমাত্র সাধু(১)রূপে সৃষ্ট হয়েছেন। সেই রাজপুত্র শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর জন্য প্রজাগণের বহিশ্চর(২) প্রাণের তুল্য প্রিয়। রামকে এইরূপ চরিত্রবান, অপরাজেয় এবং লোকনাথ(৩) তুল্য দেখে মেদিনী তাঁকে অধিপতিরূপে কামনা করলেন।

---

(১) সর্বগুণান্বিত। (২) শরীরের বাইরে যা থাকে। (৩) নরপতি।

পুত্রের এইসকল অনুপম গুণাবলীর জন্য দশরথের অভিলাষ হ'ল নিজের জীবদ্দশাতেই রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তাঁর সচিবগণকে জানালেন যে আকাশে অন্তরীক্ষে(১) ও ভূতলে ঘোর উৎপাতের অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাঁর শরীরও জরাগ্রস্ত হয়েছে, এখন রামচন্দ্রকে রাজ্য দিলে সকলেই প্রীত হবেন। রাজার এই প্রস্তাব অনুসারে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন হ'তে লাগল এবং নানা নগর ও জনপদ থেকে প্রধান প্রধান লোকদের আনানো হ'ল,

> ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
> ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥ (১।৪৮)

— কিন্তু রাজা দশরথ কেকয়রাজকে এবং জনককে তখনই আনালেন না, ভাবলেন তাঁরা পরে এই প্রিয় সমাচার শুনবেন।

রাজসভায় সকলকে আমন্ত্রণ ক'রে এনে দশরথ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, আপনারা জানেন যে আমার এই রাজ্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপগণ কর্তৃক পুত্রতুল্য যত্নে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে। এখন আমি তার সুখ-বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করি। আমি আমার পূর্বপুরুষদের পন্থা অনুসরণ ক'রে অনিদ্র হয়ে যথাশক্তি প্রজাপালন করেছি, সর্ব লোকের হিতসাধনে রত থেকে শ্বেত রাজচ্ছত্রের ছায়ায় আমার শরীরকে জীর্ণ করেছি। আমার বয়স বহু সহস্র বৎসর হয়েছে, এখন এই সভা[illegible] অনুমতি নিয়ে পুত্রকে প্রজাহিতে নিযুক্ত ক'রে আমার [illegible] বিশ্রাম দিতে চাই। আমার পুত্র রাম আমার সমস্ত গুণ নিয়ে জন্মেছেন, তিনি বীর্যে পুরন্দরের সমান। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি। আমার এই সংকল্প যদি সাধু বিবেচনা করেন তবে আপনারা অনুমতি দিন। যদিও এই প্রস্তাব আমার প্রিয়, তথাপি এর চেয়ে হিতকর অন্য প্রস্তাবও আপনারা চিন্তা ক'রে বলুন, কারণ পক্ষপাতহীন মধ্যস্থ ব্যক্তিদের বিচারই শ্রেষ্ঠ।

---

(১) atmosphere.

ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ॥
স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সংজজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্ঘুষ্টসংনাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব॥ (২।১৭-১৮)

— বৃষ্টিমান মহামেঘ দেখলে ময়ূরগণ যেমন শব্দ করে, সভাস্থ নৃপগণ সেইরূপে দশরথের বাক্যে আনন্দিত হয়ে প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। তখন রাজসভায় হর্ষজনিত মৃদু অনুনাদ(১) উত্থিত হ'ল, এবং জনসমূহের(২) উচ্চনিনাদে মেদিনী যেন কম্পিত হ'ল।

ব্রাহ্মণ, সেনাধ্যক্ষ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলে একমত হয়ে দশরথকে বললেন, মহারাজ, আপনার অনেক বয়স হয়েছে, আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবল রাম মহাগজে আরোহণ ক'রে ছত্রে মুখ আবৃত ক'রে যাচ্ছেন এই আমরা দেখতে ইচ্ছা করি।

তাঁদের অভিপ্রায় যেন বুঝতে পারেন নি এই ভাব দেখিয়ে দশরথ বললেন, আপনারা আমার কথা শোনবামাত্র রামকে রাজপদে আসীন দেখতে চাচ্ছেন, তবে কি আমি ধর্মানুসারে পৃথিবী শাসন করি নি? উপস্থিত রাজন্যবর্গ এবং পৌরজানপদ প্রভৃতি বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রের বহু সদ্গুণ, আপনি ভাগ্যক্রমে এমন পুত্র পেয়েছেন। দেব অসুর মনুষ্য গন্ধর্ব প্রভৃতি এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও আয়ু কামনা করেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সায়াহ্নে ও প্রভাতে তাঁর মঙ্গলকামনায় দেবগণকে প্রণাম করে। এখন আপনার প্রসাদে সকলের মনস্কাম সিদ্ধ হ'ক। আমরা ইন্দীবরশ্যাম সর্বশত্রুনাশন আপনার পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে চাই।

দশরথ তখন প্রীত হয়ে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বললেন, এই পবিত্র চৈত্রমাসে আপনারা রামকে যৌবরাজ্যদানের আয়োজন করুন। সভায় আবার হর্ষধ্বনি হ'ল। সেই ধ্বনি শান্ত হ'লে দশরথ বশিষ্ঠকে বললেন, ভগবান, অভিষেকের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের জন্য আপনি আজই আজ্ঞা দিন।

---

(১) সভাস্থ সকলের হর্ষসূচক গুঞ্জন। (২) সভার বাইরে যারা ছিল তাদের।

বশিষ্ঠ মন্ত্রিগণকে আদেশ দিলেন, সুবর্ণাদি রত্ন, পূজাদ্রব্য, সর্বৌষধি, শুক্ল মাল্য, লাজ, মধু, ঘৃত, অচ্ছিন্ন বস্ত্র, রথ, সর্ব আয়ুধ, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণ গজ, দুই চামর, ধ্বজ, শ্বেত ছত্র, শত স্বর্ণকুম্ভ, স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম, এবং আরও যা আবশ্যক সমস্ত সংগ্রহ ক'রে রাখ। রাজান্তঃপুর এবং সমস্ত নগরের দ্বার সজ্জিত কর। প্রভাতকালে শতসহস্র দ্বিজকে উত্তম অন্ন, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, লাজ ও প্রচুর দক্ষিণা দিও। কাল সূর্যোদয় হ'লেই স্বস্তিবাচন হবে। ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ এবং আসনের ব্যবস্থা কর। পতাকা উড্ডীন করাও, রাজমার্গ জলসিক্ত কর, গায়িকা গণিকারা অলংকৃত হয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে থাকুক। দেবমন্দিরাদিতে পূজা দাও। সুবেশধারী বীরগণ দীর্ঘ অসি-চর্ম ধারণ ক'রে অঙ্গনে প্রবেশ করুক।

দশরথের আজ্ঞায় সুমন্ত্র রামকে রাজসভায় ডেকে আনলেন। রাম রথ থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে দশরথের কাছে গেলেন এবং আপনার নাম উচ্চারণ ক'রে পিতার চরণ বন্দনা করলেন। দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে পার্শ্বস্থ সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়, এবং প্রজারাও তোমার গুণাবলীর জন্য অনুরক্ত। পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে, কামক্রোধজাত ব্যসন পরিহার ক'রে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিচার(১) দ্বারা অমাত্য ও প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন কর। ধনাগার ও আয়ুধাগার পরিপূর্ণ রাখ। যিনি প্রজাদের তুষ্ট ক'রে রাজ্য-পালন করেন তাঁর মিত্রগণ অমৃতলাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দিত হন।

রামের সুহৃদ্গণ ত্বরিতপদে কৌশল্যার কাছে গিয়ে শুভসংবাদ জানালেন, কৌশল্যাও তাঁদের সুবর্ণাদি দিয়ে পরিতুষ্ট করলেন। তার পর রাম পিতাকে অভিবাদন ক'রে রথারোহণে নিজের আবাসে ফিরে গেলেন।

---

(১) গুপ্তচরের সংবাদ অবলম্বনে এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে যে বিচার করা হয়।

২। রামের অভিষেকের আয়োজন

[সর্গ ৪—৬]

পুরবাসিগণ চ'লে গেলে দশরথ পুনর্বার মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে স্থির করলেন যে আগামী কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে রামের অভিষেক হবে। তার পর তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে আবার রামকে ডেকে আনালেন। দশরথ বললেন, রাম, আমি দীর্ঘ আয়ু এবং অভীপ্সিত বিষয় ভোগ ক'রে বৃদ্ধ হয়েছি, শত যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছি। ভুবনে যার তুলনা নেই এমন তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছি। আমি যথেষ্ট দান এবং অধ্যয়নও করেছি। দেব-, ঋষি-, পিতৃ-, বিপ্র- এবং আত্ম-ঋণ (১) থেকে আমি মুক্ত। এখন তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা ভিন্ন আমার অন্য কর্তব্য নেই। আজ আমি অশুভ স্বপ্ন দেখেছি, যেন দিবসে বজ্রনির্ঘোষ সহ উল্কাপাত হচ্ছে। দৈবজ্ঞেরা বলেছেন, সূর্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহে আমার জন্মনক্ষত্র আক্রান্ত হয়েছে। এইপ্রকার দুর্লক্ষণ প্রায় রাজার ঘোর বিপদ ও মৃত্যু সূচনা করে। আমার বর্তমান সংকল্প থাকতে থাকতেই তুমি অভিষিক্ত হও, কারণ মানুষের মতির স্থিরতা নেই। তুমি আজ রাত্রিতে বধূর সঙ্গে নিয়ম পালন ক'রে উপবাসী থাক এবং কুশশয্যায় শয়ন কর। সুহৃদ্‌গণ তোমাকে সাবধানে রক্ষা করুন, এইপ্রকার কার্যে বহু বিঘ্ন হয়ে থাকে।—

> বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
> তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥
> কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
> জ্যেষ্ঠানুবর্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
> কিং নু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
> সতাং চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব॥ (৪।২৫-২৭)

---

(১) উক্ত পঞ্চ ঋণ মুক্তির উপায় যথাক্রমে—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, পুত্রোৎপত্তি, দান, বিষয়ভোগ।

— যে সময়ে ভরত এই রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে সেই সময়ই অভিষেকের উপযুক্ত, এই আমার মত। সত্য বটে তোমার ভ্রাতা ভরত সৎস্বভাব, জ্যেষ্ঠের অনুগত, ধর্মাত্মা, স্নেহশীল ও জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু আমি মনে করি যে মানুষের চিত্ত অস্থির, সাধু ও ধার্মিকদের মনও কারণ উপস্থিত হ'লে বিকারযুক্ত হয়।

পিতার কাছে বিদায় নিয়ে রাম মাতার অন্তঃপুরে গেলেন। কৌশল্যা তখন পুত্রের মঙ্গলকামনায় দেবমন্দিরে নিমীলিতনেত্রে আরাধনায় রত ছিলেন, সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর সেবা করছিলেন। রাম কৌশল্যাকে পিতার আজ্ঞা জানিয়ে বললেন, আজ রাত্রিতে সীতার সঙ্গে আমি উপবাস করব, অভিষেকের জন্য অন্যান্য যেসব মঙ্গলাচার আবশ্যক আপনি তার আয়োজন করুন। কৌশল্যা আনন্দে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, বৎস রাম, চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হ'ক, তুমি রাজশ্রী লাভ ক'রে আমার আর সুমিত্রার আত্মীয়জনকে আনন্দিত কর।

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব'সে আছেন দেখে রাম একটু হেসে বললেন, লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে তুমিও এই রাজ্যভার বহন করবে, তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, রাজশ্রী তোমাকেও আশ্রয় করেছেন। সৌমিত্রি, তুমি অভীষ্ট বিষয় ও রাজ্যফল ভোগ কর, তোমার জন্যই জীবন ও রাজ্য আমার কাম্য। এই কথা ব'লে মাতৃদ্বয়কে অভিবাদন ক'রে রাম সীতার সঙ্গে আপন ভবনে ফিরে গেলেন।

দশরথের ইচ্ছাক্রমে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ রথে চ'ড়ে রামের ভবনে গেলেন এবং যথাবিধি রাম-সীতাকে উপবাসের সংকল্প করালেন। ফেরবার সময় তিনি দেখলেন, অসংখ্য লোক কৌতূহলবশে রাজমার্গে সমবেত হয়েছে, তাদের হর্ষজনিত কোলাহলে সাগরগর্জনের ন্যায় শব্দ হচ্ছে।

বশিষ্ঠ চ'লে গেলে রাম পত্নীসহ স্নান ক'রে নারায়ণের উপাসনা করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হবিঃশেষ ভক্ষণ ক'রে কুশশয্যায় রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন উষাকাল থেকে অযোধ্যাবাসিগণ নগরের শোভাসম্পাদনে নিযুক্ত হ'ল। চতুষ্পথ, চৈত্য, অট্টালিকা,

বিপণি, সভাগৃহ, উচ্চ বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বজপতাকায় শোভিত হ'ল। ধূপবাসিত ও কুসুমালংকৃত রাজপথে নট-নর্তক-গায়কগণের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। চত্বরে ও সভায় লোকে বলতে লাগল, আমরা সকলেই ধন্য হয়েছি, কারণ লোকচরিত্রজ্ঞ মহীপতি রাম চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হবেন। ধর্মাত্মা নিষ্পাপ রাজা দশরথ চিরকাল বেঁচে থাকুন, তাঁর প্রসাদে আমরা রামের অভিষেক দেখব।

৩। মন্থরার মন্ত্রণা

[সর্গ ৭—৯]

কৈকেয়ী পিত্রালয় থেকে এক কুব্জা দাসী এনেছিলেন, তার নাম মন্থরা। সে প্রাতঃকালে প্রাসাদের উপর থেকে দেখলে, রাজপথ চন্দন-জলে সিক্ত, কমল ও উৎপলে(১) আকীর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণ মোদক আর মাল্য হাতে নিয়ে কোলাহল করছেন, দেবালয়ে বাদ্যধ্বনি ও বেদপাঠ হচ্ছে, হস্তী অশ্ব গো বৃষ আনন্দরব করছে, নগরবাসী সকলেই অতিশয় হৃষ্ট। একজন শ্বেত-ক্ষৌমবসন-ধারিণী ধাত্রীকে নিকটে দেখে মন্থরা জিজ্ঞাসা করলে, লোকের এই আহ্লাদের কারণ কি? রামজননী কি ধনদান করছেন? ধাত্রী হর্ষে বিদীর্ণ হয়ে বললে, আজ রাজা দশরথ পুষ্যা নক্ষত্রে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

মন্থরা তখনই শয়নগৃহে গিয়ে কৈকেয়ীকে বললে,

> উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে।
> উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে॥
> অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
> চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে॥ (৭।১৪-১৫)

— ওরে মূঢ়, ওঠ, শুয়ে আছ কেন, তোমার বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তুমি দুঃখভারে প্রপীড়িত, নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝছ না। তুমি প্রিয়

---

(১) কুমুদ বা শালুক ফুল।

নও, কেবল বাইরে সুভগার আচরণ পেয়ে থাক, তবু তুমি সৌভাগ্যের গর্ব কর! তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মে নদীর স্রোতের ন্যায় অস্থায়ী।

মন্থরার কথায় বিষাদগ্রস্ত হয়ে কৈকেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কি কোনও অমঙ্গল ঘটেছে? মন্থরা রামের অভিষেকের সংবাদ জানিয়ে বললে, তোমার ভর্তা ধর্মের ভান করেন আর মিষ্ট কথা বলেন, কিন্তু তিনি দারুণ শঠ, ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠিয়েছেন, এখন রামকে রাজ্য দিয়ে কৌশল্যার ইষ্টসিদ্ধি আর তোমার সর্বনাশ করবেন। অবাক হয়ে রয়েছ কেন, যাতে তোমার পুত্র, তুমি, আর আমি রক্ষা পাই তার উপায় এখনই কর।

কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রফুল্লমুখে শয্যা থেকে উঠলেন এবং অভিষেকের সংবাদে অতীব বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হয়ে মন্থরাকে উত্তম অলংকার দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে অতি প্রিয় সংবাদ জানিয়েছ, তোমাকে আর কি পুরস্কার দেব?—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ (৭।৩৫)

— রাম আর ভরতের আমি প্রভেদ দেখি না, মহারাজ যে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন তাতে আমি তুষ্ট।

ক্রোধে ও দুঃখে অলংকার ফেলে দিয়ে মন্থরা বললে, অতি দুঃখেও আমার হাসি আসছে, তুমি মহাবিপদে প'ড়েও হৃষ্ট হয়েছ! সপত্নী-পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি মৃত্যুতুল্য, কোন্ বুদ্ধিমতী নারী তাতে সুখী হয়? রাজ্যের তুল্যভাগী ভরতের কাছ থেকেই রামের ভয়, তাই মনে ক'রে আমি শঙ্কিত হচ্ছি, কারণ ভীত ব্যক্তিই অনিষ্টের কারণ হয়। লক্ষ্মণ রামের একান্ত অনুগত, শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত। এঁদের কাছ থেকে রামের ভয় নেই। জন্মক্রম অনুসারে রামের পর ভরতেরই অধিকার, সেজন্যই রাম তাকে ভয় করবে। ভাগ্যবতী কৌশল্যা রাজমাতা হবেন, তুমি তাঁর দাসী হয়ে হাত জোড় ক'রে থাকবে, আর ভরত রামের দাস হবে।

কৈকেয়ী উত্তর দিলেন, রাম ধর্মজ্ঞ, গুণবান, শান্ত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, শুদ্ধস্বভাব। তিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সেজন্য যৌবরাজ্যের যোগ্য। তিনি ভ্রাতা ভৃত্য সকলকেই পিতার তুল্য পালন করবেন। কুব্জা, তোমার কিসের খেদ? রামের শত বৎসর পরে ভরতও নিশ্চয় পৈতৃক রাজ্য পাবেন। রাম কৌশল্যার চেয়েও আমার অধিক সেবা করেন। রাজ্য যদি রামের হয় তবে তা ভরতেরও হবে।

মন্থরা বললে, তুমি মূর্খতার জন্য নিজের দুর্দশা বুঝছ না। রামের পর রামের পুত্রই রাজা হবে।—

> ন হি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
> স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ (৮।২৩)
> ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
> দেশান্তরং নায়য়িত্বা লোকান্তরমথাপি বা॥ (৮।২৭)
> তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
> এতদ্ধি রোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব॥ (৮।৩০)
> দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
> রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ॥ (৮।৩৭)

— ভামিনী, রাজার সকল পুত্র রাজ্য পায় না, সকলেই রাজ্যে থাকলে মহা অনর্থ হয়। রাম নিষ্কণ্টক রাজ্য পেয়ে ভরতকে নিশ্চয় দেশান্তরে অথবা লোকান্তরে পাঠাবে। অতএব ভরত মাতুলালয় রাজগৃহ থেকেই বনে চ'লে যাক, এই ভাল মনে করি, তোমারও তাতে মঙ্গল। তুমি পূর্বে সৌভাগ্যের গর্বে তোমার সপত্নী রামমাতাকে অগ্রাহ্য করতে, এখন তিনি কি তার শোধ তুলবেন না?

মন্থরার কথা শুনে কৈকেয়ীর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হ'ল, তিনি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি আজই রামকে বনে পাঠাব আর ভরতকে যৌবরাজ্যে বসাব। এখন কি উপায়ে তা হবে বল।

মন্থরা বললে, তুমি একদিন আমাকে যে কথা বলেছিলে তা কি ভুলে গেছ? পূর্বে যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয় তখন দশরথ ইন্দ্রকে

সাহায্য করবার জন্য গিয়েছিলেন, তুমি তাঁর সঙ্গে ছিলে। দণ্ডক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নগরে তিমিধ্বজ নামে এক মায়াবী অসুর থাকত, তার অন্য নাম শম্বর। তার সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ ক্ষতবিক্ষত হন। তুমি তাঁকে অচেতন অবস্থায় রণস্থল থেকে এনে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলে। তিনি তুষ্ট হয়ে দুই বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুমি বলেছিলে যে পরে যখন তোমার ইচ্ছা হবে তখন বর নেবে। তুমি সেই দুই বর চাও—রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস আর ভরতের অভিষেক। তুমি ক্রোধাগারে গিয়ে মলিন বসনে ভূমিতে শুয়ে থাক, রাজার দিকে চেয়ে দেখবে না, তাঁর সঙ্গে কথা কইবে না, কেবল কাঁদবে। তুমি স্বামীর প্রিয়া তাতে আমার সন্দেহ নেই, তোমার জন্য তিনি হুতাশনে প্রবেশ করতে বা প্রাণ দিতে পারেন। দশরথ মণি মুক্তা সুবর্ণ দিতে চাইলে তাতে ভুলবে না। তুমি পূর্বপ্রতিশ্রুত বরের কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেবে। যখন তিনি নিজের হাতে তোমাকে উঠিয়ে বর দিতে চাইবেন তখন তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে বর চাইবে। রাম চতুর্দশ বৎসর বনে থাকলে ভরত প্রজাদের অনুরাগ লাভ করবে, তাতে তার রাজপদ দৃঢ় হবে।

মন্থরার অনর্থকর প্রস্তাব কৈকেয়ী হিতকর ব'লে বিশ্বাস করলেন। তিনি প্রীত হয়ে বললেন, মন্থরা, পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে তাদের সকলের চেয়ে তুমি বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার একান্ত হিতৈষিণী। তুমি কুব্জা হয়েও বায়ুতে বক্র পদ্মিনীর ন্যায় প্রিয়দর্শনা। তোমার বক্ষ বক্র, মধ্য থেকে স্কন্ধ পর্যন্ত উন্নত। এই উন্নতি দেখে তোমার উদর যেন লজ্জায় ক্ষীণ হয়ে গেছে। তুমি যখন চল তখন অপরূপ শোভা হয়। অসুরাধিপ শম্বরের সহস্র মায়ার চেয়েও অধিক মায়া তোমার হৃদয়ে আছে। সুন্দরী, ভরত রাজা পেলে আর রাম বনে গেলে আমি তোমার মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন ক'রে উৎকৃষ্ট স্বর্ণালংকার পরাব। (১)

---

(১) অসময়ে এই পরিহাস কি বাল্মীকির রচনা?

তার পর কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গিয়ে তাঁর বহু মুক্তাহার এবং অন্য অলংকার খুলে ফেলে ভূমিতে শুয়ে বললেন,

ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্॥ (৯।৫৮)

— কুব্জা, হয় আমি এইখানে মরব, সেই সংবাদ তুমি রাজাকে জানাবে, অথবা রাম বনে যাবে আর ভরত রাজ্য পাবে।

৪। কৈকেয়ীর নির্বন্ধ

[সর্গ ১০-১১]

আজ রামের অভিষেক হবে এই শুভ সংবাদ প্রিয়া পত্নীকে জানাবার জন্য দশরথ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে এলেন। সেখানে শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করছে, বাদ্যধ্বনি হচ্ছে, কুব্জা ও বামনিকাগণ(১) ঘুরে বেড়াচ্ছে। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, চম্পক, অশোক, এবং নিত্য পুষ্প-ফল দেয় এমন বহু বৃক্ষ, গজদন্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ-নির্মিত বেদী প্রভৃতিতে সেই স্থান সুশোভিত। দশরথ শয়নগৃহে গিয়ে কৈকেয়ীকে দেখতে পেলেন না। তিনি এক প্রতিহারী(২)কে জিজ্ঞাসা করলে সে সন্ত্রস্ত হয়ে করজোড়ে বললে, প্রভু, দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধাগারে প্রবেশ করেছেন। দশরথ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ক্রোধাগারে গেলেন।

তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্॥
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ।
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥
অপাপঃ পাপসংকল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব॥ (১০।২২-২৪)

— সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে সেখানে দেখলেন, তাঁর

(১) বামনাকার স্ত্রীলোক। (২) দ্বাররক্ষিণী।

প্রাণের চেয়েও প্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপাশয়া কৈকেয়ী অনভ্যস্ত ভূমিশয্যায় পড়ে আছেন, যেন বিচ্ছিন্ন লতা বা ভূপতিতা দেবাঙ্গনা।

দশরথ কৈকেয়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবী, কেন ক্রুদ্ধ হয়েছ, কে তোমার অপমান করেছে? ধূলিতে শুয়ে কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? যদি অসুস্থ হয়ে থাক তবে আমার বৈদ্যগণ, যাদের প্রচুর বেতন দিয়ে তুষ্ট ক'রে রেখেছি, তোমাকে সুস্থ করবে।—

কস্য বাপি প্রিয়ং কার্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্॥
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদাপ্রিয়ম্।
মা রৌৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সংপরিশোষণম্॥
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যাকিঞ্চনঃ॥ (১০।৩১-৩৩)

—কার প্রিয়সাধন করতে হবে? কে তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে? আজ কাকে পুরস্কার দিতে হবে, কারই বা মহা অনিষ্ট করতে হবে? দেবী, রোদন ক'রো না, শরীরকে কষ্ট দিয়ে ক্ষীণ ক'রো না। কোন্ নিরপরাধকে বধ করতে হবে, কোন্ বধযোগ্য অপরাধীকে মুক্তি দিতে হবে? কোন্ দরিদ্র ধনাঢ্য হবে, কোন্ ধনী নিঃস্ব হবে?

প্রেমমুগ্ধ দশরথকে কৈকেয়ী বললেন, আমাকে কেউ তিরস্কার বা অপমান করে নি। আমার একটি বাসনা আছে, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার ইচ্ছা পূরণ করবে তবেই বলব। দশরথ একটু হেসে কৈকেয়ীর মস্তক ভূমি থেকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে বললেন, তুমি কি জান না যে তোমার চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, শুধু রাম ছাড়া? আমার জীবনের অবলম্বন স্বরূপ সেই রামের শপথ ক'রে বলছি যে তুমি যা বলবে তাই করব।

কৈকেয়ী বললেন, মহারাজ, তুমি যে শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লে তা ইন্দ্রপ্রমুখ তেত্রিশ দেবতা শুনুন। চন্দ্র সূর্য আকাশ গ্রহ রাত্রি দিন দশদিক—গন্ধর্ব রাক্ষস নিশাচর ও প্রাণী সমেত এই পৃথিবী ও জগৎ—গৃহে বিদ্যমান গৃহদেবতা, এবং অন্যান্য ভূতসমুদায় তোমার কথা শুনুন। সত্যসন্ধ মহাতেজা ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী শুদ্ধস্বভাব রাজা

আমাকে বর দিচ্ছেন, সর্ব দেবতা তা শুনুন। কৈকেয়ী এইরূপে দশরথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে বললেন, রাজা, দেবাসুর-যুদ্ধের কথা মনে কর। শত্রু তোমাকে বধ করতে পারে নি কিন্তু অত্যন্ত বলহীন করেছিল। আমি তোমাকে রক্ষা করি সেজন্য তুমি দুই বর দিতে চেয়েছিলে। সেই বর এখন চাচ্ছি। যদি তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর তবে সেই অপমানে আজই প্রাণ বিসর্জন দেব।

মৃগ যেমন বিনাশের নিমিত্ত পাশবদ্ধ হয় দশরথ তেমনই বাক্যে বদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীর বশে এলেন। কৈকেয়ী তখন বললেন, মহারাজ, দুই বর বলছি শোন। অভিষেকের যে আয়োজন হয়েছে তাতে রামের পরিবর্তে ভরতের অভিষেক হ'ক। দ্বিতীয় বর এই—রাম চীর-অজিনধারী তপস্বী হয়ে চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে(১) বাস করুক, ভরতের যৌবরাজ্য নিষ্কণ্টক হ'ক।

৫। দশরথের সত্যপাশ

[সর্গ ১২-১৪]

কৈকেয়ীর দারুণ বচন শুনে দশরথ ভাবলেন, আমি কি দিবাস্বপ্ন দেখছি? ব্যাঘ্রী দেখলে মৃগের যেমন হয় দশরথের সেই অবস্থা হ'ল। তিনি ব্যথাতুর ও বিহ্বল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং 'অহো ধিক' ব'লে মূর্ছিত হলেন। অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ ক'রে কৈকেয়ীকে বললেন,

> নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি॥
> কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।
> সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ॥
> তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিংনিমিত্তমিহোদ্যতা।
> ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা॥
> অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা। (১২।৭-১০)

---

(১) নর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী স্থান; যমুনার দক্ষিণস্থ অরণ্যপ্রদেশকেও বলা হ'ত।

— নৃশংসা দুষ্টচরিত্রা কুলনাশিনী পাপিনী, রাম তোমার কি করেছে, আমিই বা কি অপরাধ করেছি? রাম সর্বদা জননীর তুল্য তোমার সেবা করে, তার এইরূপ অনিষ্ট করতে কেন তুমি উদ্যত হয়েছ? আমি না জেনে তীক্ষ্ণবিষধরী সর্পীর ন্যায় এই নৃপসুতাকে নিজের বিনাশের নিমিত্ত স্বভবনে এনেছিলাম।

দশরথ বলতে লাগলেন, সকল লোকেই রামের গুণকীর্তন করে, কোন্‌ অপরাধে এই প্রিয়পুত্রকে ত্যাগ করব? তোমার পায়ে আমি মাথা রাখছি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি পূর্বে বহুবার আমাকে বলেছ যে তোমার কাছে রাম আর ভরত সমান, তবে সেই রামকে কেন বনে পাঠাতে চাচ্ছ? রাম অত্যন্ত সুকুমার, দারুণ অরণ্যে কি ক'রে বাস করবে? ভরতের চেয়েও রাম তোমার অধিক সেবা করে, তার নিন্দা কেউ করে না। রাম সত্যবাক্যে সকল লোককে, দানে দ্বিজগণকে, শুশ্রূষায় গুরুজনকে এবং যুদ্ধে ধনুর্দ্বারা শত্রুগণকে জয় করেছে। কোনও লোককে যে অপ্রিয় বাক্য বলে না, তোমার কথায় তাকে আমি কি ক'রে অপ্রিয় বলব? কৈকেয়ী, আমি বৃদ্ধ, শেষ দশায় এসেছি, দীনভাবে বিলাপ করছি, তুমি করুণা কর। সসাগরা পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা সমস্তই তোমাকে দেব, তুমি আমাকে মেরো না। আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার পাদস্পর্শ করছি, তুমি রামকে রক্ষা কর, আমাকে অধর্মে লিপ্ত ক'রো না।

দশরথ এইরূপে বিলাপ করতে লাগলেন, মাঝে মাঝে তাঁর চেতনা লুপ্ত এবং শরীর ঘূর্ণিত হ'তে লাগল। কৈকেয়ী তাঁকে কঠোর বাক্যে বললেন, রাজা, যদি বর দিয়ে অনুতপ্ত হও তবে লোকে কি ক'রে তোমাকে ধার্মিক বলবে? সমবেত রাজর্ষিগণ যখন বরের কথা জিজ্ঞাসা করবেন তখন তুমি কি বলবে—কৈকেয়ী আমার প্রাণরক্ষা করেছিল তথাপি তার কাছে আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি? দুর্মতি, তুমি ধর্ম ত্যাগ ক'রে রামকে রাজ্য দিয়ে কৌশল্যার সঙ্গে নিত্য বিহার করতে চাও। ধর্ম বা অধর্ম, সত্য বা অসত্য, যাই হ'ক, প্রতিশ্রুতি যদি না রাখ তবে আজই তোমার সম্মুখে আমি বিষ খেয়ে মরব। যদি আমাকে

একদিনও দেখতে হয় যে রামজননীর কাছে লোকে হাত জোড় করছে, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।

কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কথা শুনে দশরথ তাঁর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে অনিমেষনয়নে চেয়ে থেকে 'হা রাম' ব'লে ছিন্ন তরুর ন্যায় প'ড়ে গেলেন। তার পর তিনি আতুর বাক্যে বললেন, কে তোমাকে এই অনর্থক কার্যে প্রবৃত্ত করেছে? ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমাকে যা বলছ তাতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? রামকে বনে পাঠালে কৌশল্যা আমাকে কি বলবেন?—

> কিং চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
> যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ॥
> ভার্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি। (১২।৬৮-৬৯)
> চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা।
> অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্‌বন্ধনী যথা॥ (১২।৮০)
> ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
> ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥ (১২।১০০)

— এই অপ্রিয় কার্য ক'রে আমি কৌশল্যাকে কি বলব, যিনি দাসী, সখী, ভার্যা, ভগিনী ও মাতার ন্যায় আমার সেবা করেন? পাপীয়সী, আমি অজ্ঞানবশে কণ্ঠলগ্ন উদ্‌বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে চিরকাল কাছে রেখেছি। শঠ ও স্বার্থপর স্ত্রীজাতিকে ধিক — সকল স্ত্রীকে বলছি না, ভরতের মাতাকেই বলছি।

কৈকেয়ী বললেন, মহারাজ, তুমি নিজেকে সত্যবাদী দৃঢ়ব্রত ব'লে থাক, তবে কেন প্রতিশ্রুত বর প্রত্যাহার করতে চাও? দশরথ বললেন, আমি অপুত্র ছিলাম, অতি কষ্টে রামকে পেয়েছি, তাকে কি ক'রে ত্যাগ করব? সেই শূর কৃতবিদ্য জিতক্রোধ ক্ষমাপরায়ণ কমলপত্রাক্ষ ইন্দীবরশ্যাম দীর্ঘবাহু সুদর্শন রামকে কি ক'রে দণ্ডক বনে নির্বাসিত করব?

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হ'ল। দশরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে কৈকেয়ীকে বললেন, দেবী, আমি রাজা, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমিই রামকে রাজ্য দান ক'রে পরম যশ লাভ কর।

দশরথ অশ্রুপূর্ণ রক্তবর্ণ নেত্রে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন, কিন্তু কৈকেয়ী কথা বললেন না। ক্রমে রাত্রি শেষ হ'ল, বৈতালিকগণ বন্দনা আরম্ভ করলে, কিন্তু দশরথ তা নিবারণ করলেন।

কৈকেয়ী বললেন, মহারাজ, তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন কেন পাপীর ন্যায় বিষণ্ণ হয়ে শুয়ে আছ? ধর্মজ্ঞরা বলেন, সত্যই পরম ধর্ম, আমি তোমাকে সেই সত্যপালন করতে বলছি।

বামনের বাক্যে বলি যেমন বদ্ধ হয়েছিলেন দশরথও সেইরূপ কৈকেয়ীর সত্যপাশ মোচনে অক্ষম হলেন। তথাপি তিনি বললেন, পাপীয়সী, আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্রদ্বারা তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলাম, এখন তোমাকে আর তোমার পুত্র ভরতকে ত্যাগ করলাম। রজনী শেষ হয়েছে, অভিষেকের নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত হয়েছেন। যদি রামের অভিষেক না হয় তবে সেই উপকরণে রামই আমার মৃতদেহের সংকার করবে, ভরত নয়। কৈকেয়ী বললেন, এখন আবার অন্য কথা বলছ কেন? এখনই রামকে আনাও তাকে বনে পাঠিয়ে আমার পুত্রকে রাজ্য দাও।

অশ্ব যেমন তীক্ষ্ণ কশাঘাতে আজ্ঞাধীন হয় দশরথ সেইরূপ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হয়ে বললেন, আমি ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হচ্ছে, এখন রামকে দেখতে ইচ্ছা করি।

প্রভাতকালে শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হ'লে অভিষেকের উপকরণ-সম্ভার নিয়ে সশিষ্য বশিষ্ঠ রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি সুমন্ত্রকে দেখে বললেন, শীঘ্র রাজাকে জানাও যে আমি এসেছি, সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, পুরবাসী গ্রামবাসী বণিগ্‌গণ নৃপতিগণ প্রভৃতি সকলেই অভিষেক দর্শনের জন্য সমবেত হয়েছেন।

রাজপুরীতে সুমন্ত্রের অবারিত গতি ছিল। তিনি দশরথের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহারাজ, ভাস্কর উদিত হয়ে যেমন সাগরকে আনন্দিত করেন, আপনি প্রজাগণকে দর্শন দিয়ে সেইরূপ আনন্দিত করুন। অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে, সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। শোকার্ত দশরথ আরক্তনয়নে উত্তর

দিলেন, তোমার কথায় আমার মর্মস্থল ছিন্ন হচ্ছে। রাজার এই করুণ বাক্য শুনে সুমন্ত্র কিঞ্চিৎ স'রে গেলেন। তখন কৈকেয়ী তাঁকে বললেন, সুমন্ত্র, রাজা অভিষেকের আনন্দে সমস্ত রাত্রি জেগে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর হয়েছেন, তুমি রামকে ডেকে আন। সুমন্ত্র বললেন, দেবী, রাজার বাক্য না শুনে কি ক'রে যাব? তখন দশরথ আদেশ দিলেন, আমি রামকে দেখতে চাই, শীঘ্র তাঁকে আন।

৬। রামের পিতৃসত্যগ্রহণ

[সর্গ ১৫—১৯]

সূর্যোদয় হয়েছে, অভিষেকের শুভ লগ্ন উপস্থিত; তথাপি রাজা দশরথ কেন এলেন না এজন্য বশিষ্ঠাদি ব্যস্ত হলেন। সুমন্ত্র তাঁদের বললেন, আমি রাজাজ্ঞায় রামকে আনতে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা দশরথ ও রামের পূজনীয়, সেজন্য আমি আপনাদের হয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি তিনি নিদ্রা থেকে উঠেও কেন বাহিরে আসছেন না।

সুমন্ত্র পুনর্বার দশরথের কাছে গিয়ে তাঁকে উঠতে অনুরোধ করলেন। দশরথ বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম রামকে নিয়ে এস, তবে কেন আমার আজ্ঞা পালন করছ না? সুমন্ত্র তখন ধ্বজপতাকা-শোভিত আনন্দমুখর রাজপথে রথচালনা ক'রে রামের ভবনে উপস্থিত হলেন। এই ভবন কৈলাস পর্বত বা ইন্দ্রালয় তুল্য, বৃহৎ কপাট সমন্বিত, বহু বেদী, কাঞ্চনপ্রতিমা, প্রভৃতির দ্বারা অলংকৃত। সেখানে অনেক লোক উপহার নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে ঊর্ধ্বমুখে রামের জন্য অপেক্ষা করছে। সুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বার পার হয়ে দেখলেন, কুণ্ডলধারী যুবকগণ প্রাস(১) ও কার্মুক হস্তে পাহারা দিচ্ছে, কাষায়(২) বস্ত্রপরিহিতা সালংকারা বেত্রহস্তা বৃদ্ধারা দ্বারদেশে ব'সে আছে। সুমন্ত্রকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর আজ্ঞায় রামের কাছে সংবাদ দিলে।

---

(১) বর্শা বা javelin। (২) লাল বা গৈরিক।

সুমন্ত্র রামের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি অলংকারে ভূষিত হয়ে স্বর্ণময় পর্যঙ্কে উপবিষ্ট রয়েছেন, তাঁর অঙ্গ বরাহরুধিরতুল্য রক্তবর্ণ চন্দনে অনুলিপ্ত, পার্শ্বে সীতা চামরহস্তে ব'সে আছেন, যেন চিত্রা নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রের মিলন হয়েছে। সুমন্ত্রের বার্তা শুনে রাম সীতাকে বললেন, দেবী, মহারাজ নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয়মহিষীর সঙ্গে অভিষেকের পরামর্শ করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি সখীদের সঙ্গে থাক। সীতা দ্বারদেশ পর্যন্ত রামের অনুগমন ক'রে বললেন, মহারাজ তোমাকে দ্বিজগণ-সম্পাদিত যৌবরাজ্যে এবং পরে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত করুন। তুমি ব্রতগ্রহণ ক'রে দীক্ষিত হয়ে পবিত্র অজিন ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ করবে এই আমি দেখব। ইন্দ্র যম বরুণ ও কুবের তোমার পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিক রক্ষা করুন।

রাম বাইরে এসে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। তখন দুই ভ্রাতা সুমন্ত্রের রথে দ্রুতবেগে রাজপথ অতিক্রম ক'রে রাজভবনে উপস্থিত হলেন। রাম দশরথের কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁর মুখ বিষণ্ণ ও শুষ্ক। তিনি পিতার ও কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করলেন। দশরথ অশ্রুপূর্ণ নয়নে শুধু 'রাম' উচ্চারণ ক'রে আর কিছুই বলতে পারলেন না। রাম দেখলেন, রাজার রূপ পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ, তিনি ব্যাকুলভাবে নিঃশ্বাস ফেলছেন। পিতার এই শোক দেখে রাম ভাবলেন, মহারাজ আমার সম্ভাষণে নীরব রয়েছেন কেন, অন্য দিন তো তিনি কুপিত থাকলেও আমাকে দেখে প্রসন্ন হন। রাম বিষণ্ণবদনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি অজ্ঞানবশে কোনও অপরাধ করেছি? এঁর কি কোনও শারীরিক বা মানসিক দুঃখ হয়েছে? কুমার ভরত বা শত্রুঘ্নের অথবা আমার মাতৃগণের অশুভ হয় নি তো? দেবী, আপনি কি অভিমানবশে পিতাকে কোনও পরুষ বাক্য বলেছেন?

নির্লজ্জা কৈকেয়ী উত্তর দিলেন, রাম, রাজা কুপিত হন নি, বিপদও কিছু হয় নি। এঁর মনে কিছু আছে, তোমার ভয়ে তা বলতে পারছেন না। তুমি রাজার প্রিয়, সেজন্য অপ্রিয় কথা এঁর মুখে আসছে

না। ইনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তোমাকে অবশ্য পালন করতে হবে। রাজা আমাকে আদর ক'রে বর দিয়ে এখন অনুতাপ করছেন। সত্যই ধর্মের মূল, অতএব রাজা যেন তোমার প্ররোচনায় কুপিত হয়ে সত্যত্যাগ না করেন। শুভ বা অশুভ রাজা যা বলবেন তাই তুমি করবে—এতে যদি প্রস্তুত থাক তবে আমি তোমাকে সব কথা বলতে পারি।

কৈকেয়ীর কথায় ব্যথিত হয়ে রাম বললেন,

> অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
> অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে॥
> ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপি চার্ণবে।
> নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ॥
> তদ্ ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
> করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে॥ (১৮।২৮-৩০)

— অহো ধিক, দেবী, আমাকে এমন বাক্য বলবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ খেতে পারি, সমুদ্রেও পড়তে পারি, কারণ ইনি গুরু, পিতা, নৃপ এবং হিতার্থী। অতএব বলুন রাজা কি চান, আমি তাই করব। নিশ্চয় জানবেন, রাম দুরকম কথা বলে না।

তখন সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে কৈকেয়ী এই নিদারুণ কথা বললেন, পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে আহত তোমার পিতাকে আমি রক্ষা করেছিলাম, সেজন্য তিনি আমাকে দুই বর দিয়েছিলেন। এখন সেই দুই বর আমি চেয়েছি — ভরতের অভিষেক, এবং তোমার আজই দণ্ডকারণ্যে গমন। যদি পিতার ও নিজের সত্য পালন করতে চাও তবে অভিষেক ত্যাগ ক'রে জটাচীরধারী হয়ে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হও, ভরত অভিষিক্ত হয়ে রাজ্যশাসন করবে। বর দিয়েছেন ব'লে রাজা শোকার্ত হয়েছেন, তোমার দিকে চাইতে পারছেন না। তুমি সত্যরক্ষা ক'রে রাজাকে ত্রাণ কর।

কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুর কথা শুনে রাম অব্যথিত চিত্তে বললেন, তাই হবে, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য জটাচীরধারী হয়ে বনে যাব। দেবী, রাগ করবেন না, আমি কেবল জানতে চাই ইনি কেন আমার সঙ্গে পূর্বের ন্যায় কথা বলছেন না। ভরতের অভিষেকের কথা নিজে কেন বললেন না? রাজাজ্ঞায় কেন, আপনার আদেশেও আমি ভরতকে সীতা, রাজ্য, প্রাণ, ধন দিতে পারি। মহারাজ লজ্জিত হয়েছেন, আপনি সান্ত্বনা দিন, উনি কেন অশ্রুপাত ক'রে ভূমি আর্দ্র করছেন? দূতরা আজই দ্রুতগামী অশ্বে ভরতকে আনতে যাক। আমি সত্বর দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি।

কৈকেয়ী হৃষ্ট হয়ে বললেন, হাঁ, দূতরা ভরতের মাতুলালয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকেও তো গমনের জন্য উৎসুক দেখছি, অতএব তুমিও শীঘ্র বনে যাও। লজ্জার জন্যই রাজা কথা বলছেন না, তুমি শীঘ্র যাত্রা ক'রে এঁর দীনভাব দূর কর। তুমি না গেলে ইনি স্নান-ভোজনও করবেন না।

শোকার্ত দশরথ 'ধিক কষ্ট' ব'লে পর্যঙ্কে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাম তাঁকে ধ'রে তুললেন, কিন্তু কৈকেয়ীর বাক্যে কশাহত অশ্বের ন্যায় বনে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বললেন, দেবী, আমি অর্থলোভী হয়ে পৃথিবীতে বাস করতে চাই না, আপনি জানবেন আমি ঋষিদের তুল্য বিশুদ্ধ ধর্মকেই আশ্রয় করেছি। পিতার সেবা বা তাঁর বাক্যপালন অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম নেই। আমি জননীকে জানিয়ে এবং সীতাকে অনুনয় ক'রে আজই অরণ্যযাত্রা করব।

রামের কথা শুনে দশরথ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পিতাকে এবং অনার্যা (১) কৈকেয়ীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে রাম পুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বাষ্পাকুলনয়নে তাঁর অনুগমন করলেন। যাবার পথে রাম অভিষেকশালার সামগ্রীসম্ভার প্রদক্ষিণ করলেন, কিন্তু তাতে দৃষ্টিপাত না ক'রেই মৃদু পাদক্ষেপে জননীর গৃহে চললেন। যিনি রাজ্য, রাজচ্ছত্র, চামর, রাজভূষণ, রথ, স্বজন

(১) সম্মানের অযোগ্যা, নীচপ্রকৃতি।

ও পৌরজনকে ত্যাগ ক'রে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত, সেই লোকোত্তরচরিত্র রামের চিত্তবিকার লক্ষিত হ'ল না।

৭। কৌশল্যার খেদ — লক্ষ্মণের ক্রোধ

[সর্গ ২০—২৫]

রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় নিতে এসেছেন দেখে অন্তঃপুরে মহা আর্তনাদ উত্থিত হ'ল। রাজমহিষীগণ বিবৎসা ধেনুর ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে পুত্রশোকাকুল দশরথ দেহ সংকুচিত ক'রে তাঁর আসনে যেন বিলীন হয়ে রইলেন। রাম বদ্ধ হস্তীর ন্যায় প্রবল নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে লক্ষ্মণের সঙ্গে কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হলেন।

কৌশল্যা প্রভাতকালে পুত্রের হিতকামনায় বিষ্ণুপূজা ও হোম করে-ছিলেন। রাম প্রণাম করলে তাঁকে আসন দিলেন এবং ভোজন করতে বললেন। রাম অঞ্জলি প্রসারিত ক'রে নতমস্তকে বললেন, দেবী, নিশ্চয় আপনি জানেন না যে আপনার, বৈদেহীর এবং লক্ষ্মণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। আমার আসনে কি প্রয়োজন, আমি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি, সেখানে চতুর্দশ বর্ষ মুনিদের ন্যায় কুশাসনে ব'সে আমিষ ত্যাগ ক'রে (১) কন্দফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে, মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য দিচ্ছেন।

কুঠারাঘাতে ছিন্ন শাল-শাখার ন্যায় কৌশল্যা সহসা মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। ভারবহনে ক্লান্ত ঘোটকী যেমন করে সেইরূপ তিনি ভূমিতে লুণ্ঠিত হ'তে লাগলেন। রাম তাঁকে উঠিয়ে হাত দিয়ে অঙ্গের ধূলি মুছে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে কৌশল্যা বললেন, আমি শোক

---

(১) বনবাসকালে রাম মৃগয়ালব্ধ মাংস খেতেন এ কথা পরে আছে। 'তিলক'-টীকাকার বলেন, আমিষ অর্থে বুঝতে হবে 'সর্বৈর্বিশিষ্টসংস্কারসংস্কৃতং মাংসম্', অর্থাৎ পাচক যে মাংস মসলা ইত্যাদি দিয়ে রাঁধে; রাম এই রকম মাংসই বর্জন করেছিলেন।

পাবার জন্যই পুত্রলাভ করেছি, এর চেয়ে বন্ধ্যা হওয়া ভাল ছিল, তাতে একটিমাত্র দুঃখ। বৎস, আমি স্বামীর অনুরাগ এবং সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, পুত্র হ'লে সকল সুখ লাভ হবে এই আশায় ছিলাম। এখন কনিষ্ঠা সপত্নীদের কটুবাক্য শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে। নারীর পক্ষে এর চেয়ে দুঃখকর আর কি হ'তে পারে? তুমি কাছে থাকতেই যখন আমার এই নিগ্রহ তখন তুমি বনে গেলে যা হবে তা মরণতুল্য। এখনই আমার অবস্থা কৈকেয়ীর দাসীর ন্যায় বা আরও হীন। যারা আমার সেবা করতে বা আজ্ঞা পালন করতে চায় তারা কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখলেই আমার সঙ্গে আর কথা বলতে সাহস করে না। কৈকেয়ী সর্বদাই রেগে আছে, তুমি চ'লে গেলে সেই কটুভাষিণীর মুখ কেমন ক'রে দেখব? তোমার জন্মের (১) পর সতর বৎসর অতীত হয়েছে, এতদিন এই আশায় ছিলাম যে শীঘ্র আমার দুঃখের অবসান হবে। চিরস্থায়ী অক্ষয় দুঃখ আমি সইতে পারব না। পূর্ণচন্দ্রের নায় তোমার মুখ না দেখে আমি কি ক'রে দুঃখময় জীবন যাপন করব?—

> যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
> লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্শিতঃ।
> গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
> বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ॥ (২০।৫০)

—অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত কেউ যদি ইচ্ছানুসারে অকালে মরণ লাভ করতে পারত তবে আমি আজই পরলোকে চ'লে যেতাম। তোমার অভাবে আমার দশা বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় হবে।

লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে বললেন, আর্যা, রাঘব রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনে যাবেন—এ আমি অন্যায় মনে করি। বার্ধক্যের জন্য রাজার বিপরীত

---

(১) মূলে আছে—'সপ্তদশ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব'। 'তিলক'-টীকাকার 'জাত'-এর অর্থ করেন, উপনয়ন রূপ দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ উপনয়নের পর ১৭ বৎসর অতীত হয়েছে। এই অর্থ এবং পদ্মপুরাণ অনুসারে তিনি হিসাব করেছেন যে রামের বয়স এখন সাতাশ। অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সীতা রাবণকে বলেছেন যে বনযাত্রাকালে রামের বয়স পঁচিশ।

বৃদ্ধ হয়েছে, তিনি স্ত্রৈণতার বশে কি না বলতে পারেন? যাঁর ধর্মজ্ঞান আছে তিনি কখনও দেবতুল্য পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন না। রাঘব, লোকে কিছু জানবার আগেই আপনি আমার সাহায্যে রাজ্য অধিকার করুন। আমি যদি কৃতান্তের তুল্য ধনুর্বাণহস্তে আপনার পার্শ্বে থাকি তবে কে বাধা দেবে? যদি বিরোধের চেষ্টা দেখি তবে তীক্ষ্ণ শরে সমস্ত অযোধ্যা নির্মনুষ্য করব। যারা ভরতের পক্ষ নেবে তাদের সকলকেই বধ করব, কারণ মৃদুতাই পরাভবের কারণ। আমাদের পিতা যদি কৈকেয়ীর প্ররোচনায় শত্রুতা করেন, তবে তাঁকে কারারুদ্ধ, এমন কি বধ করতে হবে। গুরুজনও যদি কার্যাকার্য না বুঝে বিপথে চলেন তবে তাঁকে শাসন করা কর্তব্য। যা ন্যায়ত আপনার প্রাপ্য, রাজা তা কিসের বলে কোন্ যুক্তিতে কৈকেয়ীকে দিতে চান? কার এমন শক্তি আছে যে আপনার আর আমার শত্রুতা ক'রে ভরতকে রাজ্য দিতে পারে?—

> দেবী পশ্যতু মে বীর্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু॥
> হরিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
> কৃপণং চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥ (২১।১৮-১৯)

—দেবী কৌশল্যা আমার পরাক্রম দেখুন, রাঘবও দেখুন—আমি বৃদ্ধ পিতাকে হরণ(১) করব, যিনি কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তির ফলে হীন হয়েছেন এবং বৃদ্ধবয়সে বালস্বভাব পেয়ে গর্হিত আচরণ করছেন।

কৌশল্যা রামকে বললেন, পুত্র, লক্ষ্মণের কথা তো শুনলে, যদি উচিত বোধ হয় তবে তাই কর। সপত্নী কৈকেয়ীর কথায় তুমি শোকার্তা জননীকে ত্যাগ ক'রে যেয়ো না। রাজা যেমন তোমার পূজ্য আমিও সেরূপ, আমি তোমাকে বনে যেতে দেব না।

রাম উত্তর দিলেন, পিতার আজ্ঞা অতিক্রম করবার শক্তি আমার নেই, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখছি, আমাকে বনে যেতে দিন। ধর্মজ্ঞ ঋষি কণ্ডু পিতার আজ্ঞায় গোবধ করেছিলেন। আমাদেরই বংশে

---

(১) 'হরিষ্যে'র অর্থ হ'তে পারে—সবলে স্থানান্তরিত করব, অথবা বধ করব।

সগরের আদেশে তাঁর পুত্রগণ ভূমি খনন করতে গিয়ে বিনষ্ট হন। জামদগ্ন্য রাম পিতার কথায় কুঠার দ্বারা জননী রেণুকার শিরশ্ছেদন করেছিলেন। পিতার আজ্ঞা পালন করলে কারও ধর্মহানি হয় না। লক্ষ্মণ, আমি তোমার গভীর স্নেহ জানি, তোমার বিক্রমও জানি। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মকে আশ্রয় করেছে সে পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করতে পারে না। অতএব তুমি অনার্য ক্ষত্রবুদ্ধি ত্যাগ কর।

রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে নতমস্তকে পুনর্বার কৌশল্যাকে বললেন, দেবী, বনে যেতে অনুমতি দিন, আমি পিতৃবাক্য পালন ক'রে আবার ফিরে আসব। আপনার, আমার, বৈদেহীর, লক্ষ্মণের এবং সুমিত্রার শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই, যে আমরা পিতার আজ্ঞানুবর্তী হব।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ গজরাজের ন্যায় বিস্ফারিতনয়নে রয়েছেন দেখে রাম তাঁকে বললেন, সৌমিত্রি, ক্রোধ শোক অপমানবোধ পরিহার কর। আমার অভিষেকের জন্য যেমন উদ্‌যোগী হয়েছিলে এখন অভিষেক নিবৃত্তির জন্য সেইরূপ চেষ্টা কর। আমার অভিষেকের সংবাদে যিনি পরিতপ্ত হয়েছেন সেই মাতা কৈকেয়ীর শঙ্কা যাতে দূর হয় তা কর। আমার পিতারও ভয় দূর হ'ক। তুমি জান যে আমি মাতৃগণের ভেদ করি না, কৈকেয়ীও আমাকে নিজ পুত্রের সমান জ্ঞান করতেন। তথাপি তিনি উগ্রবাক্যে অভিষেক নিবারিত করেছেন, দৈবই এর কারণ, নতুবা এই সৎস্বভাবা গুণবতী রাজপুত্রী গ্রাম্যনারীর ন্যায় স্বামীর সমক্ষে আমাকে ক্লেশকর বাক্য বলবেন কেন? কর্মফল ভিন্ন যার সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান নেই, সেই দৈবের সঙ্গে কে যুদ্ধ করবে?

লক্ষ্মণ বললেন, আপনার পরিবর্তে অন্যের অভিষেক — এই লোক-নিন্দিত ব্যাপার আমি সইতে পারছি না, আমাকে ক্ষমা করুন। যে ধর্ম আপনার বুদ্ধির দ্বৈধ উৎপাদন ক'রে আপনাকে মোহগ্রস্ত করেছে, সেই ধর্মকে আমি দ্বেষ করি। আপনি যাকে দৈব বলছেন তাতে আমার আস্থা নেই।—

বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে॥

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈবমানুষয়োরদ্য ব্যক্তা ব্যক্তির্ভবিষ্যতি॥
অদ্য মে পৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্॥ (২৩।১৬-১৯)

- যে বিহ্বল বীর্যহীন সে দৈবের অনুসরণ করে। যারা বীর এবং আত্মনির্ভরশীল তারা দৈবের উপাসনা করে না। পুরুষকার দ্বারা দৈবকে যে বাধা দিতে সমর্থ সে দৈবক্রমে অকৃতার্থ হ'লেও অবসন্ন হয় না। আজ লোকে দৈবের শক্তি ও পুরুষের পৌরুষ দেখবে, আজ দৈব ও মানুষের বলাবল প্রকট হবে। যারা তোমার রাজ্যাভিষেক দৈব কর্তৃক ব্যাহত দেখেছে আজ তারাই সেই দৈবকে আমার পৌরুষে পরাভূত দেখবে।

লক্ষ্মণের অশ্রুজল মুছিয়ে বহু সান্ত্বনা দিয়ে রাম বললেন, সৌম্য, তুমি জেনো আমি পিতৃবাক্য পালন করব, তাই সৎপথ। কৌশল্যা অনেক বিলাপ ক'রেও রামকে সংকল্পচ্যুত করতে পারলেন না, তখন অগত্যা বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং স্বস্ত্যয়নাদির পর অশ্রুপূর্ণনয়নে বার বার পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাম, যেখানে তোমার অভিরুচি যাও। তুমি নীরোগে কর্তব্যসাধন ক'রে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যলাভ করবে, বধূ সীতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে, আমি যেন তাই দেখতে পাই।

৮। সীতার সংকল্প

[সর্গ ২৬—৩০]

কৌশল্যাকে প্রণাম ক'রে রাম নিজ ভবনে এলেন। সীতা দেবার্চনা শেষ ক'রে হৃষ্ট ও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বামীর প্রতীক্ষা করছিলেন। রামকে অধোবদন ও বিষণ্ণ দেখে সীতা কম্পিতকলেবরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, প্রভু, শুভদিনে তোমাকে উদ্‌বিগ্ন দেখছি কেন? শতশলাকাময়

শ্বেত ছত্র, হংসশুভ্র চামর, স্তুতিপাঠক বন্দী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমার সঙ্গে নেই কেন? তোমার অগ্রে চতুরশ্ব রথ, কৃষ্ণগিরিতুল্য হস্তী এবং কাঞ্চনময় সিংহাসন কেন এল না? অভিষেকের সময়ে তোমাকে নিরানন্দ দেখছি কেন?

রাম উত্তর দিলেন, সীতা, পূজনীয় পিতা আমাকে চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে পাঠাচ্ছেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্য দিচ্ছেন। বনে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি। তার পর রাম সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বললেন, কল্যাণী, তুমি ব্রত-উপবাসে নিরত থাকবে, প্রত্যহ দেবার্চনার পর আমার পিতার পাদবন্দনা করবে, আমার শোকার্তা বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা করবে। ভরতের কাছে কখনও আমার প্রশংসা ক'রো না, কারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি অন্যের স্তুতি সইতে পারে না। ভরত-শত্রুঘ্ন আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, তাদের ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখো।

সীতা অভিমানভরে বললেন, তুমি আমাকে তুচ্ছ ভেবে কি বলছ, আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার কথা শাস্ত্রজ্ঞ বীর রাজপুত্রের অযোগ্য এবং শোনাও উচিত নয়। আর্যপুত্র, পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ— এরা নিজের পুণ্যফল ও ভাগ্য ভোগ করে, কেবল পত্নীই পতির ভাগ্য পায়। অতএব তোমার সঙ্গে আমিও বনে যেতে আদিষ্ট হয়েছি। —

> অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্।
> নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্॥
> সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
> অচিন্তয়ন্তী ত্রীঁল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্॥
> শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
> সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু॥ (২৭।১১-১৩)
> স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
> ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে॥ (২৭।২১)

— আমি জনহীন দুর্গম বনে যাব যেখানে বহুপ্রকার মৃগ ও শার্দূল বিচরণ করে। যেমন পিতার ভবনে, তেমনই বনে আমি সুখে বাস করব,

ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভাবব না, কেবল পতির সহবাসই ভাবব। সংযত ব্রহ্মচারিণী হয়ে নিত্য তোমার সেবা করব, মধুগন্ধী বনে আনন্দে তোমার সঙ্গে থাকব। তোমাকে ছেড়ে স্বর্গে বাস করতেও আমার রুচি নেই।

সীতাকে নিরস্ত করবার জন্য রাম বললেন, সীতা, মহাকুলীন বংশে তোমার জন্ম, তুমি ধর্মেও নিষ্ঠাবতী, অতএব এইখানে থেকেই ধর্মাচরণ কর। লতাকণ্টকে সমাকীর্ণ শ্বাপদ-সরীসৃপাদি-সংকুল অরণ্যে বহু বিপদ, বহু দুঃখ। সেখানে তোমার যাওয়া উচিত নয়।

সীতা সজলনয়নে বললেন, তুমি বনবাসের যে দোষ বললে, তোমার স্নেহভাগিনী হয়ে তা আমি গুণ বলেই গণ্য করব। বনের হিংস্র পশুরা তোমাকে দেখলেই ভয়ে পালাবে, সুরপতি ইন্দ্রও কোনও অনিষ্ট করতে পারবেন না। আমি গুরুজনদের আজ্ঞা নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব, তোমার বিরহে জীবন ধারণ করতে পারব না। পূর্বে পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছি যে আমার ভাগ্যে বনবাস আছে। তাঁদের কথা সত্য হ'ক, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি পতিব্রতা, তোমার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, তোমাকে ভক্তি করি, আমাকে নিয়ে চল, নয় তো বিষপানে বা অগ্নিপ্রবেশে বা জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করব।

সীতাকে নিবৃত্ত করবার জন্য রাম অনেক অনুনয় করলেন কিন্তু সীতা তাঁর সংকল্প ছাড়লেন না, উপহাস ক'রে বললেন, আমার পিতা মিথিলাধিপ যদি জানতেন যে তাঁর জামাতা আকারে পুরুষ কিন্তু কার্যে স্ত্রী, তবে কি মনে করতেন?—

> কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
> যৎ পরিত্যক্তুকামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্॥
> দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
> সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥ (৩০।৫-৬)
> স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
> শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥
> যস্য পথ্যং চ রামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
> ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ॥ (৩০।৮-৯)

কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥ (৩০।১২)
ন মাতুর্নপিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ (৩০।১৬)
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ (৩০।১৯)

— কি ভেবে তুমি বিষণ্ণ হচ্ছ, কিজন্যই বা তোমার ভয়, যে অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ ক'রে যেতে চাও? তুমি জেনো, সাবিত্রী যেমন দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের, আমিও তেমন তোমার বশবর্তিনী। রাম, তুমি আমাকে বালিকা অবস্থায় বিবাহ করেছ, বহুকাল তোমার সঙ্গে বাস করেছি, এখন কেন নটের ন্যায় আমাকে পরের হাতে দিতে চাও? তুমি যার হিত কামনা কর, যার জন্য তুমি বঞ্চিত হ'লে, তুমি নিজেই সেই ভরতের বশবর্তী হয়ে থাক। তোমার সঙ্গে যদি যাই তবে আমার পথের কুশ কাশ শর ইষীকা প্রভৃতি কণ্টকতরু তুলো ও মৃগচর্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হবে। আমি পিতা মাতা গৃহ কিছুই মনে আনব না, বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প ও ফল উপভোগ ক'রেই তৃপ্ত হব। তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই নরক, এই নিশ্চয় জেনে তুমি আমাকে নিয়ে প্রীতমনে চল।

শোকসন্তপ্তা সীতা পতিকে আলিঙ্গন ক'রে এইরূপে বিলাপ করতে লাগলেন। রাম তাঁকে দুঃখে অচেতনপ্রায় দেখে আশ্বাস দিয়ে বললেন, দেবী, তোমাকে কষ্ট দিয়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। আমার কোথাও ভয় নেই, তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় না জানার জনাই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই নি। মৈথিলী, তুমি যখন আমার সঙ্গে বনে যাওয়াই স্থির করেছ তখন আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না, তুমি আমার সহধর্মচরী হয়ে চল। বনযাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মণদের রত্ন এবং ভিক্ষুকদের ভোজ্য দাও। মহার্ঘ ভূষণ, উত্তম বস্ত্র, রমণীয় ক্রীড়নক, শয্যা, যান, এবং আমার আর যা আছে তা ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে দান কর।

স্বামীর সম্মতি পেয়ে সীতা প্রফুল্লমনে দান করতে লাগলেন।

৯। লক্ষ্মণের কর্তব্যনির্ণয়—রামের ধনবিতরণ

[সর্গ ৩১—৩২]

রাম-সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণ বাষ্পাকুলনয়নে রামের চরণ ধারণ ক'রে বললেন, যদি বনে যাওয়াই স্থির ক'রে থাকেন তবে আমি ধনুর্বাণ ধারণ ক'রে আপনার আগে আগে যাব। আপনাকে ছেড়ে আমি দেবলোক, অমরত্ব বা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য কিছুই চাই না।

রাম বললেন, সৌমিত্রি, তুমি ধর্মপরায়ণ, ধীর, আমার প্রাণসম প্রিয় আজ্ঞাবহ সখা। তুমি বনে গেলে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে দেখবে? মহাতেজা দশরথ কৈকেয়ীর বশীভূত, রাজ্যের কর্তৃত্ব পেয়ে কৈকেয়ী সপত্নীদের দুঃখ দেবেন, ভরতও বিমাতাদের ভুলে যাবেন। অতএব তুমি এখানে থেকে নিজের শক্তিতে বা রাজার অনুগ্রহে তাঁদের ভরণপোষণ কর।

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, বীর, ভরত আপনার ভয়েই কৌশল্যা আর সুমিত্রাকে সযত্নে পালন করবে তাতে সংশয় নেই। যদি দুর্মতিবশে না করে তবে তাকে এবং তার পক্ষের সকলকেই আমি নিশ্চয় বধ করব। আর্যা কৌশল্যা তাঁর আশ্রিতগণকে বহু গ্রাম দিয়েছেন, তিনি আমাদের মত শত সহস্র লোককে পালন করতে পারেন, তাঁর যা সামর্থ্য আছে তা নিজের এবং আমার জননীর পক্ষে পর্যাপ্ত। আমাকে আপনার অনুচর ক'রে কৃতার্থ করুন, আমি ধনু, খনিত্র(১) ও পেটক(২) নিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে যাব, নিত্য ফলমূল এনে দেব। বৈদেহীর সঙ্গে পর্বতের সানুদেশে আপনি সুখে বাস করবেন। আপনারা ইচ্ছামত জাগ্রত বা নিদ্রিত থাকবেন, আপনাদের সকল কর্ম আমি ক'রে দেব।

রাম প্রীত হয়ে বললেন, সৌমিত্রি, তবে তুমি সুহৃদ্‌গণের অনুমতি নিয়ে এস। রাজা জনকের মহাযজ্ঞে বরুণ যে দুই-দুই ভীমদর্শন ধনু, অভেদ্য কবচ, দিব্য তূণ, অক্ষয় বাণ, এবং সূর্যতুল্য আভাময় স্বর্ণালংকৃত

---

(১) খন্তা। (২) পেটরা।

ধন দিয়েছিলেন তা আচার্যের গৃহে রাখা আছে, তুমি শীঘ্র সেসব নিয়ে এস।

লক্ষ্মণ গুরুগৃহ থেকে মাল্যভূষিত সমস্ত আয়ুধ নিয়ে এলেন। তখন রাম বললেন, লক্ষ্মণ, আমার সমস্ত ধন আমি তোমার সাহায্যে ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে দান করতে চাই। তুমি বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে শীঘ্র ডেকে আন।

সুযজ্ঞ এলে রাম তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন এবং বহুবিধ অলংকার দিয়ে বললেন, সখা, তোমার সখী সীতা বনে যাচ্ছেন, তিনি তোমার ভার্যাকে এই হার, স্বর্ণসূত্র (১), রশনা (২), এবং অঙ্গদ (৩), কেয়ূর (৪), এবং নানারত্নভূষিত আস্তরণযুক্ত পর্যঙ্ক দিচ্ছেন। আমার মাতুল আমাকে শত্রুঞ্জয় নামক যে হস্তী দিয়েছিলেন তা আমি সহস্র নিষ্ক (৫) সুবর্ণের সহিত তোমাকে দিলাম। সুযজ্ঞ দান গ্রহণ ক'রে রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করলেন।

রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ অগস্ত্য, কৌশিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এবং মন্ত্রী চিত্ররথকে বহু ধেনু, ধনরত্ন, বস্ত্র, যান ও দাসী দান করলেন। রামের আশ্রয়ে অনেক দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁরা অলস কিন্তু সুখাদ্যলোভী। তাঁরাও বহু রত্ন উষ্ট্র বলীবর্দ ধেনু চলক (৬) মুদ্গ (৭) প্রভৃতি পেলেন। শোকাকুল ভৃত্যগণকে প্রচুর অর্থ দিয়ে রাম বললেন, আমরা যত দিন ফিরে না আসি তত দিন তোমরা পর্যায়ক্রমে আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে বাস করবে।

ত্রিজট নামে গর্গগোত্রীয় এক পিঙ্গলবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বনে ভূমি খনন ক'রে জীবিকানির্বাহ করতেন। ইনি জীর্ণ শাটীতে দেহ আবৃত ক'রে তাঁর তরুণী ভার্যা ও বহু শিশুসন্তানদের নিয়ে রামের কাছে প্রার্থী হলেন। রাম পরিহাস ক'রে বললেন, আমার অনেক ধেনু আছে, আপনি এই দণ্ড যতদূরে নিক্ষেপ করতে পারবেন ততদূর পর্যন্ত সব ধেনু আপনার। ত্রিজট কটিদেশে শাটী জড়িয়ে দণ্ড ঘুরিয়ে সবলে

(১) সরু স্বর্ণহার। (২) কোমরের গহনা, মেখলা। (৩) (৪) বাহুভূষণ। (৫) স্বর্ণমুদ্রা বা ওজন বিশেষ। (৬) [illegible]। (৭) মুগ।

নিক্ষেপ করলেন। সরযূর পরপারবর্তী গোষ্ঠে দণ্ড পতিত হ'ল। রাম বললেন, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, আমি পরিহাস ক'রে আপনার শক্তি পরীক্ষা করছিলাম। গোষ্ঠের সমস্ত ধেনু ও বৃষভ পেয়ে ত্রিজট আনন্দিত হলেন এবং রামকে বহু আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেলেন।

১০। বনযাত্রার উপক্রম

[সর্গ ৩৩—৩৮]

ধনদান শেষ ক'রে রাম-লক্ষ্মণ পিতাকে দেখবার জন্য সীতাকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁদের যেসব অস্ত্র সীতা মাল্যাদিতে অলংকৃত করেছিলেন তা দুজন দাসী সঙ্গে নিয়ে চলল। রাজপথে এত জনতা যে চলা দুঃসাধ্য। লোকে প্রাসাদ হর্ম্য ও বিমানের(১) উপর থেকে দেখতে দেখতে এইরূপ বিলাপ করতে লাগল।—বৃহৎ চতুরঙ্গ বল যাঁর অনুগমন করত সেই রামের সঙ্গে কেবল সীতা ও লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। যে সীতাকে পূর্বে আকাশচারী পক্ষীও দেখতে পেত না তাঁকে আজ রাজমার্গের সকল লোকে দেখছে। দশরথ নিশ্চয় ভূতাবিষ্ট হয়েছেন নতুবা প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করতেন না। চল, আমরাও উদ্যান ক্ষেত্র ও গৃহ পরিত্যাগ ক'রে রামের সুখদুঃখভাগী হয়ে তাঁর সঙ্গে যাই। রাঘব যে বনে যাবেন তা নগর হ'ক, আর এই পরিত্যক্ত অযোধ্যা বন হয়ে যাক, কৈকেয়ী তাঁর পুত্র ও বান্ধবদের নিয়ে এখানে থাকুন।

রাম রাজপুরীতে এলে সুমন্ত্র দশরথকে সংবাদ দিলেন। দশরথ বললেন, সুমন্ত্র, তুমি আমার সকল পত্নীকে এখানে আন, আমি দারপরিবৃত হয়ে রামকে দেখতে ইচ্ছা করি। রাজার আদেশে তাঁর তিন শত পঞ্চাশ পত্নী আরক্তনয়নে কৌশল্যাকে বেষ্টন ক'রে উপস্থিত হলেন। দশরথ তখন বললেন, আমার পুত্রকে আন। সুমন্ত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন।

---

(১) সপ্ততল প্রাসাদশিখর, tower।

রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে আসছেন দেখে দশরথ আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে যেতে যেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। রাজপুরীর সহস্র নারীর ভূষণধ্বনির সঙ্গে 'হা হা রাম' এই আর্তনাদ উত্থিত হ'ল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দশরথকে তুলে পর্যঙ্কে শোয়ালেন। দশরথ সংজ্ঞা লাভ করলে রাম বললেন, মহারাজ, আমি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি, আমার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন। লক্ষ্মণ ও সীতাও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, তাঁরা আমার বারণ শুনলেন না। আপনি শোক ত্যাগ ক'রে আমাদের গমনের অনুমতি দিন।

দশরথ বললেন, রাঘব, আমি কৈকেয়ীকে বরদান ক'রে মোহগ্রস্ত হয়েছি, তুমি আমাকে বন্ধন ক'রে আজই অযোধ্যার রাজা হও। রাম করজোড়ে উত্তর দিলেন, আপনি সহস্র বৎসর রাজত্ব করুন, আমি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যবাসের পর পুনর্বার আপনার চরণবন্দনা করব।

কৈকেয়ীর ইঙ্গিত পেয়ে দশরথ কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

> শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।
> গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্॥
> ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনসস্তব।
> সন্নিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন॥
> অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা।
> একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্॥ (৩৪।৩১-৩৩)

— বৎস, শ্রেয়োলাভ ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তুমি অব্যাকুলচিত্তে অকুতোভয়ে শুভ পথে গমন কর, আবার ফিরে এসো। তুমি সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ, তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু পুত্র, আজ রাত্রে তুমি যেয়ো না, এক দিন তোমাকে দেখলে আমি ভাল থাকব।

রাম বললেন, আজ আপনার কাছে আমি যে [illegible] ভোগ পাব কাল তা কে [illegible] দেবে? অতএব আমি এখান থেকে [illegible] যেতেই চাই। আপনি সত্যের আবদ্ধ, আপনাকে মিথ্যাবাদী করে আমি রাজ্য বা কোনও কাম্য বিষয় বা মৈথিলীকেও চাই না, আপনার সত্য রক্ষিত হ'ক।

দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে মূর্ছিত হলেন। কৈকেয়ী ভিন্ন সকলেই হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

সুমন্ত্র ক্রোধে অভিভূত হয়ে হাতে হাত ঘষে দাঁত কটকট শব্দ ক'রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি কম্পিতমস্তকে রক্তনয়নে কৈকেয়ীকে বললেন, দেবী, তুমি যখন রাজা দশরথকে ত্যাগ করতে পেরেছ তখন তোমার অকার্য কিছুই নেই, তুমি পতিঘাতিনী কুলনাশিনী। তোমার পুত্র ভরত রাজা হ'ক, রাম যেখানে যাবেন আমরা সেখানেই যাব। বান্ধব, সাধু ও ব্রাহ্মণগণ যা ত্যাগ করবেন সেই রাজ্যে তোমার কি সুখ হবে? আশ্চর্য হচ্ছি তোমার এই আচরণে মেদিনী কেন বিদীর্ণ হ'ল না, ব্রহ্মর্ষিগণের অভিশাপ কেন তোমাকে নিহত করলে না। তোমার মাতার যেমন আভিজাত্য তোমারও সেইরূপ। আমি পূর্বে শুনেছি, তোমার পিতা কেকয়রাজ এক বর পেয়েছিলেন যার প্রভাবে তিনি ইতর প্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতেন। একদিন শয়নকালে তিনি একটি স্বর্ণাভ জৃম্ভপক্ষীর ডাক শুনে হেসেছিলেন। তোমার মাতা বললেন, হাস্যের কারণ কি, না বললে আমি আত্মহত্যা করব। তোমার পিতা উত্তর দিলেন, যদি আমি কারণ প্রকাশ করি তবে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হবে। তোমার মাতা বললেন, তুমি বাঁচ বা মর, বলতেই হবে, আমাকে লক্ষ্য ক'রে তুমি হাসতে পাবে না। যিনি বর দিয়েছিলেন, রাজা তাঁকে সব কথা জানালেন। সেই সাধুপুরুষ বললেন, তোমার মহিষী মরুন বা ধ্বংস পান কিছুতেই তুমি বলবে না। তখন কেকয়রাজ তোমার মাতাকে ত্যাগ করলেন। কৈকেয়ী, তুমি তোমার মাতার ন্যায় রাজাকে অসৎ পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ। তুমি এরূপ পাপাচরণ ক'রো না, রাম বনে গেলে তোমার মহা অপযশ হবে। তিনি নিজ রাজ্য লাভ করুন, তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই রাজপুরীতে রাম ভিন্ন তোমার অন্য সহায় নেই।

সুমন্ত্রের তীক্ষ্ণ বাক্যে কৈকেয়ীর কোনও উত্তেজনা বা মুখবর্ণের বিকার দেখা গেল না।

দশরথ অশ্রুপূর্ণনয়নে সুমন্ত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রামের সঙ্গে যাবার জন্য তুমি চতুরঙ্গ বল সজ্জিত কর। বচনচতুরা বেশ্যা, ধনবান বণিক, মল্ল এবং অরণ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যাধগণ সঙ্গে যাক। উত্তম আয়ুধ, শকট, ধনকোষ ও ধান্যকোষ রামের সঙ্গে পাঠাও, যাতে তিনি পুণ্যস্থানে যজ্ঞ ক'রে ও দক্ষিণা দিয়ে ঋষিদের কাছে সুখে বাস করতে পারেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যা পালন করবেন, এখন রামের সঙ্গে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দাও।

রাজার কথা শুনে কৈকেয়ী ভীত হয়ে শুষ্ক মুখে বললেন,

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে॥ (৩৬।১২)

— মহারাজ, যদি সব ধন চ'লে যায় তবে পীতসার আস্বাদহীন সুরার তুল্য শূন্য রাজ্য ভরত নেবে না।

নির্লজ্জা কৈকেয়ীকে দশরথ বললেন,

বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরি মাহিতে।
অনার্যে কৃতমারব্ধং কিং ন পূর্বমুপারুধঃ॥ (৩৬।১৫)

— অহিতকারিণী অনার্যা, আমাকে যাতে নিযুক্ত করেছ সেই ভার আমি বইছি, তবে কেন ব্যথা দাও? এখন যা বলছ পূর্বে তা বল নি কেন?

কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমারই বংশে সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ যেরূপে নির্বাসিত হয়েছিলেন, রামেরও সেইরূপে হওয়া উচিত।

সিদ্ধার্থ নামে এক বৃদ্ধ মহামাত্র(১) সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, অসমঞ্জ অতি দুর্মতি ছিল, সে ক্রীড়ারত বালকদের সরযূর জলে ফেলে আমোদ করত। প্রজাদের অভিযোগে সগর তাকে রাজভোগে বঞ্চিত ক'রে ভার্যার সঙ্গে যাবজ্জীবন নির্বাসিত করেছিলেন। রাম কি পাপ করেছেন যে তাঁকেও অনুরূপ দণ্ড ভোগ করতে হবে?

(১) মুখ্য সভাসদ্ বা অমাত্য।

রাম বললেন, আমি সর্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ ক'রে বনে যাচ্ছি, অনুযাত্রে আমার কি প্রয়োজন? গজশ্রেষ্ঠ দান ক'রে বন্ধনরজ্জুর মমতা করা বৃথা। সমস্তই আমি ভরতকে দিচ্ছি। এখন কেউ আমাকে বনবাসের উপযুক্ত চীর(২), খনিত্র ও পেটক এনে দিক।●

নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বয়ং চীর নিয়ে এসে রামকে পরতে বললেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁদের সূক্ষ্ম বসন ত্যাগ ক'রে চীর পরিধান করলেন। কৈকেয়ীর হাত থেকে চীর নিয়ে সীতা সজলনয়নে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, বনবাসী মুনিরা কেমন ক'রে চীর পরেন? এই ব'লে তিনি এক খণ্ড গলায় এবং আর এক খণ্ড হাতে নিয়ে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরেই চীর বেঁধে দিলেন। অন্তঃপুরের নারীগণ সাশ্রুনয়নে বললেন, বৎস, সীতার তো বনে যাবার কথা নয়, উনি এখানে থাকুন।

বশিষ্ঠ বললেন, দুঃশীলা কৈকেয়ী, রাজাকে বঞ্চনা ক'রে তোমার আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। সীতা বনে যাবেন না, তিনি রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন। যদি ইনি রামের সঙ্গে যান তবে আমরা সকলেই যাব। ভরত যদি দশরথের পুত্র হন তবে তিনি কখনই এই অনিচ্ছাদত্ত রাজ্য গ্রহণ করবেন না, তোমার প্রতিও পুত্রবৎ ব্যবহার করবেন না। তুমি পুত্রের ভাল করতে গিয়ে তাঁর অনিষ্টই করেছ। এখন বধূ সীতার চীর খুলে নিয়ে তাঁকে উত্তম আভরণ দাও। এই রাজপুত্রী উৎকৃষ্ট বস্ত্র, যান এবং পরিচারকবর্গ সঙ্গে নিয়ে গমন করুন।

জানকী তথাপি চীর প'রে রইলেন। সকলে রুষ্ট হয়ে দশরথকে ধিক্‌কার দিতে লাগল। দশরথ কৈকেয়ীকে বললেন, এই সুকুমারী জনককন্যা চীরধারণ ক'রে বনে যাবেন এমন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা আমি করি নি। ইনি সর্বরত্নভূষিতা হয়েই যাবেন। পাপিনী, রাম হয়তো তোমার কাছে কোনও অপরাধ করেছে, কিন্তু বৈদেহী তোমার কি করেছেন?

---

(২) কর্কশ বস্ত্রখণ্ড যাতে বনবাসীদের অধোবাস ও উত্তরীয় হ'ত।

আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা অতিক্রম করলে তোমাকে নরকে যেতে হবে।

বনগমনোদ্যত রাম নতমস্তকে দশরথকে বললেন, আমার বৃদ্ধা মাতা উদারহৃদয়া কৌশল্যা কখনও আপনার নিন্দা করেন নি। ইনি পূর্বে কখনও দুঃখ পান নি, এখন আমার বিরহে শোকসাগরে পড়বেন। এঁকে আপনি সসম্মানে রাখবেন, যেন শোকার্তা হয়ে প্রাণত্যাগ না করেন।

১১। বনযাত্রা

[সর্গ ৩৯—৪১]

কিঞ্চিৎ শোক সংবরণ ক'রে দশরথ সুমন্ত্রকে বললেন, তুমি উত্তম অশ্বযোজিত রথে রামকে এই জনপদের বাইরে রেখে এস। একজন সাধুস্বভাব বীরকে তাঁর পিতামাতা নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন—গুণবানদের গুণের এই পুরস্কার।

দশরথের আদেশে সীতার জন্য চতুর্দশ বৎসরের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বসনভূষণ রাজকোষ থেকে আনা হ'ল। সীতা বিচিত্র আভরণে ভূষিত হলেন। কৌশল্যা তাঁকে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ ক'রে বললেন, যেসকল নারী সদ্ব্যবহার পেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত পতিকে অবমাননা করে, লোকে তাদের অসতী বলে। যাঁরা সাধ্বী তাঁরা সৎপথে থেকে পতিকেই পরম পুণ্যসাধন জ্ঞান করেন। আমার বনবাসী পুত্র নির্ধন বা সধন যাই হ'ক, তুমি তাকে দেবতুল্য জ্ঞান করবে। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর দিলেন, আর্যা, আপনার সকল আদেশ আমি পালন করব, ভর্তার প্রতি আমার কি কর্তব্য তা আমি জানি, শুনেছিও। চন্দ্রের প্রভা যেমন চন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না, আমিও সেইরূপ ধর্ম থেকে স্খলিত হব না।—

> মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
> অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ (৩৯।৩০)

— পিতা ভ্রাতা ও পুত্র যা দেন তা পরিমিত, কিন্তু ভর্তার দান অপরিমিত, তাঁকে কে পূজা করবে না?

সীতার কথা শুনে কৌশল্যা শোকে ও হর্ষে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। রাম বললেন, মাতা, আপনি দুঃখ সংবরণ ক'রে আমার পিতাকে দেখবেন। চতুর্দশ বর্ষ যেন নিদ্রাবশে কেটে যাবে, তখন আবার আমাদের দেখতে পাবেন। তার পর রাম তাঁর তিন শত পঞ্চাশ বিমাতার দিকে চেয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, একত্র বাসকালে অজ্ঞানতার জন্য যদি কোনও পরুষ আচরণ ক'রে থাকি তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। রামের কথা শুনে রাজপত্নীগণ শোকাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ দশরথ ও কৌশল্যাকে প্রণাম করলেন। লক্ষ্মণ সুমিত্রাকে প্রণাম করলে তিনি বললেন, তুমি সর্বদা অপ্রমত্ত হয়ে রামের সেবা করবে। বিপদগ্রস্ত বা সমৃদ্ধ যেমনই হ'ন, তিনিই তোমার গতি, জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই সদ্‌ধর্ম।—

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ (৪০।৯)

— রামই দশরথ, জনকাত্মজা সীতাই আমি, অরণ্যই অযোধ্যা—এইরূপ জ্ঞান করবে। বৎস, সুখে যাত্রা কর।

সুমন্ত্র রামকে বললেন, রাজপুত্র, রথে আরোহণ কর, যেখানে বলবে শীঘ্রই সেখানে নিয়ে যাব। আজ থেকেই তোমার বনবাসের চতুর্দশ বর্ষ আরম্ভ।

সীতা হৃষ্টমনে সেই সূর্যতুল্য প্রভান্বিত রথে উঠলেন। তাঁর বসনভূষণ এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম, চর্মাবৃত পেটক ও খনিত্র রথের মধ্যে রেখে রাম-লক্ষ্মণও উপবিষ্ট হলেন। সুমন্ত্র বায়ুবেগে রথচালনা করলেন। রাম প্রস্থান করলে নগরবাসী সকলেই মোহপ্রাপ্ত হ'ল, হস্তীরা মত্ত ও কুপিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হ'ল, অশ্ব সকল চঞ্চল হয়ে হ্রেষা রব করতে লাগল। গ্রীষ্মে তৃষার্তজন যেমন জলের দিকে ছোটে সেইরূপ আবালবৃদ্ধ সকলেই রামের পশ্চাতে ধাবমান হ'ল। রথের পার্শ্বে ও পশ্চাতে ঝুলতে ঝুলতে লোকে ঊর্ধ্বমুখে সজলনয়নে সুমন্ত্রকে বললে, ধীরে রথ চালাও, আমরা রামের মুখ দেখব, এর পরে

আর দেখতে পাব না। রামজননীর হৃদয় নিশ্চয় লৌহনির্মিত, নতুবা বিদীর্ণ হ'ল না কেন। ধন্য বৈদেহী, যিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করছেন। ধন্য লক্ষ্মণ, যিনি দেবতুল্য ভ্রাতার পরিচর্যা করবেন।

রোরুদ্যমানা পত্নীগণের সঙ্গে রাজা দশরথ তাঁর পুত্রকে দেখবার জন্য গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাম সুমন্ত্রকে বললেন, রথ দ্রুতবেগে চালাও। শোকার্ত দশরথকে দেখে জনতা ব্যাকুল হয়ে কোলাহল করতে লাগল। পৌরজনের অশ্রুজলে পথের ধূলি বিদূরিত হ'ল। রাম দেখলেন, দশরথ ও কৌশল্যা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পদব্রজে আসছেন; বৎস বৎসের অভিমুখে ধেনু যেমন ধাবিত হয় সেইরূপ কৌশল্যা রামের পশ্চাতে 'হা রাম, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' ব'লে ছুটছেন।

তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ।
সুমন্ত্রস্য বভূবাত্মা চক্রয়োরিব চান্তরা॥ (৪০।৪৬)

— রাজা দশরথ বলছেন থাম, রাম বলছেন চল চল, যুধ্যমান দুই সৈন্যের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় সুমন্ত্র বিব্রত হলেন।

তখন রাম তাঁকে বললেন, না থামবার জন্য রাজা যদি পরে তোমাকে তিরস্কার করেন তো বলবে যে তাঁর আজ্ঞা শুনতে পাও নি। বিলম্ব আমার পক্ষে অতি কষ্টকর হবে, অতএব বেগে রথ চালাও। রাজপুরীর যেসকল লোক রামের অনুগমন করছিল তারা সুমন্ত্রের অনুরোধে নিরস্ত হ'ল এবং মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে গেল। অমাত্যরা দশরথকে বোঝালেন, যাঁর পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাঁর সঙ্গে অধিকদূর যাওয়া অনুচিত।

১২। দশরথ-কৌশল্যার পুত্রবিরহ

[সর্গ ৪২—৪৪]

রথের ধূলি যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ দশরথ সেদিকে চেয়ে রইলেন, তার পর মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। কৌশল্যা তাঁকে উঠিয়ে

তাঁর দক্ষিণ বাহু ধ'রে নিয়ে চললেন, কৈকেয়ী বাম দিকে রইলেন। দশরথ কৈকেয়ীকে দেখে বললেন, পাপীয়সী, আমার অঙ্গ ছুঁয়ো না, তোমাকে দেখতে চাই না, তুমি ভার্যা নও, আত্মীয় নও, তোমার অনুজীবীরাও আমার কেউ নয়, তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম। ভরত যদি এই রাজ্য পেয়ে সুখী হয় তবে সে আমার প্রেতাত্মার উদ্দেশে যা দান করবে তা যেন আমার কাছে না পোঁছয়।

দশরথ যেতে যেতে পথের দিকে বার বার চেয়ে এইরূপ বিলাপ করতে লাগলেন।— যেসকল অশ্ব রামকে নিয়ে গেছে তাদের পদচিহ্ন দেখছি কিন্তু রামকে দেখছি না। আমার যে পুত্র চন্দনে চর্চিত হয়ে উপধানে সুখে শয়ন করত, বরনারীগণ যাকে বীজন করত, সে আজ বৃক্ষমূলে বা পাষাণে মাথা রাখবে। জনকের প্রিয়কন্যা আজ কণ্টকে বিক্ষত ক্লান্ত দেহে বনপ্রবেশ করবেন। তিনি বনের কিছুই জানেন না, শ্বাপদের রোমহর্ষণ গর্জন শুনে নিশ্চয় ভয় পাবেন। কৈকেয়ী, তোমার কামনা সিদ্ধ হ'ক, তুমি বিধবা হয়ে রাজ্যভোগ কর, আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের বিরহে বাঁচতে চাই না।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-বিরহিত ভবনে প্রবেশ ক'রে দশরথ গদ্‌গদস্বরে বললেন, আমাকে রামমাতা কৌশল্যার গৃহে শীঘ্র নিয়ে চল, অন্যত্র আমার হৃদয় শান্ত হবে না। দশরথকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই কালরাত্রির মধ্যভাগে দশরথ বললেন, কৌশল্যা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ কর, আমার দৃষ্টিশক্তি রামের সঙ্গেই গেছে, এখনও ফিরে এল না।

কৌশল্যা দশরথের কাছে ব'সে এইরূপে বিলাপ করতে লাগলেন।— রামের উপর বিষ উদ্‌গীর্ণ ক'রে কৈকেয়ী এখন নির্মোকমুক্ত সর্পীর ন্যায় বিচরণ করবে। রাম এখন সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে প্রবেশ করেছে, তারা বনের কষ্ট কিছুই জানে না। তুমি কৈকেয়ীর কথায় যাদের ত্যাগ করেছ তাদের এখন কি অবস্থা হবে? কবে সেই দিন আসবে যখন রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে আবার এখানে দেখে আমার শোকের অবসান হবে?

সুমিত্রা কৌশল্যাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, আর্যা, তোমার পুত্র সদ্গুণশালী নরশ্রেষ্ঠ, তিনি পিতার সত্যরক্ষার জন্য রাজ্যত্যাগ ক'রে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করছ কেন? সর্বভূতে দয়ালু নিষ্পাপ লক্ষ্মণ তোমার পুত্রের সেবা করবে, বৈদেহী তাঁর সঙ্গে আছেন। রামের শুদ্ধ স্বভাব ও মাহাত্ম্য জেনে সূর্য তাঁকে সন্তপ্ত করবেন না, কাননের নাতিশীতোষ্ণ সুখস্পর্শ বায়ু তাঁর সেবা করবে, রাত্রিতে শয়নকালে চন্দ্রমা তাঁকে শীতল করজালে পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করবেন। যিনি তিমিধ্বজপুত্র সুবাহুকে বধ ক'রে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন, তিনি অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করবেন। রাম শীঘ্রই ফিরে এসে তোমার চরণবন্দনা করবেন।

১০। বনবাসের প্রথম রাত্রি

[সর্গ ৪৫—৪৮]

রামের অনুরক্ত বহু অযোধ্যাবাসী তাঁর রথের পিছনে যাচ্ছিল। রাম সস্নেহে তাদের বললেন, তোমরা আমাকে যে প্রীতি ও সম্মান ক'রে থাক, ভরতকে তার অধিক করবে। তিনি বয়সে বালক হ'লেও জ্ঞানে বৃদ্ধ, তোমাদের প্রিয় ও হিতকর কর্ম নিশ্চয় করবেন। আমার চেয়ে তাঁর রাজোচিত গুণাবলী অধিক আছে।

যেসকল জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তেজস্বী ব্রাহ্মণ রামের অনুগমন করছিলেন তাঁরা বার্ধক্যের জন্য কম্পিতমস্তকে দূর থেকে বলতে লাগলেন,

> বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
> নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি॥
> কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
> যূয়ং তস্মান্নিবর্তধ্বং যাচনাৎ প্রতিবেদিতাঃ॥ (৪৫।১৪-১৫)

— হে দ্রুতগামী শ্রেষ্ঠ তুরঙ্গমগণ যারা রামকে বহন করছ, প্রভুর হিতার্থ তোমরা নিবৃত্ত হও, যেয়ো না। প্রাণীদের কর্ণ আছে, অশ্বের বিশেষ ক'রেই আছে, অতএব তোমরা আমাদের প্রার্থনা শুনে নিবৃত্ত হও।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের এই আর্ত বাক্য শুনে রাম লক্ষ্মণ সীতা রথ থেকে নেমে পদব্রজে বনের দিকে যেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় দুঃখিত হয়ে সসম্ভ্রমে রামকে বললেন, তুমি ব্রাহ্মণের হিতকারী সেজন্য আমরা তোমার অনুগমন করছি। যজ্ঞাগ্নি দ্বিজস্কন্ধে আরূঢ় হয়ে তোমার পশ্চাতে যাচ্ছেন। তুমি রাজচ্ছত্র পাও নি, দেখ, শারদীয় মেঘের তুল্য আমাদের বাজপেয়-যজ্ঞ-লব্ধ ছত্রসকল তোমাকে ছায়া দেবে। বৎস, আমাদের বেদমন্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি এখন তোমার নিমিত্ত বনাভিমুখী হয়েছে। আমাদের হংসশুভ্র পক্ককেশ মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত ক'রে প্রার্থনা করছি, তুমি বনে যেয়ো না।

ব্রাহ্মণরা এইরূপ বিলাপ করছেন এমন সময় রাম দেখলেন, অদূরে তমসা নদী তাঁর গমন রোধ ক'রে আছে। সুমন্ত্র তখন রথের ঘোড়া খুলে দিয়ে তাদের জল খাইয়ে স্নান করিয়ে তমসার তীরে চরতে দিলেন।

রমণীয় তমসাতীরে ব'সে রাম সীতার দিকে চেয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, সৌমিত্রি, আজ আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। এই বিজন অরণ্যে মৃগ ও পক্ষীরা আবাসে ফিরে এসে কলরব করছে, যেন আমাদের দেখে কাঁদছে। অযোধ্যার স্ত্রীপুরুষ আজ আমাদের জন্য নিশ্চয় বিলাপ করছে। পিতা ও মাতার জন্য আমার শোক হচ্ছে, তাঁরা কেঁদে কেঁদে হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন। ধর্মাত্মা ভরত এলে তাঁদের আশ্বাস দেবেন, এই আমার সান্ত্বনা। তুমি আমার সঙ্গে এসে ভালই করেছ, নয়তো বৈদেহীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হ'ত। বনে বিবিধ ফলমূল মিললেও আজ রাত্রিতে কেবল জলপান ক'রে থাকব এই আমার ইচ্ছা।

সান্ধ্য উপাসনার পর সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের পর্ণশয্যা প্রস্তুত ক'রে দিলেন। রাম-সীতা নিদ্রিত হ'লে লক্ষ্মণ জাগ্রত থেকে সুমন্ত্রকে রামের বিবিধ গুণের কথা বলতে লাগলেন। গোষ্ঠবহুল তমসাতীরে রাম সেই রাত্রি অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের সঙ্গে যাপন করলেন। প্রভাতকালে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, দেখ, এরা গৃহত্যাগ ক'রে এসে আমাদের উপর

নির্ভর ক'রে বৃক্ষমূলে নিদ্রিত রয়েছে। এরা প্রাণত্যাগ করবে তবু আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা ছাড়বে না। এস, এদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমরা শীঘ্র রথারোহণে প্রস্থান করি।

সুমন্ত্র সত্বর রথ প্রস্তুত করলেন, সকলে রথারোহণে আবর্তবহুল তমসা পার হলেন। পুরবাসীদের বিভ্রান্ত করবার জন্য রাম সুমন্ত্রকে বললেন, আমরা পদব্রজে যাচ্ছি, তুমি রথ নিয়ে উত্তরদিকে কিছুদূর গিয়ে ফিরে এস, যেন ওরা জানতে না পারে। সুমন্ত্র ফিরে এলে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম পুনর্বার রথে উঠলেন এবং শুভযাত্রার জন্য একবার উত্তর মুখ হয়ে তার পর বনের দিকে রথচালনা করলেন।

প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গের পর পুরবাসিগণ রামকে কোথাও দেখতে না পেয়ে শোকে অভিভূত হ'ল। তারা বলতে লাগল, নিদ্রাকে ধিক যার জন্য আমরা রামকে হারিয়েছি। আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি, এখানে প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রয়েছে, তাতেই চিতা প্রস্তুত ক'রে অগ্নিপ্রবেশ করব। এইরূপে বহু বিলাপ ক'রে অবশেষে তারা শোকাচ্ছন্ন অযোধ্যায় ফিরে গেল। তাদের পত্নীরা ভর্ৎসনা ক'রে বললে, যারা রাঘবকে দেখতে পাবে না তাদের স্ত্রী পুত্র গৃহ বা ধনে কি প্রয়োজন? লক্ষ্মণই একমাত্র সৎপুরুষ যিনি সীতার সঙ্গে রামের অনুগমন করেছেন। রাম যে পথে যাবেন তার নদী সরোবর কানন বৃক্ষ সমস্তই ধন্য হবে। আমরা পুত্রের নামে শপথ করছি, কৈকেয়ী বেঁচে থাকতে এ রাজ্যে বাস করব না। ঘাতকের কাছে পশুর তুল্য আমরা এখানে ভরতের কাছে বদ্ধ হয়েছি।

১৪। শৃঙ্গবেরপুর — নিষাদরাজ গুহ

[সর্গ ৪৯—৫২]

রামের রথ বহুদূর অতিক্রম ক'রে অন্যদেশে উপস্থিত হ'ল। গ্রামপ্রান্তের কর্ষিত ক্ষেত্র এবং পুষ্পিত বনসকল দেখতে দেখতে তাঁরা বেগে চললেন। গ্রামের লোকেরা বলতে লাগল, কামুক স্নেহহীন দশরথকে ধিক, যিনি নৃশংসা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় এমন ধার্মিক পুত্রকে

বনবাসে পাঠিয়েছেন। এইরূপ কথা শুনতে শুনতে রাম কোশলরাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বেদশ্রুতি গোমতী ও স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করলেন। তিনি সুমন্ত্রকে বললেন, আবার কবে আমি মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সরযূতটের পুষ্পিত বনে মৃগয়া করব? মৃগয়ায় আমার অধিক আকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু তা রাজর্ষিগণের অনুমোদিত।

তার পর রাম অযোধ্যার অভিমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, হে কাকুৎস্থ-কুল-প্রতিপালিত পুরীশ্রেষ্ঠ, তোমার ও তোমাতে অধিষ্ঠিত দেবতাগণের কাছে আমি প্রার্থনা করছি, যেন বনবাস থেকে ঋণমুক্ত হয়ে ফিরে গিয়ে মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার তোমাকে দেখতে পাই। যেসকল জনপদবাসী রামের কাছে এসেছিল তাদের দিকে তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলে অশ্রুপূর্ণমুখে বললেন, তোমরা আমাকে যথেষ্ট আদর ও অনুগ্রহ করেছ, আর কষ্ট ক'রো না। তখন তারা রামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে সখেদে চ'লে গেল।

রামের রথ গঙ্গার তীরবর্তী প্রদেশে উপস্থিত হ'ল। সেই স্থানে ঋষিসেবিত বহু আশ্রম, দেবোদ্যান ও হ্রদ আছে, এবং সেখানে দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি ক্রীড়া করে। রাম সারস-ক্রৌঞ্চ-নিনাদিত গঙ্গার তীরস্থিত শৃঙ্গবেরপুরে (১) এসে সুমন্ত্রকে বললেন, নদীর অদূরে ওই যে বহুপত্রপুষ্পভূষিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রয়েছে তারই কাছে আজ আমরা বাস করব। সুমন্ত্র সেখানে রথ নিয়ে গিয়ে ঘোড়া খুলে দিলেন।

এই দেশে গুহ নামে নিষাদজাতীয় এক বলবান রাজা ছিলেন, তিনি রামের প্রাণসম প্রিয়সখা। রাম এসেছেন শুনে গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে তাঁর কাছে গেলেন এবং দুঃখিতমনে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাম, তোমার জন্য কি করব বল, যেমন অযোধ্যা তেমন এই দেশও তোমার। এমন প্রিয় অতিথি কে পায়? মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, এই বিশাল দেশ তোমারই। আমরা আজ্ঞাবহ, তুমিই

(১) মির্জাপুরের নিকট গঙ্গার উত্তর তীরে।

প্রভু, আমাদের রাজ্য তুমি শাসন কর। তোমার জন্য এইসব ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় লেহ্য, উত্তম শয্যা, এবং অশ্বের খাদ্য আনা হয়েছে।

সুগোল বাহুদ্বারা গুহকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে রাম বললেন, গুহ, তুমি যে পদব্রজে এসে স্নেহ দেখালে তাতেই আমরা সংকৃত ও তৃপ্ত হয়েছি। তোমার সমস্ত কুশল তো? তুমি প্রীতিবশে যেসব উপহার এনেছ তা নিতে আমি অক্ষম, আমাকে কুশ-চীর-অজিনধারী ফলমূলভোজী তাপস ব'লে জেনো। অশ্বের খাদ্য ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই—এই অশ্বগুলি আমার পিতার প্রিয়, তারা তৃপ্ত হ'লেই আমি তৃপ্ত হব।

ঘোড়ার খাদ্য-পানীয় দেবার জন্য গুহ তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন। রাম সন্ধ্যাকৃত্য শেষ ক'রে লক্ষ্মণের আনীত জল পান করলেন। তিনি সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করলে লক্ষ্মণ তাঁর পা ধুয়ে দিলেন এবং বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন। গুহ লক্ষ্মণকে বললেন, রাজপুত্র, তোমার জন্য এই শয্যা প্রস্তুত হয়েছে, তাতে তুমি সুখে শয়ন কর, আমি অনুচরদের সঙ্গে ধনুর্ধারণ ক'রে জাগ্রত থেকে প্রিয়সখা রাম ও সীতাকে রক্ষা করব। তোমাকে সত্য বলছি রামের চেয়ে প্রিয় আমার কেউ নেই, তাঁর প্রসাদে আমার বিপুল যশ ধর্ম অর্থ ও কাম লাভ হবে এই আশা করি। লক্ষ্মণ বললেন, রাম-সীতা ভূমিতে শয়ান রয়েছেন, আমার নিদ্রা বা সুখভোগে প্রয়োজন কি? প্রিয়পুত্রকে বনবাস দিয়ে রাজা দশরথ অধিককাল বাঁচবেন না। শত্রুঘ্নের মুখ চেয়ে আমার মাতা বাঁচতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবিনী কৌশল্যা প্রাণত্যাগ করবেন এই আমার দুঃখ। আমাদের বনবাসকালে দশরথ কি জীবিত থাকবেন? লক্ষ্মণ এইরূপে বহু বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁর কথা শুনে গুহও অতিশয় ব্যথিত হলেন।

পরদিন প্রভাতকালে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমরা গঙ্গা পার হব। গুহ একটি উত্তম নৌকা আনিয়ে দিলে রাম-লক্ষ্মণ বর্মধারণ ক'রে তূণীর খড়্গ ও ধনু নিয়ে সীতার সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমাকে কি করতে হবে?

রাম তাঁকে দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ ক'রে বললেন, সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রাজার কাছে ফিরে যাও, আমার প্রয়োজন এখানেই শেষ হ'ল, এখন আমরা পদব্রজে বনে যাব। তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুবংশের সুহৃদ কেউ নেই, আমার জন্য রাজা দশরথ যাতে শোকগ্রস্ত না হন তা কর। তাঁকে ব'লো, অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে বনে এসেছি সেজন্য আমি বা লক্ষ্মণ দুঃখিত নই, চতুর্দশ বৎসর শেষ হ'লেই তিনি আমাদের দেখতে পাবেন। তুমি এই কথা আমার মাতা, কৈকেয়ী এবং অন্য মাতৃগণকেও জানাবে। কৌশল্যাকে কুশল জানিয়ে আমার প্রণাম দেবে। রাজাকে বলবে তিনি যেন শীঘ্র ভরতকে আনিয়ে রাজপদে স্থাপিত করেন। ভরতকে বলবে তিনি নিজ মাতাকে যেমন দেখবেন সেইরূপ যেন সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও দেখেন।

সুমন্ত্র বললেন, বৎস, তোমাকে ত্যাগ ক'রে সেই পুত্রশোকাতুরার তুল্য অযোধ্যাপুরীতে কি ক'রে যাব? আমি কি তোমার জননীকে এই বলব যে, দেবী, তোমার পুত্রকে মাতুলালয়ে রেখে এসেছি, ভেবো না? এই রথ ও অশ্ব সমেত তোমার কাছেই আমি থাকতে চাই, বনবাসের অন্তে এই রথেই তোমাকে ফিরে নিয়ে যাব। রাম তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গেছ দেখলে যবীয়সী (কনিষ্ঠা) জননী কৈকেয়ীর বিশ্বাস হবে যে রাম সত্যই বনে গেছে, নতুবা তিনি রাজাকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন। আমার প্রধান অভিপ্রায়ই এই যে তিনি ভরতশাসিত রাজ্য ভোগ করবেন।

এইরূপে সুমন্ত্রকে বার বার সান্ত্বনা দিয়ে রাম গুহকে বললেন, আমার এই সজন বনে থাকা আর উচিত নয়, এখন আমি তপস্বীর বেশে আশ্রমে বাস করব। তুমি জটা করবার জন্য বটের আঠা আনিয়ে দাও। গুহ আঠা আনলে রাম-লক্ষ্মণ তা মাথায় মেখে জটা প্রস্তুত করলেন। তার পর তাঁরা সীতার সঙ্গে গঙ্গা পার হ'তে লাগলেন।

নদীর মধ্যদেশে এসে সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, গঙ্গা, মহারাজ দশরথের এই পুত্র তোমার প্রসাদে কর্তব্য পালন ক'রে চতুর্দশ বৎসর পরে আমাদের সঙ্গে নিরাপদে ফিরে যাবেন। সর্বকামপ্রদায়িনী দেবী, আমি

আবার এসে প্রফুল্লমনে তোমার পূজা করব। এই নরশ্রেষ্ঠ ফিরে এসে রাজ্যলাভ করলে আমি তোমার প্রীতিকামনায় ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র ধেনু ও অন্ব দান করব, তোমাকে সহস্র ঘট সুরা এবং মাংসযুক্ত অন্নের ভোগ দেব, তোমার তীরস্থ সকল দেবালয়ে ও তীর্থে পূজা দেব।

গঙ্গার অপর তীরে এসে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি সর্বত্র সীতাকে রক্ষা ক'রো। তুমি সর্বাগ্রে চল, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থেকে তোমাদের উভয়কে দেখব, এইরূপে আমাদের পরস্পরকে রক্ষা করতে হবে। সুমন্ত্র এতক্ষণ দেখছিলেন, এখন আর দেখতে না পেয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা সমৃদ্ধ শস্যসম্পন্ন বৎসদেশে(১) উপস্থিত হলেন। সেখানে রাম-লক্ষ্মণ বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু(২) এই চার প্রকার পশু বধ ক'রে তাদের পবিত্র মাংস নিয়ে ক্ষুধিত হয়ে সায়ংকালে বাসের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করলেন।

১৫। প্রয়াগ — ভরদ্বাজ-আশ্রম — চিত্রকূট

[সর্গ ৫৩—৫৬]

সন্ধ্যাবন্দনার পর রাম লক্ষ্মণকে বললেন, জনপদের বাইরে আজ আমাদের এই প্রথম রাত্রি। আজ মহারাজ নিশ্চয় দুঃখার্ত হয়ে শুয়ে আছেন। কৈকেয়ীর কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তিনি তুষ্টিলাভ করেছেন। আমি চ'লে আসায় আমার বৃদ্ধ পিতা অনাথ হয়েছেন, কৈকেয়ীর বশবর্তী হয়ে সেই কামাত্মা এখন কি করবেন? রাজার এই ব্যসন ও মতিভ্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে যে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। কোনও মূর্খ লোকও কি নারীর প্ররোচনায় আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করতে পারে—যেমন আমার পিতা করেছেন? সস্ত্রীক ভরতই সুখী, তিনি একাকীই অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশলরাজ্য ভোগ করবেন। কৈকেয়ী

(১) প্রয়াগের নিকট যমুনার উত্তর তীরে।
(২) ঋষ্য ও পৃষত—বিভিন্নজাতীয় কৃষ্ণসার। মহারুরু—বোধহয় শম্বর।

অতি ক্ষুদ্রমতি, তিনি বিদ্বেষবশে আমার মাতাকে বিষ দিতেও পারেন। লক্ষ্মণ, আমি ক্রুদ্ধ হ'লে একাকীই শরবর্ষণে অযোধ্যা, এমন কি পৃথিবীও শত্রুশূন্য করতে পারি, কিন্তু অকারণে বলপ্রয়োগ উচিত নয়। অধর্ম ও পরলোকের ভয়েই আমি রাজ্য পরিহার করেছি। রাম অশ্রুপূর্ণমুখে এইপ্রকারে বহু বিলাপ করলেন।

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে তাঁরা গঙ্গাযমুনাসংগমের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে দিবাবসান হ'ল। রাম বললেন, সৌমিত্রি, দেখ, প্রয়াগের কাছে ধূম উত্থিত হচ্ছে, বোধ হয় ওখানে কোনও মুনি বাস করেন। আমরা নিশ্চয় গঙ্গাযমুনার সংগমস্থলে পোঁছেছি, কারণ জলের ঘর্ষণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুদূর যাবার পর তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। শিষ্যপরিবৃত ভরদ্বাজকে প্রণাম ক'রে রাম নিজের পরিচয় দিলেন। ভরদ্বাজ তাঁদের স্বাগত জানিয়ে অর্ঘ্য, বৃষ, জল ও বন্য ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য দিয়ে বললেন, কাকুৎস্থ, বহুদিন পরে তোমাকে এখানে দেখছি। তোমার নির্বাসনের কারণ আমি শুনেছি। দুই মহানদীর এই সংগমস্থান অতি নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এখানে সুখে বাস কর। রাম উত্তর দিলেন, ভগবান, পৌর ও জানপদগণ এই আশ্রমের নিকটেই বাস করে, তারা বৈদেহী আর আমাকে দেখতে আসবে, সে কারণে এখানে থাকতে ইচ্ছা করি না। কোনও নির্জন স্থান ব'লে দিন যেখানে সীতা সুখে বাস করতে পারেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ বললেন, বৎস, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে গন্ধমাদনসদৃশ এক পর্বত আছে, সেখানে অনেক গোলাঙ্গুল (১), বানর ও ভল্লুক বাস করে। সেই পর্বতের শৃঙ্গ দেখলে কল্যাণ ও মোহমুক্তি হয়। সেখানে বহু ঋষি শতবর্ষ তপস্যা ক'রে স্বর্গে গেছেন। আমার মনে হয় চিত্রকূটে তুমি সুখে বাস করতে পারবে। অথবা তুমি আমার সঙ্গেই এখানে বাস কর।

---

(১) কৃষ্ণমুখ বানর বিশেষ।

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রিযাপন ক'রে পরদিন রাম চিত্রকূট(১) যাবার ইচ্ছা জানালেন। পুত্রের যাত্রাকালে পিতা যেমন করেন সেইরূপ স্বস্ত্যয়ন ক'রে ভরদ্বাজ রামকে বললেন, তুমি সংগমস্থান থেকে যমুনার পশ্চিমে স্রোতের বিপরীত দিকে যাত্রা ক'রে এক তীর্থে উপস্থিত হবে, সেখানে ভেলার দ্বারা নদী পার হবে। পরপারে শ্যাম নামক এক হরিৎ-পত্র বটবৃক্ষ দেখতে পাবে, সীতা যেন তাকে প্রণাম করেন। সেখান থেকে এক ক্রোশ গিয়ে এক নীলবর্ণ কানন দেখবে। চিত্রকূটের এই সুগম পথে আমি বহুবার গেছি।

ভরদ্বাজকে অভিবাদন ক'রে তাঁর নির্দিষ্ট পথে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ যাত্রা করলেন এবং যথাস্থানে এসে শুষ্ক কাষ্ঠ ও উশীর দ্বারা ভেলা প্রস্তুত করলেন। রাম ঈষৎ লজ্জিতা সীতাকে ভেলায় উঠিয়ে তাঁর পার্শ্বে বসনভূষণ খনিত্র ও ছাগচর্মাবৃত পেটক রাখলেন এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে নিজে উঠলেন। যমুনার মধ্যদেশে এসে সীতা নদীকে প্রণাম ও স্তুতি করলেন। পরপারে উপস্থিত হয়ে তাঁরা শ্যাম-বট দেখতে পেলেন, সীতা সেই বৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন।

যেতে যেতে সীতা অদৃষ্টপূর্ব পাদপ গুল্ম ও পুষ্পিত লতা সম্বন্ধে রামকে প্রশ্ন করতে গেলেন, এবং লক্ষ্মণ সীতার ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার পুষ্পাদি এনে দিলেন। এক ক্রোশ গিয়ে দুই ভ্রাতা বহু-প্রকার পবিত্র মৃগ বধ ক'রে এনে যমুনাতীরস্থ বনে ভোজন করলেন। তার পর তাঁরা ময়ূরনাদিত হস্তিবানরসংকুল সুন্দর সমতল নদীতটে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় নিলেন।

প্রভাতকালে সকলে যমুনা নদীর পবিত্র জল স্পর্শ ক'রে চিত্রকূট অভিমুখে যেতে লাগলেন। রাম বললেন, দেখ, শীত ঋতুর অবসানে পুষ্পিত কিংশুক(২) বৃক্ষ সকল যেন প্রদীপ্ত হয়েছে। ভল্লাতক(৩) ও বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হয়ে আছে, গাছে গাছে কলসের ন্যায় মধুচক্র ঝুলছে। দাত্যূহ(৪) ও ময়ূর ডাকছে, বনভূমি পুষ্পে আকীর্ণ

(১) যুক্তপ্রদেশে বান্দা জেলায়। (২) পলাশ। (৩) ভেলা। (৪) ডাক-পাখি।

হয়েছে। ওই দেখ চিত্রকূট পর্বত, তার সমভূমির রমণীয় কাননে আমরা সুখে বাস করব। মনে হচ্ছে এখানে প্রচুর ফলমূল পাওয়া যাবে। ঋষিরাও এখানে বাস করেন।

তাঁরা বাল্মীকির আশ্রমে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম ক'রে নিজ পরিচয় দিলেন। মহর্ষি আনন্দিত হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা ও সৎকার করলেন।

তার পর রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমাদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য তুমি উত্তম দৃঢ় কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। লক্ষ্মণ অনেক গাছ কেটে এনে এক পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। রাম বললেন, আমাদের বহুকাল এখানে বাস করতে হবে সেজন্য যথাশাস্ত্র বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক, অতএব তুমি মৃগ বধ ক'রে নিয়ে এস। লক্ষ্মণ পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ ক'রে এনে তার মাংস অগ্নিপক্ব ও শোণিতশূন্য ক'রে রামকে দিলেন। রাম স্নান ক'রে মন্ত্রপাঠ ও জপ ক'রে যথাবিধি হোম দেবার্চনা ও বাস্তুশান্তির পর গৃহ প্রবেশ করলেন। রমণীয় চিত্রকূট পর্বত, মাল্যবতী নদী, মৃগ-পক্ষিসমন্বিত কানন, এবং বায়ুপ্রবাহ থেকে সুরক্ষিত পর্ণকুটীর—এই-সকল লাভ ক'রে তাঁরা নির্বাসনের দুঃখ ভুলে গিয়ে আনন্দে কালযাপন করতে লাগলেন।

১৬। সুমন্ত্রের বার্তা

[সর্গ ৫৭—৬০]

নিষাদরাজ গুহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুমন্ত্র দু দিন পরে সায়াহ্নকালে নিরানন্দ নিঃশব্দ অযোধ্যায় ফিরে এলেন। শত সহস্র লোক তাঁর রথের পিছনে ধাবমান হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—রাম কোথায়? সুমন্ত্র উত্তর দিলেন, আমি গঙ্গাতীর পর্যন্ত রামের সঙ্গে গিয়ে তাঁর আজ্ঞায় ফিরে এসেছি। রাম গঙ্গা পার হয়ে গেছেন জেনে নগরবাসীরা শোকাকুল হ'ল, নারীরা বাতায়নে দাঁড়িয়ে বিলাপ করতে লাগল। সুমন্ত্র তাঁর মুখ ঢেকে রাজপ্রাসাদের দিকে গেলেন।

প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে নারীগণের হাহাকার শুনতে শুনতে সাতটি কক্ষ্যা(১) অতিক্রম ক'রে অষ্টম কক্ষ্যায় এসে সুমন্ত্র দেখলেন, দশরথ অল্পালোকিত গৃহে দীন ও আতুর হয়ে ব'সে আছেন। রাজাকে অভিবাদন ক'রে সুমন্ত্র রামের বার্তা জানালেন। দশরথ মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। ভূপতিত স্বামীকে সুমিত্রার সাহায্যে উঠিয়ে কৌশল্যা বললেন,

ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ।
বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে॥
অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা॥
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ (৫৭।২৯-৩১)

— মহারাজ, দুষ্করকর্মকারী রামের এই দূত বনবাস থেকে ফিরে এসেছেন, এঁর সঙ্গে কথা বলছ না কেন? অন্যায় কর্ম ক'রে তুমি কি আজ লজ্জিত হয়েছ? ওঠ, তোমার পুণ্য(২) হ'ক, তুমি শোক করলে তোমার সহায়ক পরিজনবর্গও বিনষ্ট হবে। যার ভয়ে তুমি সারথি সুমন্ত্রকে রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করছ না সেই কৈকেয়ী এখানে নেই, তুমি নিঃশঙ্ক হয়ে কথা বল।

দশরথ কাতর হয়ে সুমন্ত্রকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, সুমন্ত্রও সবিস্তরে উত্তর দিলেন। দশরথ বললেন, আমি পাপকুলজাতা কৈকেয়ীর কথায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম, মন্ত্রকুশল বৃদ্ধ অমাত্য বা সুহৃদ বা নাগরিকগণের সঙ্গে পরামর্শ করি নি। কৌশল্যা, রামের বিরহে আমি যে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি জীবদ্দশায় তা থেকে উদ্ধার পাব না।

কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার ন্যায় কম্পিতদেহে বললেন, যেখানে রাম সীতা আর লক্ষ্মণ আছে সেখানে আমাকে রথে ক'রে নিয়ে চল, তাদের বিচ্ছেদে আমি ক্ষণমাত্রও বাঁচতে চাই না। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি

(১) মহল। (২) সত্যপালনের জন্য।

৮

শোক ত্যাগ করুন, রাম অসন্তপ্ত হয়ে বনে বাস করছেন, লক্ষ্মণ তাঁর পরিচর্যা করছেন। পতিগতপ্রাণা সীতা বিজন বনে গৃহের তুল্যই আনন্দে আছেন। যেমন অযোধ্যার উপবনে সেইরূপ নির্জন অরণ্যেও তিনি বালিকার ন্যায় আনন্দে বিহার করছেন। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে প্রশ্ন ক'রে গ্রাম নগর নদী বৃক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা বিষয় জেনে নিচ্ছেন। সীতার সংবাদ এই পর্যন্ত আমার মনে পড়ছে, কৈকেয়ী সম্বন্ধে তিনি কি বলেছিলেন তা আমার এখন স্মরণ হচ্ছে না।

প্রমাদবশে কৈকেয়ীর নাম উচ্চারণ ক'রে সুমন্ত্র তা চাপা দেবার জন্য বললেন, পথশ্রমে বা বাতাতপে বৈদেহীর মুখকান্তি মলিন হয় নি, তাঁর চরণযুগল অলক্তকরসের অভাবেও পদ্মকোষতুল্য। তিনি অলংকার প'রে আছেন, নূপুর পায়ে লীলাসহকারে চলেন, রামের বাহু আশ্রয় করে হস্তী বা সিংহ দেখেও ভয় পান না। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম আনন্দিত মনে বনে বাস ক'রে পিতৃসত্য পালন করছেন। তাঁদের জন্য আপনারা শোক করবেন না।

১৭। মুনিকুমার-বধের ইতিহাস

[সর্গ ৬১—৬৪]

সুমন্ত্রের সান্ত্বনাবাক্যে কৌশল্যা প্রবোধিত হলেন না, সরোদনে দশরথকে বললেন, তোমার যশ ত্রিলোকবিখ্যাত, তুমি দয়ালু ও বদান্য, তথাপি তুমি কেন দুই পুত্র আর সীতাকে নির্বাসিত করলে? সীতা তরুণী, সুকুমারী, সুখে অভ্যস্ত, তিনি এখন কেমন ক'রে শীতাতপ সইছেন, নীবার ধান্যের অন্ন আহার করছেন? কবে আমি পদ্মবর্ণ পদ্মলোচন রামকে আবার দেখব? রাম ফিরে এলে ভরত তাকে রাজ্য ছেড়ে দেবে এমন মনে হয় না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠের উপভুক্ত রাজ্য নিতে চাইবে না। বলবান শার্দূল যেমন লাঙ্গুলমর্দন সইতে পারে না, রামও সেইরূপ এই অপমান সইবে না। তুমি এই রাজ্য, মন্ত্রিগণ,

পৌরজন, সমস্তই নষ্ট করলে, পুত্র সহ আমাকেও নষ্ট করলে, কেবল তোমার ভার্যা কৈকেয়ী আর তার পুত্রই হৃষ্ট হবে।

দশরথ কম্পিতদেহে অধোবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, কৌশল্যা, প্রসন্ন হও। তুমি শত্রুকেও স্নেহ ক'রে থাক, অপ্রিয় বাক্যে আমার দুঃখবৃদ্ধি ক'রো না। দশরথের অঞ্জলিবদ্ধ পদ্মহস্ত নিজের মস্তকে রেখে কৌশল্যা বললেন, মহারাজ, তোমার অনুনয় আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য, আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য। আমি পুত্রশোকে আর্ত হয়েই তোমাকে অনুচিত কথা বলেছি।—

> শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
> শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥
> শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ।
> সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে॥ (৬২।১৫-১৬)

— শোকে ধৈর্য শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই নষ্ট হয়, শোকের তুল্য শত্রু নেই। রিপুহস্তের প্রহার সওয়া যায় কিন্তু অত্যল্প শোকও সওয়া যায় না।

রামের বনযাত্রার পর ষষ্ঠ রাত্রির মধ্যভাগে দশরথের স্মরণ হ'ল যে তিনি পূর্বে এক দুষ্কৃত করেছিলেন। তিনি কৌশল্যাকে বললেন, কল্যাণী, মানুষ শুভ বা অশুভ যেমন কর্ম করে তার ফলও সেইরূপ পায়। আমি কৌমার অবস্থায় শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করতে পারতাম, সেজন্য লোকে আমাকে শব্দবেধী বলত। দেবী, তোমার যখন বিবাহ হয় নি, আমি যুবরাজ, সেই সময়ে এক রমণীয় বর্ষাকালে আমার মৃগয়ার ইচ্ছা হ'ল। রাত্রিতে মহিষ হস্তী বা শ্বাপদ যে কোনও পশু জলপান করতে আসবে তাকে মারবার জন্য ধনুর্বাণ নিয়ে রথে চ'ড়ে সরযূতীরে গেলাম। অন্ধকারে যখন সরযূর জল অদৃশ্য হ'ল তখন কলসে জলপূরণের শব্দ শুনে মনে করলাম হস্তী জলপান করছে। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে আমি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলাম এবং তখনই মানুষের কণ্ঠোত্থিত 'হা হা' এই আর্তধ্বনি শুনতে পেলাম। শরাহত ব্যক্তি বললেন, আমি তপস্বী, রাত্রিতে নদীর জল নিতে এসেছিলাম,

কেন আমাকে শরাঘাত করা হ'ল, কার অপকার আমি করেছি? আমি জটাধারী, অজিন-বল্কল আমার পরিধেয়, আমাকে বধ করতে কার প্রবৃত্তি হ'ল? নিজের প্রাণনাশের জন্য দুঃখ করি না, যে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আমি ভরণপোষণ করি তাঁদের কি অবস্থা হবে?

সেই করুণ বিলাপ শুনে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে সরযূর তীরে গিয়ে দেখলাম, একজন তাপস শরবিদ্ধ হয়ে শোণিতলিপ্তদেহে শুয়ে আছেন, তাঁর জটাভার বিক্ষিপ্ত, কলসটি পাশে প'ড়ে রয়েছে। তিনি আমার দিকে চেয়ে যেন তেজে দগ্ধ ক'রে বললেন, রাজা, তুমি এক বাণে আমাকে এবং আমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতা-মাতাকে হত্যা করেছ। তাঁরা নিশ্চয় পিপাসিত হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এখন শীঘ্র তাঁদের কাছে গিয়ে সংবাদ দাও। আমার পিতাকে প্রসন্ন ক'রো, যেন তোমাকে অভিশাপে দগ্ধ না করেন। তোমার তীক্ষ্ণ শরে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে, তুমি এই শল্য উদ্ধার কর।

শর বিদ্ধ থাকলে যন্ত্রণা হবে, তুলে নিলে মৃত্যু হবে—এইরূপ সংশয়ে আমি শোকাকুল হলাম। মুনিকুমার অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন, তথাপি আমাকে চিন্তিত দেখে অতি কষ্টে বললেন, তুমি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় ক'রো না, আমি দ্বিজ নই, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম। এই কথা শুনে আমি শর উঠিয়ে ফেললাম। তিনি যন্ত্রণায় বিঘূর্ণিত ও আক্ষিপ্ত হয়ে আমার দিকে চেয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

তখন আমি মুনিকুমারের কলস জলপূর্ণ ক'রে নিয়ে তাঁর পিতা-মাতার আশ্রমে গেলাম। দেখলাম, সেই বৃদ্ধ অন্ধ দম্পতি ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসহায় হয়ে ব'সে আছেন। আমার পদশব্দ শুনে বৃদ্ধ মুনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পুত্র, এত বিলম্ব করলে কেন, শীঘ্র এসে জল দাও। তুমি এই অগতিদের গতি, চক্ষুহীনের চক্ষু, আমাদের জীবনের অবলম্বন, কথা বলছ না কেন? আমি উত্তর দিলাম, তপোধন, আমি ক্ষত্রিয় দশরথ, আপনার পুত্র নই। আমি অত্যন্ত গর্হিত কর্মের ফলে পরিতপ্ত হয়েছি।

আমার মুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি সাশ্রুনয়নে শোকাকুল হয়ে বললেন, রাজা, তোমার এই পাপকর্মের সংবাদ যদি স্বয়ং এসে না জানাতে তবে তোমার মস্তক শতসহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হ'ত। এখন আমাদের সেখানে নিয়ে চল। তখন আমি তাঁদের সরযূতীরে নিয়ে গেলাম। পুত্রের দেহ স্পর্শ ক'রে তার উপর নিপতিত হয়ে অন্ধ মুনি এইরূপ বিলাপ করতে লাগলেন—

> নাভিবাদয়সে মাদ্য ন চ মামভিভাষসে।
> কিং চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি॥ (৬৪।৩০)
> কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ংগমম্।
> অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ॥ (৬৪।৩২)
> অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা।
> তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাস্ত্বস্ত্রযোধিনাম্॥ (৬৪।৪০)
> যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যা।
> ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ॥
> গোসহস্রপ্রদাতৄণাং গুরুসেবাভৃতামপি।
> দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক॥ (৬৪।৪৩-৪৪)

— আজ তুমি আমাদের অভিবাদন করছ না, কথাও বলছ না, বৎস, কেন ভূমিতে শুয়ে আছ, তুমি কি কুপিত হয়েছ? আমি রাত্রিশেষে কার হৃদয়গ্রাহী মধুর শাস্ত্রাদি-পাঠ শুনব? পুত্র, তুমি অপাপ, পাপকর্মা তোমাকে নিহত করেছে, অতএব তুমি সত্যের প্রভাবে অস্ত্রযোদ্ধাদের লোকে যাও। সর্বভূতের যে গতি, বেদাধ্যায়ী, তপস্বী, ভূমিদাতা, আহিতাগ্নি, একপত্নীনিষ্ঠ, সহস্র-গো-দানকারী, গুরুসেবাকারী, এবং পরলোকার্থ দেহত্যাগীদের যে গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর।

অন্ধ মুনি ও তাঁর পত্নী জল নিয়ে তর্পণ করলেন। তখন মুনিপুত্র দিব্যরূপ ধারণ ক'রে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এবং পিতা-মাতাকে ব'লে গেলেন, আপনারাও শীঘ্র আমার কাছে আসুন। মুনি আমাকে বললেন, তুমি আমার একমাত্র বালকপুত্রকে অজ্ঞানে বধ করেছ, সেজন্য অভিশাপ দিচ্ছি— আমার ন্যায় তোমাকেও পুত্রশোকে মরতে

হবে। তার পর তিনি বহু বিলাপ ক'রে চিতায় আরোহণ ক'রে স্বর্গে গেলেন।

এই ইতিহাস শেষ ক'রে দশরথ কৌশল্যাকে সরোদনে বললেন, দেবী, অল্প বয়সে শব্দবেধ করতে গিয়ে যে পাপ করেছি তার ফল এখন উপস্থিত হয়েছে। কৌশল্যা, তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ কর। যদি রাম আমাকে একবারও স্পর্শ করে এবং ধন ও যৌবরাজ্য নেয় তবে আমি বাঁচতে পারি। আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত ও হৃদয় অবসন্ন হচ্ছে, শব্দ স্পর্শ কিছুই আমার অনুভব হচ্ছে না।—

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুত॥
হা কৌশল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি॥ (৬৪।৭৫-৭৬)

—হা মহাবাহু রাঘব, আমার দুঃখনাশন, হা আমার রক্ষক বনগত প্রিয় পুত্র! হা কৌশল্যা, দুঃখিনী সুমিত্রা, তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না! হা নৃশংসা আমার অমিত্রা কুলপাংসনী (১) কৈকেয়ী!

১৮। দশরথের মৃত্যু

[সর্গ ৬৫—৬৮]

শোকাতুর দশরথ এইরূপে বিলাপ করতে করতে অর্ধরাত্রের পর প্রাণত্যাগ করলেন।

প্রভাতকালে বন্দী সূত মাগধ গায়ক প্রভৃতি যথারীতি রাজার বন্দনা আরম্ভ করলে। পাণিবাদকদের করতালির শব্দে পাখিরা জেগে উঠে কলরব করতে লাগল। যারা রাজাকে স্নান করায় তারা কাঞ্চনঘটে হরিচন্দনবাসিত জল নিয়ে এল। যেসকল মাঙ্গলিক উপকরণ স্পর্শ

(১) কুলকে যে দূষিত করে।

ও আহার করতে হয় তা নিয়ে বহু নারী উপস্থিত হ'ল, তাদের মধ্যে অনেক কুমারী ছিল। সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও যখন রাজার দর্শন পাওয়া গেল না তখন সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

দশরথের যেসকল পত্নী নিকটে ছিলেন তাঁরা শয্যা স্পর্শ ক'রে বিনীত বচনে রাজাকে জাগাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নাড়ীর স্পন্দন পেলেন না। তাঁরা স্রোতের বিপরীত মুখে তৃণাগ্রের ন্যায় কম্পিত হয়ে রাজার মরণাশঙ্কায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অবসন্ন হয়ে রাজার পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলেন। ক্রন্দনের শব্দে তাঁরা জেগে উঠলেন এবং রাজাকে মৃত দেখে 'হা ভর্তা' ব'লে ভূলুণ্ঠিত হলেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীরা কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞানশূন্য হলেন।

পরলোকগত রাজাকে নির্বাপিত অগ্নির ন্যায়, জলহীন সাগরের ন্যায়, নিষ্প্রভ সূর্যের ন্যায় দেখে তাঁর মস্তক ক্রোড়ে নিয়ে কৌশল্যা সাশ্রুনয়নে বললেন, নৃশংসা দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী, তোমার কামনা পূর্ণ হ'ল, এখন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। দেবতাস্বরূপ স্বামীর মৃত্যুর পর কৈকেয়ী ভিন্ন কোন্ স্ত্রী বাঁচতে ইচ্ছা করে? আমি পতিব্রতা, আজ পতিদেহ আলিঙ্গন ক'রে অগ্নিতে প্রবেশ করব। কৌশল্যাকে এইরূপ শোকবিহ্বল দেখে অমাত্যগণ তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন। রাজপুত্রদের কেউ উপস্থিত না থাকায় মন্ত্রীরা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মত দিলেন না, বশিষ্ঠাদির আদেশে মৃতদেহ তৈলপূর্ণ আধারে রাখা হ'ল।

মার্কণ্ডেয় মৌদ্গল্য বামদেব কশ্যপ কাত্যায়ন জাবালি এবং অমাত্যগণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠকে বললেন, যে রাত্রি শতবর্ষের ন্যায় বোধ হচ্ছিল তা এখন অতি কষ্টে অতীত হয়েছে। মহারাজ স্বর্গস্থ, রাম-লক্ষ্মণ বনে গেছেন, ভরত-শত্রুঘ্ন মাতামহের কাছে আছেন। অরাজক দেশে বহু অশুভ ঘটে, লোকে মৎস্যের ন্যায় পরস্পরকে খায়। রাজার অভাবে এই রাজ্য অরণ্য হয়ে যাবে, অতএব আপনি বিচার ক'রে ইক্ষ্বাকুকুলের কোনও কুমারকে অভিষিক্ত করুন।

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, বিচার করবার কিছু নেই, রাজা ভরতকে রাজ্য দান করেছেন। এখন দ্রুতগামী দূতগণ অশ্বারোহণে শীঘ্র গিয়ে ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে আসুক। মন্ত্রিগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলে বশিষ্ঠ চারজন দূতকে ডাকিয়ে এনে বললেন, তোমরা উপহার স্বরূপ কৌষেয় বসন ও উত্তম ভূষণ নিয়ে শীঘ্র রাজগৃহে কেকয়রাজের কাছে যাও। ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে বলবে, আমরা তাঁকে অত্যন্ত প্রয়োজনে সত্বর এখানে আসতে বলেছি। রামের নির্বাসন ও দশরথের মৃত্যু এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁকে জানিও না।

দূতরা পাথেয় প্রভৃতি নিয়ে বেগবান অশ্বে কেকয়রাজ্যে যাত্রা করলে। তারা পাঞ্চালদেশ হয়ে হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিমমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেল। আরও বহুদূর গিয়ে ইক্ষুমতী নদী পার হয়ে বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়ে সুদামা পর্বতে উপস্থিত হ'ল। তার পর বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী অতিক্রম ক'রে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে গিরিব্রজ (১) নগরে উপস্থিত হ'ল।

১১। ভরতের অযোধ্যায় আগমন

[সর্গ ৬৯—৭২]

অযোধ্যার দূতগণ যে রাত্রে কেকয়রাজপুরে উপস্থিত হ'ল সেই রাত্রে ভরত এক দুঃস্বপ্ন দেখে বিষাদগ্রস্ত হলেন। তাঁর বয়স্যরা নৃত্য ও নাটক-প্রহসন-অভিনয়ের আয়োজন ক'রেও তাঁকে প্রফুল্ল করতে পারলেন না। অবশেষে তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ভরত বললেন, আমি স্বপ্নে পিতাকে দেখেছি। তিনি পর্বতশিখর থেকে মুক্তকেশে গোময়হ্রদে নিপতিত হয়ে ভাসছেন এবং হাসতে হাসতে অঞ্জলি ক'রে তৈলপান করছেন। তার পর তিনি তিলমিশ্রিত অন্ন খেয়ে অধোমস্তকে তৈলমধ্যে প্রবেশ করছেন। স্বপ্নে দেখলাম, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূপতিত, জগৎ

---

(১) এই গিরিব্রজ বা রাজগৃহ পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমে (মতান্তরে কাশ্মীরে) অবস্থিত কেকয়রাজ্যের প্রধান নগর।

তমসাচ্ছন্ন, রাজবাহন হস্তীর দন্ত খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, জ্বালিত অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে, পৃথিবী বিদীর্ণ, বৃক্ষসকল শুষ্ক, পর্বত বিধ্বস্ত। আমার পিতা কৃষ্ণ বসন প'রে কৃষ্ণ লৌহপীঠে ব'সে আছেন, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ প্রমদাগণ তাঁকে প্রহার করছে। তার পর তিনি রক্তমাল্য ধারণ ক'রে খর(১)যোজিত রথে দক্ষিণদিকে যাচ্ছেন, রক্তবসনা প্রমদা তাঁকে দেখে যেন হাসছে, বিকৃতাননা রাক্ষসী তাঁকে টানছে। এই ভীষণ স্বপ্ন আমার, রামের, পিতার বা লক্ষ্মণের মৃত্যু সূচনা করছে। স্বপ্নে যে লোক খরযোজিত রথে চলে তার চিতার ধূম অচিরে দেখা যায়। আমার মহা ভয় হচ্ছে যে পিতাকে আর দেখতে পাব না।

এই সময়ে অযোধ্যার দূতগণ রাজগৃহে এসে কেকয়রাজকে প্রণাম ক'রে বস্ত্র ও আভরণ উপহার দিলে এবং ভরতকে বশিষ্ঠের বার্তা জানালে। ভরত জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা দশরথ, রাম-লক্ষ্মণ, আমাদের জননীগণ, সকলের কুশল তো? আত্মকামা(২) কোপনস্বভাবা প্রাজ্ঞমানিনী(৩) আমার মাতা কৈকেয়ী কি বলেছেন? দূতেরা উত্তর দিলে, নরশ্রেষ্ঠ, যাঁদের কুশল ইচ্ছা করেন তাঁরা কুশলে আছেন। পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করেছেন, আপনি রথ প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিন।

মাতামহের অনুমতি নিয়ে এবং তাঁকে প্রণাম ক'রে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন। কেকয়রাজ অশ্বপতি এবং তাঁর পুত্র যুধাজিৎ বহু উপহার দিলেন, যথা—উত্তম হস্তী, চিত্রকম্বল ও মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রতুল্য বলবান ভীষণদন্ত মহাকায় কুক্কুর, দ্বিসহস্র নিষ্ক স্বর্ণ, বহু অশ্ব এবং দ্রুতগামী গর্দভ। কয়েকজন বিশ্বাস্য গুণবান অমাত্যও সঙ্গে চললেন। ভরত যাবার জন্য উৎকণ্ঠ হয়েছিলেন সেজন্য উপহার পেয়ে তাঁর আনন্দ হ'ল না।

বহু নদী পর্বত অরণ্য ও জনপদ অতিক্রম ক'রে সাত রাত্রি পরে ভরত শ্রীহীন নিরানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন। তিনি উদ্‌বিগ্নচিত্তে

(১) অশ্বতর, mule, অথবা গর্দভ। (২) স্বার্থপরা।
(৩) যে নিজেকে অতি বুদ্ধিমতী মনে করে।

বৈজয়ন্ত-দ্বার দিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। পিতার গৃহে পিতাকে দেখতে না পেয়ে ভরত কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে চরণবন্দনা করলেন। কৈকেয়ী তাঁর স্বর্ণাসন থেকে উঠে হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে ক্রোড়ে নিয়ে কুশলপ্রশ্ন করলেন। মাতুলালয়ের কুশলসংবাদ জানিয়ে ভরত বললেন, মাতা, মহারাজের দূতেরা এত ত্বরান্বিত হয়ে আমাকে নিয়ে এল কেন? তোমার স্বর্ণময় পর্যঙ্ক শূন্য কেন? পিতাকে এখানে দেখছি না, তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে আছেন?

সুসংবাদ দিচ্ছি মনে ক'রে কৈকেয়ী এই ঘোর অপ্রিয় বাক্য বললেন—সর্বভূতের যে গতি, তেজস্বী যজ্ঞপরায়ণ সজ্জনপালক তোমার পিতাও সেই গতি পেয়েছেন। ভরত এই সংবাদে শোকাতুর হয়ে ভূতলে প'ড়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তার পর বললেন, মহারাজ রামের অভিষেক করবেন অথবা যজ্ঞ করবেন এই ভেবে আমি সানন্দে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু তার বিপরীত দেখে আমার অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে। কোন্ ব্যাধিতে পিতার মৃত্যু হ'ল? রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দাও, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, আমি তাঁর পাদবন্দনা করব।

কৈকেয়ী বললেন, রাম চীর ধারণ ক'রে বৈদেহী আর লক্ষ্মণের সঙ্গে মহাবনে গেছেন। ভ্রাতার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে ভরত বললেন, রাম কি ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেছেন? কোনও ধনী বা দরিদ্র নির্দোষ ব্যক্তির হিংসা করেছেন? কোনও পরস্ত্রীতে তাঁর লোভ হয় নি তো? চঞ্চলস্বভাবা কৈকেয়ী হৃষ্টচিত্তে নিজের কুকর্ম জানিয়ে বললেন, রাম কোনও অপরাধ করেন নি। তাঁর অভিষেক হবে শুনে আমি রাজার কাছে দুই বর চেয়েছিলাম—তোমার জন্য রাজ্য এবং রামের বনবাস। তোমার সত্যনিষ্ঠ পিতা তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছেন, সীতা আর লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম নির্বাসিত হয়েছেন। প্রিয়পুত্রের অদর্শন জনিত শোকে মহারাজের মৃত্যু হয়েছে। তোমার জন্যই আমি এইসব ঘটিয়েছি, এখন তুমি শোক ত্যাগ কর, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ক'রে রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

২০। ভরতের ক্ষোভ

[সর্গ ৭৩—৭৮]

কৈকেয়ীর কথা শুনে ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে বললেন, পিতা আর পিতৃসম ভ্রাতাকে হারিয়ে এই হতভাগ্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন? আমার পিতাকে বিনষ্ট ক'রে আর রামকে বনে পাঠিয়ে তুমি ক্ষতের উপর ক্ষার, দুঃখের উপর দুঃখ দিয়েছ।—

অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রামলক্ষ্মণৌ।
কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে॥ (৭৩।১৪)
ন মে বিকাঙ্ক্ষা জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।
যদি রামস্য নাবেক্ষা ত্বয়ি স্যাম্মাতৃবৎ সদা॥ (৭৩।১৮)
ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।
যয়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম॥ (৭৩।২৫)
নিবর্তয়িত্বা রামং চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।
দাসভূতো ভবিষ্যামি সুস্থিতেনান্তরাত্মনা॥ (৭৩।২৭)
রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ি নৃশংসে দুষ্টচারিণি।
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব॥ (৭৪।২)
ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ॥ (৭৪।৯)

— আমি পুরুষব্যাঘ্র রাম-লক্ষ্মণকে না দেখে কোন্ শক্তির প্রভাবে রাজ্য রক্ষা করতে পারব? পাপীয়সী, রাম যদি তোমাকে সর্বদা মাতৃবৎ না দেখতেন তবে তোমাকে ত্যাগ করতে আমার অনিচ্ছা হ'ত না। তুমি পাপবুদ্ধির বশে আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটিয়েছ, আমি তোমার কামনা কখনই সিদ্ধ করব না। রামকে ফিরিয়ে এনে অন্তরে শান্তিলাভ ক'রে সেই তেজস্বীর দাস হয়ে থাকব। নৃশংসা দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী, এই রাজ্য থেকে দূর হও, ধর্ম তোমাকে ত্যাগ করেছেন, মৃত রাজার জন্য তোমার রোদনের অধিকার নেই। তুমি ধীমান ধর্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নও, আমার পিতৃকুল ধ্বংস করবার জন্য তুমি রাক্ষসী হয়ে জন্মেছ।

ভরত আরক্তনেত্রে স্খলিতবসনে অঙ্কুশাহত হস্তী ও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের তুল্য প্রবল নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি তাঁর সমস্ত আভরণ ফেলে দিয়ে উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতে পতিত হলেন। অনেক ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে তিনি অমাত্যগণকে বললেন, আমি রাজ্য কামনা করি নি, মাতাকেও প্ররোচিত করি নি। রামের অভিষেক বা নির্বাসনের কিছুই আমি জানতাম না।

ভরতের কণ্ঠস্বর শুনে কৌশল্যা তাঁর কাছে আসছিলেন, সেই সময়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতও কৌশল্যার গৃহে যাচ্ছিলেন। দেখা হওয়ায় দুই ভ্রাতা সরোদনে কৌশল্যাকে আলিঙ্গন করলেন। কৌশল্যা বললেন, ভরত, তুমি যা চেয়েছিলে সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য এখন পেলে। আমার পুত্রকে ক্রূর উপায়ে বনে পাঠিয়ে কৈকেয়ীর কি লাভ হ'ল? এখন আমাকে আর সুমিত্রাকেও সেখানে নিয়ে চল।

ক্ষতস্থানে সূচী বিদ্ধ হ'লে যেমন হয় সেইরূপ যন্ত্রণা পেয়ে ভরত কৌশল্যার চরণে পতিত হয়ে বললেন, আর্যা, আমি কিছুই জানি না, কেন আমাকে ভর্ৎসনা করছেন? আপনি তো জানেন, রামের প্রতি আমার বিপুল প্রীতি আছে। তাঁর নির্বাসনের যে অনুমোদন করবে তার বুদ্ধি যেন কদাপি শাস্ত্রানুগামিনী না হয়। সূর্যের অভিমুখে যে মূত্রত্যাগ করে, সুপ্ত গাভীর দেহে যে পদাঘাত করে, কর্ম শেষ হ'লে যে ভৃত্যকে বেতন না দেয়, যুদ্ধে যে পরাঙ্‌মুখ হয়, পায়স কৃশর(১) ও ছাগমাংস যে বৃথা(২) খায়, লাক্ষা মধু মাংস লৌহ ও বিষ যে বিক্রয় করে—তাদের যে পাপ হয়, রামের নির্বাসন যে চায় তার সেই পাপ হ'ক। অগ্নিদাতা, গুরুপত্নীগামী ও মিত্রদ্রোহীর যে পাপ তাই তার হ'ক।

ভরতের শপথ শুনে কৌশল্যা বললেন, পুত্র, তোমার কথায় আমার দুঃখ অধিকতর হ'ল। ভাগ্যবশে তুমি ধর্ম থেকে বিচলিত হও নি। এই ব'লে তিনি ভরতকে কোলে ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

---

(১) তিল-মুগ-মিশ্রিত অন্ন, একরকম খিচুড়ি।
(২) শ্রাদ্ধাদি ভিন্ন উপলক্ষ্যে।

বশিষ্ঠ ভরতকে বললেন, রাজপুত্র, বৃথা শোক ক'রো না, এখন মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত। তখন ভরত দশরথের তৈলাক্ত দেহ আধার থেকে তুললেন, পরিচারকগণ তা শিবিকায় বহন ক'রে সরয়ূতীরে নিয়ে গেল। গমনপথে সুবর্ণ রজত ও বিবিধ রত্ন বিতরণ করা হ'ল। ঋত্বিগ্‌গণ দশরথের দেহ চিতায় স্থাপিত ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, সামগায়কগণ সামগান করতে লাগলেন। মহিষীরা সরোদনে চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। তর্পণ শেষ হ'লে সকলে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

দশ দিনের পর অশৌচমুক্ত হয়ে ভরত দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধকর্ম ক'রে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনরত্ন অন্ন ছাগ ধেনু দাসদাসী যান এবং বাসভবন দান করলেন। ত্রয়োদশ দিনে তিনি চিতাস্থানে এসে ভূপতিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে উঠিয়ে বললেন, তোমাকে এখন অস্থিসঞ্চয়ন করতে হবে, শোকগ্রস্ত হয়ে বিলাপ করছ কেন? তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুমার্জনা ক'রে সকল ক্রিয়া শেষ করলেন।

শত্রুঘ্ন ভরতকে বললেন, যিনি বিপৎকালে সকলের আশ্রয় সেই রাম স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় নির্বাসিত হয়েছেন। বীর্যবান লক্ষ্মণ নারীর বশীভূত রাজাকে নিগৃহীত ক'রে কেন রামকে রক্ষা করলেন না?

এমন সময় রাজবস্ত্র প'রে গায়ে চন্দন মেখে সর্ব আভরণে ভূষিত হয়ে কুব্‌জা দ্বারদেশে উপস্থিত হ'ল। মেখলা প্রভৃতি বহুবিধ অলংকারে তাকে রজ্জুবদ্ধ বানরীর মতন দেখাচ্ছিল তাকে নির্দয়ভাবে শত্রুঘ্নের কাছে ধ'রে এনে ভরত বললেন, যার জন্য রাম বনে গেছেন, পিতা মরেছেন, এই সে। তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে সবলে ধরলে সে চিৎকার ক'রে উঠল, টানাটানিতে তার অলংকার খ'সে পড়ল। মন্থরার সখীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে কৌশল্যার শরণাপন্ন হ'ল। শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীকে উদ্দেশ ক'রে কঠোর ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। ভরত বললেন, স্ত্রীলোক অবধ্য, অতএব তুমি ক্ষমা কর। রাম যদি মাতৃঘাতক ব'লে আমার উপর ক্রুদ্ধ না হতেন তবে আমি কৈকেয়ীকে বধ করতাম। এই কুব্‌জাকেও যদি বধ করি

তবে রাম আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন না। তখন শত্রুঘ্ন মূর্ছিতা মন্থরাকে ত্যাগ করলেন, সে কৈকেয়ীর পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল।

২১। ভরতের রাজ্য-প্রত্যাখ্যান

[সর্গ ৭৯—৮২]

দশরথের অন্ত্যেষ্টির পর চতুর্দশ দিবসে রাজপুরুষগণ ভরতকে বললেন, রাজপুত্র, এই রাজ্যের নায়ক কেউ নেই, আপনিই আমাদের রাজা হ'ন। আপনার স্বজনবর্গ অভিষেকের উপকরণ নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন, আপনি পৈতৃক রাজ্য নিয়ে আমাদের রক্ষা করুন।

ভরত অভিষেকসামগ্রী প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, জ্যেষ্ঠ রাজা হবেন এই আমাদের কুলের নিয়ম, অতএব আপনারা আমাকে অনুরোধ করবেন না। অভিষেকের এই সমস্ত উপকরণ নিয়ে আমি বনে যাব, সেখানে রামকে অভিষিক্ত ক'রে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনব। তাঁর স্থানে আমিই চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে থাকব, যিনি নামে মাত্র আমার মাতা তাঁর কামনা পূর্ণ হ'তে দেব না। এখন বনযাত্রার জন্য মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত করুন।

বনযাত্রার পথ প্রস্তুত করবার জন্য ভূমিতত্ত্বজ্ঞ, সূত্রকর্মজ্ঞ,(১) খনক, যন্ত্রবিৎ, স্থপতি, বর্ধক,(২) বৃক্ষচ্ছেদক, সূপকার, পথপ্রদর্শক প্রভৃতি নিযুক্ত হ'ল। তারা বৃক্ষ লতা প্রস্তর কেটে পথরচনা, বৃক্ষহীন স্থানে বৃক্ষরোপণ, গর্তপূরণ, সেতুনির্মাণ, জলহীন স্থানে কূপ-তড়াগ-খনন, রমণীয় প্রদেশে শিবিরস্থাপন এবং প্রাসাদনির্মাণ করলে। এইরূপে জাহ্নবী পর্যন্ত উত্তম রাজমার্গ প্রস্তুত হ'ল।

অনন্তর একদিন রাত্রিশেষে ভরত শুনতে পেলেন, সূতমাগধগণ তাঁর স্তুতিপাঠ করছে, সুবর্ণদণ্ডের আঘাতে দুন্দুভি বাজছে, শঙ্খ ও তূর্যের প্রবল ধ্বনি হচ্ছে। আমি রাজা নই—এই কথা ব'লে ভরত

---

(১) যে জরিপ করে। (২) ছুতর।

বাদকদের থামিয়ে দিলেন এবং শত্রুঘ্নকে বললেন, দেখ, কৈকেয়ীর আদেশে এরা এই অন্যায় কার্য করছে।

বশিষ্ঠ রাজসভায় প্রবেশ ক'রে কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হয়ে আজ্ঞা দিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি, ভরত-শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র প্রভৃতিকে শীঘ্র নিয়ে এস, বিলম্বে আমাদের বিপদ হ'তে পারে। সকলে উপস্থিত হ'লে রাজসভায় তুমুল কোলাহল হ'ল, প্রজারা ভরতকে দশরথের তুল্য সংবর্ধনা করলে। সেই বিম্বকজনপূর্ণ সভায় সমাগত প্রজাবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ভরতকে বললেন, বৎস, স্বর্গত রাজা দশরথ ধর্মবুদ্ধিতে তোমাকে এই ধনধান্যবতী সমৃদ্ধা পৃথিবী দিয়ে গেছেন, সত্যনিষ্ঠ রামও পিতার নির্দেশ পালন করেছেন। তুমি শীঘ্র অভিষিক্ত হয়ে পিতার ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কর।

রামকে স্মরণ ক'রে ভরত বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বললেন,

> কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্‌ রাজ্যাপহারকঃ।
> রাজ্যং চাহং চ রামস্য ধর্মং বক্তুমিহার্হসি॥ (৮২।১২)
> অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্যাং পাপমহং যদি।
> ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ॥
> যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
> ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥
> রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ।
> ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি॥ (৮২।১৪-১৬)

— দশরথের পুত্র কি ক'রে রাজ্যের অপহারক হবে? এই রাজ্য আর আমি রামেরই। আপনি ধর্মানুসারে কথা বলুন। যদি এই অনার্যোচিত নরকপ্রদ পাপকার্য করি তবে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের কুলাঙ্গার হব। আমার মাতা যে পাপ করেছেন তা আমার অভিলষিত নয়, বনদুর্গবাসী রামকে আমি এখান থেকেই কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করছি। নরশ্রেষ্ঠ রামই রাজা, তাঁরই অনুসরণ করব, তিনি ত্রিলোকেরও রাজা হবার যোগ্য।

রামের অনুরক্ত সভাসদ্‌গণ ভরতের কথায় আনন্দিত হয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। ভরত আরও বললেন, যদি রামকে বন থেকে আনতে না পারি তবে আমিও সেখানে বাস করব। তাঁকে ফেরাবার জন্য সকল উপায় অবলম্বন করতে হবে। এখন আমাদের যাত্রা করা উচিত। সুমন্ত্র, তুমি আমার আদেশে শীঘ্র যাত্রার আজ্ঞা দাও এবং সৈন্য সমাবেশ কর।

ভরতের আজ্ঞা সুমন্ত্র কর্তৃক ঘোষিত হ'লে সকলেই হৃষ্ট হ'ল, গৃহে গৃহে সৈনিকপত্নীরা স্বামীকে ত্বরা দিতে লাগল। অশ্ব গোশকট রথ ও সৈন্যগণকে নিয়ে সস্ত্রীক সেনাপতিগণ ভরতের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন ভরত বললেন, সুমন্ত্র, শীঘ্র আমার রথ প্রস্তুত কর।

২২। গুহ-সকাশে ভরত

[সর্গ ৮৩—৮৯]

প্রভাতকালে ভরত রথারোহণে যাত্রা করলেন। তাঁর অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ চললেন এবং পশ্চাতে অস্ত্রধারী বহু সৈন্য অশ্ব গজ ও রথে গেল। কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা আনন্দিতমনে উজ্জ্বল যানে যাত্রা করলেন। অযোধ্যার নাগরিকগণ রামকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে চলল। মণিকার কুম্ভকার তন্তুবায় অস্ত্রনির্মাতা প্রভৃতি অনেক-প্রকার শিল্পী নট-নটী এবং কৈবর্ত (১) গণ গোশকটে গেল। বেদবিৎ বহু ব্রাহ্মণও ভরতের অনুগমন করলেন।

বহুদূর গিয়ে ভরত গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হয়ে সেনাসন্নিবেশ করলেন। নিষাদরাজ গুহ তা দেখে তাঁর জ্ঞাতিবর্গকে বললেন, এই সৈন্যসমাবেশ সাগরের তুল্য, এর অন্ত পাচ্ছি না। যখন ওই রথের উপর প্রকাণ্ড কোবিদার (২) ধ্বজ দেখা যাচ্ছে, তখন দুর্বুদ্ধি ভরত স্বয়ং এসেছে, সে আমাদের বন্ধন বা বধ ক'রে রামকে হত্যা করবে। তোমরা বর্ম ধারণ ক'রে গঙ্গাতীরে থাক। বলবান দাস (৩) গণ নদী রক্ষা করুক। পঞ্চশত নৌকায় বহু কৈবর্তযুবক সতর্ক হয়ে থাকুক।

(১) মৎস্যজীবী। (২) কাঞ্চন গাছ। (৩) ধীবর জাতি বিশেষ।

ভরতকে যদি রামের অনুরক্ত দেখি তবেই তার সেনাকে নির্বিঘ্নে পার হ'তে দেব। এই কথা ব'লে গুহ মৎস্য-মাংস-মধু উপহার নিয়ে ভরতের কাছে গেলেন।

সুমন্ত্র ভরতকে বললেন, দেখ, রামের সখা নিষাদপতি গুহ আসছেন, এই বৃদ্ধ দণ্ডকারণ্যের সমস্ত সংবাদ রাখেন, রাম-লক্ষ্মণ কোথায় আছেন ইনি নিশ্চয় জানেন। ভরতের আহ্বানে গুহ তাঁর জ্ঞাতিগণের সঙ্গে এসে বললেন, এই দেশ তোমারই গৃহোদ্যান। আসবার আগে সংবাদ না দিয়ে আমাকে বঞ্চনা করেছ। আমার সমস্তই তোমাকে নিবেদন করছি, তুমি তোমার দাসের গৃহে বাস কর। ফল-মূল আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং বনজাত অন্য খাদ্য সংগৃহীত আছে, তোমরা আজ এখানে রাত্রিযাপন ক'রে কাল প্রভাতে যেয়ো।

ভরত উত্তর দিলেন, সখা, তুমি যে আমার সেনার আতিথ্য করতে চাচ্ছ তাতেই আমি সৎকৃত হয়েছি। এখন আমাকে ভরদ্বাজ-আশ্রমের পথ ব'লে দাও। গুহ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, রাজপুত্র, আমার অনুচরদের সঙ্গে আমি স্বয়ং তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

> কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
> ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ (৮৫।৭)

— অক্লিষ্টকর্মা (১) রামের প্রতি কোনও দুষ্ট অভিসন্ধিতে যাচ্ছ না তো? তোমার এই বিপুল সেনা দেখে আমার শঙ্কা হচ্ছে।

ভরত বললেন, তোমার শঙ্কিত হওয়া অনুচিত, রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য, তাঁকে আমি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। ভরতের কথায় অতিশয় আনন্দিত হয়ে গুহ বললেন,

> ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
> অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ (৮৫।১২)

---

(১) যার কর্ম মালিন্যরহিত।

--- তুমি ধন্য, ভূতলে তোমার তুল্য কাকেও দেখি না। বিনা চেষ্টায় যে রাজ্য হস্তগত হয়েছে তা তুমি ত্যাগ করতে চাচ্ছ।

সসৈন্য ভরত নিষাদরাজের অতিথি হয়ে সেই রাত্রি যাপন করলেন। রামের চিন্তায় তাঁকে বিষণ্ণ দেখে গুহ তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং শৃঙ্গবেরপুরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের অবস্থানের বৃত্তান্ত বললেন।

প্রভাতকালে গুহের আজ্ঞায় নিষাদরা বহু নৌকা নিয়ে এল। তার মধ্যে কতকগুলি স্বস্তিকা নামক অলংকৃত নৌকা ছিল, সেগুলি মহাঘণ্টা ও পতাকায় শোভিত এবং অনেক ক্ষেপণীযুক্ত। একটি স্বস্তিকায় মঙ্গলবাদ্য বাজছিল এবং পাণ্ডুবর্ণ কম্বলের আস্তরণ ছিল। বশিষ্ঠাদি, ভরত-শত্রুঘ্ন এবং রাজমহিষীগণ তাতে আরোহণ করলেন। অন্যান্য নৌকায় শকট অশ্ব পণ্যসামগ্রী প্রভৃতি তোলা হ'ল। যাত্রার পূর্বে সৈন্যগণ তাদের বাসগৃহ জ্বালিয়ে দিলে। যাত্রীদের পরপারে নামিয়ে দাস-নাবিকরা নৌকাচালনার বিচিত্র কৌশল দেখাতে লাগল। ধ্বজপতাকা নিয়ে হস্তীরা সন্তরণ ক'রে পার হ'ল। সৈন্যরা নৌকায়, ভেলায়, কলস অবলম্বনে বা কেবল বাহুদ্বারা সাঁতার দিয়ে পরপারে গেল। সূর্যোদয়ের পর তৃতীয় মুহূর্তে (১) ভরতের বাহিনী প্রয়াগে উপস্থিত হ'ল।

২৩। ভরদ্বাজের আতিথ্য

[সর্গ ৯০—৯২]

সৈন্যদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে ভরত নিরস্ত্র হয়ে ক্ষৌমবাস প'রে মন্ত্রীদের সঙ্গে পদব্রজে চললেন। এক ক্রোশ গিয়ে তিনি ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং মন্ত্রিগণকে পশ্চাতে রেখে বশিষ্ঠকে পুরোবর্তী ক'রে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ভরদ্বাজ পাদ্য অর্ঘ্য ও ফল দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করলেন। কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন, তুমি তো রাজ্যশাসন করছিলে, এখন এখানে আসবার

---

(১) মুহূর্ত = ২ দণ্ড = ৪৮ মিনিট।

কারণ কি? আমার ভাল মনে হচ্ছে না। পত্নীর কথায় দশরথ যাঁকে বনে পাঠিয়েছেন সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার অভিপ্রায়ে তুমি কি কোনও পাপকার্য করতে এসেছ?

ভরত অতিশয় ব্যথিত হয়ে বললেন, ভগবান, আপনও যদি আমাকে এমন মনে করেন তবে আমার মরণই ভাল। আমার মাতা যা করেছেন তা আমার অভিপ্রেত নয়, আমি রামকে প্রসন্ন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, তিনি এখন কোথায় আছেন আমাকে বলুন।

ভরদ্বাজ প্রীত হয়ে বললেন, তোমার চরিত্র রঘুবংশীয়গণের যোগ্য তা আমি জানি, কেবল তোমার সংকল্প দৃঢ় করবার জন্য প্রশ্ন করেছিলাম। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ চিত্রকূটে বাস করছেন। তোমরা কাল সেখানে যেয়ো, আজ আমার অতিথি হও। ভরত বললেন, বনে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে তো আপনি আতিথ্য করেছেন। ভরদ্বাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন, তুমি যৎকিঞ্চিৎ পেয়ে তুষ্ট হও তা জানি, তোমার সৈন্যাদিগকে আমি খাওয়াতে ইচ্ছা করি। তাদের দূরে রেখে এসেছ কেন? ভরত বললেন, রাজাই হ'ন রাজপুত্রই হ'ন, তপস্বীদের আশ্রম সযত্নে পরিহার করা কর্তব্য। আমার সঙ্গে অশ্ব-গজ সহ যে বিপুল সেনা এসেছে তারা পাছে আশ্রমের বৃক্ষ জল ও ভূমি নষ্ট করে সেই ভয়ে তাদের পশ্চাতে রেখে এসেছি। ভরদ্বাজ বললেন, তুমি তোমার সেনা এখানে আনাও।

ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ করলেন এবং আচমন ও ওষ্ঠমার্জন ক'রে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন —

আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং ত্বষ্টারমেবচ।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্॥ (৯১।১৩)

— ত্বষ্টা (১) বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করছি, আমি আতিথ্য করতে চাই, তিনি তার আয়োজন করুন।

অনুরূপ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ইন্দ্রাদি তিন লোকপাল, নদীসমুদায়, গন্ধর্ব, অপ্সরা, উত্তরকুরুস্থিত দিব্য বন প্রভৃতিকে আহ্বান করলেন। তখন

(১) তক্ষণকার্যে বিশারদ। বিশ্বকর্মার এক নাম।

দেবতারা উপস্থিত হ'লেন, মৃদু সমীরণ বইতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, অপ্সরা ও গন্ধর্বদের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বিশ্বকর্মার কার্য দেখলেন— দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পঞ্চ যোজন সভাভূমি নির্মিত হয়েছে, তা ফলযুক্ত নানা বৃক্ষে সুশোভিত। নদী প্রবাহিত হচ্ছে, বহু প্রাসাদ এবং গজবাজিশালা প্রস্তুত হয়েছে। উত্তম শয্যা, আসন, বস্ত্র, নানাপ্রকার ভোজ্য এবং ধৌত নির্মল ভোজনপাত্র সজ্জিত হয়েছে। ভরদ্বাজের অনুমতি নিয়ে পুরোহিত ও মন্ত্রীদের সঙ্গে ভরত সেই সভায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে যে রাজসিংহাসন ছিল, রামের উদ্দেশে তার পূজা ক'রে চামরহস্তে সচিবের আসনে বসলেন।

এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে সে উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক'রে বলতে লাগল,

সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সং চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছসি॥ (৯১।৫২)

— সুরাপায়িগণ সুরা পান কর, বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংসে যা ইচ্ছা হয় খাও।

এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক'রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে,

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্॥ (৯১।৫৯)

— আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ'ক, রাম সুখে থাকুন।

যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ'ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল—

স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে শুভ্র অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ক সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, স্থালীতে পক্ক উত্তপ্ত মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দধি-দুগ্ধ-পূর্ণ অসংখ্য কলস, স্নান ও দন্তমার্জনের উপকরণ, দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা, শয্যা প্রভৃতি। ভরতের সৈন্যরা মদ্যপানে মত্ত হয়ে নন্দনকাননে দেবগণের ন্যায় রাত্রি যাপন করলে। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।

প্রভাতকালে ভরদ্বাজকে অভিবাদন ক'রে ভরত বললেন, ভগবান, আমি সমগ্র সৈন্যদল ও বাহনগণ সহ আপনার আশ্রমে সুখে বাস করেছি, আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে। এখন রামের কাছে যেতে চাই, আপনি পথ বলে দিন। ভরদ্বাজ বললেন, এখান থেকে আড়াই যোজন দূরে অরণ্যমধ্যে চিত্রকূট গিরি আছে, তার উত্তর পার্শ্বে মন্দাকিনী (১) নদী। তারই নিকটে তোমার দুই ভ্রাতা পর্ণকুটীরে বাস করছেন। তুমি সসৈন্যে দক্ষিণ দিকের মার্গে কিছুদূর গিয়ে বামপার্শ্বস্থ দক্ষিণাভিমুখ পথে যাও।

যাত্রার পূর্বে রাজমহিষীগণ প্রণাম করতে এলে ভরদ্বাজ তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ভরত বললেন, ভগবান, যাঁকে শোকে ও অনশনে জীর্ণা দেখছেন তিনি পিতার প্রধানা মহিষী রামজননী কৌশল্যা। এঁর বাম হস্ত অবলম্বন ক'রে দুঃখার্তা হয়ে যিনি গলিত-কুসুম কর্ণিকার-শাখার ন্যায় রয়েছেন, তিনি মধ্যমা মহিষী লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-জননী সুমিত্রা। আর ইনি আমার মাতা, আর্যারূপিণী অনার্যা গর্বিতা নিষ্ঠুরা ঐশ্বর্যকামা কৈকেয়ী, যাঁর জন্য রাজা দশরথ পুত্রবিরহ-শোকে স্বর্গে গেছেন। ভরদ্বাজ বললেন, ভরত, তোমার মাতার দোষ দিও না, রামের নির্বাসনের ফলে দেব দানব ও ঋষিগণের মঙ্গল হবে।

ভরদ্বাজকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে ভরত সদলবলে আশ্রম থেকে প্রস্থান করলেন।

---

(১) এই মন্দাকিনী গঙ্গা নয়।

২৪। চিত্রকূটে ভরত

[সর্গ ৯৩—৯৯]

বহুদূর গিয়ে ভরত বললেন, চিত্রকূটের যে বর্ণনা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে আমরা এখন সেখানেই উপস্থিত হয়েছি। ওই চিত্রকূট পর্বত ও মন্দাকিনী নদী, দূরে নীল মেঘের ন্যায় বন। এখানে কিন্নরগণ বাস করে, তাদের অশ্ব চারিদিকে দেখা যাচ্ছে, মৃগসকল তাড়িত হয়ে দ্রুত-বেগে ধাবমান হচ্ছে। ওইসকল ফলক(১)ধারী বনচর দাক্ষিণাপথবাসীর ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ পরেছে।

ভরতের আদেশে শস্ত্রপাণি সৈনিকগণ চতুর্দিকে অনুসন্ধান ক'রে জানালে যে এক স্থানে ধূম দেখা যাচ্ছে। ওখানে রামের আবাস এই অনুমান ক'রে সুমন্ত্র ও ধৃতি নামক অমাত্যের সঙ্গে ভরত ধূম লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হলেন।

আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাম সীতাকে চিত্রকূট প্রদেশের নানা নিসর্গশোভা দেখাচ্ছিলেন। সহসা দূর থেকে সৈন্যগণের কোলাহল শুনে এবং ধূলি দেখে তিনি লক্ষ্মণকে কারণ অনুসন্ধান করতে বললেন। লক্ষ্মণ এক শালবৃক্ষে চ'ড়ে বিশাল সৈন্যদল দেখতে পেয়ে বললেন, আর্য, আমাদের আশ্রমে অগ্নি নির্বাপিত করুন, সীতা গুহে যান, আপনি বর্ম ও ধনুর্বাণ ধারণ করুন। কৈকেয়ীপুত্র ভরত নিষ্কণ্টক হবার জন্য আমাদের হত্যা করতে এসেছে। পূর্বে যে অপকার করেছে তাকে বধ করলে অধর্ম হবে না, আজ আমি যুদ্ধে ভরতকে সসৈন্যে বধ করব, মন্থরার সঙ্গে কৈকেয়ীকেও বধ করব, আজ মেদিনী মহাকলুষ থেকে মুক্ত হবেন।

লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে রাম বললেন, ভরত যদি স্বয়ং এসে থাকে তবে আমাদের অস্ত্রে প্রয়োজন কি। ভ্রাতৃবৎসল ভরত নিশ্চয় অযোধ্যায় ফিরে এসে নির্বাসনসংবাদে আকুল হয়ে আমাদের দেখতে এসেছে। তুমি ভরতকে নিষ্ঠুর কথা ব'লো না, সে কথা আমাকেই বলা হবে।

(১) ঢাল।

কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ॥
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্ বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে॥ (৯৭।১৬-১৮)

— সৌমিত্রি, আপৎকালে পুত্রেরা পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি ক'রে হত্যা করে? যদি রাজ্যের নিমিত্ত এইরূপ ব'লে থাক তবে দেখা হ'লে আমিই ভরতকে বলব — লক্ষ্মণকে রাজ্য দাও। আমি এই কথা বললে সে অবশ্যই শুনবে।

লক্ষ্মণ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে যেন নিজ গাত্রের মধ্যেই প্রবিষ্ট হলেন। তিনি বললেন, মনে হয় পিতা স্বয়ং আপনাকে দেখতে এসেছেন। রাম উত্তর দিলেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু সৈন্যদলের সম্মুখে শত্রুঞ্জয় নামে পিতার যে বৃহৎ বৃদ্ধ হস্তী রয়েছে তাতে তাঁর বিখ্যাত শ্বেতবর্ণ রাজচ্ছত্র দেখছি না, সেজন্য সংশয় হচ্ছে। তুমি এখন বৃক্ষ থেকে নেমে এস।

ভরত শত্রুঘ্নকে বললেন, তুমি তোমার অনুচর ও নিষাদগণকে নিয়ে সর্বত্র অন্বেষণ কর। গুহ তাঁর ধনুর্ধারী জ্ঞাতিদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের অনুসন্ধান করুন। বশিষ্ঠ, অমাত্য, ব্রাহ্মণগণ ও পৌরজনের সঙ্গে আমি পদব্রজে যাচ্ছি। আমার মাতৃগণও সঙ্গে আসুন। যতক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ ও বৈদেহীকে না দেখছি ততক্ষণ আমার শান্তি হবে না।

কিছুদূর গিয়ে ভরত এক মনোরম বৃহৎ পর্ণশালার নিকটে এলেন। দেখলেন, তার ভিতরে স্বর্ণপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুতুল্য বিশাল কার্মুক, দীপ্তমুখ-শর-পূর্ণ তূণীর, স্বর্ণময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দুতে চিত্রিত চর্ম (১) প্রভৃতি রয়েছে। আবাসমধ্যে এক বৃহৎ বেদী আছে, তার উত্তরপূর্ব ভাগ ক্রমনিম্ন, তাতে অগ্নি রয়েছে। সেই কুটীরে তৃণাচ্ছাদিত পীঠে জটা-বল্কলধারী চীর-বল্কল-কৃষ্ণাজিন-পরিহিত পুণ্ডরীকাক্ষ মহাবাহু রাম

(১) ঢাল।

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে উপবিষ্ট রয়েছেন। ভরত ব্যাকুল হয়ে ধাবমান হলেন এবং বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বললেন, প্রজারা যাকে রাজসভায় উপাসনা করতে চায় আমার সেই অগ্রজ এখন বন্য মৃগের সঙ্গে বাস করছেন। মহার্ঘ চন্দনে যে অঙ্গ চর্চিত হ'ত এখন তা মলিন হয়েছে। আমার জন্যই রাম দুঃখ পেয়েছেন, আমার এই লোকনিন্দিত জীবনে ধিক। এইরূপ বিলাপ ক'রে ভরত অস্ফুট স্বরে 'আর্য' ব'লে রামের চরণে পতিত হলেন। ভরত-শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করে রাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

২৫। রাম-ভরত-মিলন

[সর্গ ১০০—১০৪]

জটাচীরধারী বিবর্ণ কৃষ্ণকায় ভরতকে তুলে নিয়ে ক্রোড়ে বসিয়ে রাম বললেন, বৎস, তুমি বনে এলে কেন, পিতার কি হয়েছে? তিনি জীবিত থাকতে তোমার এখানে আসা উচিত নয়।

রাম অযোধ্যার সমস্ত সংবাদ জানতে চাইলেন। ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আর্য, আমার জননীর প্ররোচনায় পিতা দুষ্কর কর্ম ক'রে পুত্র-শোকে পীড়িত হয়ে স্বর্গে গেছেন। কৈকেয়ী রাজ্যফল পেলেন না, এখন পতিহীনা শোকার্তা হয়ে ঘোর নরকে পতিত হবেন। এইসকল প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার কাছে এসেছেন, আপনি প্রসন্ন হয়ে রাজপদে অভিষিক্ত হ'ন।

রাম বললেন, আমি সদ্‌বংশজাত এবং তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত পাপাচরণ করতে পারি না। তোমার কিছুমাত্র দোষ নেই, তোমার জননী অজ্ঞানবশে যা করেছেন তার জন্য তাঁর নিন্দা ক'রো না। পিতা তোমাকে যা দিয়ে গেছেন তা তুমি ভোগ কর।

দশরথের মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনে রাম সীতা লক্ষ্মণ কাতর হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। সুমন্ত্র রামকে মন্দাকিনীর তীরে নিয়ে গেলেন। রাম জলে অবতরণ ক'রে দক্ষিণাস্য হয়ে অঞ্জলিপূর্ণ জল নিয়ে সরোদনে বললেন, পিতৃলোকগত হে রাজশার্দূল, আমার প্রদত্ত এই নির্মল জলে

তৃপ্তিলাভ করুন। তার পর তিনি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তীরে উঠে এসে কুশের উপরে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদীপিণ্ড রেখে বললেন, মহারাজ, প্রীত হয়ে এই পিণ্ড ভোজন করুন। এই বস্তুই এখন আমাদের আহার্য, সেজন্য আপনাকেও নিবেদন করছি। তর্পণ ও পিণ্ডদান শেষ ক'রে সীতা ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে রাম তাঁর কুটীরে ফিরে এলেন।

রাজমহিষীগণ বশিষ্ঠের সঙ্গে রামের আশ্রমে আসছিলেন। মন্দাকিনীতীরে জলে নামবার ঘাট দেখে কৌশল্যা বললেন, সুমিত্রা, তোমার পুত্র এখান থেকেই রামের জন্য নিত্য জল নিয়ে যান। এই দেখ, এখানে রাম পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দিয়েছেন। যিনি চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত মহী ভোগ ক'রে গেছেন তিনি কি ক'রে ইঙ্গুদীপিণ্ড ভোজন করবেন?

মহিষীরা কুটীরে এসে রামকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁদের প্রণাম করলেন। সাশ্রুনয়না সীতাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন ক'রে কৌশল্যা বললেন, হায়, বিদেহরাজকন্যা দশরথের পুত্রবধূ রামের পত্নী এই বিজন বনে কি ক'রে দুঃখভোগ করছেন! বৈদেহী, তোমার মুখ আতপশুষ্ক পদ্মের ন্যায়, ধূলিমলিন কাঞ্চনের ন্যায়, মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায়, তা দেখে আমি শোকে দগ্ধ হচ্ছি।

বশিষ্ঠকে প্রণাম ক'রে রাম তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট হলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, এবং মুখ্য পৌরগণের সঙ্গে ভরতাদি তিন ভ্রাতা রামের পশ্চাতে বসলেন। ভরত এখন রামকে কি বলবেন তা শোনবার জন্য সকলেই উৎসুক হলেন।

২৬। রাম-ভরত-জাবালি-বশিষ্ঠ-সংবাদ

[সর্গ ১০৫—১১১]

ভরত রামকে বললেন, আমার মাতাকে তুষ্ট করবার জন্য পিতা যে রাজ্য আমাকে দিয়েছিলেন তা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে জলপ্রবাহে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্য আপনি ভিন্ন

কে রক্ষা করবে? গর্দভের গতি অশ্বের তুল্য নয়, পক্ষীর গতি গরুড়ের তুল্য নয়; সেইরূপ আমারও শক্তি নেই যে আপনার অনুকরণ করি। কেউ যদি একটি বৃক্ষ রোপণ ক'রে তাকে সযত্নে বর্ধিত করে, এবং কাল-ক্রমে সেই বৃক্ষ অত্যুচ্চ মহাদ্রুমে পরিণত ও পুষ্পিত হয়েও ফলপ্রসব না করে, তবে যার জন্য বৃক্ষরোপণ হয়েছিল তার প্রীতি হয় না। মহাবাহু, এই উপমা আপনার বোঝা উচিত। আপনি আমাদের ভর্তা, আমরা ভৃত্য, আমাদের শাসন করুন, তাতে রাজ্যের সকলেই আনন্দিত হবে।

ভরতের কথা শুনে সকলে সাধুবাদ করলেন। রাম বললেন, তুমি শোক ত্যাগ ক'রে অযোধ্যায় যাও, পিতা তোমাকে যাতে নিযুক্ত করেছেন সেই কর্ম কর, আমিও পিতৃনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করব। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা আমাদের উচিত নয়।

ভরত বললেন, পৃথিবীতে আপনার তুল্য কে আছে, দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করে না, সুখ হৃষ্ট করে না। জীবন ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ, আপনার কাছে সমান। রাজা দশরথ আমাদের গুরু, পিতা, বন্ধু এবং দেবতা, সেজন্য এই সভায় তাঁর নিন্দা করব না। প্রবাদ আছে, অন্তিম কালে লোকে মোহগ্রস্ত হয়। রাজা যা করেছেন তাতে এই প্রবাদ সত্য হয়েছে। মোহবশে পিতা যে অন্যায় করেছেন আপনি তার প্রতিকার করুন। আমি হীনবুদ্ধি, বয়সে কনিষ্ঠ, আপনি থাকতে আমি কি ক'রে রাজ্যপালন করব? আপনি রাজ্য গ্রহণ ক'রে সকলকে তুষ্ট করুন।—

> আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
> অদ্য তত্রভবন্তং চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ॥
> শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
> বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ॥ (১০৬।৩০-৩১)

— পুরুষশ্রেষ্ঠ, আজ আমার মাতার অপবাদ ক্ষালন করুন, পূজনীয় পিতাকে পাপ থেকে রক্ষা করুন। আমি নতমস্তকে প্রার্থনা করছি, মহেশ্বর যেমন সর্বভূতকে করুণা করেন সেরূপ আপনি আমার এবং বান্ধবগণের প্রতি করুণা করুন।

রাম বললেন, তোমার কথা নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের পুত্রের উপযুক্ত। কিন্তু তোমার মাতাকে মহারাজ দুই বর দিয়ে গেছেন, তাঁর সত্যরক্ষার নিমিত্ত আমি সীতা আর লক্ষ্মণের সংগে বনে বাস করছি, তোমারও রাজ্য গ্রহণ করা উচিত। আমার প্রীতির নিমিত্ত তুমি পিতাকে ঋণমুক্ত কর, মাতাকেও অভিনন্দন কর।—

> ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
> বন্যানামহমপি রাজরাণ্ মৃগাণাম্।
> গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ
> সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে॥ (১০৭।১৭)

— ভরত, তুমি স্বয়ং মানুষের রাজা হও, আর আমি বন্য মৃগদের রাজাধিরাজ হই। তুমি আজ প্রফুল্লমনে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় যাও, আমিও হৃষ্টচিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।

অনন্তর ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি রামকে এই ধর্মবিরুদ্ধ উপদেশ দিলেন—রাঘব, অশিক্ষিত জনের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন নিরর্থক না হয়। কে কার বন্ধু, কে কার কাছ থেকে কিছু পায়? জীব একাকী জন্মায়, একাকী মরে, অতএব মাতা-পিতার প্রতি যে আসক্ত হয় সে উন্মত্ত। পিতৃরাজ্য ত্যাগ ক'রে দুঃখময় অরণ্যে বাস করা তোমার উচিত নয়। তুমি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজভোগ উপভোগ কর। দশরথ তোমার কেউ নন, তুমিও তাঁর কেউ নও। দশরথ যেখানে যাবার সেখানে গেছেন, তুমি কিন্তু বৃথা বিনষ্ট হচ্ছ। প্রয়োজনীয় বিষয়ে যারা ধর্মপরায়ণ হ'তে যায় তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, তারা ইহলোকে কষ্ট পায়, মরণান্তেও বিনাশ পায়। পিতৃশ্রাদ্ধে কেবল অন্নের নাশ হয়, মৃত ব্যক্তি কখনও আহার করতে পারে? চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে— যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর, ত্যাগ কর, ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই বুদ্ধি হ'ক যে পরলোক নেই। যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদ্‌যোগী হও, যা পরোক্ষ তা পরিহার কর। তুমি সর্বসম্মত সদ্‌যুক্তি অনুসারে ভরতের সমর্পিত রাজ্য গ্রহণ কর।

রাম বললেন, আপনি আমার প্রিয়কামনায় যা বলেন তা কর্তব্যবৎ বোধ হলেও অকর্তব্য। আমি যদি এই অধর্ম্য কার্য করি তবে আমি লোকনিন্দিত ও স্বর্গভ্রষ্ট হব। সত্যই সকল ধর্মের মূল, সত্যই ঈশ্বর, দান-যজ্ঞ-তপস্যার প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। আমি পিতার নিকট যে সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছি তা ভঙ্গ করতে পারি না। আপনার তুল্য বেদবিরোধী নাস্তিককে যাজকত্বে নিয়োগ করা পিতার অন্যায় হয়েছিল। বৌদ্ধ ও চোর যেমন, নাস্তিকও তেমন।

রামের ভর্ৎসনা শুনে জাবালি সবিনয়ে বললেন,

> ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
> ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
> সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
> ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ॥
> স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ-
> র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।
> নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
> প্রসাদনার্থং চ ময়ৈতদীরিতম্॥ (১০৯।৩৮-৩৯)

— আমি নাস্তিকের বাক্য বলছি না, আমি নাস্তিক নই; পরলোকাদি কিছু নেই এমনও নয়। আমি সময় বুঝে আস্তিক বা নাস্তিক হই। তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করবার সময় উপস্থিত হয়েছে সেজন্য আমি নাস্তিক বাক্য বলেছি। আবার এখন তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য অন্যরূপ বলছি।

রামকে ক্রুদ্ধ দেখে বশিষ্ঠ বলেন, লোকের পরলোকগতি এবং পুনর্জন্মের বিষয় জাবালি ভালই জানেন, কেবল তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য ওই সকল কথা বলেছেন। এখন আমি লোকোৎপত্তির কথা বলছি শোন। বশিষ্ঠ সলিলময় পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বান্-মনু প্রভৃতি ক্রমে সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশ কীর্তন করলেন এবং পরিশেষে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হয়ে থাকেন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অভিষেক হয় না, তুমি এই কুলধর্ম নষ্ট

করো না। আমি তোমার পিতার এবং তোমার আচার্য, আমার কথা রাখলে তোমার সদ্‌গতি হবে।

রাম বললেন, পুত্রের লালনপালনের জন্য মাতা-পিতা যা করেন তার প্রতিদান অতি দুরূহ। আমার পিতা দশরথ যা আজ্ঞা করেছেন তা আমি মিথ্যা হ'তে দেব না।

ভরত তখন ভূমিতে কুশ বিছিয়ে ব'সে পড়লেন। রাম বললেন, বৎস, আমি এমন কি করেছি যার জন্য তুমি প্রত্যুপবেশন (১) করছ? এই কার্য-ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিহিত, ক্ষত্রিয় করতে পারে না। সমবেত সমস্ত লোককে সম্বোধন ক'রে ভরত বললেন, তোমরা কিছুই বলছ না কেন? পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজারা উত্তর দিলে, আপনি রামকে যা বলেছেন তা ন্যায্য, আর রাম যে পিতৃসত্য রক্ষা করবেন তাও ন্যায্য; এজন্য আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। রাম বললেন, ভরত, এইসকল ধর্মজ্ঞ সুহৃদ্‌গণের অভিমত তো শুনলে, এখন বিচার ক'রে নিজ কর্তব্য স্থির কর।

ভরত কুশশয্যা থেকে উঠে জলস্পর্শ ক'রে বললেন, মন্ত্রিগণ ও সভাস্থ সকলে শুনুন, আমি পিতৃরাজ্য চাই নি, মাতাকেও পরামর্শ দিই নি, পরমধর্মজ্ঞ রামের সংকল্পও জানতাম না। ইনি যদি নিতান্তই পিতৃসত্য রক্ষা করতে চান তবে আমিই এঁর প্রতিনিধি হয়ে চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করব।

ভরতের কথায় বিস্মিত হয়ে রাম সকলের দিকে চেয়ে বললেন, জীবিত থাকতে পিতা যা ক্রয়-বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ন্যস্ত করেছেন তার অন্যথা করা আমার বা ভরতের সাধ্য নয়, একারণে বনবাসের নিমিত্ত প্রতিনিধি-নিয়োগ হ'তে পারে না। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা যুক্তিসংগত, পিতা যা করেছেন তাও সৎকার্য। ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল, গুরুজনের মানরক্ষক। আমি বন থেকে ফিরে গিয়ে ভ্রাতার সঙ্গেই

(১) ধরনা দেওয়া।

রাজা হয়ে পৃথিবী ভোগ করব। আমি কৈকেয়ীর কথা রেখেছি, এখন ভরত পিতার প্রতিশ্রুতি পালন ক'রে তাঁকে ঋণমুক্ত করুন।

২৭। ভরতের প্রত্যাবর্তন

[সর্গ ১১২—১১৫]

দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ প্রচ্ছন্ন থেকে রাম-ভরতের মিলন দেখছিলেন। তাঁরা দুই ভ্রাতার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। রাবণের নিধন কামনা ক'রে তাঁরা ভরতকে বললেন, তুমি সৎকুলে জাত জ্ঞানী ও যশস্বী। পিতার মুখরক্ষার্থ রামের কথা তোমার শোনা উচিত। রাম পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হ'ন এই আমাদের ইচ্ছা। ইনি পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের ভার নিয়েছেন, সেজন্যই দশরথ কৈকেয়ীর কাছে অঋণী হয়ে স্বর্গে গেছেন। এই কথা ব'লে ঋষিগণ প্রস্থান করলেন।

শ্যামবর্ণ পদ্মপলাশলোচন রাম মত্ত হংসের ন্যায় কলকণ্ঠে বললেন, বৎস, তুমি পৃথিবী শাসন করতে সমর্থ, এখন অমাত্য সুহৃদ ও বুদ্ধিমান মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা অনুসারে রাজ্যপালন কর।—

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥ (১১২।১৮)

— চন্দ্রের শোভা অপনীত হ'তে পারে, হিমালয় হিম ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করতে পারব না।

ভরত বললেন, আর্য, আপনার হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় দিন, তারাই রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করবে। আমি জটাচীরধারী ফলমূলাশী হয়ে আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বর্ষ নগরের বাইরে বাস করব, সমস্ত রাজকার্য আপনার পাদুকাকে নিবেদন ক'রে সম্পাদন করব। চতুর্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হ'লে যদি আপনাকে না দেখি তবে হুতাশনে প্রবেশ করব।

ভরত-শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন ক'রে রাম বললেন, তাই হবে। আমার আর সীতার শপথ, তুমি মাতা কৈকেয়ীর উপর রুষ্ট থেকো না।

সেই অলংকৃত উজ্জ্বল পাদুকাদ্বয় এক উত্তম হস্তীর মস্তকে স্থাপন ক'রে ভরত রামকে প্রদক্ষিণ করলেন। গুরুজনকে প্রণাম ক'রে রাম মন্ত্রিগণ, প্রজাগণ ও ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় দিলেন। মাতৃগণ বাষ্পাকুল-কণ্ঠে কিছুই বলতে পারলেন না। রাম তাঁদের অভিবাদন ক'রে সরোদনে কুটীরে প্রবেশ করলেন।

ভরত সদলবলে যাত্রা করলেন এবং পথিমধ্যে ভরদ্বাজকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে শৃঙ্গবেরপুর হয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন।

ভরতের রথ স্নিগ্ধগম্ভীর রবে অযোধ্যায় প্রবেশ করলে। তিনি দেখলেন, বিড়াল ও পেচক বিচরণ করছে, সমস্ত গৃহদ্বার বদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন নিশার ন্যায় নগর নিষ্প্রভ হয়ে আছে। মাতৃগণকে রাজভবনে রেখে ভরত বশিষ্ঠাদিকে বললেন, আমি নন্দিগ্রামে বাস করব, রামের বিরহ সেইখানেই ভোগ করব এবং রাজ্য প্রত্যর্পণের নিমিত্ত প্রতীক্ষায় থাকব। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ অনুমোদন করলে ভরত রথারোহণে নন্দিগ্রামে যাত্রা করলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সঙ্গে গেলেন, বহু নগরবাসী ও সৈন্যও অনাহূত হয়ে গেল। রামের পাদুকা মস্তকে নিয়ে ভরত নন্দিগ্রামে উপস্থিত হলেন এবং প্রজাগণকে বললেন, তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর। এই রাজ্য রাম আমাকে ন্যাস রূপে দিয়েছেন, পাদুকা তাঁর প্রতিনিধি, তিনি ফিরে এলে তাঁর চরণে এই পাদুকা পরিয়ে রাজ্য সমর্পণ ক'রে আমি গতপাপ হব।

২৮। রামের চিত্রকূট-ত্যাগ — অত্রি-অনসূয়া

[সর্গ ১১৬—১১৯]

ভরত চ'লে যাবার পর রাম একদিন দেখলেন, যেসকল তপস্বী তাঁর কাছে চিত্রকূটে বাস করছিলেন তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন এবং তাঁকে নির্দেশ ক'রে পরস্পর সভয়ে কথা বলছেন। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের কুলপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আপনাদের অপ্রীতিকর কোনও

কার্য কি আমি করেছি? প্রমাদবশে লক্ষ্মণ কি কোনও অন্যায় করেছেন? আপনাদের সেবায় সীতার কি অবহেলা হয়েছে?

অতিশয় জরাগ্রস্ত একজন তপস্বী কম্পিতদেহে বললেন, বৎস, আমাদের সেবাকার্যে কল্যাণী সীতার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নি, তোমাদেরও অপরাধ নেই। রাবণের কনিষ্ঠ খর নামে এক রাক্ষস এখানে থাকে, সে জনস্থান (১) বাসী তপস্বীদের উপর উৎপীড়ন করছে, তোমার প্রতিও তার আক্রোশ আছে। সে আমাদের উপর অশুচি বস্তু নিক্ষেপ করে, দুর্বল তপস্বীদের হত্যা করে, যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করে। একারণে ঋষিগণ অন্যত্র যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। এখান থেকে অল্প দূরে অশ্ব-মুনির আশ্রম আছে, সেখানে প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়, আমরা সেখানে যাচ্ছি। তোমাদেরও সেখানে যাওয়া উচিত।

কুলপতির সঙ্গে ঋষিগণ প্রস্থান করলেন। রামের আর চিত্রকূটে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। তিনি এইরূপ ভাবতে লাগলেন—এখানে মাতৃগণ ও অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে ভরত এসেছিলেন, তাঁদের শোকের স্মৃতি আমার পক্ষে কষ্টকর। তা ছাড়া ভরতের শিবির-সন্নিবেশের ফলে অশ্ব ও হস্তীর মলে এই স্থান দূষিত হয়েছে। অতএব আমরা অন্যত্র যাব।

এইরূপ বিবেচনা ক'রে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম অত্রি মুনির আশ্রমে এলেন। ভগবান অত্রি তাঁদের পরম স্নেহে আতিথ্য করলেন এবং তাঁর পত্নী অনসূয়াকে বললেন, বৈদেহীকে গ্রহণ কর। অনন্তর তিনি রামকে নিজ পত্নীর সম্বন্ধে বললেন, বৎস, যখন দশ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে লোকে দগ্ধ হচ্ছিল তখন ইনি উগ্র তপস্যার প্রভাবে ফলমূল উৎপন্ন এবং জাহ্নবীকে প্রবাহিত ক'রে ঋষিদের তপোবিঘ্ন দূর করেছিলেন। এঁকে তোমার মাতার তুল্য জ্ঞান ক'রো।

অত্রির পত্নী অনসূয়া অতিশয় বৃদ্ধা, তাঁর শরীর বলিরেখান্বিত ও শিথিল, কেশ শুক্লবর্ণ, বায়ুপ্রবাহে কদলী তরুর ন্যায় তাঁর অঙ্গ সর্বদা কম্পিত হচ্ছে। সীতা প্রণাম করলে অনসূয়া বললেন, তোমার ধর্মজ্ঞান

(১) দণ্ডকারণ্যের অংশ, পঞ্চবটীর নিকট।

আছে, তুমি আত্মীয়স্বজন ও অভিমান ত্যাগ করে রামের সঙ্গে বনে এসেছ। স্বামী নগরবাসী বা বনবাসী, অনুকূল ও প্রতিকূল, যাই হ'ন, যে স্ত্রী তাঁকে প্রিয় জ্ঞান করে তারই অপবর্গ লাভ হয়।

সীতা উত্তর দিলেন, আর্যা, পতি যে নারীর গুরু তা আমার জানা আছে। আমার স্বামী যদি দুঃশীল ও নির্ধন হতেন তথাপি বিনা দ্বিধায় আমি তাঁর অনুগামিনী হতাম। যিনি গুণবান দয়ালু জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা, আমার প্রতি যাঁর অবিচল অনুরাগ, যিনি পিতৃমাতৃপ্রিয়, তাঁর সম্বন্ধে আর কথা কি। দশরথের সকল পত্নীকেই রাম কৌশল্যার তুল্য জ্ঞান করেন, যে নারীর প্রতি রাজা একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেছেন, রাম তাঁকেও মাতৃবৎ জ্ঞান করেন। এই ভয়াবহ বিজন বনে আসবার সময় আমার শ্বশ্রূ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বিবাহকালে অগ্নির সমক্ষে আমার জননী যা বলেছিলেন, সে সমস্তই আমার হৃদয়ে লিখিত আছে।

অনসূয়া হৃষ্ট হয়ে সীতার মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, আমি নিয়ম পালন করে বহু তপঃসঞ্চয় করেছি, সেই তপোবলে আমি তোমাকে বর দেব। তোমার প্রিয়কার্য কি করব বল। সীতা বললেন, আপনি তো তা করেছেন। অনসূয়া অধিকতর প্রীত হয়ে বললেন, সীতা, এই দিব্য বরমাল্য বস্ত্র আভরণ অঙ্গরাগ ও মহার্ঘ গন্ধানুলেপন তোমাকে দিচ্ছি, এ সমস্ত ধারণ করে স্বামীকে শ্রীমণ্ডিত কর, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুকে করেন। এইসকল দ্রব্য তোমারই যোগ্য, নিত্য উপভোগেও ম্লান হয় না।

সীতা সেইসকল দান গ্রহণ করে অনসূয়ার অনুরোধে নিজের জন্ম ও স্বয়ংবরের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। অনসূয়া তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, মধুরভাষিণী তুমি মনোহর কথা তোমার স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বললে। এখন সূর্য অস্তগত হয়েছেন, পক্ষীরা আহার অন্বেষণ থেকে ফিরে এসে নিদ্রার পূর্বে কলধ্বনি করছে। মুনিগণ জলপূর্ণ কলস নিয়ে সিক্তবল্কলে আসছেন। হোমাগ্নি থেকে কপোতের অঙ্গের তুল্য

অরুণবর্ণ (১) ধূম উঠছে। তপোবনের মৃগগণ বেদীর উপর শুয়েছে। নক্ষত্রভূষিতা নিশা উপস্থিত। এখন তুমি রামের কাছে যাও। আমার সমক্ষেই তুমি ভূষিত হও, দিব্যালংকারে শোভিত হয়ে আমাকে প্রীত কর।

সুরকন্যার ন্যায় রূপবতী সীতা বেশভূষায় শোভিত হয়ে অনসূয়াকে প্রণাম করে রামের কাছে গেলেন এবং বসন-আভরণ-মাল্যাদি দেখালেন। রাম-লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রীত হলেন।

ঋষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করে রাম প্রভাতে অন্য বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঋষিরা বললেন, রাঘব, এই মহারণ্যে নানারূপ নরখাদক রাক্ষস এবং রক্তপায়ী হিংস্র প্রাণী বাস করে। তুমি তাদের উপদ্রব নিবারণ করে তাপসগণকে ত্রাণ কর। মহর্ষিরা এই পথে ফল সংগ্রহ করতে যান, তুমি এই পথ দিয়ে দুর্গম অরণ্যে যেতে পারবে।

তপস্বীরা আশীর্বাদ করলেন। সূর্য যেমন মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করেন সেইরূপ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে যাত্রা করলেন।

---

(১) কৃষ্ণলোহিত।

অরণ্যকাণ্ড

১। দণ্ডকারণ্য — বিরাধ-বধ

[সর্গ ১—৪]

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ ক'রে রাম তপস্বীদের অনেক আশ্রম দেখতে পেলেন। সেই স্থান ব্রাহ্মী শ্রীর অধিষ্ঠান জন্য তেজোময় এবং বহু মৃগ-পক্ষীর আশ্রয়। ফলমূলাহারী চীর-অজিন-ধারী তেজস্বী ব্রহ্মজ্ঞ বৃদ্ধ মুনিগণ সেখানে বাস করেন। তাঁদের আশ্রম পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ ও বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহে শোভিত। যজ্ঞের নানা উপকরণ, কুশ-চীর মৃগচর্ম, জলকলস, ফলমূল প্রভৃতি সেখানে সঞ্চিত আছে এবং নিয়ত হোম ও বেদধ্বনি হচ্ছে। ধনু থেকে গুণ খুলে ফেলে রাম আশ্রমবাসী মহর্ষিদের নিকটে এলেন। তাঁরা প্রীতমনে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করলেন। রামের রূপ শ্রী সুকুমারতা ও সুবেশ দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন এবং অনিমিষনয়নে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর এক পর্ণশালায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের বসালেন এবং পরম আনন্দে ফল মূল পুষ্প জল উপহার দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন,

ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ॥
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যেব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব॥
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ।
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্‌বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ॥
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ॥ (১।১৮-২১)

— রাম, তুমি লোকের ধর্মরক্ষক, শরণ্য, যশস্বী, পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর রাজা ও গুরু। রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশ স্বরূপ এবং প্রজা রক্ষা করেন, একারণে তিনি উত্তম উপভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করেন এবং পূজিত হন। নগরে বা বনে যেখানেই থাক, তুমি আমাদের অধিপতি রাজা, আমরা তোমার অধিকারে বাস করছি, অতএব আমরা তোমার রক্ষণীয়। আমরা দণ্ডদানে বিমুখ, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়; সেজন্য গর্ভস্থ শিশুর তুল্য সর্বদা আমাদের রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।

এই কথা ব'লে তপস্বিগণ ফলপুষ্পাদি ও বনজাত আহার্য উপহার দিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের সংকার করলেন।

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে রাম মুনিগণের নিকট বিদায় নিয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সংগে অরণ্যমধ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে নানাপ্রকার মৃগ ভল্লুক ও ব্যাঘ্র বিচরণ করছে, বৃক্ষ লতা গুল্ম বিধ্বস্ত, জলাশয় সকল আবিল, ঝিল্লীর রব হচ্ছে, পক্ষীরা কলরব করছে। সেই ভয়ংকর স্থানে তাঁরা এক নরখাদক রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। সে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রকাণ্ড, তার কণ্ঠস্বর অতি উচ্চ, চক্ষু গভীর, মুখ বিস্তৃত, উদর বিকট। এই বীভৎস ঘোরদর্শন রাক্ষস বসা-রুধির-লিপ্ত ব্যাঘ্রচর্ম প'রে আছে এবং তিন সিংহ, চার ব্যাঘ্র, দুই বৃক (১), দশ হরিণ ও দন্তযুক্ত একটি বৃহৎ গজমুণ্ড লৌহশূলে বিঁধে ক'রে চিৎকার করছে। রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে দেখে সে ভীষণ শব্দে কৃতান্তের ন্যায় ধাবিত হ'ল এবং সহসা সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে স'রে গিয়ে বললে, ওরে জটাচীরধারী ক্ষীণজীবী, তোমরা দুজনে তপস্বীর বেশে সশস্ত্র হয়ে এক ভার্যার সংগে দণ্ডকারণ্যে পাপাচরণ করতে এসেছ কেন? আমি বিরাধ রাক্ষস, এই দুর্গম বনে সশস্ত্রে বিচরণ করি, নিত্য ঋষিমাংস খাই। এই বরারোহা নারী আমার ভার্যা হবে। আমি যুদ্ধ ক'রে তোমাদের রুধির পান করব।

রাক্ষসের গর্বিত বাক্য শুনে সীতা বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায়

(১) নেকড়ে বাঘ।

কাঁপতে লাগলেন। রাম শুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে বললেন, যিনি রাজা জনকের কন্যা ও আমার ভার্যা সেই সীতা বিরাধের ক্রোড়ে! লক্ষ্মণ, কৈকেয়ী কেবল পুত্রের জন্য রাজ্য চেয়েই তুষ্ট হন নি, আমাকেও বনে পাঠিয়েছেন। সেই দূরদর্শিনীর মনস্কামনা আজ সিদ্ধ হ'ল। বৈদেহীর পরপুরুষস্পর্শে যে দুঃখ পেয়েছি তা পিতার মৃত্যু ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও অধিক।

লক্ষ্মণ সজলনয়নে রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় প্রবল নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি ইন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ, তবে কেন অনাথের ন্যায় শোক করছেন? আমি শরাঘাতে এই রাক্ষসকে বধ করব। রাজ্যলোভী ভরতের উপর আমার যে ক্রোধ হয়েছিল তা বিরাধের প্রতি বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপ করব।

বিরাধ জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কে, কোথায় যাবে? রাম বললেন, আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়, এখন বনে এসেছি। তুমি কে? বিরাধ উত্তর দিলে, আমি যবের পুত্র, শতহ্রদা আমার মাতা। ব্রহ্মার বরে আমাকে কেউ অস্ত্রে ছেদন ক'রে মারতে পারবে না, অতএব তোমরা এই নারীর আশা ত্যাগ ক'রে শীঘ্র দূর হও।

রাম সাতটি তীক্ষ্ণ শর বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, সেই শর তার দেহ ভেদ-ক'রে শোণিতাক্ত হয়ে ভূমিতে পড়ল। বিরাধ তখন সীতাকে ত্যাগ ক'রে এক বিশাল শূল নিয়ে আক্রমণ করলে। রাম-লক্ষ্মণ শরবর্ষণ করতে লাগলেন। বিরাধ হেসে হাই তুললে, তখনই তার দেহ থেকে শর খ'সে গেল। রাম দুই শরে তার শূল ছেদন করলেন এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ নিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন বিরাধ রাম-লক্ষ্মণকে সবলে ধ'রে স্কন্ধে নিয়ে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলে। রাম বললেন, এই রাক্ষস আমাদের অভীষ্ট পথেই যাচ্ছে, অতএব একে যেতে দাও।

সীতা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, এখন ব্যাঘ্রভল্লুকাদি আমাকে খেয়ে ফেলবে। রাক্ষসোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে নিয়ে ওঁদের ছেড়ে দাও।

সীতার এই কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসের দুই বাহু ভেঙে ফেললেন। বজ্রে ভগ্ন পর্বতের ন্যায় বিরাধ মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল। রাম-লক্ষ্মণ তাকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত করতে লাগলেন। তথাপি সে মরল না দেখে রাম বললেন, এই রাক্ষস তপঃসিদ্ধ, অস্ত্রাঘাতে মরবে না, একে ভূমিতে প্রোথিত ক'রে মারতে হবে। এর শরীর হস্তীর তুল্য, তুমি একটি বৃহৎ গর্ত কর। লক্ষ্মণকে এই কথা ব'লে রাম পা দিয়ে বিরাধের গলা চেপে রইলেন।

তখন বিরাধ বললে, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মোহবশে তোমাকে চিনতে পারি নি, এখন বুঝেছি তুমি কৌশল্যার পুত্র রাম, ইনি মহাভাগা বৈদেহী, ইনি মহাযশা লক্ষ্মণ। আমি তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব, রম্ভার প্রতি আসক্তির জন্য আমি কর্তব্যকালে অনুপস্থিত ছিলাম, সেকারণে কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছি। আমি অনুনয় করলে কুবের বলেছিলেন, দাশরথি রাম তোমাকে বধ করলে নিজ রূপ ফিরে পেয়ে স্বর্গলাভ করবে। আজ আমি তোমার প্রসাদে শাপমুক্ত হয়েছি। এখান থেকে সার্ধ যোজন দূরে মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন, তুমি তাঁর কাছে যাও, তোমার মঙ্গল হবে। আমাকে গর্তে নিক্ষেপ কর, মৃত রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টির এই সনাতন রীতি।

লক্ষ্মণ গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বিরাধকে ফেললেন, সে মহাশব্দে বন নিনাদিত ক'রে প্রাণত্যাগ করলে।

২। শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষি

[সর্গ ৫—৮]

সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এই বন অত্যন্ত দুর্গম, আমরা এর পথ জানি না, অতএব মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে যাই চল।

শরভঙ্গের আশ্রমে এসে তাঁরা এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন। দেবরাজ ইন্দ্র হরিদ্‌বর্ণ-অশ্ব-যোজিত রথে ব'সে আছেন, সেই রথ ভূমি

স্পর্শ করছে না। অনেক দেবতা তাঁর সঙ্গে আছেন। তাঁর ছত্র শুভ্র মেঘ বা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়। তিনি মহর্ষি শরভঙ্গের সঙ্গে আলাপ করছেন, দুই বরনারী তাঁর মস্তকের উপর স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামর দোলাচ্ছে। রাম বললেন, লক্ষ্মণ, দেখ এই রথ কি আশ্চর্য দীপ্তিময় ও সুন্দর, আমরা পূর্বে ইন্দ্রের অশ্বের যে বর্ণনা শুনেছিলাম, এইসকল অন্তরীক্ষস্থ অশ্ব সেইপ্রকার। চারিদিকে যেসকল কুণ্ডলধারী খড়্গপাণি বিশালবক্ষা রক্তবসন যুবা রয়েছেন তাঁরা দেখতে পঁচিশ-বৎসর-বয়স্কের ন্যায়, দেবগণ চিরকাল এই বয়সেই থাকেন। রথের উপর যে দ্যুতিমান পুরুষ রয়েছেন তিনি কে আমি জেনে আসছি, ততক্ষণ বৈদেহীর কাছে থাক।

রাম আসছেন দেখে ইন্দ্র তাঁর সংগী দেবগণকে বললেন, রাম এখানে আসবার আগেই আমরা অন্যত্র যাই চল। এঁকে দুষ্কর কর্ম করতে হবে, যখন ইনি কৃতকার্য ও জয়ী হবেন তখন আমি এঁর সঙ্গে দেখা করব। এই কথা ব'লে ইন্দ্র শরভঙ্গকে অভিবাদন করে স্বর্গে চলে গেলেন।

শরভঙ্গ অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সেখানে গিয়ে তাঁর পাদবন্দনা করলেন। শরভঙ্গ তাঁদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করলেন। রাম ইন্দ্রের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শরভঙ্গ বললেন, আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মলোক অধিকার করেছি, ইন্দ্র আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তুমি শীঘ্র এখানে আসবে তা আমি জানতাম, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখে আমি ব্রহ্মলোকে যাব না। নরশ্রেষ্ঠ, আমি তপোবলে বহু লোক(১) অক্ষয় করেছি, তুমি আমার কাছ থেকে সেসব নাও।

রাম বললেন, মহামুনি, আমি স্বয়ং সর্বলোক আহরণ করব। আপনি ব'লে দিন এই বনে কোথায় আমাদের আবাসযোগ্য স্থান আছে। শরভঙ্গ বললেন, এখানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক মহাতেজা ধার্মিক ঋষি বাস

---

(১) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকে বাসের অধিকার।

করেন। তুমি মন্দাকিনীর স্রোতের বিপরীত দিকে গেলে তাঁর কাছে পেঁছিবে। বৎস, এখন তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, ভুজঙ্গ যেমন তার জীর্ণ ত্বক মোচন করে সেইরূপ আমি আমার দেহ ত্যাগ করব, তুমি তা দেখ। এই ব'লে শরভঙ্গ মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। তাঁর রোম, কেশ, জীর্ণ ত্বক, অস্থি, মাংস ও শোণিত ভস্ম হয়ে গেল, তিনি অনলসংকাশ কুমারের রূপ লাভ ক'রে অগ্নি থেকে উত্থিত হলেন এবং আহিতাগ্নি ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করলেন।

শরভঙ্গ স্বর্গে গেলে বৈখানস বালখিল্য সংপ্রক্ষাল প্রভৃতি বহু ঋষি রামের কাছে এসে বললেন, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান, পৃথিবীর রক্ষক, তোমার যশ ও বিক্রম ত্রিলোকে খ্যাত। আমরা প্রার্থী হ'য়ে তোমার কাছে যা বলছি তার জন্য ক্ষমা ক'রো। যে রাজা প্রজারক্ষা করেন না অথচ ষষ্ঠভাগ কর নেন তাঁর মহা অধর্ম হয়। যিনি প্রজাগণকে নিজ প্রাণের তুল্য বা প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য দেখেন তিনি চিরস্থায়ী কীর্তি ও ব্রহ্ম-লোক লাভ করেন। ফলমূলাহারী মুনিগণ যে পুণ্য অর্জন করেন তারও চতুর্থভাগ প্রজাপালক রাজার প্রাপ্য। এই অরণ্যে বহু বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁরা রাক্ষসের হস্তে নিহত হচ্ছেন, তুমি তাঁদের মৃতদেহ দেখতে পাবে। পম্পা ও মন্দাকিনীর তীরে এবং চিত্রকূটে রাক্ষসগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন করছে, আমরা আর সইতে পারছি না, সেজন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

রাম বললেন, আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন, আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছি, রাক্ষসরা যে উপদ্রব করছে তারও আমি প্রতিকার করব, তাতে আমার বনবাস সার্থক হবে। ঋষিদের এইরূপ আশ্বাস দিয়ে রাম তাঁদের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যাত্রা করলেন।

বহুদূর গিয়ে তাঁরা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সুতীক্ষ্ণ রামকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রঘুশ্রেষ্ঠ, তোমার আগমনে এই আশ্রম সনাথ হ'ল। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে চিত্রকূটে বাস করছিলে তা আমি শুনেছি। আমি পুণ্যবলে সর্বলোক জয় করেছি, দেবরাজ ইন্দ্র এখানে

এসেছিলেন, কিন্তু আমি তোমার প্রতীক্ষায় দেহত্যাগ ক'রে দেবলোকে যাই নি। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি আমার তপোলব্ধ লোকে বিহার কর, তাতেই আমার তৃপ্তি হবে। রাম বললেন, মহামুনি, আমি স্বয়ং এইসকল লোক অর্জন করব। এখন এই অরণ্যে আমার জন্য একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিন।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ হৃষ্ট হয়ে বললেন, তুমি আমারই আশ্রমে থাক, এখানে বহু ঋষি আছেন, ফলমূলও পাওয়া যায়। এখানে মৃগের দল আসে, তারা কারও হানি করে না, কেবল প্রলোভন দেখিয়ে নির্ভয়ে চ'লে যায়। এ ভিন্ন তাদের অন্য দোষ নেই। রাম বললেন, আমি যদি তীক্ষ্ণ শরে সেইসকল মৃগ বধ করি তবে আপনি কষ্ট পাবেন, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। এই আশ্রমে আমি দীর্ঘকাল বাস করতে পারব না।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রিযাপন ক'রে রাম প্রভাতকালে সীতার সঙ্গে পদ্মগন্ধী সুশীতল জলে স্নান এবং যথাবিধি হোম ও দেবপূজা করলেন। তার পর সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন ক'রে বললেন, ভগবান, এখানে সুখে রাত্রিবাস করেছি, এখন আমরা দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রমসমূহ দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি।—

> অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্যো নাতিবিরাজতে।
> অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জিতঃ॥
> তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ।
> ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ॥ (৮।৮-৯)

—নীচ লোকে অসৎ উপায়ে লক্ষ্মীলাভ করলে যেমন হয়, সূর্য সেইরূপ অসহ্য হবার আগেই আমরা যেতে ইচ্ছা করি। এই ব'লে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ মুনির চরণ বন্দনা করলেন।

রাম-লক্ষ্মণকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে সুতীক্ষ্ণ বললেন, তোমরা নির্বিঘ্নে যাত্রা কর, ঋষিদের আশ্রম এবং ফলপুষ্পসমন্বিত মৃগপক্ষিশোভিত কানন প্রভৃতি দেখে আবার এখানে ফিরে এস।

৩। সীতার অহিংসা—ইন্বল-বাতাপির কথা

[সর্গ ৯—১১]

সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে যাত্রাকালে সীতা মনোহর স্নিগ্ধ বাক্যে রামকে বললেন, মিথ্যাকথন পরদারগমন ও অকারণে রৌদ্রতা(১)—এই তিন কামজ ব্যসন থেকে লোকে অধর্মগ্রস্ত হয়। রাঘব, প্রথম দুই দোষ তোমার পূর্বেও ছিল না পরেও হবে না, কিন্তু তৃতীয় ব্যসন এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। ঋষিদের রক্ষার নিমিত্ত তুমি রাক্ষসবধের অংগীকার করেছ সেজন্য আমার মন চিন্তাকুল হয়েছে। পুরাকালে এক পবিত্রস্বভাব ঋষি শান্তিময় বনে তপস্যা করতেন। ইন্দ্র তাঁর তপস্যার বিঘ্ন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এক খড়্গ গচ্ছিত রেখে যান। ন্যস্ত বস্তু পাছে অপহৃত হয় এই আশঙ্কায় তপস্বী সর্বদা সেই খড়্গ সংগে রাখতেন। খড়্গের সংসর্গে ক্রমশ তাঁর স্বভাব হিংস্র হয়ে উঠল, অবশেষে তিনি নরকে গেলেন।—

> ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
> সমীপতঃ স্থিতং তেজো বলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্॥ (৯।১৫)
> ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
> ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্॥
> ক চ শস্ত্রং ক চ বনং ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক চ।
> ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মস্তু পূজ্যতাম্॥
> কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
> পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥ (৯।২৬-২৮)
> নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।
> সর্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যমপি তত্ত্বতঃ॥ (৯।৩২)

—ক্ষত্রিয়ের ধনু এবং অগ্নির ইন্ধন, সমীপবর্তী হ'লেই তেজের অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। ক্ষত্রিয় বীরগণের এইমাত্র কর্তব্য—বনবাসী তপস্বিগণ বিপন্ন হ'লে তাঁদের রক্ষা করা। কোথায় অস্ত্র আর ক্ষাত্র ধর্ম, কোথায়

---

(১) ক্রোধ ও হিংস্রতা।

বন আর তপস্যা! পরস্পরবিরোধী বিষয়ে আমাদের লিপ্ত হওয়া অনুচিত, যে দেশে আছি সেই তপোবনের ধর্মই আমাদের পালনীয়। অস্ত্রশস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে ক্ষত্রধর্মের চর্চা ক'রো। সৌম্য, তুমি এই তপোবনে শুদ্ধস্বভাব হয়ে নিত্য ধর্মাচরণ কর, ত্রিলোকের সমস্ত কর্তব্যই তো তোমার জানা আছে।

রাম বললেন, দেবী, তুমি যা বলেছ তা আমার কুলধর্মের উপযুক্ত। 'আর্ত' এই শব্দ যাতে না থাকে সেই জন্যই ক্ষত্রিয় ধনুর্ধারণ করে। দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আর্ত হয়েই আমার শরণাপন্ন হয়েছেন, আমিও তাঁদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি সর্বদা সত্যনিষ্ঠ, লক্ষ্মণকে এবং তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি কিন্তু ব্রাহ্মণদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তার লঙ্ঘন আমার অসাধ্য। তাঁরা প্রার্থনা না করলেও যা করতাম, অনুরুদ্ধ হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি ক'রে তার অন্যথাচরণ করব? তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, যা বলেছ তাতে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার সহধর্মচারিণী হও।

অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ—এই ভাবে তাঁরা চলতে লাগলেন। বহু পর্বত, বন, নদী, সারস-চক্রবাকাদি জলচর পক্ষী সমন্বিত পদ্মভূষিত সরোবর, হরিণের দল, মহিষ হস্তী বরাহ প্রভৃতি দেখতে দেখতে তাঁরা সূর্যাস্তকালে এক তড়াগের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই তড়াগ এক যোজন বিস্তৃত, তার জল অতি নির্মল, ভিতর থেকে গীতবাদ্যের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাম জিজ্ঞাসা করলে ধর্মভৃত নামে এক মুনি বললেন, এর নাম পঞ্চাপ্সর সরোবর। মহামুনি মাণ্ডকর্ণি এই জলাশয়ের মধ্যে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর বিঘ্ন করবার জন্য দেবগণ পাঁচজন বিদ্যুৎকান্তি অপ্সরা পাঠিয়ে দেন। মাণ্ডকর্ণি তাদের বিবাহ করলেন। এই সরোবরের জলমধ্যে এক গৃহ নির্মাণ ক'রে তিনি এখন পঞ্চপত্নীসহ সেখানে বাস করছেন। তোমরা সেই অপ্সরাদের সংগীত শুনছ।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ নানা আশ্রমে পর্যটন করতে লাগলেন। কোথাও কয়েক মাস, কোথাও এক বৎসর বাস ক'রে ক্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত হ'ল। তাঁরা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে ফিরে এসে সেখানেও কিছুকাল বাস করলেন। একদিন রাম সুতীক্ষ্ণকে বললেন, ভগবান, শুনেছি এই অরণ্যে অগস্ত্য মুনির আশ্রম আছে, কিন্তু কোথায় তা জানি না। তাঁর কাছে যাবার আমার আন্তরিক বাসনা আছে।

সুতীক্ষ্ণ বললেন, আমিও তাঁর কথা তোমাকে বলব মনে করেছিলাম। এখান থেকে দক্ষিণে চার যোজন গেলে অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রমে উপস্থিত হবে। সেই স্থান বহু পাদপে শোভিত এবং অতি রমণীয়। রাম সেই দিনেই যাত্রা করলেন এবং বহুদূর অতিক্রম ক'রে এক স্থানে এসে লক্ষ্মণকে বললেন, এই বোধ হয় অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম, কারণ সুতীক্ষ্ণের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মহর্ষি অগস্ত্য একদা এই স্থানে লোকহিতকামনায় অসুর বধ করেছিলেন, তার ফলে এই দক্ষিণ প্রদেশ লোকের বাসযোগ্য হয়েছে। বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই ক্রূর মহাসুর এখানে থাকত। ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ক'রে সংস্কৃত বাক্য ব'লে শ্রাদ্ধের ছলে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনত। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করত এবং ইল্বল তাকে কেটে পাক ক'রে নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়াত। ভোজন শেষ হ'লে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে বলত—বাতাপি, নিষ্ক্রান্ত হও। তখন বাতাপি মেষের রব ক'রে ব্রাহ্মণদের শরীর ভেদ ক'রে নির্গত হ'ত। এইরূপে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ নিহত হয়েছিলেন। অবশেষে একদিন দেবগণের অনুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে বাতাপিকে ভক্ষণ করলেন। ইল্বল পূর্ববৎ বললে—বাতাপি, নিষ্ক্রান্ত হও। অগস্ত্য হেসে বললেন, তোমার ভ্রাতার বেরিয়ে আসবার শক্তি নেই, সে জীর্ণ হয়ে যমালয়ে গেছে। তখন ইল্বল ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করলে, কিন্তু অগস্ত্যের অনলতুল্য দৃষ্টিপাতে ভস্ম হয়ে গেল। সেই অবধি রাক্ষসরা এই দক্ষিণ প্রদেশে সভয়ে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু আসতে পারে না। বিন্ধ্য পর্বত সূর্যের পথরোধ করবার জন্য বর্ধিত হচ্ছিল, কিন্তু অগস্ত্যের আদেশে তাকে নিবৃত্ত হ'তে হয়েছে।

সন্ধ্যাকালে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রমে এলেন এবং সাদরে সংবর্ধিত হয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন সূর্যোদয় হ'লে তাঁরা অগস্ত্য-আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

৪। অগস্ত্যের আশ্রম — জটায়ু

[সর্গ ১২—১৪]

আশ্রমের নিকট এসে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি আগে গিয়ে মহর্ষিকে আমাদের আগমনসংবাদ দাও। লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ ক'রে অগস্ত্যের এক শিষ্যকে বললেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর ভার্যা সীতার সঙ্গে এসেছেন, আমি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমরা ভগবান অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে চাই। শিষ্য সংবাদ দিলে অগস্ত্য বললেন, আমি রামের আগমন কামনা করছিলাম, তুমি এখনই তাঁদের নিয়ে এস।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ আশ্রমে এসে দেখলেন, শান্তস্বভাব হরিণগণ সেখানে বিচরণ করছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেন্দ্র বিবস্বান প্রভৃতির পূজা-স্থান সজ্জিত রয়েছে। শিষ্যপরিবৃত হয়ে অগস্ত্য রামকে সংবর্ধনা করতে এলেন। রাম তাঁর চরণবন্দনা ক'রে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অগস্ত্য তাঁদের পাদ্য, আসন এবং বানপ্রস্থ ধর্ম অনুসারে ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে বললেন, কাকুৎস্থ, তপস্বী যদি অতিথির উপযুক্ত সৎকার না করেন তবে পরলোকে গিয়ে দুষ্ট সাক্ষীর ন্যায় নিজের মাংস ভক্ষণ করেন। তার পর অগস্ত্য বহু ফল মূল পুষ্প উপহার দিয়ে রামকে বললেন, বিশ্বকর্মা-নির্মিত এই স্বর্ণ-হীরক ভূষিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদণ্ড নামক এই সূর্যসংকাশ অমোঘ শর, অক্ষয় শরপূর্ণ এই তূণীর, এবং স্বর্ণময় কোষে এই অসি ইন্দ্র আমাকে দিয়েছিলেন। এ সমস্ত নিয়ে তুমি যুদ্ধে বিজয়ী হও। তোমরা এখন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছ, জানকীরও বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সুকুমারী

পূর্বে কষ্ট সহ্য করেন নি, কেবল পতিপ্রেমের বশে বনে এসেছেন, ইনি যাতে সুখ পান তা কর।—

> এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামাসৃষ্টে রঘুনন্দন।
> সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ॥
> শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
> গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ॥
> ইয়ং তু ভবতো ভার্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা॥
> শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী॥
> অলংকৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
> বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যাসি ত্বমরিন্দম॥ (১৩।৫-৮)

— রঘুনন্দন, সৃষ্টির আদি থেকে স্ত্রীজাতির এই স্বভাব, যে তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত হয় এবং বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের ন্যায়, তীক্ষ্ণতা(১) অস্ত্রের ন্যায় এবং শীঘ্রতা(২) গরুড় ও বায়ুর ন্যায়। কিন্তু তোমার ভার্যার এইসকল দোষ নেই, দেবতাগণের মধ্যে যেমন অরুন্ধতী, ইনি সেইরূপ শ্লাঘনীয়া ও অগ্রগণ্যা। রাম, এই দেশ অলংকৃত হবে যদি তুমি সৌমিত্রি ও বৈদেহীর সঙ্গে এখানে বাস কর।

রাম বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার বাক্যে আমি ধন্য ও পরিতুষ্ট হয়েছি। আমাকে এমন একটি স্থান বলে দিন যেখানে জল সুলভ এবং বহু কানন আছে, যেখানে আশ্রম নির্মাণ করে সুখে বাস করতে পারি। মুহূর্তকাল চিন্তা করে অগস্ত্য বললেন, এখান থেকে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী(৩) নামে বিখ্যাত এক স্থান আছে, সেখানে প্রচুর ফল মূল আর জল পাবে, মৃগও সেখানে অনেক। সেই স্থান অতি রমণীয় ও গোদাবরীর নিকটে, সেখানে তুমি সুখে বাস এবং তপস্বীদের রক্ষা

টীকাকারের ব্যাখ্যা।—(১) বন্ধুজনগত স্নেহবন্ধন ছেদনে; (২) নিন্দনীয় কর্ম করণে। বোধ হয়, তীক্ষ্ণতা—মর্মভেদী কথা বলায়, শীঘ্রতা—ঝোঁকের মাথায় কিছু করায়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণের ভর্ৎসনা তুলনীয়।

(৩) নিজাম-রাজ্যে বিদর জেলায়, মতান্তরে নাসিকের নিকট।

করতে পারবে। ওই যে মধূক(১)বন দেখা যাচ্ছে, তুমি তার উত্তর দিয়ে ন্যগ্রোধ-আশ্রম লক্ষ্য ক'রে গেলে বনহীন স্থানে একটি পর্বত দেখতে পাবে, তার নিকটেই পঞ্চবটী।

অগস্ত্যের কাছে বিদায় নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ পঞ্চবটীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা এক মহাকায় ভীমপরাক্রম পক্ষী দেখতে পেলেন। তাকে রাক্ষস মনে ক'রে রাম-লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? পক্ষী মধুর বাক্যে উত্তর দিলে, বৎস, আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম তখন তাকে অভিনন্দন ক'রে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

পক্ষী বললে, প্রথম প্রজাপতির নাম কর্দম, তার পর বিকৃত প্রভৃতি দ্বাদশ জন, তার পর দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। দক্ষের ষাট কন্যা, কশ্যপ তাঁদের আটটিকে বিবাহ করেন— অদিতি দিতি দনু কালকা তাম্রা ক্রোধবশা মনু ও অনলা। অদিতির গর্ভে আদিত্য বসু রুদ্র অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা, এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। বন ও সাগর সমেত এই বসুমতী পুরাকালে দৈত্যগণের অধিকৃত ছিল। দনু থেকে অশ্বগ্রীব, কালকা থেকে নরক ও কালক, এবং তাম্র থেকে ক্রৌঞ্চী শুকী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। শুকীর কন্যা নতা, নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশার গর্ভেও মৃগী প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মায়। কশ্যপের এইসকল দুহিতা ও দৌহিত্রী থেকে নানাজাতীয় পক্ষী পশু সর্প ও মনুষ্য উৎপন্ন হয়েছে। শুকীর দৌহিত্রী বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। আমি অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু। আমার অগ্রজের নাম সম্পাতি। বৎস, তুমি যদি চাও তবে এই বনে আমি তোমার সহায় হব, তুমি আর লক্ষ্মণ অন্যত্র গেলে আমি সীতাকে রক্ষা করব।

রাম জটায়ুকে প্রণাম ও আলিঙ্গন ক'রে এবং সীতার রক্ষার ভার তাঁকে দিয়ে পঞ্চবটীতে এলেন।

---

(১) মহুয়া।

৫। পঞ্চবটী

[সর্গ ১৫—১৬]

রাম পঞ্চবটীতে এসে আশ্রমনির্মাণের উপযুক্ত একটি স্থান মনোনীত ক'রে লক্ষ্মণের হাত ধ'রে বললেন, এই স্থান সমতল এবং পুষ্পিত তরুতে বেষ্টিত, এখানেই আশ্রম নির্মাণ কর। নিকটেই পদ্মশোভিত সরোবর রয়েছে। ওই দেখ গোদাবরী নদী অধিক দূরে নয়, অতি নিকটেও নয়। এই নদী হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকে শোভিত, তার তীরে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণী। কন্দরময় পর্বত দেখা যাচ্ছে, তাতে সুবর্ণ রজত ও তাম্র থাকায় চিত্রিত হস্তীর ন্যায় বোধ হচ্ছে। শাল তাল তমাল খর্জুর পনস পুন্নাগ আম্র অশোক চম্পক চন্দন প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষ রয়েছে, মৃগ-পক্ষীও প্রচুর, আমরা এই রমণীয় স্থানে জটায়ুর সহিত বাস করব।

মাটি, বড় বাঁশ, শমীশাখা, কুশ কাশ পত্র প্রভৃতি দিয়ে লক্ষ্মণ এক বিশাল পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। তার পর রাম-লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান ক'রে পদ্ম আর ফল নিয়ে এলেন এবং পুষ্পবলি দিয়ে বাস্তুশান্তি করলেন। রাম অতি প্রীত হয়ে পরম স্নেহে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছ, তার প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে আলিঙ্গন করছি। তুমি ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, তোমাকে পুত্ররূপে লাভ ক'রে আমাদের পিতা অমর হয়েছেন।

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম পঞ্চবটীতে সুখে বাস করতে লাগলেন। শরৎকাল অতীত হয়ে হেমন্ত আগত হল। একদিন প্রভাতকালে রাম গোদাবরীতে স্নান করতে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে সীতা এবং কলসহস্তে লক্ষ্মণ চললেন। লক্ষ্মণ রামকে বললেন,

> অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
> অলংকৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥ (১৬।২)
> প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
> প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ॥

বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥
খর্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥ (১৬।১৫-১৭)
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎপ্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা॥ (১৬।২০)
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্॥ (১৬।২২)

— প্রিয়ংবদ, যে ঋতু আপনার প্রিয় তা এখন উপস্থিত, এর আগমনে সংবৎসর যেন মঙ্গলময় ও অলংকৃত হয়েছে। পশ্চিম বায়ু স্বভাবত শীতলস্পর্শ, এখন হিমের জন্য দ্বিগুণ শীতল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অরণ্যসকল বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হয়েছে, সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করছে। তণ্ডুলপূর্ণ কনকবর্ণ ধান্যের শীর্ষ খর্জুরপুষ্পের ন্যায় কিঞ্চিৎ নত হয়ে শোভা পাচ্ছে। নীহারপাতে ঈষৎ আর্দ্র হরিদ্বর্ণ তৃণময় স্থানে তরুণ সূর্যকিরণ পড়ায় বনভূমি শোভিত হয়েছে। ভীরুজন যেমন যুদ্ধে নামে না, এইসকল জলচর বিহঙ্গ সেইরূপ জলের নিকটে থেকেও অবগাহন করছে না।

লক্ষ্মণ তার পর বললেন, ধর্মাত্মা ভরত রাজ্য মান ও ভোগ পরিহার ক'রে এখন শীতল ভূমিতলে শয়ন করেন। তিনিও হয়তো এই প্রভাতকালে সরযূতে স্নান করতে গেছেন। তিনি সুকুমার, হিমশীতল জলে কি ক'রে অবগাহন করবেন? প্রবাদ আছে, লোকে মাতৃস্বভাব পায়, কিন্তু ভরত তার অন্যথা করেছেন। দশরথ যাঁর স্বামী, ভরত যাঁর পুত্র, সেই কৈকেয়ী কি ক'রে ক্রূরমতি হলেন?

কৈকেয়ীর অপবাদ সইতে না পেরে রাম বললেন, বৎস, মধ্যমা(১) মাতার [illegible] করো না, ভরতের কথা বল। তাঁর জন্য আমার মন [illegible] হচ্ছে, জানি না আবার কবে আমাদের মিলন হবে।

---

(১) কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ডে ১৪-পরিচ্ছেদে কৈকেয়ীকে যবীয়সী (কনিষ্ঠা) এবং ২৩-পরিচ্ছেদে সুমিত্রাকে মধ্যমা বলা হয়েছে।

৬। শূর্পণখার প্রেমপরিণাম

[সর্গ ১৭—২০]

গোদাবরীতে স্নান ক'রে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম আশ্রমে ফিরে এলেন এবং পর্ণশালায় উপবিষ্ট হয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবিধ কথা কইতে লাগলেন। এমন সময় এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করতে করতে তাঁদের কাছে এল। দেবতুল্য রূপবান মহাবাহু জটামণ্ডলধারী সুকুমার রাজলক্ষণযুক্ত কন্দর্পকান্তি রামকে দেখে সেই কুরূপা লম্বোদরী তাম্রকেশা কর্কশকণ্ঠী বৃদ্ধা রাক্ষসী কামমোহিত হয়ে বললে, তুমি তপস্বীর বেশে ধনুর্বাণহস্তে ভার্যার সঙ্গে কেন এই রাক্ষসসেবিত দেশে এসেছ? রাম সরলভাবে নিজের সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে, তোমাকে রাক্ষসী মনে হচ্ছে, এখানে কেন এসেছ?

রাক্ষসী বললে, আমি কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা, এই বনে একাকী বিচরণ করি, সকলে আমাকে ভয় করে। রাবণের নাম শুনে থাকবে, তিনি আমার ভ্রাতা। নিদ্রাসক্ত মহাবল কুম্ভকর্ণ, ধর্মাত্মা বিভীষণ—যাঁর স্বভাব রাক্ষসোচিত নয়, এবং বিখ্যাত যোদ্ধা খর ও দূষণ—এঁরাও আমার ভ্রাতা। তোমাকে দেখেই আমি মোহিত হয়েছি। আমি প্রভাবশালিনী, সর্বত্র ইচ্ছামত যেতে পারি, তুমি আমার ভর্তা হও। সীতাকে নিয়ে কি করবে, ও বিকৃতা কুরূপা, তোমার যোগ্য নয়। আমিই তোমার অনুরূপ ভার্যা। এই কুৎসিত অসতী ভয়ংকরী কৃশোদরী সীতাকে আর তোমার ভ্রাতাকে আমি ভক্ষণ করব। তুমি আমার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র যথেচ্ছা বিচরণ করবে।

রাম একটু হেসে বললেন, আমি কৃতদার, ইনি আমার প্রিয়া পত্নী। তোমার মত নারীদের পক্ষে সপত্নীর সঙ্গে থাকা কষ্টকর হবে। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র ও প্রিয়দর্শন, ইনি অবিবাহিত, রূপে তোমারই তুল্য। বিশালাক্ষী, তুমি এঁকেই ভজনা কর।

রাক্ষসী রামকে ছেড়ে লক্ষ্মণকে বললে, তোমার যে রূপ তা আমারই যোগ্য। তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে আমার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র

সুখে বিচরণ করবে। লক্ষ্মণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, আমি আমার অগ্রজের দাস, তুমি দাসী-ভার্যা হ'তে চাচ্ছ কেন? তুমি রামেরই কনিষ্ঠা পত্নী হও, রাম এই বিরূপা অসতী করালদর্শনা বৃদ্ধাকে ত্যাগ ক'রে তোমারই ভজনা করবেন।

লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে না পেরে শূর্পণখা রামকে বললে, তুমি তোমার এই কুরূপা ভার্যাকে ত্যাগ ক'রে আমার আদর করছ না। দেখ, আমি এখনই একে ভক্ষণ করছি। এই ব'লে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সীতার দিকে ধাবমান হ'ল, যেন মহা উল্কা রোহিণী নক্ষত্রের দিকে যাচ্ছে। তখন রাম বললেন, সৌমিত্রি, এই ক্রূরপ্রকৃতি অনার্যার সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়, দেখ, সীতা যেন মৃতপ্রায় হয়েছেন। তুমি এই প্রমত্তা অসতীকে বিরূপ ক'রে দাও।

লক্ষ্মণ তখনই খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করতে করতে সেই রাক্ষসী শোণিতাক্তদেহে মহাবনে চলে গেল।

শূর্পণখা জনস্থানে (১) গিয়ে তার ভ্রাতা (২) খরের কাছে গগনচ্যুত অশনির ন্যায় ভূমিতে পতিত হ'ল। তাকে বিরূপ ও শোণিতাক্ত দেখে ক্রোধে আকুল হয়ে খর বললে, ওঠ, মোহ ত্যাগ ক'রে বল কি হয়েছে, কে তোমাকে বিরূপিত করেছে?—

কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্।
তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া॥ (১৯।৩)
দেবগন্ধর্বভূতানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
কোঽয়মেবং মহাবীর্যস্ত্বাং বিরূপাং চকার হ॥ (১৯।৬)
নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্মণঃ।
সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি॥ (১৯।১০)
উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি।
যেন ত্বং দুর্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জিতা॥ (১৯।১২)

---

(১) পঞ্চবটীর নিকট।
(২) উত্তরকাণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে, খর শূর্পণখার মাসতুতো ভাই।

—সম্মুখে শয়ান নিরপরাধ বিষধর কৃষ্ণসর্পকে কে হেলাভরে অঙ্গুলির আঘাতে ব্যথিত করেছে? দেব গন্ধর্ব ভূত(১) এবং মহাত্মা ঋষিগণের মধ্যে কে এমন মহাবলশালী আছে যে তোমাকে বিরূপ করেছে? আমি যুদ্ধে শরাঘাতে কার মর্ম ভেদ করব, কার সফেন রুধির পান করতে মেদিনীর ইচ্ছা হয়েছে? তুমি ধীরে সংজ্ঞালাভ ক'রে বল, এই বনে কোন্ দুর্বিনীত বলপ্রয়োগে তোমাকে নিগৃহীত করেছে?

শূর্পণখা বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে, দশরথের দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণ এই বনে এসেছে, তারা তরুণ রূপবান মহাবল এবং তপস্বীর বেশধারী। তাদের সঙ্গে এক তরুণী রূপবতী সর্বাভরণভূষিতা নারী আছে, তার নিমিত্তই অনাথা অসতীর তুল্য আমার এই দশা করেছে। আমি রণস্থলে সেই তিনজনের সফেন রুধির পান করতে চাই, আমার এই ইচ্ছা তোমাকে পূরণ করতে হবে।

চতুর্দশ মহাবল রাক্ষসকে ডেকে খর আজ্ঞা দিলে, এই অরণ্যে এক নারীর সঙ্গে দুজন মানুষ এসেছে, তোমরা তাদের সংহার কর, আমার ভগিনী তাদের রক্ত পান করবেন।

শূর্পণখা রাক্ষসদের সঙ্গে রামের আশ্রমে এল। রাম তাদের দেখে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি ক্ষণকাল সীতার কাছে থাক, আমি ওদের বধ করছি। স্বর্ণভূষিত ধনুতে জ্যা রোপণ ক'রে রাম রাক্ষসদের বললেন, আমরা দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণ, সীতার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে বাস করছি। আমরা ব্রহ্মচারী তাপস, আমাদের হিংসা করতে কেন এসেছ? তোমরা পাপাত্মা, ঋষিদের উৎপীড়ন কর, তোমাদের নিধনের নিমিত্ত তাঁরা আমাকে নিযুক্ত করেছেন। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে ফিরে যাও।

রাক্ষসরা বললে, তুমি আমাদের প্রভু খরকে ক্রুদ্ধ করেছ। তুমি একাকী, আমরা অনেক, যুদ্ধ করা দূরে থাক আমাদের সম্মুখে তোমার দাঁড়াবারও শক্তি নেই। এই ব'লে তারা রামের অভিমুখে চতুর্দশ শূল নিক্ষেপ করলে। রাম শরাঘাতে সমস্ত শূল ছেদন ক'রে চতুর্দশ শানিত

---

(১) পিশাচাদি।

নারাচ(১) অস্ত্র মোচন করলেন। সেইসকল অস্ত্র রাক্ষসদের বক্ষ ভেদ ক'রে রুধিরাক্ত হয়ে ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। রাক্ষসরা নিহত হয়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় প'ড়ে গেল।

শূর্পণখা আবার খরের কাছে গিয়ে ভূপতিত হয়ে কাঁদতে লাগল। তখন তার ক্ষতস্থানের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হয়েছে।

৭। খর-দূষণের সহিত রামের যুদ্ধ

[সর্গ ২১—২৬]

খর বললে, তোমার অভীষ্টসাধনের জন্য আমি মহাবল রাক্ষসদের পাঠিয়েছিলাম, তবে আবার কাঁদছ কেন? সর্পের ন্যায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ো না, ওঠ, কি হয়েছে বল। শূর্পণখা বললে, তুমি যে চোদ্দ জন রাক্ষস পাঠিয়েছিলে রাম তাদের সকলকেই বধ করেছে। আমার মনে হয় তুমি সসৈন্যে গেলেও যুদ্ধে তার সঙ্গে পারবে না।—

অপযাহি জনস্থানাত্ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ।
জহি ত্বং সমরে মূঢ়ান্যথা তু কুলপাংসন॥
মানুষৌ তৌ ন শক্নোষি হন্তুং বৈ রামলক্ষ্মণৌ।
নিঃসত্ত্বস্যাল্পবীর্যস্য বাসস্তে কীদৃশস্ত্বিহ॥ (২১।১৮-১৯)

— মূঢ় কুলকলঙ্ক, অবিলম্বে জনস্থান ছেড়ে সবান্ধবে চ'লে যাও, নয়তো সমরে শত্রুবধ কর। যদি রাম-লক্ষ্মণ এই দুই মানুষকে বধ করতে না পার তবে তোমার ন্যায় শক্তিহীন অল্পবীর্য এখানে কি ক'রে বাস করবে?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে খর বললে, তোমার অপমানজনক বাক্য ক্ষতস্থানে লবণজলের ন্যায় অসহ্য। তুমি অশ্রু সংবরণ কর, আমি রাম-লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি। রাক্ষসী, তুমি রামের উষ্ণ রক্ত পান করবে।

খর তার সেনাপতি দূষণকে বললে, তুমি আমার বশবর্তী চতুর্দশ

(১) লৌহময় বাণ।

সহস্র অপরাজেয় নীলমেঘবর্ণ রাক্ষসকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর এবং আমার ধনুর্বাণ, খড়্গ, শানিত শক্তি(১) ও রথ নিয়ে এস।

মুদ্গর পট্টিশ (২) শূল পরশু খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রধারী চোদ্দ হাজার রাক্ষসের সঙ্গে খর স্বর্ণমণ্ডিত উজ্জ্বল রথে চ'ড়ে যাত্রা করলে। পথে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। গর্দভবর্ণ মেঘ থেকে রক্তবৃষ্টি হ'ল, রথের ঘোড়া প'ড়ে যেতে লাগল, সূর্যের সন্নিকটে শ্যামবর্ণ রক্তপ্রান্ত অঙ্গারচক্রের ন্যায় মণ্ডল দেখা গেল, মহাকায় ভয়ংকর গৃধ্র রথের সুবর্ণধ্বজে বসল, উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হ'তে লাগল। খর তার অনুচরদের বললে, আমি এইসকল উৎপাত গ্রাহ্য করি না, রাম-লক্ষ্মণকে বধ না ক'রে আমি ফিরব না।

যুদ্ধ দেখবার জন্য ঋষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি সেখানে এসে বলতে লাগলেন, গো ব্রাহ্মণ এবং লোকমান্য মহাত্মাদের মঙ্গল হ'ক, যুদ্ধে রাম নিশাচরদের বধ করুন।

খর আশ্রমের নিকটে এলে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, ওই দেখ আকাশে গর্দভবর্ণ মেঘ গর্জন করছে এবং রুধিরধারা বর্ষণ হচ্ছে। আমার সমস্ত শর থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে, ধনু কম্পিত হচ্ছে, আমার দক্ষিণ বাহু বার বার স্পন্দন করছে। এইসকল লক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জয় আর শত্রুর পরাজয় আসন্ন। রাক্ষসদের গর্জন আর ভেরীধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বৎস, তুমি শীঘ্র ধনুর্বাণ নিয়ে বৈদেহীর সঙ্গে দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় নাও, আমার কথার অন্যথা ক'রো না। তুমি এই রাক্ষসদের বধ করতে সমর্থ তাতে আমার সংশয় নেই, কিন্তু আমি স্বয়ং এদের মারতে চাই।

লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন রাম অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল কবচে শোভিত হয়ে জ্যানির্ঘোষে চতুর্দিক নাদিত ক'রে ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নানাপ্রহরণধারী সাগরসম রাক্ষসসৈন্যের সঙ্গে খরের রথ রামের অভিমুখে ধাবমান হল। সহস্র

(১) ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ।
(২) দ্বিধার খড়্গ বিশেষ।

শর নিক্ষেপ ক'রে খর সিংহনাদ করতে লাগল। রাম অস্ত্রাহত হয়েও ব্যথিত হলেন না, সান্ধ্য মেঘে আবৃত দিবাকরের ন্যায় রক্তাক্ত হয়ে নিরন্তর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। খরের বহু সৈন্য রথ সারথি অশ্ব ও গজ বিনষ্ট হল। অবশিষ্ট রাক্ষসরা বিষণ্ণ হয়ে খরের কাছে আশ্রয়ের জন্য গেল, দূষণ তাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে এনে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রামের দিকে ধাবমান হ'ল। রাম ভৈরব নাদ ক'রে জ্যোতির্ময় গান্ধর্বাস্ত্র যোজনা করলেন, তা থেকে বহু সহস্র শর নির্গত হতে লাগল, রাক্ষস-সেনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

তখন দূষণের আদেশে পাঁচ হাজার দুর্ধর্ষ রাক্ষসসৈন্য অগ্রসর হয়ে রামের অভিমুখে নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। রাম তাদের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন এবং ক্ষুরধার শর দ্বারা দূষণের বৃহৎ ধনু, চার অশ্ব, এবং সারথির মস্তক ছেদন ক'রে তিন শরে দূষণের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। দূষণ এক ভয়ংকর পরিঘ(১) নিয়ে ধাবমান হ'ল, রাম তার দুই বাহু ছেদন করলেন। দূষণ নিহত হয়ে ভূপতিত হ'ল। তখন মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী নামক তিন রাক্ষস সেনাপতি রামকে আক্রমণ করতে এল, রাম তাদের বধ ক'রে দূষণের পাঁচ হাজার সৈন্য ধ্বংস করলেন।

দূষণ প্রভৃতির নিধনসংবাদ শুনে খর আরও দ্বাদশ সেনাপতিকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু রামের শরাঘাতে তারাও নিহত হ'ল। রাম পদাতি হয়ে একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার করলেন, কেবল খর এবং তার এক সেনাপতি ত্রিশিরা অবশিষ্ট রইল।

৮। ত্রিশিরা ও খরের নিধন

[সর্গ ২৭—৩০]

খর রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দেখে ত্রিশিরা তাকে বললে, আপনি যাবেন না, আমাকেই পাঠান, অস্ত্র স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি

(১) লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকময় মুদ্গর।

আমি রামকে বধ করব। যদি রাম মরে তবে আপনি হৃষ্টচিত্তে জনস্থানে ফিরবেন, আর যদি আমি মরি তবে আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাবেন। খর সম্মত হ'লে ত্রিশিরা উজ্জ্বল রথে চ'ড়ে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় রামের প্রতি ধাবমান হ'ল এবং তাঁর ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করলে। রাম বললেন, অহো, মহাবীর রাক্ষসের কিবা বল, আমার ললাটে যেন পুষ্পের আঘাত হ'ল। এই ব'লে তিনি চোদ্দ শরে তার বক্ষ বিদ্ধ করলেন এবং তার চার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিনষ্ট করলেন। ত্রিশিরা রথ থেকে নামলে রাম নিরন্তর শরক্ষেপ করতে লাগলেন। ত্রিশিরা জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইল, তখন রাম তিন শরে তার তিন মস্তক ছেদন করলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে দ্রুতবেগে পালিয়ে গেল।

দূষণ আর ত্রিশিরার মৃত্যুতে খর বিষণ্ণ ও ভীত হ'ল। সে নারাচ(১) প্রভৃতি বহু শর নিক্ষেপ ক'রে রামকে আক্রমণ করলে। রামের শরজালে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় হ'ল। খর রামের হস্তধৃত ধনুর্বাণ এবং অঙ্গের কবচ ছিন্ন ক'রে গর্জন করতে লাগল। রামের দেহ থেকে কবচ স্খলিত হ'ল, তিনি শরবিদ্ধ এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্য-প্রদত্ত বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজনা করলেন এবং খরের রথধ্বজ কেটে ফেললেন। খর চার শরে রামের বক্ষ বিদ্ধ করলে, তখন রাম নারাচ অস্ত্রে খরের ধনুর্বাণ রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট ক'রে তাকে শরবিদ্ধ করলেন। খর গদাহস্তে লম্ফ দিয়ে ভূমিতে নামল।

রাম তাকে বললেন, যে নৃশংস পাপী লোককে ক্লেশ দেয় সে ত্রিলোকের অধীশ্বর হ'লেও রক্ষা পায় না। রাক্ষস, দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণকে হত্যা ক'রে তোমার কি লাভ হয়েছে? আজ আমি তোমার মুণ্ড তালফলের ন্যায় ভূপাতিত করব। খর উত্তর দিলে, তোমার তুল্য নীচ ক্ষত্রিয়রাই গর্ব করে। আমার অনেক বলবার আছে কিন্তু সময় নেই, সূর্যাস্ত হ'লে যুদ্ধের বিঘ্ন হবে। আজ তোমাকে বধ ক'রে

---

(১) লৌহময় বাণ।

চোদ্দ হাজার রাক্ষসদের পরিবারবর্গের নয়নজল মুছিয়ে দেব। এই ব'লে সে রামের প্রতি প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় গদা নিক্ষেপ করলে, রাম তা শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেললেন।

তখন খর ওষ্ঠ দংশন ক'রে এক বৃহৎ শালবৃক্ষ উৎপাটিত করলে এবং রামের প্রতি ধাবমান হ'ল। রাম তা শরাঘাতে কেটে ফেললেন এবং ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মদণ্ডতুল্য বাণে খরের বক্ষ ভেদ করলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি করতে লাগলেন। অগস্ত্যাদি মুনিগণ হৃষ্ট হয়ে বললেন, দশরথাত্মজ, এইসকল রাক্ষসদের বধের উদ্দেশ্যেই ইন্দ্র শরভঙ্গের আশ্রমে এসেছিলেন এবং ঋষিগণ তোমাকে এই দেশে এনেছেন। তুমি আমাদের কামনা পূর্ণ করেছ।

৯। অকম্পন ও শূর্পণখার বার্তা

[সর্গ ৩১—৩৪]

অকম্পন নামে এক রাক্ষস দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে জানালে যে খর এবং জনস্থানবাসী সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হয়েছে। রাবণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে বললেন, কোন্ মরণকামী জনস্থান নষ্ট করেছে? আমার অনিষ্ট ক'রে ইন্দ্র কুবের যম বিষ্ণু কেউ সুখে থাকতে পারে না। অকম্পন কৃতাঞ্জলি হয়ে অভয় প্রার্থনা করলে। রাবণ অভয় দিলে সে বললে, রাম নামে দশরথের এক মহাবল পুত্র আছে, সে তার ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে জনস্থানে এসেছে। রামের বাণ পঞ্চমুখ সর্প হয়ে রাক্ষসদের ভক্ষণ করে, রাক্ষসরা যে দিকে পালায় সেই দিকেই রামকে সম্মুখে দেখে। এই রাম খর-দূষণ এবং জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে বধ করেছে।

রাবণ বললেন, আমি রাম-লক্ষ্মণকে মারতে যাব। অকম্পন বললে, মহারাজ, আপনি বা দেবাসুর কারও এমন শক্তি নেই যে রামকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। আমি তার বধের উপায় বলছি শুনুন। তার সীতা নামে এক ভার্যা আছে, সে স্ত্রীরত্ন, দেবী গন্ধর্বী অপ্সরা কেউ তার তুল্য

নয়। আপনি অরণ্যমধ্যে রামকে মোহগ্রস্ত ক'রে সীতাকে হরণ করুন। সীতার বিরহে রাম বাঁচবে না। রাবণ উত্তর দিলেন, তাই হবে, আমি কালই কেবল সারথির সংগে গিয়ে বৈদেহীকে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে আসব।

রাবণ খর (১)- যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ ক'রে মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মারীচ তাঁকে পাদ্য আসন ও দুর্লভ ভোজ্য উপহার দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, রাক্ষসরাজ, সকলের কুশল তো? আপনাকে সহসা আসতে দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। রাবণ বললেন, বৎস, রাম জনস্থানের সমস্ত রাক্ষস এবং তাদের রক্ষকদের যুদ্ধে বধ করেছে। আমি তার ভার্যাকে অপহরণ করব সেজন্য তোমার সাহায্য চাই। মারীচ বললে, যে আপনাকে সীতার কথা বলেছে সে আপনার শত্রু, আপনাকে দিয়ে সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটিত করতে চায়। লঙ্কেশ্বর, আপনি লঙ্কায় ফিরে যান, নিজের পত্নীতেই তুষ্ট থাকুন, রামকেও তাঁর পত্নীর সংগে বাস করতে দিন। মারীচের কথা শুনে রাবণ লংকায় ফিরে গেলেন।

চোদ্দ হাজার রাক্ষস এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত দেখে শূর্পণখা উদ্‌বিগ্ন হয়ে লংকায় রাবণের কাছে গেল। রাবণ সচিবগণে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর বিংশতি ভুজ, দশ মস্তক, বিশাল বক্ষ, শুক্ল দশন, বৃহৎ মুখ। অংগে রাজলক্ষণ বর্তমান, কান্তি বৈদুর্যের ন্যায় শ্যাম, ভূষণ স্বর্ণময়, পরিচ্ছদ সুদৃশ্য। তাঁর দেহে বিষ্ণুচক্র এবং অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতচিহ্ন রয়েছে। তিনি সুরগণের উৎপীড়ক, ধর্মের উচ্ছেদক এবং যজ্ঞের বিঘ্নকারী। ভোগবতী পুরীতে গিয়ে বাসুকিকে পরাস্ত ক'রে তিনি তক্ষকের প্রিয়া ভার্যাকে হরণ করেছিলেন, কৈলাস পর্বতে কুবেরকে জয় ক'রে তাঁর পুষ্পক রথ এনেছিলেন, এবং ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট ক'রে এই বর পেয়েছিলেন যে

---

(১) অশ্বতর, mule, কিংবা গর্দভ। গ্রীক ইতিহাসকার হিরোডোটস লিখেছেন, পারস্যরাজ জর্কসিজের বাহিনীতে যে ভারতীয় সৈন্যদল ছিল তারা বৃহৎ জাতীয় গর্দভযোজিত রথে যুদ্ধ করত।

মানুষ ভিন্ন দেব-দানব-গন্ধর্বাদি তাঁকে বধ করতে পারবে না। তিনি ক্রূরকর্মা, কর্কশ, নির্দয়, সর্বলোক তাঁকে ভয় করে।

শূর্পণখা সক্রোধে রাবণকে বললে,

প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ।
সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে॥ (৩৩।২)
ত্বং তু বালস্বভাবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতব্যং তং ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি॥ (৩৩।৮)
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।
স্বজনং চ যতঃ স্থানং নিহতং নাববুধ্যসে॥
চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্‌।
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদূষণঃ॥ (৩৩।১১-১২)

— তুমি কামভোগে প্রমত্ত, স্বেচ্ছাচারী, নিরঙ্কুশ; তোমার বোঝা উচিত যে ঘোর ভয় উপস্থিত হয়েছে, তথাপি তুমি বুঝছ না। রাক্ষস, তুমি বালস্বভাব বুদ্ধিহীন, যা জ্ঞাতব্য তা জান না, কি ক'রে রাজত্ব করবে? বোধ হয় তোমার চর নেই, তোমার সচিবরাও মূর্খ, তাই জান না যে তোমার স্বজন এবং তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়েছে। রাম একাই চোদ্দ হাজার রাক্ষস আর খর-দূষণকে বধ করেছে।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রাম? তার পরাক্রম আর রূপ কিপ্রকার? দণ্ডকারণ্যে কেন এসেছে? তার অস্ত্র কিরূপ? কে তোমাকে বিরূপ করেছে? শূর্পণখা বললে, রাম দশরথের পুত্র, সে দীর্ঘবাহু, আয়তনেত্র, চীর-অজিন-ধারী, রূপে কন্দর্পসদৃশ। ইন্দ্রধনু-তুল্য কনকবলয়মণ্ডিত ধনু থেকে সে মহাবিষ সর্পের ন্যায় নারাচ নিক্ষেপ করে। সে কখন শর নেয়, কখন মোচন করে, কখন জ্যাকর্ষণ করে, কিছুই দেখা যায় না, কেবল সৈন্য ধ্বংস হচ্ছে এই দেখা যায়। সে তিন দণ্ড কালের মধ্যে চোদ্দ হাজার রাক্ষস এবং খর-দূষণকে বধ করেছে, কেবল স্ত্রীহত্যা-পাপের ভয়ে আমাকে বিকলাঙ্গ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণ নামে রামের এক অনুরক্ত ভ্রাতা আছে, সেও পরাক্রান্ত। রামের সঙ্গে তার প্রিয়া পত্নী সীতা আছে, সে বিশালাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রাননা,

সুকেশী এবং তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তার নখ রক্তাভ ও উন্নত। দেবী গন্ধর্বী যক্ষী বা কিন্নরী—ভূতলে সীতার সমান কোনও নারী আমি দেখি না। সে যার ভার্যা হবে, যাকে আলিঙ্গন করবে, সে পুরন্দরের চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে। সীতা তোমারই যোগ্য, তাকে আমি আনতে চেষ্টা করেছিলাম তাই লক্ষ্মণ আমাকে বিরূপ ক'রে দিয়েছে। তাকে দেখলেই তুমি মন্মথশরে আহত হবে। যদি তাকে চাও তবে এখনই দক্ষিণ পদ অগ্রসর করে যাত্রা কর।

১০। রাবণ-মারীচ-সংবাদ

[সর্গ ৩৫—৪১]

রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সারথিকে গোপনে রথ প্রস্তুত করতে বললেন। এই রথ স্বর্ণময় ও রত্নভূষিত, তার বাহন পিশাচবদন খর। রাবণ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে পর্বত, স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর, এবং শাল তাল তমাল কদলী নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সমন্বিত অনেক আশ্রম আছে। বহু ঋষি সেখানে তপস্যা করেন এবং দিব্যাভরণভূষিতা অপ্সরা ও দেবপত্নীগণ সেখানে ক্রীড়া করেন। চন্দন, অগুরু, সুগন্ধ তক্কোল(১) ও জাতিফলের(২) বনে এবং মরিচের গন্ধে সেই স্থান সুশোভিত। সমুদ্রতীরে বহু মুক্তা শুষ্ক হচ্ছে, প্রবাল বিকীর্ণ আছে, স্থানে স্থানে স্বর্ণরৌপ্যময় পর্বত রয়েছে।

রাবণ যেতে যেতে এক বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন। পুরাকালে গরুড় গজকচ্ছপকে নিয়ে তার এক শাখায় বসেছিলেন, কিন্তু শাখা ভেঙে গেল। বৈখানস বালখিল্য প্রভৃতি বহু ঋষি নিম্নে তপস্যা করছিলেন, তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে গরুড় শাখা নিয়ে উড্ডীন হয়ে গজকচ্ছপ ভক্ষণ করেন। তার পর দ্বিগুণ বলশালী হয়ে তিনি শাখার আঘাতে

---

(১) বোধ হয় কক্কোল, কাবাবচিনি জাতীয়।
(২) জায়ফল।

নিষাদদেশ ধ্বংস করেন এবং ইন্দ্রভবনের লৌহজাল ছিন্ন ক'রে অমৃত হরণ করেন।

সাগর পার হয়ে রাবণ মারীচের আশ্রমে এলেন। মারীচ তাঁকে সম্মান ক'রে বললে, রাক্ষসরাজ, এত শীঘ্র আবার কেন এসেছেন? রাবণ বললেন, বৎস, আমি বিপদাপন্ন, তুমিই আমার পরম সহায়। তুমি জনস্থান জান, সেখানে আমার ভ্রাতা খর-দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, এবং ত্রিশিরা প্রভৃতি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বাস করত। রাম তাদের সকলকে বধ করেছে এবং শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেছে। আমি রামের পত্নী সীতাকে হরণ করব, তুমি আমার সহায় হও। বিক্রমে এবং উপায়নির্ণয়ে তোমার তুল্য কেউ নেই, তুমি মহা মায়াবিশারদ। এখন কি করতে হবে শোন। তুমি রামের আশ্রমে যাও, রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগ হয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা নিশ্চয় রাম-লক্ষ্মণকে বলবেন—ওই হরিণকে ধর। রাম-লক্ষ্মণ চ'লে গেলে আমি সীতাকে অবাধে হরণ করব। পত্নীর বিরহে রাম কৃশ হয়ে যাবে, তখন আমি অনায়াসে তাকে বধ করব।

রাবণের কথা শুনে মারীচ ভয়ার্ত হয়ে শুষ্কমুখে ওষ্ঠ লেহন ক'রে রাবণের দিকে অনিমেষনেত্রে চেয়ে রইল। অবশেষে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে,

> সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
> অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
> ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্যগুণোন্নতম্।
> অযুক্তচারচপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ (৩৭।২-৩)
> কথং নু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
> ইচ্ছসে প্রসভং হর্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ॥ (৩৭।১৪)
> কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ।
> দৃষ্টশ্চেত্ত্বং রণে তেন তদন্তমুপজীবিতম্॥ (৩৭।২১)

• —রাজা, যারা সতত প্রিয় কথা বলে এমন লোক অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ। আপনি চপল-

স্বভাব, চর নিযুক্ত করেন না, তাই মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য মহাবল মহাগুণশালী রামকে জানেন না। বৈদেহী রাম কর্তৃক নিজ তেজে রক্ষিতা, তাঁকে সবলে হরণ করতে আপনি কেন ইচ্ছা করেন? সূর্যের প্রভা কি হরণ করা যায়? রাক্ষসাধিপ, এই ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে আপনার কি লাভ হবে? রাম আপনাকে রণস্থলে দেখলেই আপনার আয়ু শেষ হবে।

বিশ্বামিত্রের সংগে ভ্রমণকালে অল্পবয়স্ক রাম কি ক'রে তাঁর নিগ্রহ করেছিলেন সেই পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা ক'রে মারীচ বললে, সম্প্রতি যা ঘটেছে শুনুন। একদা আমি মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সংগে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে ঋষিহত্যা ক'রে তাঁদের রক্তমাংস ভোজন করছিলাম এমন সময় রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে দেখতে পেলাম। তখন পূর্বঘটনা স্মরণ ক'রে আমার প্রতিশোধের ইচ্ছা হ'ল, আমি তীক্ষ্ণশৃংগ মৃগরূপে তাঁদের প্রতি ধাবমান হলাম। রাম তিন বাণ নিক্ষেপ করলেন। আমি রামের বিক্রম জানতাম সেজন্য স'রে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলাম, কিন্তু অপর দুই রাক্ষস বিনষ্ট হ'ল। সেই অবধি আমি তপস্বী হয়ে এখানে বাস করছি। এখন আমি বৃক্ষে বৃক্ষে চীর-অজিন-ধারী ধনুর্ধর রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখতে পাই, সমস্ত অরণ্য রামময় বোধ হয়, স্বপ্নে তাঁকে দেখে চমকে উঠি, রত্ন রথ প্রভৃতি রকারাদ্য নামেও আমার ত্রাস হয়। আমি আপনার হিতার্থী হয়ে যা বললাম তা যদি না শোনেন তবে আপনাকে সবান্ধবে মরতে হবে।

মুমূর্ষু যেমন ঔষধ সেবন করে না সেইরূপ রাবণ মারীচের হিতবাক্য শুনলেন না। কঠোর বাক্যে বললেন, মারীচ, তুমি দুষ্কুলজাত, ঊষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিষ্ফল। যে সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য মাতা পিতা ও সুহৃদ্‌বর্গকে ছেড়ে বনে যায় সেই রামের প্রিয়া সীতাকে আমি তোমার সমক্ষেই হরণ করব। এই সংকল্প থেকে কেউ আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। কোনও কর্ম করতে গিয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে যদি তোমার পরামর্শ চাইতাম তবে তুমি তোমার মতামত বলতে পারতে। আমার সংকল্পিত কার্যের দোষগুণ তোমাকে জিজ্ঞাসা

করি নি, কেবল তোমার সাহায্যই চেয়েছি। মারীচ, তোমাকে আমি অর্ধ রাজ্য দিচ্ছি, আমার অভীষ্ট কার্য কর। যদি না কর তবে আজই তোমাকে বধ করব।

মারীচ নির্ভয়ে বললে, কোন্ পাপী আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছে? এর ফলে আপনার পুত্র রাজ্য অমাত্য সমস্তই বিনষ্ট হবে। স্বেচ্ছাচারী রাজা যদি কুপথে চলেন তবে সৎস্বভাব মন্ত্রীদের উচিত তাঁকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত করা। আপনার জন্য আমার মরণ হবে তা আমি ভাবছি না, আপনি সসৈন্যে মরবেন এজন্যই আমার শোক হচ্ছে। রামের হাতে মরলে আমি কৃতার্থ হব, কিন্তু তিনি অচিরে আপনাকেও বধ করবেন।

১১। মায়ামৃগ — মারীচবধ

[সর্গ ৪২—৪৪]

অবশেষে মারীচ রাবণের ভয়ে বললে, তবে আমরা যাই চলুন। রাবণ হৃষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, এইবারে তুমি আমার বশে এসে বীরের যোগ্য কথা বলেছ, এখন তোমাকে মারীচ বোধ হচ্ছে, এতক্ষণ যেন অন্য রাক্ষস ছিলে। তুমি আমার সঙ্গে এই আকাশগামী রথে চল।

রাবণের বিমান বহু বন পর্বত নদী নগরাদি অতিক্রম ক'রে দণ্ডকারণ্যে রামের আশ্রমের কাছে এল। রথ থেকে নেমে রাবণ মারীচের হাত ধ'রে বললেন, কদলীতরুবেষ্টিত ওই রামের আশ্রম দেখা যাচ্ছে, এখন যেজন্য এসেছি তা শীঘ্র কর। তখন মারীচ এক অদ্ভুত মৃগের রূপ ধ'রে আশ্রমের সম্মুখে বিচরণ করতে লাগল।—

মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ।
রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ॥
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ।
মধুকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ॥

বৈদূর্যসংকাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ।
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্ধ্বং বিরাজিতঃ॥
মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ॥ (৪২।১৬-১৯)

— তার শৃঙ্গাগ্র উৎকৃষ্ট মণির তুল্য, মুখমণ্ডল কোথাও শ্বেত কোথাও কৃষ্ণ, বদন রক্ত পদ্ম ও উৎপলের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল মণি ও নীলোৎপল তুল্য। তার গ্রীবা কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর ইন্দ্রনীলবর্ণ, পার্শ্ব মধুক-পুষ্পের ন্যায় পদ্মরাগবর্ণ। খুর বৈদূর্যতুল্য, জঙ্ঘা ক্ষীণ ও দৃঢ়, পুচ্ছ ইন্দ্রধনুবর্ণ এবং উত্থিত। তার বর্ণ স্নিগ্ধ ও মনোহর, যেন নানাবিধ রত্নে ভূষিত। ক্ষণমধ্যে রাক্ষস মারীচ অতি শোভাময় মৃগের রূপ ধারণ করলে।

এই মনোহর মৃগ শত শত রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত। সীতাকে প্রলোভিত করবার জন্য সে ঘাস ও পাতা খেতে খেতে কদলীবন থেকে কর্ণিকারবনে গেল। সে একবার এক দিকে আবার অন্য দিকে যায়, দ্রুতবেগে গিয়ে আবার স্থির হয়, কখনও ক্রীড়া করে, কখনও বসে, কখনও মৃগযূথের পিছনে গিয়ে আবার ফিরে আসে। অন্যান্য মৃগ তাকে দেখে কাছে যায় কিন্তু গা শুঁখেই পালায়।

সীতা পুষ্পচয়ন করছিলেন এমন সময় সেই রত্নময় বিচিত্রাঙ্গ মৃগ তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। তিনি বিস্মিত হয়ে উৎফুল্লনয়নে সস্নেহে তাকে দেখতে লাগলেন এবং রামকে আহ্বান ক'রে বললেন, আর্যপুত্র, শীঘ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে এদিকে এস। রাম-লক্ষ্মণ সেখানে এসে মৃগটিকে দেখলেন। লক্ষ্মণ সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, আমার মনে হয় মায়াবী মারীচই এই মৃগ হয়েছে। যেসব রাজারা মৃগয়া করতে আসেন, এই পাপাত্মা তাঁদের বধ করে। জগতে এমন রত্নবিচিত্রিত মৃগ থাকতে পারে না, এ যে মায়া তাতে আমার সন্দেহ নেই।

মায়ামৃগ দেখে সীতা জ্ঞানহীন হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বাধা দিয়ে রামকে বললেন, আর্যপুত্র, এই সুন্দর হরিণ আমার মনোহরণ করছে, তুমি ওকে নিয়ে এস, আমরা ওকে নিয়ে খেলা করব। আমাদের

এই আশ্রমে বহুপ্রকার সুন্দর মৃগ চমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর আছে, কিন্তু এর তুল্য কেউ নয়। আহা, এর কি রূপ, কি শোভা, কি কণ্ঠস্বর! যদি জীবন্ত ধ'রে আনতে পার তবে বনবাসের পরে একে রাজধানীতে নিয়ে যাব, অন্তঃপুরের শোভা হয়ে থাকবে, আমার শ্বশ্রূগণের, ভরতের, তোমার ও আমার বিস্ময় জন্মাবে। যদি জীবন্ত ধরা না যায় তবে তৃণাসনের উপর এর স্বর্ণময় চর্ম বিছিয়ে আমি বসব। নিজের কামনা পূরণের জন্য এরূপ অনুরোধ করা স্ত্রীর পক্ষে অনুচিত, কিন্তু এই হরিণের রূপ দেখে আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি।

রামও হরিণ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে বললেন, লক্ষ্মণ, এই মৃগ পাবার জন্য সীতার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে। কুবেরের চৈত্ররথ বনেও এমন প্রাণী নেই, একে দেখলে কে না লুব্ধ হয়? এই মৃগের কাঞ্চনচর্মে বৈদেহী আমার সঙ্গে বসতে ইচ্ছা করেছেন, অন্য কোনও পশুর চর্ম বোধ হয় এমন সুখস্পর্শ হবে না। আর যদি এই মৃগ রাক্ষসী মায়া হয় তবে একে বধ করাই আমার কর্তব্য। আমি শীঘ্রই মৃগ নিয়ে ফিরে আসছি, তুমি ততক্ষণ সর্ববিষয়ে সতর্ক হয়ে জানকীর সঙ্গে আশ্রমে থাক। মহাবল বুদ্ধিমান জটায়ু তোমার সহায় হবেন।

স্বর্ণময়-মুষ্টি-যুক্ত খড়্গ, ত্রিবিনত(১) ধনু এবং দুই তূণীর নিয়ে রাম চললেন। তাঁকে দেখে হরিণ ভয়ে অন্তর্হিত হ'ল, আবার দৃষ্টিপথে এল। সে রূপের প্রভায় বন যেন আলোকিত ক'রে ছুটতে লাগল, রামও তার পশ্চাতে দ্রুতগতিতে চললেন। ক্রমশ সে রামকে আশ্রম থেকে বহুদূরে নিয়ে গেল। রাম শ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মারবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং ব্রহ্মার নির্মিত সূর্যরশ্মিতুল্য দীপ্ত বাণ ধনুতে সন্ধান ও সবলে আকর্ষণ ক'রে মোচন করলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় সেই বাণ মৃগরূপী মারীচের বক্ষ ভেদ করলে, সে তালবৃক্ষ-প্রমাণ লম্ফ দিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল। মৃত্যুকালে সে নিজরূপ ধরলে এবং রাবণের উপদেশ স্মরণ ক'রে লক্ষ্মণকে সরাবার

(১) যার দুই প্রান্ত ও মধ্যভাগ অবনত।

উদ্দেশ্যে রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রে 'হা সীতা হা লক্ষ্মণ' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠল। তার ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখে রাম বুঝলেন যে লক্ষ্মণ যথার্থ আশঙ্কা করেছিলেন। রাক্ষসের আর্তরব শুনে সীতা ও লক্ষ্মণের কি অবস্থা হবে এই ভেবে তিনি শিউরে উঠলেন। তার পর অন্য মৃগ বধ ক'রে মাংস নিয়ে সত্বর আশ্রমের দিকে চললেন।

১২। সীতার মতিভ্রম

[সর্গ ৪৫]

রামকণ্ঠের অনুরূপ আর্তস্বর শুনে সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি গিয়ে দেখ রাঘবের কি হ'ল, আমি তাঁর আর্তস্বর স্পষ্ট শুনলাম। আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, তিনি নিশ্চয় রাক্ষসের হাতে প'ড়ে রক্ষা পাবার জন্য ডাকছেন।

রামের আজ্ঞা স্মরণ ক'রে লক্ষ্মণ যেতে চাইলেন না। সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সৌমিত্রি, তুমি তোমার ভ্রাতার মিত্ররূপী শত্রু, সেজন্য এ অবস্থাতেও তাঁর কাছে যাচ্ছ না। তুমি আমাকে পাবার জন্য তাঁর মৃত্যুকামনা করছ, তোমার ভ্রাতৃস্নেহ নেই। যাঁর জন্য তুমি এখানে এসেছ তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছে, আমার রক্ষার জন্য তোমার এখানে থাকবার কি প্রয়োজন? লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেবী, এমন কথা বলা আপনার অনুচিত। দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষস কেউ রামকে পরাস্ত করতে পারে না, তিনি সমরে অবধ্য। আপনি মন শান্ত করুন, আপনার স্বামী শীঘ্রই সেই মৃগ নিয়ে ফিরে আসবেন। যা শুনেছেন তা রামের স্বর নয়, কোনও দেবতারও নয়, এই আর্তধ্বনি গন্ধর্বনগর (১) তুল্য রাক্ষসী মায়া। রাম আপনাকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে গেছেন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

---

(১) মরীচিকা বিশেষ।

সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে আরক্তলোচনে কঠোর বাক্যে বললেন,

অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥ (৪৫।২২-২৬)

— আমার মনে হচ্ছে রামের মহা বিপদ তোমার কাম্য, তাই এমন কথা বলছ। লক্ষ্মণ, তোমার ন্যায় নির্দয় কপটাচারী জ্ঞাতিশত্রু যে পাপকার্য করবে তা বিচিত্র নয়। তুমি অতি দুষ্ট, তাই আমার জন্য অথবা ভরতের প্ররোচনায় একাকী প্রচ্ছন্নভাবে(২) রামের সঙ্গে বনে এসেছ। সৌমিত্রি, তোমার বা ভরতের অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না, ইন্দীবরশ্যাম পদ্মচক্ষু রামকে পতিরূপে ভোগ ক'রে কি ক'রে নীচ জনকে কামনা করব? তোমার সমক্ষেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করব।

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন,

উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥
বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে॥
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে॥
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্।
উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ॥

---

(২) অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রেখে।

ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া।
ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেব বিশঙ্কসে॥
স্ত্রীত্বাদ্দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে॥ (৪৫।২৮-৩৩)

— আপনি আমার দেবতার তুল্য, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মৈথিলী, অযোগ্য কথা বলা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নয়, তাদের স্বভাবই এইপ্রকার দেখা যায়। স্ত্রীজাতি ধর্ম-জ্ঞানশূন্য, চপল, নির্দয়, তারা আত্মীয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। আপনার কঠোর বাক্য আমার সহ্য হচ্ছে না, আমার দুই কর্ণে যেন তপ্ত লৌহবাণ প্রবেশ করছে। বনদেবতারা শুনুন, তাঁরা সাক্ষী, আমার ন্যায্য কথার উত্তরে আপনি কঠোর বাক্য বলেছেন। রাম আমার গুরুজন, আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করছিলাম, আপনি স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশে আমাকেও আশঙ্কা করেন! ধিক আপনাকে, আপনার সর্বনাশ আসন্ন। কাকুৎস্থ যেখানে আছেন সেখানে আমি যাচ্ছি, আপনার মঙ্গল হ'ক।

পরিশেষে লক্ষ্মণ বললেন, আমি দুর্লক্ষণ দেখছি, বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, রামের সঙ্গে ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই।

সীতা সরোদনে বললেন, লক্ষ্মণ, রামের বিরহে আমি গোদাবরীতে বা উদ্‌বন্ধনে বা তীক্ষ্ম বিষপানে বা অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করব, কিন্তু অন্য পুরুষ স্পর্শ করব না। এই ব'লে তিনি শোকাকুল হয়ে উদরে করাঘাত করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সীতা উত্তর দিলেন না। তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে কিঞ্চিৎ(১) প্রণাম ক'রে তাঁর দিকে বার বার দৃষ্টিপাত ক'রে লক্ষ্মণ চ'লে গেলেন।

---

(১) লক্ষ্মণ রেগেছিলেন সেজন্য 'কিঞ্চিৎ'।

১০। সীতাহরণ

[সর্গ ৪৬—৪৯]

তখন রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধ'রে সীতার কাছে এলেন, যেন মহা-তম সূর্যচন্দ্রহীন সন্ধ্যার সন্নিহিত হ'ল। তাঁর পরিধানে সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শিখা, হস্তে ছত্র, পদে পাদুকা, বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু। তাঁকে দেখে বৃক্ষসকল নিস্পন্দ হ'ল, বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল, শীঘ্রস্রোতা গোদাবরী নদী ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চলতে লাগল। সীতা সজলনয়নে পর্ণশালায় ব'সে ছিলেন। তাঁকে দেখে রাবণ মুগ্ধ হলেন এবং বেদবাক্য উচ্চারণ ক'রে বললেন, হে রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণা, তোমাকে পদ্মিনীর ন্যায় দেখছি, তুমি কি হ্রী শ্রী কীর্তি লক্ষ্মী অপ্সরা অষ্টসিদ্ধি, না স্বৈরচারিণী রতি ? —

> সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
> বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥
> বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
> এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সংপ্রগল্ভিতৌ॥
> পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
> মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়োধরৌ॥ (৪৬।১৮-২০)
> বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রং চ শোভনে॥
> ভর্তারং চ বরং মন্যে ত্বদ্‌যুক্তমসিতেক্ষণে। (৪৬।২৬-২৭)
> কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বং কিং নিমিত্তং চ দণ্ডকান্॥
> একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্॥ (৪৬।৩১-৩২)

— তোমার দশনরাজি সমান সুগঠিত চিক্কণ ও শুভ্র। নেত্র নির্মল ও আয়ত, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল, ঊরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। তোমার ওই উচ্চ বর্তুল দৃঢ় ও লোভজনক স্তনযুগল উত্তম মণিময় আভরণে ভূষিত। তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য সুন্দর। অসিতনয়না, মাল্য গন্ধ বস্ত্র সবই তোমার অঙ্গস্পর্শে শ্লাঘ্য হয়েছে, তোমার পতিকেও ধন্য

মনে করি। তুমি কে, কার নারী, কোথা থেকে এসেছ? কল্যাণী, তুমি কিজন্য এই রাক্ষসসেবিত ঘোর দণ্ডকবনে একাকী রয়েছ?

সীতা ব্রাহ্মণ মনে ক'রে রাবণকে উপেক্ষা করতে পারলেন না, তাঁকে আসন পাদ্য ও ভোজ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তিনি বার বার বনের দিকে চাইতে লাগলেন কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি রাবণের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পূর্বের ঘটনা বিবৃত ক'রে বললেন পিতৃসত্যপালনের জন্য আমার স্বামী অযোধ্যা ত্যাগ ক'রে বনে আসেন, তখন তাঁর বয়স পঁচিশ এবং আমার আঠার বৎসর(১)। লক্ষ্মণ তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা, তিনিও ব্রহ্মচারী হয়ে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমার স্বামী শীঘ্রই রুরু(২) গোধা(৩) বরাহ প্রভৃতি পশু বধ ক'রে মাংস নিয়ে আসবেন। আপনার নাম গোত্র ও কুল বলুন। এই বনে একাকী বিচরণ করছেন কেন?

রাবণ বললেন, সীতা, দেবাসুর ও মানুষ যার জন্য সন্ত্রস্ত, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমাকে দেখে আমার নিজ পত্নীদের উপর আর অনুরাগ নেই। আমি বহু স্থান থেকে বহু উত্তম স্ত্রী সংগ্রহ করেছি, তুমি তাদের সকলের উপরে আমার প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার মহাপুরী আছে, তা সাগরে বেষ্টিত এবং পর্বতের উপর অবস্থিত। তুমি সেখানকার কাননে আমার সঙ্গে বিচরণ করবে। আমার ভার্যা হ'লে পাঁচ হাজার সুবেশা দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকবে।

সীতা কুপিত হয়ে উত্তর দিলেন, যিনি মহাগিরির ন্যায় স্থির, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, সেই মহেন্দ্রসদৃশ রামের আমি পতিব্রতা

---

(১) সীতার এই উক্তির সঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে কৌশল্যা-কথিত রামের বয়স মেলে না। অরণ্যকাণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে—দণ্ডকারণ্যে দশবৎসর অতিবাহিত হয়েছে। তদনুসারে এখন রামের বয়স ৩৫, সীতার ২৮। রাম-সীতার বয়স সম্বন্ধে নানা মত আছে।

(২) হরিণ বিশেষ। (৩) গোসাপ।

পত্নী। তুমি শৃগাল হয়ে সিংহীকে কামনা করছ। রাক্ষস, তুমি ক্ষুধিত সিংহ ও সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে ইচ্ছা করেছ, সূচী দ্বারা চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে চাচ্ছ। মক্ষিকা ঘৃত ভোজন করলে ঘৃত জীর্ণ হয় না, মক্ষিকাই মরে; রাম বিদ্যমানে আমাকে হরণ করলে তোমার সেই দশা হবে। এই কথা ব'লে সীতা বায়ুতাড়িত কদলী তরুর ন্যায় কম্পিত হ'তে লাগলেন।

রাবণ ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা মহাপ্রতাপশালী রাবণ। লোকে আমাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে। আমি কুবেরের আকাশগামী পুষ্পকরথ সবলে হরণ করেছি, আমার রুষ্ট মুখ দেখলে ইন্দ্রাদি সকল দেবতা ভয়ে পলায়ন করেন। রাজ্যভ্রষ্ট নির্বোধ তপস্বী রামকে নিয়ে তুমি কি করবে, আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

সীতা বললেন, সকল দেবতার পূজ্য কুবেরের ভ্রাতা হয়ে তুমি তাঁর অপকার করেছ। তুমি নিষ্ঠুর দুর্বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াসক্ত। যাদের তুমি রাজা সেই সমস্ত রাক্ষস বিনষ্ট হবে, রামের ভার্যাকে হরণ করলে তুমি নিস্তার পাবে না।

তখন রাবণ ক্রোধে হস্ত নিষ্পীড়ন ক'রে নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর বিরাট দেহ, দশ মুখ, বিংশতি ভুজ, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, পরিধানে রক্তবাস, অঙ্গে স্বর্ণালংকার। তিনি সীতাকে বললেন, যদি ত্রিলোকবিখ্যাত ভর্তা চাও তো আমাকে ভজনা কর। মূঢ়া পণ্ডিতমানিনী (১), তুমি কোন্ গুণে অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরক্ত? এই ব'লে রাবণ বাম হস্তে সীতার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধরলেন। বনদেবতারা ভয়ে পলায়ন করলেন। রাবণের মায়াময় দিব্যরথ সেখানে উপস্থিত হ'ল, সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে কঠোর স্বরে তর্জন ক'রে রাবণ রথে উঠলেন। মুক্তি পাবার জন্য সীতা ছটফট করতে লাগলেন, রথ আকাশে উঠল।

---

(১) যে নিজেকে বুদ্ধিমতী মনে করে।

সীতা উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—হা মহাবাহু লক্ষ্মণ, রাক্ষস আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তুমি জানতে পারছ না। হা রাম, তুমি ধর্মের জন্য সমস্ত ত্যাগ করেছ, অধর্মস্বরূপ রাবণ আমাকে হরণ করছে তুমি দেখছ না। বীর, তুমি দুর্বৃত্তদের শাসক, তবে রাবণকে শাস্তি দিচ্ছ না কেন? হে জনস্থানের পুষ্পিত কর্ণিকার তরু, তোমাদের ডাকছি, গোদাবরী নদী, বৃক্ষস্থ বনদেবতাগণ, তোমাদের নমস্কার করছি, এখানে যত মৃগ পক্ষী আছে সকলের শরণ নিচ্ছি—শীঘ্র রামকে জানাও, রাবণ তাঁর প্রাণাধিকা সীতাকে হরণ করছে।

এমন সময় সীতা এক বৃক্ষের উপর জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সীতা বললেন, আর্য জটায়ু, দেখুন এই পাপাত্মা রাবণ আমাকে অনাথার ন্যায় হরণ করছে। এই অস্ত্রধারী রাক্ষসকে নিবারণ করা আপনার সাধ্য নয়, আপনি রাম-লক্ষ্মণকে জানান।

১৪। জটায়ুর পরাভব

[সর্গ ৫০—৫১]

জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, সীতার কথা শুনে জেগে উঠলেন। তিনি রাবণকে বললেন, ভ্রাতা দশানন, তোমার এই নিন্দিত কর্ম করা উচিত নয়। রাম সকলের রাজা, সকলের হিতকামী, এই সীতা তাঁর ভার্যা। নিজ পত্নীর ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও, বিশেষত রাজপত্নীকে, ধর্ষণ থেকে রক্ষা করা উচিত। ধর্মাত্মা রাম তোমার রাজ্যের কোনও অনিষ্ট করেন নি, তবে তুমি কেন তাঁর শত্রুতা করছ? শূর্পণখার জন্য খর অন্যায় আচরণ করেছিল, সেই কারণেই রাম তাকে বধ করেছেন, এতে তাঁর দোষ কি? শীঘ্র সীতাকে ছেড়ে দাও, নয়তো রামের কোপে দগ্ধ হবে। সেই ভারই বহনীয় যা অবসন্ন করে না, সেই অন্নই ভোজনীয় যা জীর্ণ হয়। যাতে ধর্ম কীর্তি যশ কিছুই নেই, কেবল শরীরের ক্লেশ, এমন কর্ম কেন করছ? রাবণ, আমি গৃধ্ররাজ জটায়ু, ষাট হাজার বৎসরের

বৃদ্ধ, আর তুমি রথারূঢ় বর্মধারী সশস্ত্র যুবা। তথাপি আমি জীবিত থাকতে সীতাকে হরণ করতে দেব না, যথাসাধ্য যুদ্ধ করব।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জটায়ুর প্রতি ধাবমান হলেন। দুজনে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। রাবণ নানাপ্রকার বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, জটায়ু সেই অস্ত্রাঘাত সহ্য ক'রে নখ ও চরণের আঘাতে রাবণকে জর্জর করলেন। রাবণ মৃত্যুদণ্ড তুল্য ভীষণ দশটি শর নিক্ষেপ করলেন। জটায়ু তা অগ্রাহ্য ক'রে রথস্থা সজলনয়না সীতার দিকে চেয়ে রাবণের প্রতি ধাবমান হলেন এবং পদাঘাতে তাঁর ধনুর্বাণ ভেঙে ফেললেন। রাবণ অন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন, জটায়ু চরণ ও চঞ্চুর আঘাতে বাহন সমেত রথ চূর্ণ করলেন। সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে রথ থেকে নেমে রাবণ শূন্যমার্গে যেতে লাগলেন। জটায়ু রাবণের পৃষ্ঠে পতিত হয়ে তাঁর দশ বাম হস্ত বিচ্ছিন্ন করলেন। বল্মীক থেকে যেমন সর্প নির্গত হয়, রাবণের বাম স্কন্ধ থেকে সেইরূপ দশ হস্ত পুনর্নির্গত হ'ল। তখন সীতাকে নামিয়ে রাবণ খড়্গাঘাতে জটায়ুর পক্ষ চরণ ও পার্শ্বদেশ ছিন্ন করলেন, গৃধ্ররাজ মৃতপ্রায় হয়ে ভূপাতিত হলেন।

১৫। রাবণের হস্তে সীতা

[সর্গ ৫২—৫৬]

জটায়ুকে ভূপাতিত দেখে সীতা বিলাপ করতে লাগলেন—আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ নানা দিকে ধাবিত হয়ে অশুভ সূচনা করছে কিন্তু রাম তা জানতে পারছেন না। যে বিহঙ্গরাজ কৃপা ক'রে আমাকে রক্ষা করতে এসেছিলেন তিনিও ভাগ্যদোষে নিহত হলেন। হা রাম, হা লক্ষ্মণ, আমাকে ত্রাণ কর।

তাঁকে ধরবার জন্য রাবণ আবার আসছেন দেখে সীতা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় জড়িয়ে রইলেন। রাবণ সবলে তাঁর কেশ গ্রহণ ক'রে আকাশে উত্থিত হলেন। তখন চরাচর জগতে বিপর্যয় দেখা গেল। চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন, বায়ু স্তব্ধ ও সূর্য নিষ্প্রভ হ'ল। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যনেত্রে সীতার নিগ্রহ দেখে বললেন, এইবার আমরা কৃতকার্য

হব। দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন, আবার সীতার অবস্থা দেখে ব্যথিতও হলেন।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পীতকৌষেয়বসনা সীতাকে রাবণ আকাশপথে নিয়ে যাচ্ছেন, বোধ হ'ল যেন অগ্নিদীপ্ত পর্বত, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ, কাঞ্চন-কাঞ্চীভূষিত নীল হস্তী। সীতা নিরন্তর রোদন করতে লাগলেন, তাঁর অঙ্গ থেকে মণিময় নূপুর রত্নহার প্রভৃতি অলংকার স্খলিত হয়ে ভূপতিত হ'ল। বৃক্ষসকল শাখা-পল্লব কম্পিত ক'রে পক্ষীর কলরব ছলে তাঁকে যেন অভয় দিলে। সরোবরের পদ্ম ও মৎস্যকুল চঞ্চল হয়ে সখীতুল্য সীতার জন্য যেন শোক প্রকাশ করতে লাগল। চতুর্দিক থেকে সিংহ ব্যাঘ্র পক্ষী এসে সীতার ছায়ার পশ্চাতে ধাবমান হ'ল। বনদেবতাগণ ভয়ার্তনয়নে বার বার দেখে কাঁপতে লাগলেন।

সীতা ভীত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে সরোদনে রাবণকে বললেন, তুমি নীচপ্রকৃতি ভীরু, আমাকে একলা পেয়ে অপহরণ ক'রে পালাচ্ছ তাতে তোমার লজ্জা নেই। মায়ামৃগ রূপে আমার পতিকে সরিয়েছ, আমার শ্বশুরের সখা বৃদ্ধ জটায়ুকেও বধ করেছ। রাক্ষসাধম, তুমি মহাবীর, তাই আমাকে যুদ্ধে জয় না ক'রেই হরণ করেছ! ধিক তোমার শৌর্য বীর্য যার তুমি গৌরব করছিলে। যদি নিজের মঙ্গল চাও তো আমাকে মুক্ত কর, নয়তো রাম-লক্ষ্মণ তোমাকে বধ করবেন। যিনি একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিমেষের মধ্যে সংহার করেছেন সেই সর্বাস্ত্রবিশারদ রামের তীক্ষ্ম শর থেকে তোমার নিস্তার নেই।

জনশূন্য অরণ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সীতা একটি পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানর দেখতে পেলেন। তারা রামকে সংবাদ দেবে এই আশায় তিনি তাঁর কনকবর্ণ উত্তরীয় ও আভরণসকল ফেলে দিলেন, রাবণ তা জানতে পারলেন না। পিঙ্গলনয়ন বানরগণ রোরুদ্যমানা সীতাকে অনিমেষনয়নে দেখতে লাগল।

আকাশপথে মহাবেগে অনেক বন পর্বত নদী সরোবর অতিক্রম ক'রে রাবণ সমুদ্রতীরে এলেন এবং পার হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ

করলেন। তিনি সীতাকে অন্তঃপুরে রেখে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদের আজ্ঞা দিলেন, আমার আদেশ বিনা কোনও স্ত্রী-পুরুষ সীতাকে যেন না দেখে। ইনি মণিমুক্তা বসনভূষণ যা চাইবেন দেবে, অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে যে এঁকে অপ্রিয় বাক্য বলবে তাকে আমি বধ করব। তার পর রাবণ আট জন মহাবল রাক্ষসকে বললেন, তোমরা সশস্ত্র হয়ে জনস্থানে গিয়ে বাস করবে এবং রাম কি করছে সেই সংবাদ আমাকে জানাবে। রাবণের আজ্ঞা পেয়ে রাক্ষসরা গোপনে জনস্থানে চ'লে গেল।

তার পর রাবণ অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, কুক্কুরীবেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় সীতা রাক্ষসীদের মধ্যে রয়েছেন। রাবণ তাঁকে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে লাগলেন। তাঁর প্রাসাদে সহস্র স্ত্রী এবং নানা মৃগ-পক্ষী বাস করে। তার স্তম্ভসকল গজদন্ত স্বর্ণ স্ফটিক রৌপ্য হীরক ও বৈদূর্য নির্মিত, গবাক্ষ সুবর্ণের জালে আচ্ছাদিত। দুন্দুভিনাদিত স্বর্ণময় সোপান দিয়ে রাবণ সীতাকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন এবং প্রলোভনের জন্য বললেন, সীতা, আমি বালক-বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের প্রভু। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, আমার রাজ্য ও জীবন তোমারই। এই শতযোজন পরিমিত লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, সুর বা অসুর কেউ একে জয় করতে পারে না। রাজ্যভ্রষ্ট দীন পাদচারী অল্পায়ু রামকে নিয়ে তুমি কি করবে, আমিই তোমার যোগ্য ভর্তা। যৌবন অনিত্য, তুমি আমার সঙ্গে সুখভোগ কর, রামকে দেখবার আশা ছাড়, সে মনে মনেও এখানে আসতে পারবে না। তুমি এই বিশাল লঙ্কারাজ্য পালন কর, আমি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। সমস্ত রাক্ষস ও দেবগণ তোমার সেবক হবে। তুমি পূর্বে যে পাপ করেছিলে তা বনবাসে ক্ষয় হয়ে গেছে, যা পুণ্য করেছিলে এখন তার ফল ভোগ কর।

সীতা বস্ত্রের অঞ্চলে মুখ ঢেকে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। রাবণ বললেন, সীতা, আর লজ্জায় প্রয়োজন কি, আমাদের দুজনের মিলন ধর্মবিহিত। তোমার চরণে মস্তক রাখছি, আমি তোমার দাস, প্রসন্ন হও।

রাবণ আর নিজের মধ্যে একটি তৃণ রেখে সীতা নির্ভয়ে বললেন, তুমি দেবাসুরের অবধ্য হ'লেও রামের শত্রুতা ক'রে রক্ষা পাবে না। আমি ধর্মাত্মা রামের পতিব্রতা ধর্মপত্নী, তুমি পাপী, আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। রাক্ষস, আমার সংজ্ঞাহীন দেহকে তুমি বন্ধন বা বধ কর, আমি আমার দেহ-প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করব না, অসতীত্বের অপবাদও হ'তে দেব না।

ভয় দেখাবার জন্য রাবণ বললেন, শোন মৈথিলী, যদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে তুমি আমার অনুগত না হও তবে আমার প্রাতরাশের জন্য পাচকেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করবে। তার পর তিনি ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদের বললেন, তোমরা শীঘ্র এর দর্প চূর্ণ কর। রাক্ষসীরা কৃতাঞ্জলি হয়ে সীতাকে বেষ্টন করলে। তখন পাদক্ষেপে মেদিনী যেন বিদীর্ণ ক'রে রাবণ আজ্ঞা দিলেন, তোমরা সীতাকে গোপনে রক্ষা কর, কখনও তর্জন ক'রে কখনও সান্ত্বনা দিয়ে বন্য করিণীর ন্যায় একে বশে আনবার চেষ্টা কর।

১৬। সীতা-অন্বেষণ — রামের বিলাপ

[সর্গ ৫৭—৬৩]

মৃগরূপী মারীচকে বধ ক'রে রাম আশ্রমের দিকে চললেন। অশুভ-সূচক শৃগালরব শুনে তিনি শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটেছে, রাক্ষসরা কি সীতাকে ভক্ষণ করলে? মারীচ আমার স্বর অনুকরণ ক'রে চিৎকার করেছিল, তা শুনে লক্ষ্মণ হয়তো সীতাকে ছেড়ে এখানে আসবেন, কিংবা সীতাই তাঁকে পাঠাবেন। জনস্থানের যুদ্ধের পর থেকে রাক্ষসদের সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়েছে। জানি না সীতা নিরাপদে আছেন কিনা।

মৃগপক্ষিগণ রামের বাম দিকে ঘোর রবে ডাকতে লাগল। রাম দেখলেন বিষন্ন হয়ে লক্ষ্মণ আসছেন। রাম তাঁর বাঁ হাত ধ'রে মিষ্ট ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, লক্ষ্মণ, রাক্ষসসমাকুল বিজন বনে সীতাকে একলা রেখে তোমার চ'লে আসা গর্হিত হয়েছে। আমি চারিদিকে দুর্লক্ষণ

দেখছি, আমার বাম চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে, নিশ্চয় সীতা নেই, তিনি অপহৃতা হয়েছেন বা মরেছেন বা পথে পথে ভ্রমণ করছেন।—

কচ্চিজ্জীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম।
কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ (৫৮।৬)
যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে।
পুনঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ॥
ব্রূহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
ত্বয়ি প্রমত্তে রক্ষোভির্ভক্ষিতা বা তপস্বিনী॥ (৫৮।১০-১১)

—আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা বৈদেহী কি জীবিত আছেন? আমার বনবাস কি মিথ্যা হবে? লক্ষ্মণ, আমি আশ্রমে গেলে সীতা যদি সম্মুখে এসে হাস্যমুখে কথা না বলেন তবে আমি মরব। বল লক্ষ্মণ, সীতা বেঁচে আছেন কিনা, তোমার অসাবধানতার ফলে রাক্ষসরা কি সেই দুঃখিনীকে খেয়ে ফেলেছে?

লক্ষ্মণ বললেন, আমি স্বেচ্ছায় চ'লে আসি নি, আপনার আর্তস্বর শুনে ভয় পেয়ে সীতা সরোদনে আমাকে বললেন, শীঘ্র যাও। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, রামের ভয়ের কারণ হ'তে পারে এমন রাক্ষস দেখি না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, রামকে যুদ্ধে জয় করতে পারে ত্রিলোকে এমন কেউ নেই। বৈদেহী মোহগ্রস্ত হয়ে আমাকে এই দারুণ বাক্য বললেন—ভ্রাতা বিনষ্ট হ'লে আমাকে পাবে, এই তোমার দুষ্ট অভিপ্রায়; তুমি নিশ্চয় ভরতের সংকেতে রামের সঙ্গে এসেছ, তুমি প্রচ্ছন্ন শত্রু, সেজন্য রামের আর্তরব শুনেও যাচ্ছ না। সীতার এই কথায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হ'ল, আমি আশ্রম থেকে চ'লে এলাম।

রাম দুঃখিত হয়ে বললেন, সৌম্য, যখন তুমি জান যে আমি রাক্ষসদের পরাভূত করতে পারি, তখন সীতার ক্রোধবাক্য শুনেও তোমার চ'লে আসা উচিত হয় নি। ক্রুদ্ধা নারীর পরুষ বাক্য শুনে তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ এজন্য আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।

এইরূপে কথা বলতে বলতে তাঁরা দ্রুতপদে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। তাঁদের কুটীর হেমন্তকালে পদ্মহীন সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন,

বৃক্ষসকল যেন রোদন করছে, মৃগপক্ষী কাতর, বনদেবতারা যেন আশ্রম ছেড়ে চ'লে গেছেন। শোকে রক্তনেত্র ও উন্মত্ত হয়ে রাম সর্বত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন বৃক্ষকে সম্বোধন করে বললেন,

অস্তি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥ (৬০।১২)
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্॥ (৬০।১৭)
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া॥ (৬০।২০)

—কদম্ব, আমার প্রিয়া তোমাকে ভালবাসেন, তাঁকে দেখেছ? সুমুখী সীতা কোথায় যদি জান তো বল। অশোক, আমি শোকে চেতনাহীন হয়েছি, তুমি আমার শোক দূর কর, প্রিয়াকে দেখিয়ে শীঘ্র আমাকে অশোক কর। কর্ণিকার, তুমি আজ পুষ্পিত হয়ে অতিশয় শোভিত হয়েছ, তুমি আমার প্রিয়ার প্রিয়, সেই সাধ্বীকে যদি দেখে থাক তো বল।

রাম এইপ্রকারে মৃগ হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুকেও প্রশ্ন করতে লাগলেন। সীতাকে দেখতে পেয়েছেন মনে ক'রে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললেন,

কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥ (৬০।২৬-২৭)

—কমলনয়না প্রিয়া, কেন দৌড়ে যাচ্ছ, আমি যে তোমাকে দেখেছি, গাছের আড়ালে থেকে কেন আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না? বরারোহা, থাম, থাম, আমার উপর তোমার করুণা নেই, তুমি তো অত্যন্ত পরিহাস-প্রিয়া নও, তবে কেন আমাকে উপেক্ষা করছ?

বন পর্বত নদী প্রস্রবণ প্রভৃতি নানা স্থানে রাম বেগে ভ্রমণ ক'রে সীতাকে খুঁজতে লাগলেন। লক্ষ্মণকে বললেন, সীতার বিরহে আমি

বাঁচব না, পিতা আমাকে পরলোকে দেখে ধিক্‌কার দিয়ে বলবেন—তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পালনের ভার নিয়েছিলে, তবে বনবাসের কাল পূর্ণ না হ'তেই এখানে এলে কেন? শোকমগ্ন রামকে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণ বললেন, আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না, আসুন দুজনে অনুসন্ধান করি। মৈথিলী বনে বিচরণ করতে ভালবাসেন, হয়তো তিনি বনে বা কমলভূষিত সরোবরে বা মৎস্যবহুল নদীর নিকট গেছেন, কিংবা আমাদের ভয় দেখাবার জন্য লুকিয়ে আছেন।

দণ্ডকারণ্যের বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রেও সীতাকে পাওয়া গেল না। লক্ষ্মণ নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগলেন, কিন্তু রাম শান্ত হলেন না। বললেন, বোধ হয় পৃথিবীতে আমার ন্যায় পাপী আর কেউ নেই, তাই শোকের পর শোক আমার হৃদয় মন বিদীর্ণ করছে। আমার রাজ্যনাশ স্বজনবিচ্ছেদ মাতৃবিরহ ও পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বনে এসে শান্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু সীতার বিরহে সমস্ত দুঃখ অগ্নিতে কাষ্ঠযোগের ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রাক্ষসরা যখন সীতাকে হরণ করে তখন তিনি ভয়ে কতই কেঁদেছেন। হয়তো তাঁর হারভূষিত গ্রীবা ছিন্ন ক'রে রাক্ষসরা রুধির পান করছে। হয়তো তিনি গোদাবরীতে গেছেন, অথবা পদ্ম আনতে কোনও সরোবরে গেছেন, এস আমরা খুঁজে দেখি। না, তিনি অতি ভীরু, একাকী বনে যাবেন না। হে আদিত্য, তুমি লোকের সমস্ত কার্য জান, তুমি সত্যাসত্যের সাক্ষী, আমার প্রিয়া কোথায় গেছেন, অথবা কে তাঁকে হরণ করেছে বল। বায়ু, তুমি বল, তিনি মৃতা না অপহৃতা অথবা তাঁকে পথে কোথাও দেখেছ।

১৭। রামের ক্রোধ

[সর্গ ৬৪—৬৬]

রাম গোদাবরী নদীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সীতা কোথায়? প্রাণিগণ অনুরোধ করতে লাগল, কিন্তু রাবণের ভয়ে নদী উত্তর দিলে না। রাম হতাশ হয়ে বললেন, লক্ষ্মণ, আমি সীতাকে হারিয়ে রাজা জনক

এবং আমার মাতাকে কি ক'রে অপ্রিয় সংবাদ দেব? এখন মন্দাকিনী নদী, জনস্থান এবং এই প্রস্রবণগিরি সর্বত্রই অনুসন্ধান করব। ওই হরিণরা বার বার আমাকে দেখছে, যেন কিছু বলতে চাচ্ছে।

রাম বাষ্পাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় সীতা? হরিণরা সহসা উত্থিত হয়ে দক্ষিণ আকাশের দিকে চাইতে লাগল এবং সীতা যে পথে অপহৃতা হয়েছিলেন সেই দিকে স'রে গেল। লক্ষ্মণ তাদের ইঙ্গিত বুঝে রামকে বললেন, চলুন আমরা দক্ষিণ দিকে যাই। কিছু দূরে গিয়ে তাঁরা ভূমিতে নিপতিত পুষ্প দেখতে পেলেন। রাম বললেন, আমি এইসকল পুষ্প বৈদেহীকে দিয়েছিলাম, তিনি এগুলি কবরীতে পরেছিলেন।

রাম আকুল হয়ে প্রস্রবণ-গিরিকে বললেন, পর্বতপতি, তুমি এক সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে এই বনে দেখেছ? আমি তাঁকে হারিয়েছি। সেই হেমবর্ণা সীতাকে দেখাও, নয়তো তোমার শীর্ষ ধ্বংস করব। এই নদীও যদি সীতার সংবাদ না বলে তবে একেও শুষ্ক ক'রে ফেলব। এমন সময় রাম ভূমিতে রাক্ষসের ও সীতার পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। তার নিকটে ভগ্ন ধনু, তূণীর এবং বহু খণ্ডে বিক্ষিপ্ত রথও প'ড়ে আছে। রাম বললেন, এই দেখ লক্ষ্মণ, সীতার অলংকার ও বিবিধ মাল্য বিকীর্ণ রয়েছে, ধরণীতল শোণিতবিন্দুতে আবৃত, বোধ হয় রাক্ষসরা তাঁকে খণ্ড খণ্ড ক'রে খেয়েছে। দুজন রাক্ষস তাঁর জন্য ঘোর যুদ্ধ করেছে, এই দেখ রত্নখচিত মহাধনু, কাঞ্চনময় বর্ম, শতশলাকাময় ছত্র ভেঙে প'ড়ে রয়েছে। এই অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান ধ্বজ, যুদ্ধরথ, এইসকল স্বর্ণকবচাবৃত পিশাচবদন নিহত খর, ঘোরদর্শন বাণসমূহ, নিহত সারথি—এই সমস্ত কার, রাক্ষস না দেবতার? দুঃখিনী সীতা এই মহাবনে অপহৃত বা নিহত বা ভক্ষিত হয়েছেন, ধর্ম তাঁকে রক্ষা করলেন না, কেউ আমার সহায় হলেন না।—

কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্।
অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ॥

মৃদুং লোকহিতে যুক্তং দান্তং করুণবেদিনম্।
নির্বীর্য ইতি মন্যন্তে নূনং মাং ত্রিদশেশ্বরাঃ॥
মাং প্রাপ্য হি গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
অদ্যৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ॥
সংহৃত্যৈব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য ইবোদিতঃ।
সংহৃত্যৈব গুণান্ সর্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে॥ (৬৪।৫৪-৫৭)
যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ।
নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্যোঽস্ম্যসংশয়ম্॥ (৬৪।৭৫)

—লক্ষ্মণ, যিনি সর্বলোকের কর্তা ও বীর, তিনিও যদি করুণস্বভাব হন তবে অজ্ঞানবশে লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারে। আমি মৃদুস্বভাব, লোকহিতে রত, সংযতেন্দ্রিয় ও করুণাশীল, সেজন্য দেবগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য মনে করেন। আমার গুণই দোষ হয়ে পড়েছে। দেখ লক্ষ্মণ, প্রলয়ের মহাসূর্য যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না সংহার ক'রে উদিত হন, সেইরূপ সর্বভূতের ও রাক্ষসদের বিনাশের নিমিত্ত আজ আমার তেজ সকল গুণ লুপ্ত ক'রে প্রকাশিত হবে। জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেউ কখনও প্রতিহত করতে পারে না, সেইরূপ ক্রোধাপন্ন আমাকেও কেউ নিবারণ করতে পারবে না।

প্রলয়কালে রুদ্রের ন্যায় লোকসংহারে উদ্যত রামের অদৃষ্টপূর্ব ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি সর্বভূতের হিতকারী, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজ স্বভাব বিসর্জন দেবেন না। এখানে ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল তার লক্ষণ দেখছি, কিন্তু এক জনেরই যুদ্ধ, বহু সৈন্যের পদচিহ্ন দেখছি না। আপনি আমার সঙ্গে এবং ঋষিগণের সহায়তায় সমুদ্র পর্বত বন গুহা এবং দেবলোক গন্ধর্বলোক সর্বত্র অনুসন্ধান করুন। যদি দেবগণ সীতার সন্ধান না দেন তবে আপনার স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রতুল্য শরে সমস্ত উৎসাদিত করবেন। আপনি আশ্বস্ত হ'ন, বিপদ কার না হয়, সকল লোকের পক্ষেই এ স্বাভাবিক ঘটনা। সীতা যদি বিনষ্ট হয়ে থাকেন তা হ'লেও সামান্য লোকের ন্যায় আপনার শোক করা

উচিত নয়। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এখন তারই প্রয়োগ দ্বারা শত্রুবধের উদ্‌যোগ করুন।

১৮। জটায়ুর মৃত্যু

[সর্গ ৬৭—৬৮]

রাম ক্রোধ সংবরণ ক'রে তাঁর ধনুতে ভর দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, বৎস, এখন আমরা কি করব, কোথায় যাব, কোন্ উপায়ে সীতাকে দেখতে পাব, তার উপায় চিন্তা কর। লক্ষ্মণ বললেন, এই জনস্থানে বহু রাক্ষস থাকে, এখানকার গিরিদুর্গ কন্দর গুহা সমস্তই আমরা খুঁজে দেখব চলুন।

যেতে যেতে একস্থানে রাম দেখলেন, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় জটায়ু রক্তাক্তদেহে প'ড়ে আছেন। ধনুতে ক্ষুরধার শর সন্ধান ক'রে রাম বললেন, এই পক্ষিরূপধারী রাক্ষসই সীতাকে খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, একে আমি বধ করছি। জটায়ু সফেন রুধির বমন করতে করতে অতি দীন বাক্যে বললেন, আয়ুষ্মান, তুমি যাঁকে খুঁজছ সেই দেবীকে রাবণ হরণ করেছে, আমার প্রাণও হরণ করেছে। অসহায়া সীতাকে রাবণ নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে ভূপাতিত করেছি, তার ধনু শর রথ ও ছত্র চূর্ণ করেছি, সারথিকেও বধ করেছি। অবশেষে আমাকে পরিশ্রান্ত দেখে রাবণ খড়্‌গাঘাতে আমার পক্ষ ছেদন ক'রে সীতাকে আকাশমার্গে নিয়ে গেছে। রাক্ষস আমাকে মেরে রেখেছে, তুমি আবার মেরো না।

ধনু ফেলে দিয়ে রাম সরোদনে জটায়ুকে আলিঙ্গন ক'রে লক্ষ্মণকে বললেন, রাজ্যনাশ বনবাস সীতাবিয়োগ জটায়ুর মরণ সবই আমার ভাগ্যে হ'ল, আমার অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করতে সাগরকেও শুষ্ক করতে পারে। এই মহাবল গৃধ্ররাজ পিতৃবয়স্য জটায়ুও মরণাপন্ন হয়েছেন।

ছিন্নপক্ষ রক্তাক্তদেহ জটায়ুকে ধ'রে ভূপাতিত হয়ে রাম বললেন, আমার প্রাণসমা বৈদেহী কোথায়? জটায়ু, যদি তোমার কথা বলবার শক্তি থাকে তবে সীতার বার্তা বল। তোমার নিধন কেন হ'ল? আমার কোন্ অপরাধে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে? সীতার সুন্দর মুখ তখন কেমন দেখাচ্ছিল? তিনি কি বললেন? রাবণের বীর্য ও রূপ কিপ্রকার, সে কোথায় থাকে? জটায়ু অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবলে মেঘ ও ঝটিকা সৃষ্টি ক'রে সীতাকে আকাশপথে নিয়ে গেছে। আমি পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, আমার পক্ষ ছেদন ক'রে রাবণ দক্ষিণদিকে চ'লে গেছে। বৎস, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, আমি মরণের পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। যে মুহূর্তে রাবণ সীতাকে নিয়ে যায় তার নাম বিন্দ, এই বিন্দ-মুহূর্তে যে ধন অপহৃত হয় তা শীঘ্র ফিরে আসে, অপহারকও বিনষ্ট হয়। তুমি দুঃখার্ত হয়ো না, শীঘ্রই জানকীকে পাবে।

জটায়ুর মুখ থেকে সমাংস রুধির নির্গত হ'তে লাগল। 'বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা'—এই কথা বলেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হ'লে বললেন—'বল বল', কিন্তু জটায়ুর মস্তক তখন ভূলুণ্ঠিত হ'ল, তিনি চরণ প্রসারিত ক'রে শয়ন করলেন।

মৃত জটায়ুর জন্য রাম বহু বিলাপ করলেন। তাঁর আদেশে লক্ষ্মণ কাঠ নিয়ে এলে রাম চিতা রচনা ক'রে গৃধ্ররাজকে দাহ করলেন। তার পর মৃগমাংসের পিণ্ড দিয়ে হরিদ্‌বর্ণ তৃণময় ক্ষেত্রে পক্ষীদের ভোজন করালেন এবং দুই ভ্রাতা গোদাবরীতে গিয়ে তর্পণ করলেন।

১১। অয়োমুখী—কবন্ধ

[সর্গ ৬৯—৭৩]

জটায়ুর প্রেতকৃত্য শেষ ক'রে রাম-লক্ষ্মণ পশ্চিম দিকে কিছুদূর গিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। এক ভয়ংকর গহন বন অতিক্রম ক'রে জনস্থান থেকে তিন ক্রোশ দূরে তাঁরা ক্রৌঞ্চারণ্যে উপস্থিত হলেন।

সেখানে বিশ্রাম ক'রে পূর্বদিকে তিন ক্রোশ গিয়ে মতঙ্গাশ্রমে এলেন। এই স্থান বহু বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বিবিধ হিংস্র পশু পক্ষী সেখানে বিচরণ করে। পাতালতুল্য গভীর ও অন্ধকারময় এক গিরিকন্দরের কাছে তাঁরা এক বিকৃতাননা রাক্ষসীকে দেখতে পেলেন। সেই ভীমাকৃতি লম্বোদরী তীক্ষ্ণদশনা মুক্তকেশী রাক্ষসী হরিণ খেতে খেতে লক্ষ্মণের কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললে, আমার নাম অয়োমুখী, তুমি আমার প্রিয় পতি, চল আমরা দুর্গম পর্বতে ও নদীপুলিনে গিয়ে বিহার করি। লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে খড়্গাঘাতে তার কর্ণ নাসিকা ও স্তন কেটে ফেললেন। অয়োমুখী বিকট চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল।

তার পর এক নিবিড় বন দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্মণ বললেন, আমার বাহু স্পন্দিত এবং মন উদ্‌বিগ্ন হচ্ছে, আমি নানা দুর্নিমিত্ত দেখছি। আর্য, সতর্ক থাকুন, আমার কথায় অবহেলা করবেন না। ওই দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ডাকছে, তাতে মনে হয় যুদ্ধে আমাদের জয় হবে।

এমন সময় সেই বন যেন বায়ুপ্রবাহে ভগ্ন ও পূর্ণ ক'রে এক বিপুল শব্দ হ'ল। রাম খড়্গহস্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে এক মহাকায় রাক্ষস দেখতে পেলেন। সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং তাতে একটিমাত্র চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলছে। সে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হস্তে বিবিধ মৃগ ভল্লুক পক্ষী প্রভৃতি ধ'রে কখনও খাচ্ছে কখনও আকর্ষণ ক'রে দূরে নিক্ষেপ করছে। এই রাক্ষস সহসা রাম-লক্ষ্মণকে সবলে জড়িয়ে ধরলে। রাম অধীর হলেন না, কিন্তু অল্পবয়স্ক লক্ষ্মণ ভয় পেয়ে বললেন, আমি রাক্ষসের হাতে বিবশ হয়েছি, আমাকে বলি-স্বরূপ দিয়ে আপনি পালিয়ে যান; সীতা ও পৈতৃক রাজ্য ফিরে পেয়ে আমাকে সর্বদা স্মরণ করবেন। রাম বললেন, বীর, বৃথা ভয় পেয়ো না, তোমার ন্যায় পুরুষের বিষাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

কবন্ধ বললে, খড়্গ-ধনুর্ধর বৃষস্কন্ধ যুবা তোমরা কে? কেন এখানে এসেছ? আমি ক্ষুধার্ত, ভাগ্যক্রমে তোমরা আমার কাছে উপস্থিত হয়েছ। তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে লক্ষ্মণ রামকে বললেন, এই

রাক্ষস শীঘ্রই আমাদের অভিভূত করবে, অতএব আমরা খড়্গাঘাতে এর দুই বাহু কেটে ফেলি। এ নিরস্ত্র, বাহুবলই এর সম্বল, একে পশুর ন্যায় হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের উচিত হবে না। এই কথা শুনে রাক্ষস অত্যন্ত কুপিত হয়ে মুখ ব্যাদান ক'রে রাম-লক্ষ্মণকে খাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তাঁরা খড়্গাঘাতে তার দুই বাহু ছেদন করলেন।

মেঘতুল্য গর্জনে আকাশ পৃথিবী ও সর্বদিক প্রতিধ্বনিত ক'রে রাক্ষস শোণিতাক্তদেহে ভূপতিত হ'ল। তার পর সে দীনভাবে জিজ্ঞাসা করলে, বীর, তোমরা কে? লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে অবশেষে বললেন, এক রাক্ষস রামের ভার্যাকে অপহরণ করেছে, আমরা তাঁরই অন্বেষণে এসেছি। তুমি কে? তোমার মুখ বক্ষে প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে, তোমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন। তুমি কবন্ধরূপে এই বনে বিচরণ করছ কেন?

কবন্ধ বললে, ভাগ্যক্রমে আমি তোমাদের দর্শন পেয়েছি। পূর্বে আমার রূপ চন্দ্র সূর্য ও ইন্দ্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আমি রাক্ষস-রূপে বনবাসী ঋষিদের ভয় দেখাতাম। একদা স্থূলশিরা নামক এক ঋষির আহৃত ফলমূলাদি আমি কেড়ে নিয়েছিলাম, তাঁর অভিশাপে আমার রূপ কুৎসিত হ'ল। শাপের অবসানের নিমিত্ত আমি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদন ক'রে বিজন বনে তোমাকে দগ্ধ করবেন তখন নিজ রূপ ফিরে পাবে। আমি শ্রী-নামক দানবের পুত্র দনু। আমার কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘ আয়ু দান করেন। আমি গর্বিত হয়ে ভাবলাম, ইন্দ্র আমার কি করতে পারেন। এই মনে ক'রে আমি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলাম। তিনি বজ্রাঘাতে আমার দুই উরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট ক'রে দিলেন। আমি অনুনয় ক'রে বললাম, এই ভগ্ন উরু ও মস্তকে কি ক'রে অনাহারে প্রাণধারণ করব? তখন ইন্দ্র আমাকে যোজনপ্রমাণ দুই বাহু দিলেন এবং উদরে তীক্ষ্ণদন্ত মুখ নিবেশিত করলেন। তিনি আরও বললেন, রাম-লক্ষ্মণ তোমার বাহু ছেদন করলে তুমি স্বর্গে যাবে। সেই থেকে আমি এই বনে বিচরণ করি এবং দীর্ঘ বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র মৃগাদি ধ'রে ধ'রে ভক্ষণ করি। রাম, এখন মহর্ষি স্থূলশিরার বাক্য অনুসারে

তুমি আমার অগ্নিসংস্কার কর, আমিও তোমাকে সৎপরামর্শ এবং মিত্রের সন্ধান দেব।

রাম বললেন, রাবণ আমার ভার্যা সীতাকে হরণ করেছে। আমি সেই রাক্ষসের কেবল নামই জানি, তার রূপ নিবাস শক্তি কিছুই জানি না। আমরা শোকার্ত হয়ে অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করছি, তুমি করুণা ক'রে বল সীতাকে কোন্ ব্যক্তি কোথায় নিয়ে গেছে। আমরা করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে এনে এখানে বৃহৎ গর্ত ক'রে তোমার অগ্নি-সংস্কার করব।

দনু বললেন, আমি সীতার বিষয় জানি না, আমার দিব্যজ্ঞানও এখন নেই। আমার দাহের পর পূর্বরূপ ফিরে পাব, তখন তোমাকে জানাব কার কাছে গেলে তুমি রাবণের পরিচয় পাবে। যাঁর কথা বলছি তিনি ন্যায়পরায়ণ, এককালে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রো, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। এখন সূর্যাস্তের পূর্বেই আমার দাহ শেষ কর।

প্রজ্বলিত চিতা থেকে দনু পূর্বরূপে উত্থিত হলেন। তিনি দিব্য বসনভূষণে শোভিত হয়ে হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে অন্তরীক্ষে উঠে বললেন, রাম, তুমি আর লক্ষ্মণ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছ, এখন অনুরূপ দশাগ্রস্ত লোকের সঙ্গেই তোমার মিত্রতা করা উচিত, এ ভিন্ন অন্য উপায় দেখছি না। সুগ্রীব নামে এক বানর আছেন, তিনি ঋক্ষরজার (১) ক্ষেত্রজ এবং সূর্যের ঔরস পুত্র। তিনি তাঁর ভ্রাতা ইন্দ্র-পুত্র বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পম্পাতীরবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে চার-জন বানরের সঙ্গে বাস করছেন। সুগ্রীব মহাবলশালী তেজস্বী সত্য-প্রতিজ্ঞ ধীর ও দক্ষ। সীতা-অন্বেষণে তিনিই তোমার সহায় ও মিত্র হবেন। তুমি শীঘ্র গিয়ে অগ্নিসাক্ষী ক'রে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা কর. তিনি বানরের অধিপতি ব'লে অবজ্ঞা ক'রো না। সুগ্রীব কামরূপী. কৃতজ্ঞ, তিনিও সাহায্যপ্রার্থী। তোমার ভার্যার অনুসন্ধানের জন্য তিনি

---

(১) উত্তরকাণ্ডে চয়োদশ পরিচ্ছেদে ঋক্ষরজার কথা আছে।

মহাকায় বানরদের চতুর্দিকে পাঠাবেন এবং মেরুশৃঙ্গে বা পাতালে গিয়েও রাক্ষস বধ ক'রে সীতাকে তোমার হস্তে দেবেন।

তার পর দনু রামকে বললেন, পশ্চিম দিকে যেখানে বহু পুষ্পিত বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়েই তোমার যাত্রার উত্তম পথ। যেতে যেতে তোমরা ফলভারে অবনত অনেক মহাবৃক্ষ দেখবে, শাখা নমিত করে তাদের অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ক'রো। পর্বত থেকে পর্বতে এবং বন থেকে বনে গিয়ে পম্পা (১)র তীরে উপস্থিত হবে। এই পুষ্করিণীতে কঙ্কর ও শৈবাল নেই, তলদেশ বালুকাময় অপিচ্ছিল, তার জল কমল ও উৎপলে শোভিত। তার তীরে বহুপ্রকার পক্ষী কূজন করে, তারা মানুষকে ভয় করে না। তোমরা সেই সকল ঘৃতপিণ্ডতুল্য স্থূল পক্ষী ভক্ষণ ক'রো। পম্পার জলে এককণ্টক উৎকৃষ্ট রোহিত চক্রতুণ্ড ও নলমীন মৎস্য আছে, লক্ষ্মণ শরাঘাতে তাদের মেরে ত্বক ও শঙ্ক ছাড়িয়ে শূলপক্ক ক'রে দেবেন। তোমার ভোজন হ'লে লক্ষ্মণ তোমাকে পদ্মপত্রে পম্পার নির্মল জল এনে দেবেন। ওখানকার বনে মতঙ্গ মুনির শিষ্যগণ বাস করতেন। ফলমূল আহরণের শ্রমে তাঁদের দেহ হ'তে যে স্বেদবিন্দু পড়ত তা থেকে বিবিধ পুষ্প উৎপন্ন হয়েছে, এইসকল পুষ্প কখনও শীর্ণ বা ম্লান হয় না। তাঁরা এখন গত হয়েছেন, কেবল তাঁদের পরিচারিণী শবরী নামে এক শ্রমণী ওখানে আছেন। এই ধর্মশীলা সন্ন্যাসিনী তোমাকে দর্শন ক'রে স্বর্গলোকে যাবেন। রাম, তুমি পম্পার পশ্চিম তীর দিয়ে গেলে মতঙ্গ ঋষির আশ্রম দেখতে পাবে। সেই রমণীয় স্থানের নাম মতঙ্গ বন। হস্তীরা সেখানে যেতে পারে না। তার অদূরেই ব্রহ্মার রচিত ঋষ্যমূক (২) পর্বত। লোকে তার শিখরে শুয়ে নিদ্রাবস্থায় যত ধনের স্বপ্ন দেখে, জাগ্রত হ'লে ততই পায়। এই পর্বতে এক দুষ্প্রবেশ্য গুহা আছে, সুগ্রীব তাঁর সহচর বানরদের সঙ্গে তার মধ্যে বাস করেন, সময়ে সময়ে পর্বতের উপরেও থাকেন।

---

(১) পম্পা কোথাও নদীরূপে কোথাও সরসী বা পুষ্করিণী অর্থাৎ হ্রদরূপে বর্ণিত হয়েছে। বোধ হয় নদীরই এক অংশ হ্রদ।

(২) মূল অর্থ — যেখানে ঋষ্য (মৃগ) মূক (শান্ত)।

দিব্যরূপধারী কবন্ধ এইরূপ নির্দেশ দিলে রাম-লক্ষ্মণ বললেন, তুমি এখন পুণ্যলোকে প্রস্থান কর। কবন্ধ উত্তর দিলেন, তোমরাও স্বকার্য সাধনের জন্য যাও।

২০। শবরীর ইষ্টলাভ

[সর্গ ৭৪—৭৫]

কবন্ধের প্রদর্শিত পথে যাত্রা ক'রে রাম-লক্ষ্মণ পম্পার পশ্চিম তীরে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সিদ্ধা শবরী তাঁদের চরণবন্দনা ক'রে পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি দিয়ে সম্মান করলেন। রাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, চারুভাষিণী, আপনার কোনও বিঘ্ন নেই তো? আপনার তপস্যার বৃদ্ধি হচ্ছে? কোপ ও আহার সংযত করতে পেরেছেন? আপনি নিয়ম পালন করছেন? মনে সুখ পেয়েছেন? আপনার গুরু-সেবা সফল হয়েছে?

বৃদ্ধা শবরী রামের সম্মুখে এসে উত্তর দিলেন,

> অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া।
> অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥
> অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি
> ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ।
> তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
> গমিষ্যাম্যক্ষয়াঁল্লোকাংস্ত্বৎপ্রসাদাদরিন্দম॥ (৭৪।১১-১৩)

— আজ তোমাকে দেখে আমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হ'ল, আজ আমার জন্ম সফল, গুরুসেবাও সার্থক। নরশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ, আজ তোমার পূজা ক'রে আমার তপস্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলাভ হবে। মানদ, তোমার সৌম্যদৃষ্টিতে আমি পূত হয়েছি। অরিন্দম, তোমার প্রসাদে আমি অক্ষয় লোক লাভ করব।

তার পর শবরী বললেন, আমি যেসকল তপস্বীর সেবা করতাম, তুমি চিত্রকূটে আসবামাত্র তাঁরা এই আশ্রম থেকে দিব্য বিমানে স্বর্গা-রোহণ করেছেন। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্য

আশ্রমে আসবেন, তাঁকে ও লক্ষ্মণকে অতিথিরূপে সংবর্ধনা করো, রামের দর্শন পেলে তুমি অক্ষয় লোক লাভ করবে। তাঁদের এই কথা শুনে আমি পম্পাতীরজাত বিবিধ বন্য উপহার তোমার জন্য সঞ্চয় ক'রে রেখেছি।

রাম বললেন, আমি দনুর মুখে সেই তপস্বীদের প্রভাবের কথা শুনেছি। যদি আপনার মত হয় তবে তা প্রত্যক্ষ দেখতে ইচ্ছা করি। শবরী বললেন, এই দেখ নিবিড় মেঘবর্ণ মৃগপক্ষিসমাকুল বিখ্যাত মতঙ্গ-বন। এই স্থানেই আমার গুরু শুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়েছিলেন। এই বেদীর নাম প্রত্যক্‌স্থলী, এতে তাঁরা কম্পিতহস্তে পুষ্পোপহার দিতেন। উপবাসজনিত অবসাদে তাঁরা কোথাও যেতে পারতেন না, এই দেখ তাঁদের ইচ্ছাবশেই সপ্তসমুদ্র এইখানে এসেছেন। তাঁরা স্নানান্তে যে বল্কল বৃক্ষে রাখতেন, যে পুষ্পে পূজা করতেন, তা এখনও অশুষ্ক অম্লান রয়েছে। রাম, তুমি এই বন দেখলে, আমার কথাও সব শুনলে। এখন আজ্ঞা দাও আমি কলেবর ত্যাগ করব।

রাম বললেন, আমরা যা দেখেছি তা আশ্চর্য। আপনি আমার সমুচিত সম্মাননা করেছেন, এখন অভীষ্ট লোকে সুখে প্রস্থান করুন। তখন জটাবতী চীর-অজিন-ধারিণী শবরী অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়ে দিব্যরূপে দিব্যালংকারভূষিতা হয়ে স্বর্গলোকে মহর্ষিগণের নিকট গমন করলেন।

শবরীর স্বর্গারোহণের পর রাম বললেন, লক্ষ্মণ, এই আশ্রমের মৃগ ও শার্দুলরা বিশ্বস্ত, নানা পক্ষী এখানে বাস করে, বহু আশ্চর্যজনক পদার্থ এখানে আছে। সপ্তসমুদ্রে স্নান এবং পিতৃগণের তর্পণও করেছি, তাতে আমাদের অশুভ নষ্ট হয়েছে, আমার মনও প্রফুল্ল হয়েছে। এখন আমরা পম্পাতীরে যাব, যার নিকটবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব বাস করেন।

আশ্রম থেকে যাত্রা ক'রে রাম-লক্ষ্মণ নানাবৃক্ষশোভিত অতি রমণীয় পম্পানদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

১। পম্পা

[সর্গ ১]

পদ্মকুমুদশোভিত মৎস্যসমাকুল পম্পাসরোবরের তীরে এসে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, এই পম্পার জল বৈদূর্যমণির ন্যায় নির্মল, এর তীরবর্তী কানন অতি সুদৃশ্য, বৃক্ষগুলি ঊর্ধ্বে শাখা প্রসারিত ক'রে আছে, বোধ হচ্ছে যেন শিখরযুক্ত পর্বত। সীতাহরণের ফলে এবং ভরতের দুঃখ স্মরণ ক'রে আমি শোকার্ত হয়ে রয়েছি, তথাপি পম্পার শোভা আমাকে মোহিত করছে।—

পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্॥
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে॥
মত্তকোকিলসংনাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ॥ (১।১১-১৫)

— সৌমিত্রি, এই পুষ্পিত বনরাজীর রূপ দেখ, মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে বন সেইরূপ পুষ্পবর্ষণ করছে। কাননের বিবিধ বৃক্ষ বায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়ে রমণীয় প্রস্তরভূমির উপর পুষ্প বিকীর্ণ করছে। কতক পুষ্প প'ড়ে গেছে, কতক পড়ছে, কতক বৃক্ষেই রয়েছে, বায়ু যেন সর্বত্র পুষ্প নিয়ে খেলা করছে। নানা বৃক্ষের কুসুমময় শাখা সঞ্চালিত ক'রে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ভ্রমরগণ গুঞ্জন ক'রে তার অনুসরণ করছে।

পর্বতকন্দর থেকে সশব্দে নিষ্ক্রান্ত বায়ু যেন গান করছে এবং মত্ত কোকিলের ধ্বনি সহকারে যেন পাদপসমূহকে নাচাচ্ছে।

মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টঃ প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ॥
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রণদন্ মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণ॥
শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহূয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত॥ (১।২৩-২৫)
অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ॥
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব।
শিখিনীভিঃ পরিবৃতাস্ত এতে মদমূর্ছিতাঃ॥ (১।৩৬-৩৭)

— আমি শোকাক্রান্ত, মন্মথ আমাকে সন্তপ্ত করছেন। কোকিল হৃষ্ট-কণ্ঠে যেন আমাকে আহ্বান করছে। রমণীয় বননির্ঝরের নিকট ওই দাত্যূহ (১) পক্ষী মধুর স্বরে কূজন ক'রে আমাকে শোকাকুল করছে। পূর্বে আমার প্রিয়া আশ্রমে এই শব্দ শুনে প্রফুল্লমনে আমাকে ডেকে কত আনন্দ প্রকাশ করতেন। এইসকল প্রমত্ত ময়ূর ময়ূরী-পরিবৃত হয়ে ইতস্তত নৃত্য করছে, স্ফাটিকময় (২) গবাক্ষের তুল্য তাদের বিস্তারিত পক্ষ বায়ুতে কম্পিত হচ্ছে।

পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।
পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে॥
রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া।
নিষ্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ॥ (১।৪৪-৪৫)
অমী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ।
বিভ্রমোৎসিক্তমনসঃ সাঙ্গরাগা নরা ইব॥ (১।৬০)
অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্।
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কলহংসতরবাদিনীম্॥ (১।৬৮)
যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে।
তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা॥ (১।৭০)

(১) ডাহুক বা ডাক পাখি। (২) নানাবর্ণের কাচখণ্ডে ভূষিত।

— দেখ লক্ষ্মণ, শীত ঋতুর অবসানে পুষ্পভারে সমৃদ্ধ এই বনের পুষ্পরাশি আমার পক্ষে নিষ্ফল হ'ল। বৃক্ষের অতিশয় সুন্দর পুষ্প-গুলিও ভ্রমরকুলের সঙ্গে বৃথা ভূমিতলে স্খলিত হচ্ছে। মুকুলিত আম্রতরু ওই দেখা যাচ্ছে, যেন বিলাসমত্ত লোকে অঙ্গরাগ করেছে। হায়, মদনের কি প্রতিকূল আচরণ, যিনি এখানে নেই, যাঁর মিলন এখন দুর্লভ, সেই প্রিয়ভাষিণী কল্যাণী সীতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সহবাসে যা কিছু আমার কাছে রমণীয় ছিল, তাঁর বিরহে এখন সেই সবই অরমণীয় হয়েছে।

যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।
স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম॥
ন হ্যেবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ।
রমতো মে ভবেচ্চিন্তা ন স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ॥ (১।৯৫-৯৬)

— লক্ষ্মণ, যদি সেই সাধ্বী আমাকে দেখা দেন, যদি তাঁর সঙ্গে এখানে বাস করতে পাই, তবে ইন্দ্রের পদ বা অযোধ্যা কিছুই চাই না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল ভূমিতে যদি তাঁর সঙ্গে বিহার করতে পাই তবে কোনও চিন্তা বা অন্য কোনও বিষয়ে আমার স্পৃহা হয় না।

রামকে এইরূপ অনাথের ন্যায় বিলাপ করতে দেখে লক্ষ্মণ বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শোক করবেন না, শোকার্ত লোকের বুদ্ধি ক্ষীণ হয়। রাবণ যদি পাতালে বা আরও দুর্গম স্থানে যায় তথাপি তার নিধন হবে। আপনি দীন ভাব ত্যাগ ক'রে প্রকৃতিস্থ হ'ন, উদ্যমী পুরুষ কর্মকালে অবসাদগ্রস্ত হন না, আমরা উদ্যম দ্বারাই জানকীকে উদ্ধার করব। আপনার শোক এখন পশ্চাতে থাকুক, আপনি কামপ্রবৃত্তিও পরিহার করুন। আপনি শুদ্ধস্বভাব সুশিক্ষিত তা কি ভুলে গেছেন?

লক্ষ্মণের কথায় রাম প্রকৃতিস্থ হলেন এবং ধৈর্য অবলম্বন ক'রে পম্পার তটদেশ অতিক্রম ক'রে চলতে লাগলেন। সেই সময়ে বানররাজ সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়ে ভয়ে অবসন্ন হয়ে তাঁর সহচর বানরদের সঙ্গে এক নিরাপদ আশ্রয়ে চ'লে গেলেন।

২। লক্ষ্মণ-হনুমান-সংবাদ

[সর্গ ২—৪]

অস্ত্রধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব উদ্‌বিগ্ন ও অস্থির হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, এরা নিশ্চয় বালীর চর, ছদ্মবেশে চীরধারী হয়ে এই দুর্গম বনে এসেছে।

সুবক্তা হনুমান সুগ্রীবকে বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, ভয় ত্যাগ কর, এই মলয় (১) পর্বতে বালী হ'তে কোনও ভয় নেই। তুমি যার ভয়ে পালিয়ে এসেছ সেই ক্রূরদর্শন বালীকে আমি এখানে দেখছি না। তুমি তোমার বানরস্বভাব প্রকাশ করছ, লঘুচিত্ততার জন্য অস্থির হয়ে আছ। বুদ্ধিপ্রয়োগ কর, ইঙ্গিত থেকে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে কাজ কর। বুদ্ধিহীন রাজা প্রজাশাসন করতে পারে না।

সুগ্রীব উত্তর দিলেন, ওই দুজন দীর্ঘবাহু অসিধনুর্বাণধারী দেবকুমারতুল্য বীরকে দেখলে কার না ভয় হয়? রাজাদের অনেক মিত্র থাকে, আমার মনে হয় বালীই এদের পাঠিয়েছেন, এদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। তুমি গ্রাম্যজনের ন্যায় ওদের কাছে যাও, আকার ইঙ্গিত ও কথাবার্তা থেকে ওদের পরিচয় জেনে নাও। যদি ওরা প্রসন্ন মনে আলাপ করে তবে বার বার আমার প্রশংসা ক'রে ওদের মনে বিশ্বাস জন্মাবে এবং এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে।

সুগ্রীবের বাক্য অনুসারে হনুমান রাম-লক্ষ্মণের কাছে গেলেন। ধূর্তবুদ্ধির বশে তিনি বানররূপের পরিবর্তে ভিক্ষুরূপ ধারণ করলেন এবং প্রণাম ক'রে সবিনয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, তোমরা দুই যুবা কে? তোমাদের রূপ রাজর্ষি দেবতা ও তপস্বীর ন্যায়, মস্তকে জটা, হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন তূণীর ও নির্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় খড়্গ, তোমাদের দেখে মৃগাদি বনচর ত্রস্ত হয়েছে। এখানে কেন এসেছ? তোমরা পরস্পরের সদৃশ, অতি রূপবান ও বলবান, তোমাদের সুগোল

---

(১) ঋষ্যমূক ও মলয় একই পর্বতমালার অন্তর্গত।

বিশাল বাহু অলংকার ধারণের যোগ্য তথাপি নিরাভরণ রয়েছে। আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? এখানে সুগ্রীব নামে এক ধার্মিক বানরপতি আছেন, তিনি তাঁর ভ্রাতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দুঃখিত মনে জগৎ ভ্রমণ করছেন। সুগ্রীবের আজ্ঞায় আমি তোমাদের কাছে এসেছি, আমি তাঁর সচিব পবনাত্মজ হনুমান। সুগ্রীব তোমাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের ইচ্ছা করেছেন।

হনুমানের কথা শুনে রাম পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মণকে বললেন, যে সুগ্রীবের সঙ্গে আমরা মিলিত হ'তে চাই ইনি তাঁরই সচিব। তুমি এ'র সঙ্গে মিষ্ট কথায় আলাপ কর। ইনি যেরূপ কথা বললেন, ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ জানা না থাকলে সেরূপে কেউ বলতে পারে না। ইনি নিশ্চয় বহুবার সমগ্র ব্যাকরণ শুনেছেন সেজন্য একটিও অপশব্দ বলেন নি, এ'র মুখ চক্ষু ললাট ভ্রূ প্রভৃতিরও কোনও বিকৃতি দেখা গেল না। ইনি সংক্ষেপে অসন্দিগ্ধভাবে যথাক্রমে শব্দসকল উচ্চারণ করেন, সমস্ত ধ্বনি যথাস্থান থেকে যথাযথ নির্গত হয়। এ'র বাক্য দ্রুত নয়, বিলম্বিতও নয়, শুনলে মনে আনন্দ হয়। যে রাজার এমন দূত নেই তাঁর কার্য কি ক'রে সম্পন্ন হয়?

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে বললেন, হে বিদ্বান, আমরা সুগ্রীবের গুণাবলী জানি, আমরা তাঁরই অন্বেষণ করছিলাম। তাঁর আদেশে তুমি আমাদের যা বললে তাই করব।

হনুমান প্রীত হয়ে রামকে বললেন, তুমি এই মৃগশ্বাপদসংকুল দুর্গম বনে ভ্রাতার সঙ্গে কেন এসেছ? রামের আদেশক্রমে লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয়, সীতাহরণবৃত্তান্ত এবং কবন্ধরূপী দনুর কথা জানিয়ে সাশ্রুলোচনে বললেন, আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হয়েছি। যিনি বহু বিত্ত দান করেছেন, যিনি উত্তম যশোলাভ করেছেন, যিনি সর্বলোকের শরণ্য, যাঁর প্রসাদে সকল প্রজা তুষ্ট হ'ত, সেই দশরথপুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত রাম সুগ্রীবের শরণাপন্ন হয়েছেন।

লক্ষ্মণের এই করুণ বাক্য শুনে হনুমান বললেন, তোমরা বুদ্ধিমান জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয়, সুগ্রীবের সৌভাগ্য যে তাঁর কাছে এসেছ।

সুগ্রীব তাঁর ভ্রাতা বালী কর্তৃক রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, পত্নীকেও হারিয়েছেন। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব ও আমরা সকলেই তোমাদের সাহায্য করব। এখন আমরা সুগ্রীবের কাছে যাই চল।

লক্ষ্মণ রামকে বললেন, এই পবননন্দন হনুমানের কথায় বোধ হচ্ছে আমাদের এখানে আসার ফলে সুগ্রীব ও আমরা উভয় পক্ষই উপকৃত হব। হনুমানের প্রসন্ন মুখ দেখলে মনে হয় না যে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

তখন হনুমান ভিক্ষুরূপ ত্যাগ ক'রে নিজ রূপ ধরলেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে বহন ক'রে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে এলেন।

৩। রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী

[সর্গ ৫—৮]

হনুমান সুগ্রীবকে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশে জাত দশরথাত্মজ রাম তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার কাছে এসেছেন। ইনি পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে বাস করছিলেন, রাবণ এঁর ভার্যাকে অপহরণ করেছে। ইনি তোমার শরণাগত। রাম-লক্ষ্মণ তোমার সঙ্গে মৈত্রী করতে চান, এঁরা পূজনীয়, এঁদের তুমি সসম্মানে গ্রহণ কর।

সুগ্রীব সুদর্শন রূপ ধারণ ক'রে রামকে বললেন, বায়ুপুত্র হনুমানের কাছে আমি তোমার গুণাবলী শুনেছি, তুমি ধর্মাত্মা, তপোনিষ্ঠ, সকলের প্রতি তোমার স্নেহ। তুমি আমার ন্যায় বানরের সঙ্গে সৌহার্দ কামনা করছ তাতে আমি সম্মানিত ও লাভবান হয়েছি। আমার সখ্য যদি তোমার প্রীতিকর হয় তবে এই প্রসারিত বাহু গ্রহণ ক'রে চিরস্থায়ী পাণিমর্যাদা(১) বন্ধন কর।

রাম হৃষ্টমনে সুগ্রীবের পাণিপীড়ন ক'রে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। হনুমান দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালিত করলেন এবং পুষ্প দ্বারা অর্চনা ক'রে দুজনের মধ্যে রাখলেন। রাম ও সুগ্রীব

(১) হস্তগ্রহণপূর্বক বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা।

সেই জ্বলন্ত অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন, বার বার দেখেও তাঁদের তৃপ্তি হ'ল না। সুগ্রীব রামকে বললেন, তুমি আমার অতি প্রিয় বয়স্য হ'লে, আমাদের সুখদুঃখ এক হ'ল। তার পর তিনি একটি পত্রবহুল পুষ্পিত শাখা ভেঙে রামের সঙ্গে তাতে বসলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের বসবার জন্য একটি কুসুমিত চন্দনশাখা এনে দিলেন।

সুগ্রীব বললেন, রাম, বালী আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমার ভার্যাকে হরণ করেছেন, আমি ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় নিয়েছি। আমি ভয়ার্ত, তুমি আমার ভয় দূর কর। ঈষৎ হাস্য ক'রে রাম উত্তর দিলেন, কপিবর, মিত্রের উপকার করতে হয় তা আমি জানি। তোমার ভার্যাপহারী দুর্বৃত্ত বালীকে আমি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে নিশ্চয় বধ করব। সুগ্রীব অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রসাদে আমি প্রিয় ভার্যা ও রাজ্য ফিরে পাব, তুমি এমন কার্য কর যাতে আমার অগ্রজ বালী আর আমার শত্রুতা করতে না পারেন।

সীতাকপীন্দ্রক্ষণদাচরাণাং
রাজীবহেমজ্বলনোপমানি।
সুগ্রীবরামপ্রণয়প্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি॥ (৫।৩১)

— রাম সুগ্রীবের এই প্রণয়সম্বন্ধকালে সীতার পদ্মনেত্র, কপীন্দ্র বালীর স্বর্ণপিঙ্গল নেত্র, এবং রাক্ষসদের অগ্নিতুল্য দীপ্তনেত্র — সকলেরই বাম নেত্র — এককালে স্পন্দিত হ'তে লাগল।

সুগ্রীব পুনর্বার বললেন, আমি হনুমানের কাছে সীতাহরণের বৃত্তান্ত সমস্তই শুনেছি। তুমি শোক ত্যাগ কর, আমি তোমার কান্তাকে এনে দেব। এখন অনুমানে বুঝেছি যে আমি তাঁকে দেখেছি। রাক্ষস যখন তাকে হরণ ক'রে নিয়ে যায় তখন তিনি 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' ব'লে ডাকছিলেন। আমরা পাঁচজন পর্বতে উপবিষ্ট ছিলাম, আমাদের

দেখে তিনি তাঁর উত্তরীয় ও আভরণ ফেলে দেন, আমরা সে সমস্তই রেখে দিয়েছি। আমি এনে তোমাকে দেখাচ্ছি।

রাম বললেন, সখা, শীঘ্র নিয়ে এস, বিলম্ব করছ কেন? সুগ্রীব তখনই পর্বতের গহন গুহা থেকে সীতার উত্তরীয় ও অলংকার নিয়ে এলেন। রাম সেগুলি হৃদয়ে রেখে রুদ্ধকণ্ঠে 'হা প্রিয়া' ব'লে ভূতলে প'ড়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, এই দেখ বৈদেহীর উত্তরীয় ও অলংকার। তিনি নিশ্চয় তৃণাবৃত ভূমিতে এগুলি ফেলেছিলেন সেজন্য অবিকৃত রয়েছে। লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, আমি তাঁর কেয়ূর (১) জানি না, কুণ্ডলও জানি না, নিত্য তাঁর পাদবন্দনা করতাম এজন্য নূপুর চিনতে পারছি।

রাম বললেন, সুগ্রীব, রাক্ষস আমার প্রিয়াকে হরণ ক'রে কোন দেশে নিয়ে যাচ্ছিল? আমার ঘোর অনিষ্টকারী সেই রাক্ষস কোন দেশে বাস করে? সুগ্রীব উত্তর দিলেন, সেই পাপীর বাসস্থান কোথায় তা আমি জানি না, কিন্তু তার সামর্থ্য বিক্রম আর কুলবৃত্তান্ত জানি। তুমি শোকে অবসন্ন হয়ো না, ধৈর্য ধর, তোমার ন্যায় পুরুষের বুদ্ধিলাঘব শোভা পায় না। আমারও পত্নীবিচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু অশিক্ষিত বানর হয়েও আমি অধীর ও শোকার্ত হই নি। আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুরোধ করছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, শোক ক'রো না, শোকগ্রস্ত লোকের সুখ থাকে না, তেজ ক্ষয় পায়, প্রাণসংশয়ও হয়। আমি বয়স্যভাবে হিতবাক্য বলছি, উপদেশ দিচ্ছি না, তুমি তোমার বয়স্যের কথা রাখ।

অশ্রুজলার্দ্র মুখ বস্ত্রান্ত দিয়ে মুছে রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, স্নেহশীল হিতকামী বন্ধুর যা কর্তব্য তা তুমি করেছ। সখা, এই বিপৎকালে তোমার ন্যায় বন্ধুলাভ দুর্ঘট। এখন সীতা ও দুরাত্মা রাবণের অন্বেষণের জন্য তুমি কিপ্রকার চেষ্টা করবে? সুগ্রীব বললেন, তোমার ন্যায় সখা যখন পেয়েছি তখন দেবতারা নিশ্চয় আমাকে অনুগ্রহ করবেন। অগ্নিসাক্ষী ক'রে তোমাকে মিত্ররূপে লাভ করেছি,

---

(১) বাহুর অলংকার বিশেষ।

তাতে স্বজনবর্গের কাছে আমার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিও যে তোমার অনুরূপ বয়স্য তা তুমি ক্রমশ জানতে পারবে। স্নেহশীল বয়স্যের জন্য লোকে ধনত্যাগ সুখত্যাগ ও দেশত্যাগও করতে পারে। বালীর শত্রুতার ফলে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি, ভয়ার্ত হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বিচরণ করছি, তুমি আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত কর।

রাম বললেন, তোমার ভার্যাপহারীকে আজই আমি বধ করব। এই শরবণজাত কঙ্ক(১) পক্ষযুক্ত স্বর্ণভূষিত বজ্রতুল্য বাণসমূহ তোমার শত্রু বালীকে ধরাশায়ী করবে। সুগ্রীব অশ্রুসংবরণ ক'রে বললেন, বালী পরুষবাক্যে তিরস্কার ক'রে আমাকে সবলে কিষ্কিন্ধ্যা(২) থেকে দূর ক'রে দিয়েছেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয়া ভার্যাকে হরণ করেছেন, আমার সুহৃদ্‌গণকে কারাগারে বেঁধে রেখেছেন। আমাকে মারবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর প্রেরিত সকল বানরকেই আমি বধ করেছি। তোমাকে যখন দেখি তখন আমি শঙ্কাবশে অগ্রসর হই নি। এখন হনুমান প্রভৃতি কয়েকজন বানর আমার সহায়, এরা আমাকে সর্বত্র রক্ষা করে, এদের স্নেহের জন্যই আমি প্রাণধারণ ক'রে আছি। বালীর বিনাশ হ'লেই আমার সকল দুঃখ দূর হবে। রাম, আমার শোক দূর করবার উপায় তোমাকে বললাম, তুমি আমার সখা, সুখে থাক বা দুঃখে থাক, তুমিই আমার গতি।

রাম বললেন, সুগ্রীব, তোমার সঙ্গে বালীর বিরোধ কেন হ'ল তা শুনতে ইচ্ছা করি। তার পর উভয় পক্ষের বলাবল অবধারণ ক'রে আমি তোমার অভীষ্টসাধন করব।

৪। বালী-সুগ্রীব-বিরোধের ইতিহাস

[সর্গ ৯—১১]

সুগ্রীব এই ইতিহাস বললেন।—বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন, আমিও তাঁর অনুরক্ত ছিলাম। পিতার

(১) কাঁক, বক জাতীয় বড় পাখি বিশেষ।
(২) মৈসূরের উত্তরে বেলারি জেলায়।

মৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ বালীকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আমিও তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে রইলাম। মায়াবী (১) নামে এক তেজস্বী অসুর ছিল, সে দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্ত্রীঘটিত কোনও ব্যাপারে বালীর সঙ্গে তার শত্রুতা হয়। একদা রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হ'লে মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলে। মায়াবীর গর্জনে বালীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, তিনি তখনই যুদ্ধের জন্য নির্গত হলেন। আমি এবং বালীর পত্নীগণ তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য অনুনয় করলাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহবশে তাঁর অনুসরণ করলাম। মায়াবী আমাদের দেখে ভয় পেয়ে দ্রুতবেগে পালাতে লাগল। তখন চন্দ্রোদয় হয়েছিল, সমস্ত পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মায়াবী সহসা এক তৃণাবৃত ভূবিবরে প্রবেশ করলে। বালী আমাকে বললেন, আমি যতক্ষণ না শত্রুকে বধ ক'রে ফিরে আসি ততক্ষণ তুমি এই বিবরদ্বারে থাক। আমিও যেতে চাইলাম, কিন্তু বালী সম্মত হলেন না, তাঁর পাদস্পর্শ করিয়ে আমাকে শপথ করালেন যে আমি বিবরদ্বারেই থাকব।

আমি এক বৎসর সেখানে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু বালী ফিরলেন না। তখন আমার আশঙ্কা হ'ল যে বালী বিনষ্ট হয়েছেন। আরও অনেক কাল পরে সেই বিবর থেকে সফেন রুধির নির্গত হ'তে লাগল এবং অসুরদের গর্জনও শোনা গেল, কিন্তু বালীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। তখন বালীর মৃত্যু হয়েছে এই স্থির ক'রে বৃহৎ শিলাখণ্ড দিয়ে বিবরদ্বার রুদ্ধ করলাম এবং শোকার্তচিত্তে তাঁর তর্পণ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলাম। আমি এই ঘটনা সযত্নে গোপন করেছিলাম, কিন্তু অবশেষে মন্ত্রীরা সমস্তই শুনলেন এবং সকলে মিলে আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

তার পর আমি ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করছি, সহসা একদিন বালী ফিরে এলেন। আমাকে অভিষিক্ত দেখে রক্তলোচন হয়ে তিনি মন্ত্রীদের

---

(১) উত্তরকাণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে, মায়াবী ও দুন্দুভি ময়-দানবের পুত্র, মন্দোদরীর ভ্রাতা।

বন্ধন ক'রে পরুষবাক্যে তিরস্কার করতে লাগলেন। আমি তাঁকে নিগৃহীত করতে পারতাম, কিন্তু তা না ক'রে সসম্মানে অভিবাদন করলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন না, তাঁর পায়ে আমার মুকুট স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলাম, তথাপি তাঁর ক্রোধ গেল না।

তখন বালীকে প্রসন্ন করবার জন্য আমি বললাম, তুমি শুভাদৃষ্টক্রমে শত্রুবধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ, তুমি আমার প্রভু, আমার ধৃত এই ছত্রচামর গ্রহণ কর। রাজা, তোমার জন্য আমি সংবৎসর কাতরভাবে বিবরদ্বারে অপেক্ষা করেছিলাম, অবশেষে শোণিত দেখে শোকসন্তপ্ত হয়ে বিবর বন্ধ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসেছি। পৌরজন ও মন্ত্রিবর্গ আমার অনিচ্ছায় আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, আমাকে ক্ষমা কর। তুমিই রাজা, আমি পূর্বের ন্যায় তোমার অনুবর্তী হয়ে থাকব।

বালী আমাকে ধিক্‌কার দিয়ে মন্ত্রী প্রজা ও সুহৃদ্‌গণকে বললেন, তোমরা জান যে মায়াবী নামক অসুরের আহ্বানে আমি যুদ্ধ করতে যাই। সে পালিয়ে গিয়ে এক গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন আমি আমার এই ক্রূরপ্রকৃতি ভ্রাতাকে বললাম, শত্রুকে বধ না ক'রে আমি ফিরব না, ততক্ষণ তুমি এই গহ্বরের দ্বারে অপেক্ষা কর। এক বৎসর অন্বেষণের পর শত্রুর দর্শন পেয়ে আমি তাকে সবান্ধবে বধ করলাম, তার রক্তে গহ্বর পূর্ণ হয়ে গেল। তার পর ফেরবার সময় গহ্বরদ্বার খুঁজে পেলাম না, কারণ তার মুখ আবদ্ধ ছিল। সুগ্রীবকে বার বার ডেকেও উত্তর পেলাম না। অবশেষে বহু পদাঘাতে গহ্বরমুখের শিলা পাতিত ক'রে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসেছি। এই নৃশংস সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হয়ে রাজ্যের লোভে আমাকে গহ্বরমধ্যে অবরুদ্ধ করেছিল।

এই কথা ব'লে নির্লজ্জ বালী আমাকে একবস্ত্রে রাজ্য থেকে নির্বাসিত ক'রে দিলেন। আমি দূরীকৃত ও হৃতদার হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র পর্যটন ক'রে এখন ঋষ্যমূকে আশ্রয় নিয়েছি, বিশেষ কারণে(১)

(১) মতঙ্গ ঋষির শাপের ভয়ে।

বালী এখানে আসতে পারেন না। এখন তাঁর পৌরুষ বীর্য ও ধৈর্যের কথা বলছি শোন।

বালী প্রতিদিন সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্রে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর সমুদ্রে অক্লান্ত হয়ে যাতায়াত করেন। তিনি পর্বতে আরোহণ ক'রে শিখরসমূহ ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ ক'রে পুনর্বার গ্রহণ করেন। নিজের বল দেখাবার জন্য বনের বহু সারবান বৃক্ষ ভগ্ন করেন। দুন্দুভি নামে মহিষরূপী এক মহাকায় অসুর ছিল, তার বল সহস্র হস্তীর সমান। সে বরলাভ ক'রে গর্বিত হয়ে একদিন সমুদ্রের কাছে গিয়ে বললে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সমুদ্র গাত্রোত্থান ক'রে উত্তর দিলেন, আমি পারব না, যিনি পারবেন তাঁর কথা বলছি শোন। হিমবান নামে এক শৈলরাজ আছেন, তিনি শংকরের শ্বশুর, তিনিই যুদ্ধ ক'রে তোমাকে তৃপ্ত করবেন। সমুদ্রকে ভীত দেখে দুন্দুভি হিমালয়ে উপস্থিত হ'ল এবং বৃহৎ শ্বেত শিলাখণ্ডসকল সশব্দে ভূতলে ফেলতে লাগল। তখন শুভ্রমেঘাকার মূর্তিমান হিমবান নিজ শিখরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ধর্মবৎসল দুন্দুভি, আমি তপস্বীদের আশ্রয়, যুদ্ধে পটু নই, আমাকে ক্লেশ দিও না। দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে, তবে কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? হিমবান বললেন, কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে ইন্দ্রপুত্র মহাবীর বালী বাস করেন, তাঁর কাছে যাও। দুন্দুভি তখনই তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষের রূপ ধারণ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে উপস্থিত হ'ল এবং নানা উপদ্রব ও দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করতে লাগল। বালী তাঁর পত্নীদের সঙ্গে এসে বললেন, দুন্দুভি, তোমাকে আমি চিনি, কেন নগরদ্বার রোধ ক'রে চিৎকার করছ, পালিয়ে প্রাণরক্ষা কর। দুন্দভি বললে, বীর, তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে এমন কথা ব'লো না, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। অথবা আজ রাত্রিতে আমি ক্রোধ সংবরণ ক'রে থাকছি, সূর্যোদয় পর্যন্ত তুমি যথেচ্ছা ভোগবিলাস ক'রে নাও, সুহৃদ্‌গণকে তৃপ্ত কর, ভাল ক'রে কিষ্কিন্ধ্যাকে দেখে নাও, কোনও আত্মীয়কে রাজপদে নিযুক্ত কর, কাল তোমার দর্প চূর্ণ করব। তোমার ন্যায় মদোন্মত্তকে এখন বধ করলে ভ্রূণহত্যার পাপ হবে।

তখন বালী তাঁর পত্নীদের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দুন্দুভিকে বললেন, যদি যুদ্ধ করতে তোমার ভয় না হয় তবে আমার মত্ততার জন্য নিরস্ত থেকো না, জেনো যে এই মত্ততার কারণ বীরপান(১)। এই ব'লে তিনি পিতা ইন্দ্রের প্রদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ করলেন এবং পর্বতাকার দুন্দুভির শৃঙ্গ গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ ক'রে গর্জন করতে লাগলেন। দুন্দুভির দুই কর্ণ থেকে রক্তস্রাব হ'তে লাগল। বালী তাকে মুষ্টি জানু পদ শিলা ও বৃক্ষ দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন, অবশেষে তাকে তুলে ভূতলে আছাড় দিয়ে বধ করলেন এবং তার দেহ এক যোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেই সময়ে তার মুখ থেকে নির্গত রক্তবিন্দু বায়ু-চালিত হয়ে মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হ'ল। মুনিশ্রেষ্ঠ মতঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখলেন এক পর্বতাকার মৃত মহিষ ভূমিতে পড়ে আছে। তিনি তপোবলে বুঝলেন যে এ বালীর কাজ, এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—যে বানর আমার আশ্রম দূষিত করেছে সে যদি এক যোজনের মধ্যে আসে তবে তখনই মরবে। তার সহচর বানর যারা এখানে আছে তারাও দূর হয়ে যাক।

বানররা বালীর কাছে এসে মতঙ্গের শাপের কথা বললে। বালী তখনই মতঙ্গের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য অনুনয় করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। সেই অবধি বালী এই ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে আসেন না, আমিও এই স্থান নিরাপদ জেনে অমাত্যগণের সঙ্গে এখানে বাস করি।

৫। সপ্তশালভেদ

[সর্গ ১১-১২]

পূর্ববৃত্তান্ত শেষ ক'রে সুগ্রীব বললেন, ওই দেখ দুন্দুভির পর্বত-শৃঙ্গাকার অস্থিরাশি পড়ে রয়েছে। এই যে বহুশাখাযুক্ত সাতটি বিশাল শালবৃক্ষ দেখছ, বালী এদের এক সঙ্গে কম্পিত ক'রে নিষ্পত্র

---

(১) যুদ্ধের পূর্বে উত্তেজক মদ্য পান।

করতে পারেন। রাম, আমি বালীর অসাধারণ বলবিক্রমের বিবরণ দিলাম, তুমি কি ক'রে তাঁকে যুদ্ধে বধ করতে পারবে?

লক্ষ্মণ সহাস্যে বললেন, কি হ'লে তোমার বিশ্বাস হবে? সুগ্রীব বললেন, সম্মুখে যে সাতটি শালবৃক্ষ রয়েছে বালী অনেক বার তাদের একে একে ভেদ করেছেন। রাম যদি এক শরাঘাতে এদের একটিকে ভেদ করতে পারেন এবং এই মহিষের অস্থি এক পায়ে উঠিয়ে দুই শত ধনু(১) দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন তবে বুঝব এঁর বালীকে বধ করবার শক্তি আছে। ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে সুগ্রীব আবার বললেন, বালী মহাবীর, তাঁর বলবিক্রম বিখ্যাত, তিনি যুদ্ধে অপরাজিত, দেবতার দুঃসাধ্য কর্ম তিনি করতে সমর্থ, এইসকল ভেবে আমি অতি উদ্‌বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে আছি। রাম, তোমাকে মিত্ররূপে পেয়ে আমি যেন হিমালয় পর্বতের অন্তরালে আশ্রয় পেয়েছি। আমার দুর্বৃত্ত ভ্রাতার বল আমি জানি, কিন্তু তোমার বল আমার জানা নেই। বালীর সঙ্গে তোমার তুলনা বা তোমার অবমাননা করছি না, তোমাকে ভয়ও দেখাচ্ছি না, বালীর ভীম কর্ম ভেবেই আমি কাতর হচ্ছি। রাঘব, তোমার কথাই আমার প্রমাণ, তোমার ধীরতা ও আকৃতি ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় তোমার তেজ প্রকাশ করছে।

রাম সহাস্যে বললেন, যদি আমাদের বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না থাকে তবে আমি বিশ্বাস উৎপাদন করছি। এই ব'লে তিনি চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুন্দুভির শুষ্ক কঙ্কাল উঠিয়ে অবলীলাক্রমে দশ যোজন দূরে সবেগে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীব বললেন, সখা, বালী যখন নিক্ষেপ করেন তখন এই দেহ অশুষ্ক ছিল, বালীও শ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু এখন এই মাংসহীন কঙ্কাল তৃণতুল্য লঘু হয়েছে, সেজন্য তোমাদের উভয়ের বলের তুলনা হ'ল না। তুমি এই শালশ্রেণীর একটিকে ভেদ কর, তাতেই তোমাদের বলাবল বোঝা যাবে।

রাম তাঁর ধনুতে একটি ভয়ংকর শর যোজনা করলেন এবং জ্যানির্ঘোষে সর্বদিক ধ্বনিত ক'রে শালশ্রেণীর অভিমুখে ত্যাগ

(১) এক ধনুতে চার হাত।

করলেন। সেই স্বর্ণমণ্ডিত বাণ সপ্ত শালবৃক্ষ ভেদ ক'রে পর্বত বিদীর্ণ ক'রে ভূমিতে প্রবেশ করলে এবং তখনই রামের তূণীরে ফিরে এল। বানরপতি সুগ্রীব মহাবিস্ময়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, বালী দূরে থাক, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও তুমি শরাঘাতে বধ করতে পার। তোমাকে সুহৃদ্‌রূপে পেয়ে আজ আমি বীতশোক হয়েছি।

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন ক'রে রাম বললেন, এখন আমরা কিষ্কিন্ধ্যায় যাই চল, তুমি অগ্রগামী হয়ে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

৬। বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ

[সর্গ ১২—১৬]

সকলে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে গহন বনে বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সুগ্রীব তাঁর পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়বদ্ধ ক'রে ঘোর রবে যেন আকাশ বিদীর্ণ ক'রে বালীকে ডাকতে লাগলেন। সেই আহ্বান শুনে বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলেন। দুই ভ্রাতার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, তাঁরা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পরস্পরকে করতল ও মুষ্টি দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। তাঁদের আকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় অভিন্ন, কে বালী কে সুগ্রীব তা রাম অন্তরাল থেকে দেখে বুঝতে পারলেন না, সেজন্য তিনি শরমোচন করলেন না। সুগ্রীব যুদ্ধে পরাস্ত হলেন এবং রাম তাঁকে রক্ষা করলেন না দেখে ঋষ্যমূকের অভিমুখে বেগে পলায়ন করলেন। বালী তাঁর পশ্চাতে ধাবমান হলেন। ক্লান্ত রক্তাক্ত প্রহারজর্জর দেহে সুগ্রীব গহন বনে প্রবেশ করলেন, তখন বালী মতঙ্গশাপের ভয়ে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

লক্ষ্মণ ও হনুমানের সঙ্গে রাম সুগ্রীবের কাছে এলেন। সুগ্রীব লজ্জিত হয়ে অধোমুখে কাতরকণ্ঠে বললেন,

> আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্।
> বৈরিণা ঘাতয়িত্বা চ কিমিদানীং ত্বয়া কৃতম্॥
> তামেব বেলাং বক্তব্যং ত্বয়া রাঘব তত্ত্বতঃ।
> বালিনং ন নিহন্মীতি ততো নাহমিতো ব্রজে॥ (১২।২৬-২৭)

— তুমি বালীকে আহ্বান করতে বললে, নিজের বিক্রমও দেখালে, তার পর আমাকে শত্রুর প্রহার খাওয়ালে। কেন এমন করলে? প্রথমেই তোমার সত্য কথা বলা উচিত ছিল যে বালীকে তুমি বধ করবে না। তা হ'লে আমিও আমার আশ্রয় ছেড়ে যেতাম না।

রাম বললেন, সুগ্রীব, ক্রোধ ত্যাগ ক'রে আমার কথা শোন। বেশ-ভূষায় আকারে চলনে এবং অন্যান্য লক্ষণে তোমাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে আমি কোনও প্রভেদ বুঝতে পারি নি, সেজন্য প্রাণান্তকর শর মোচনে বিরত ছিলাম, পাছে তোমাকেই আঘাত ক'রে ফেলি। আমি লক্ষ্মণ আর সীতা সকলেই তোমার অধীন, আমরা তোমারই শরণাগত। আমি যাতে তোমাকে চিনতে পারি এমন চিহ্ন ধারণ ক'রে তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। তুমি দেখবে মুহূর্তমধ্যে আমার একটিমাত্র শরের আঘাতে বালী ভূপাতিত হয়ে ছটফট করছে।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কণ্ঠে অভিজ্ঞানস্বরূপ পুষ্পিত গজপুষ্পী লতা বেঁধে দিলেন। তার পর তাঁরা পুনর্বার কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হনুমান নল নীল এবং যূথপতি মহাতেজা তার চললেন। যেতে যেতে তাঁরা কদলীতরুবেষ্টিত মেঘবর্ণ এক নিবিড় বন দেখতে পেলেন। রামের প্রশ্নের উত্তরে সুগ্রীব বললেন, এখানকার আশ্রমে সপ্তজন নামক সাত জন ঋষি বাস করতেন, তাঁরা অধঃশিরা হয়ে নিয়ত জলে শয়ন করতেন এবং সপ্ত রাত্রি অন্তর বায়ু-মাত্র আহার করতেন। তাঁরা শতবৎসর তপস্যার পর সশরীরে স্বর্গে গেছেন। তাঁদের তপস্যার প্রভাবে এই তরুবেষ্টিত আশ্রম সুরাসুর পক্ষী ও বনচরগণের অগম্য হয়ে আছে, কেউ যদি মোহবশে প্রবেশ করে তবে আর ফেরে না। এখানে ভূষণের নিক্কণ, মধুর কণ্ঠস্বর, তূর্যধ্বনি ও গীত শোনা যায়, দিব্য গন্ধও পাওয়া যায়। ত্রিবিধ (১) যজ্ঞাগ্নি এখানে জ্বলছে, তার কপোতবর্ণ ধূম বৃক্ষাগ্রে দেখা যাচ্ছে। সুগ্রীবের উপদেশক্রমে রাম-লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে ঋষিদের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

(১) গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ।

সকলে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে পূর্ববৎ বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সুগ্রীব ও তাঁর অনুচরবর্গ ঘোর নিনাদ করে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগলেন। সুগ্রীব রামকে বললেন, বীর, তুমি বালি-বধের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে এবারে তা পালন কর। রাম উত্তর দিলেন, তোমার কণ্ঠে লক্ষ্মণ গজপুষ্পী লতা বেঁধে দিয়েছেন, এখন তোমার ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে দেখিয়ে দাও, আমি এক শরাঘাতে তোমার শত্রু ও তার ভয় থেকে তোমাকে মুক্ত করব। যদি আমার দৃষ্টিপথে প'ড়েও সে জীবন্ত ফিরে যায়, তবে আমার দোষ দিও এবং নিন্দা ক'রো। সুগ্রীব, এখন তুমি এমন গর্জন কর যাতে সে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসে।

সুগ্রীবের প্রচণ্ড নিনাদ শুনে বালী ক্রোধে কম্পিত হয়ে পদক্ষেপে যেন মেদিনী বিদীর্ণ ক'রে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর পত্নী তারা তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে হিতবাক্যে বললেন, বীর, নদীবেগের ন্যায় আগত তোমার এই ক্রোধ এখন ত্যাগ কর, কাল যুদ্ধ ক'রো। তুমি সহসা যুদ্ধ করতে যাবে এ আমি উচিত মনে করি না। সুগ্রীব একবার পরাস্ত হয়ে পালিয়েছিলেন, এখন আবার আহ্বান করছেন, এতে আমি শঙ্কিত হয়েছি, এবারে তিনি নিঃসহায় হয়ে আসেন নি। কুমার অঙ্গদ চরের মুখে শুনেছেন যে অযোধ্যাপতির দুই পুত্র মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ এখন বনে বাস করছেন। রাম সাধুদের আশ্রয় এবং বিপন্নের পরম গতি, তাঁর সঙ্গে বিরোধ করা তোমার উচিত নয়। আমি যা বলছি তাতে রুষ্ট হয়ো না, তুমি শীঘ্র সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্নেহের পাত্র, তাঁর সঙ্গে বিরোধ অকর্তব্য। সুগ্রীবের তুল্য বন্ধু তোমার কেউ নেই।

বিনাশকাল আসন্ন হ'লে হিতবাক্য রুচিকর হয় না। বালী তারাকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, যে ভ্রাতা আমার শত্রু সে গর্জন করছে, আমি কি ক'রে তা সহ্য করব? তুমি রামের ভয়ে বিষণ্ণ হয়ো না, তিনি ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপকর্ম কেন করবেন? এখন তোমার সহচরীদের সঙ্গে ফিরে যাও। আমি সুগ্রীবের দর্প চূর্ণ করব, তার প্রাণনাশ করব না।

মহাসর্পের ন্যায় প্রবল নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বালী দ্রুতগতিতে সুগ্রীবের কাছে এলেন। উভয়ে মুষ্টি উদ্যত ক'রে পরস্পরের সম্মুখীন হ'লে বালী বললেন, আমার এই দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি বেগে পতিত হয়ে তোমার প্রাণহরণ করবে। সুগ্রীবও উত্তর দিলেন, আমার এই মুষ্টি তোমার মস্তকে নিপতিত হয়ে জীবনান্ত করবে। বালী সুগ্রীবকে আক্রমণ ক'রে প্রহার করতে লাগলেন। সুগ্রীব এক তালবৃক্ষ উৎপাটন ক'রে বালীর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা শোণিতাক্তদেহে বৃক্ষ শিলা তীক্ষ্ম নখ জানু পদ ও বাহু দ্বারা পরস্পরকে বার বার প্রহার করতে লাগলেন। অবশেষে রাম দেখলেন সুগ্রীব ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছেন এবং তাঁর দিকে বার বার চাইছেন। তখন সুগ্রীবকে আর্ত দেখে মহাবল রাম ধনুতে ভুজঙ্গসম শর সন্ধান ক'রে কৃতান্তের কাল-চক্রের ন্যায় জ্যা আকর্ষণ করলেন। সেই প্রদীপ্ত অশনিতুল্য শর মুক্ত হয়েই ঘোর রবে বালীর বক্ষে পতিত হল, তিনি আশ্বিনপূর্ণিমায় উৎসবান্তে উৎক্ষিপ্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অচেতন হয়ে ভূপাতিত হলেন।

৭। বালীর ভর্ৎসনা—রামের উত্তর

[সর্গ ১৭—১৮]

বালী শরাঘাতে ধরাশায়ী হলেন, কিন্তু তাঁর কান্তি প্রাণ তেজ ও পরাক্রম তখনও নষ্ট হ'ল না। লক্ষ্মী যেন ত্রিধা বিভক্ত হয়ে তাঁর মালায় দেহে ও মর্মঘাতী শরে বিরাজ করতে লাগলেন। রাম-লক্ষ্মণ ধীর পদক্ষেপে সেই শিখাহীন অনলতুল্য ইন্দ্রপুত্র বহুমান্য বীরের নিকটে এলেন। তাঁদের দেখে বালী গর্বিত বচনে বললেন,

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ॥
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি॥
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্ত্বং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥

তান্ গুণান্ সম্প্রধার্যাহমগ্র্যং চাভিজনং তব।
তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ॥
ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি।
ইতি মে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব॥
স ত্বং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥
সতাং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্।
নাহং ত্বামভিজানামি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্॥ (১৭।১৭-২৩)
হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্॥ (১৭।৩৫)

— পৃথিবীর সকল লোকেই বলে যে রাম মহাকুলজাত বীর্যবান তেজস্বী ব্রতচারী করুণাশীল প্রজাহিতে রত অনুকম্পাপরায়ণ উৎসাহশীল কালাকালজ্ঞ এবং অধ্যবসায়ী। দম শম ক্ষমা ধর্ম বীর্য পরাক্রম দণ্ড-বিধান — এইসব রাজোচিত গুণ ও শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য তোমার আছে এই ধারণায় আমি তারার নিষেধ না শুনে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। তোমাকে দেখবার পূর্বে ভেবেছিলাম, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত আছি, এই অসতর্ক অবস্থায় রাম আমাকে মারবেন না। এখন জানলাম, তুমি দুরাত্মা ধর্মধ্বজী অধার্মিক, তৃণাবৃত কূপ ও প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় সাধুবেশী পাপাচারী। তোমার ধর্মের কপট আবরণ আমি বুঝতে পারি নি। কাকুৎস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ করেছ, এই গর্হিত কর্ম ক'রে সাধুসমাজে তুমি কি বলবে?

তার পর বালী আরও বললেন, আমার চর্ম লোম অস্থি কিছুই তোমার ন্যায় ধার্মিকের কাজে লাগবে না, আমি পঞ্চনখ হলেও আমার মাংস অভক্ষ্য। তুমি আমাকে বৃথাই বধ করেছ। সর্বজ্ঞা তারার হিতবাক্য না শুনে আমি কালের কবলে পড়েছি। তুমি যদি প্রকাশ্যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তবে আজই নিহত হ'তে। সুগ্রীবের প্রিয়-কামনায় আমাকে মেরেছ, কিন্তু যদি আমাকে বলতে তবে একদিনেই মৈথিলীকে উদ্ধার করতাম, দুরাত্মা রাবণের কণ্ঠ বন্ধন ক'রে তাকে তোমার কাছে জীবিত এনে দিতাম। আমি স্বর্গে গেলে সুগ্রীবের

রাজ্য পাওয়া উচিত, কিন্তু তুমি যে আমাকে অধর্মত বধ করলে তা নিতান্তই অনুচিত।

রাম বালীকে বললেন, তুমি ধর্ম অর্থ কাম ও লোকাচার না জেনে কেন আমার নিন্দা করছ? এই শৈলকাননসমন্বিত দেশ ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত, ধর্মাত্মা ভরত এর শাসনকর্তা, আমি এবং অন্য রাজারা ধর্মের প্রসার কামনায় তাঁর আদেশে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করছি। তুমি কাম-পরায়ণ, রাজধর্ম পালন কর না, তোমার বিগর্হিত কর্মে ধর্ম পীড়িত হয়েছেন।—

তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্॥
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ॥
তদ্ ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ॥ (১৮।১৮-২০)

— কেন তোমাকে বধ করছি তার কারণ শোন। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ ক'রে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করেছ। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূস্থানীয়া, কামবশে তুমি তাঁকে অধিকার করেছ। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত, ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছ, এজন্য এই বধদণ্ড তোমার পক্ষে বিহিত।

রাম আরও বললেন, সুগ্রীব আমার সখা, তাঁর পত্নী ও রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তা কি ক'রে লঙ্ঘন করব? তুমি জেনো যে ধর্মসংগত মহৎ কারণেই তোমাকে শাস্তি দিয়েছি। মনু বলেছেন, পাপী রাজদণ্ড ভোগ করলে নির্মল হয়ে পুণ্যবান সাধুর ন্যায় স্বর্গে যায়, কিন্তু রাজা যদি পাপীকে শাসন না করেন তবে স্বয়ং পাপগ্রস্ত হন। তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করি নি, বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হয় নি। লোকে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে জাল পাশ প্রভৃতির দ্বারা বহু মৃগ ধ'রে থাকে। মৃগ নিশ্চিন্ত বা ত্রস্ত, সতর্ক বা অসতর্ক, যেমনই থাকুক, মাংসাশী লোকে তাকে বধ করে, তাতে দোষ হয় না। ধর্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও

মৃগয়া ক'রে থাকেন। তুমি তো শাখামৃগ, আমার সংগে তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, তোমাকে আমি মারতে পারি। বানরশ্রেষ্ঠ, রাজা দেবতাস্বরূপ, তিনি প্রজাদের ধর্মরক্ষা প্রাণরক্ষা ও শুভসাধন করেন, তাঁকে হিংসা বা নিন্দা করা বা অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়। তুমি ধর্মের তত্ত্ব না জেনেই আমার দোষ দিচ্ছ।

তখন বালী কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, তুমি যা বলেছ তা যথার্থ, আমি প্রমাদবশে পূর্বে যে অপ্রিয় কথা বলেছি তার জন্য দোষ নিও না। রাম, আমি নিজের বা পত্নী তারার বা বান্ধবদের জন্য শোক করছি না, আমার একমাত্র পুত্র স্নেহলালিত বালক অংগদের জন্যই কাতর হয়েছি। তুমি তাকে রক্ষা ক'রো। সুগ্রীব আর অংগদের প্রতি স্নেহ রেখো। দুঃখিনী তারাকে সুগ্রীব যেন অপমান না করে। তুমি যাকে অনুগ্রহ কর, তোমার বশবর্তী যে হয়, সে বসুধা শাসন করতে পারে, স্বর্গলোকও লাভ করতে পারে। তোমার হস্তে আমার নিধন কাম্য ছিল, তাই তারার বারণ সত্ত্বেও সুগ্রীবের সংগে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

বালীকে আশ্বাস দিয়ে রাম বললেন, বানরোত্তম, দণ্ডলাভ ক'রে তুমি নিষ্পাপ হয়েছ, ধর্মানুগত স্বভাবও লাভ করেছ। শোক মোহ ভয় ত্যাগ কর, বিধির বিধান অলংঘনীয়। অংগদ তোমার কাছে যেমন সযত্নে পালিত হয়েছে সেইরূপ আমার ও সুগ্রীবের কাছেও হবে। বালী তখন রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

৮। তারার শোক—বালীর মৃত্যু

[সর্গ ১৯—২৫]

রামের শরে বালী নিহত হয়েছেন এই নিদারুণ সংবাদ শুনে তারা অংগদকে সংগে নিয়ে রণস্থলে এলেন। অংগদের অনুচর বানরগণ ভয়বিহ্বল হয়ে তাঁকে বললেন, জীবপুত্রা (১), ফিরে যাও, পুত্র অংগদকে

(১) জীবিতপুত্রা, যে স্ত্রীর পুত্র জীবিত।

রক্ষা কর, রামের রূপ ধ'রে কৃতান্ত বালীকে বধ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন বীরগণ কিষ্কিন্ধ্যা রক্ষার উদ্যোগ করুন, অংগদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন, সকল বানরই বালিপুত্রের অনুগত হবে। কিন্তু এই স্থান আর নিরাপদ নয়, শত্রুপক্ষের লুব্ধ বানরগণ আজই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করবে। বালিমহিষী তারা বললেন, বানররাজ যখন নিহত হয়েছেন তখন পুত্র আর রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন, রামশরে নিহত স্বামীর পদমূলে আমি আশ্রয় নেব। এই ব'লে শোকাতুরা তারা মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করতে করতে বালীর কাছে এলেন।

ভূপতিত বালীকে আলিংগন ক'রে তারা বিলাপ করতে লাগলেন— মহাবল বানরপতি, কথা বলছ না কেন, ওঠ, ভূমিশয্যা নৃপতির যোগ্য নয়। বসুধা নিশ্চয় তোমার অতীব প্রিয়, তাই আমাকে ত্যাগ ক'রে তাকেই আলিংগন করেছ। ধর্মমার্গে স্বর্গে গিয়ে তুমি কি সেখানে কিষ্কিন্ধ্যার অনুরূপ পুরী নির্মাণ করবে? তুমি সুগ্রীবকে নির্বাসিত ক'রে তার ভার্যা হরণ করেছিলে, তারই এই পরিণাম। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষায় আমি যা বলতাম তা তুমি মোহবশে শুনতে না। এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে নিশ্চয় রূপযৌবনগর্বিতা বিদগ্ধা অপ্সরাদের চিত্ত আলোড়িত করবে। সুখে পালিত সুকুমার অংগদের এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের আশ্রয়ে কি অবস্থা হবে? পুত্র, ধর্মবৎসল পিতাকে ভাল ক'রে দেখে নাও, আর তাঁকে দেখতে পাবে না। স্বামী, তুমি প্রবাসে যাচ্ছ, পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ক'রে তাকে আশ্বস্ত কর, আমাকেও উপদেশ দাও। সুগ্রীব, তোমার কামনা সিদ্ধ হল, রুমাকে ফিরে পাবে, এখন নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর, তোমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু নিহত হয়েছে। বানরেশ্বর, আমি তোমার প্রিয়া, রোদন করছি, কেন কিছু বলছ না? তোমার সুন্দরী ভার্যাগণ সকলেই এখানে আছে, তাদের দিকে একবার চাও।

বানরীগণের সংগে করুণস্বরে রোদন করতে করতে তারা প্রায়োপবেশনের জন্য বালীর নিকটে ভূপতিত হলেন। তখন হনুমান তাঁকে বললেন, জীব স্বকর্মের ফলভোগ করে, তুমি নিজেই শোচনীয়া, তবে কার জন্য শোক করছ? এই জলবুদ্বুদতুল্য দেহের জন্য শোক কেন? এখন

এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, বালীর অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর। এই বীর বানরগণ, এই তোমার পুত্র অঙ্গদ, এই বানররাজ্য, সমস্তই তোমার। তোমার আজ্ঞাক্রমে অঙ্গদ রাজ্যশাসন করুন।

তারা উত্তর দিলেন, অঙ্গদের তুল্য শতপুত্রও আমার কাম্য নয়, মৃত পতির দেহালিঙ্গনই (১) আমার শ্রেয়। এই রাজ্য আর অঙ্গদের উপর আমার কি অধিকার, এখন সুগ্রীবই সর্ববিষয়ে কর্তা। এই নিহত বীরের পার্শ্বে শয়ন করাই আমার কর্তব্য।

এই সময়ে মুমূর্ষু বালী সুগ্রীবকে দেখে সস্নেহে বললেন, আমি মোহবশে পাপ করেছি, তুমি অপরাধ নিও না। বৎস, আমাদের ভাগ্যে ভ্রাতৃপ্রেম ও সুখভোগ একসঙ্গে বিহিত হয় নি, তাই এই বিপরীত অবস্থা হয়েছে। তুমি আজই এই রাজ্যের ভার নাও, আমিও আজ পরলোকযাত্রা করব। দেখ, বালক অঙ্গদ অশ্রুজলার্দ্রমুখে ভূমিতে প'ড়ে রয়েছে। তুমি আমার এই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের পিতা ও রক্ষক হয়ো, এর সকল অভাব পূরণ ক'রো। এ তোমারই তুল্য বলবান, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রগামী হবে। এই সুষেণদুহিতা সাধ্বী তারার ইষ্টানিষ্টনির্ণয়ের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, ইনি যে উপদেশ দেবেন তা অসংশয়ে পালন ক'রো। নিঃশঙ্কচিত্তে রামের অভীষ্টসাধন করবে, নতুবা তোমার অনিষ্ট হবে। আমার এই দিব্য কাঞ্চনী মালা তুমি এখনই ধারণ কর।

তার পর বালী অঙ্গদকে বললেন, তুমি দেশকাল বুঝে কাজ করতে শিখো, প্রিয়-অপ্রিয় সুখ-দুঃখ অগ্রাহ্য ক'রে সুগ্রীবের বশবর্তী হয়ো। এতদিন তোমাকে যে ভাবে লালন করছি, এখন সুগ্রীব সে ভাবে তোমাকে দেখবেন না। সুগ্রীবের বশে চলবে, তাঁর সঙ্গে অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় ক'রো না, তাঁর শত্রুদের সংসর্গে থেকো না।

এইরূপ উপদেশ দিয়ে বালী চক্ষু ঊর্ধ্বগত ও দন্ত বিবৃত ক'রে প্রাণত্যাগ করলেন। আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন মহাদ্রুমকে বেষ্টন করে, তারা সেইরূপ মৃত পতিকে আলিঙ্গন ক'রে বিলাপ করতে লাগলেন।

---

(১) অর্থাৎ সহমরণ।

গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় যে বাণ বালীর দেহে বিদ্ধ ছিল, নল তা বার ক'রে নিলেন। পর্বত থেকে যেমন রক্তগৈরিকরঞ্জিত জলধারা নির্গত হয়, আঘাতস্থান থেকে সেইরূপ শোণিতস্রাব হ'তে লাগল। পতির গাত্র থেকে যুদ্ধের ধূলি মুছিয়ে দিয়ে তারা অঙ্গদকে বললেন, পুত্র, তোমার পিতার দারুণ অন্তিম দশা দেখ, এ'র পাপকর্মজনিত শত্রুতার এখন অবসান হ'ল। প্রভাতসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলতনু তোমার পিতা পরলোকে যাচ্ছেন, এ'কে প্রণাম কর। অঙ্গদ ভূমি থেকে উঠে স্থূল সুগোল বাহু দিয়ে পিতার চরণ ধারণ ক'রে জননীর সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন।

সুগ্রীব রামের কাছে গিয়ে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা সফল হ'ল, কিন্তু এই ধিক্‌কৃত জীবন ধারণ ক'রে আমি রাজ্যভোগ চাই না। আমি ঋষ্যমূকেই চিরকাল বাস করব, ভ্রাতৃহত্যার পর সুরলোকলাভও আমার কাম্য নয়। আমাকে বধ করা মহানুভাব বালীর উদ্দেশ্য ছিল না, আমিই তাঁর প্রাণহরণ করতে চেয়েছিলাম। তিনি ভ্রাতার কর্তব্য, সাধু স্বভাব ও ধর্ম রক্ষা করেছেন, কিন্তু আমি কেবল কাম ক্রোধ আর বানরত্ব প্রকাশ করেছি। আমার পাপ অচিন্তনীয়, আমি অগ্নিপ্রবেশ ক'রে ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হব। আমি গত হ'লে এইসকল বানর বীরগণ তোমার আদেশে সীতার অন্বেষণ করবে।

শোকার্ত সুগ্রীবের কথা শুনে রাম বিমনা হয়ে সজলনয়নে তারার দিকে চাইলেন। রামকে দেখে তারা বললেন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা কীর্তিমান, যে বাণে আমার স্বামীকে মেরেছ সেই বাণে আমাকেও মার, আমি তাঁর কাছে যাব। বালী অন্য রমণীকে চান না। স্বর্গে বিচিত্রবেশা অপ্সরারা তাঁকে ভজনা করবে, কিন্তু আমাকে না দেখলে তাঁর দুঃখ দূর হবে না। বৈদেহীর বিরহে তুমি যেমন দুঃখার্ত, আমার বিরহে বালীও সেইরূপ হবেন জেনো। আমাকে বধ করলে তোমার স্ত্রীহত্যার পাপ হবে না, কারণ আমি বালীরই আত্মা।

তারাকে প্রবোধ দিয়ে রাম বললেন, বীরপত্নী, ভ্রান্ত মতি ত্যাগ কর, বিধাতা সকল প্রাণীকেই সুখদুঃখাধীন করেছেন। বিধির বিধানে আবার তুমি সুখী হবে, তোমার পুত্র রাজ্য পাবে। তার পর রাম সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে বললেন, শোকে আর পরিতাপে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হয় না। বালী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'রে স্বর্গলোক লাভ করেছেন, তোমরা এখনকার যা কর্তব্য তা সম্পাদন কর।

লক্ষ্মণের আদেশে তার প্রভৃতি বলবান বানরগণ সুচিত্রিত বৃহৎ শিবিকায় বালীর সুসজ্জিত দেহ বহন ক'রে নদীতীরে নিয়ে গেল। অঙ্গদ সরোদনে সুগ্রীবের সহায়তায় পিতাকে চিতায় শায়িত করলেন এবং যথাবিধি অগ্নিদান ক'রে চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। তার পর অঙ্গদ সুগ্রীব তারা ও অন্যান্য বানরগণ তর্পণ ক'রে বালীর প্রেতকার্য সমাপন করলেন।

৯। সুগ্রীবের রাজ্যলাভ — প্রস্রবণগিরি

[সর্গ ২৬—২৭]

শোকার্ত সুগ্রীবকে বেষ্টন ক'রে বানরগণ রামের নিকট উপস্থিত হ'ল। কাঞ্চনশৈলকান্তি অরুণবদন হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কাকুৎস্থ, তোমার প্রসাদে সুগ্রীব পৈতৃক রাজ্য ও বানরগণের আধিপত্য পেলেন, এখন তুমি আজ্ঞা দিলে ইনি নগরে প্রবেশ করবেন। সুগ্রীব স্নান করেছেন, এখন বিবিধ গন্ধদ্রব্য ওষধি মাল্য রত্ন প্রভৃতি দিয়ে তোমাকে অর্চনা করবেন, তুমি ওই রমণীয় বিশাল গিরিগুহায়(১) চল, সেখানে সুগ্রীবকে রাজ্যভার দিয়ে বানরগণকে আনন্দিত কর।

রাম বললেন, হনুমান, চতুর্দশ বর্ষ অতীত না হ'লে আমি গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করব না। সুগ্রীবকে নিয়ে গিয়ে তোমরাই তাঁর অভিষেক যথাবিধি সম্পন্ন কর। তার পর রাম সুগ্রীবকে বললেন, তোমার জ্যেষ্ঠ

(১) কিষ্কিন্ধ্যার রাজপুরী।

ভ্রাতার পুত্র মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। এখন বর্ষা-কালের আরম্ভ, চার মাস যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখতে হবে। তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও, আমি আর লক্ষ্মণ এই পর্বতেই বাস করব। এই গিরি-গুহাটি সুরম্য বৃহৎ ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত, নিকটে কমল-উৎপল-শোভিত জলও প্রচুর, এখানেই আমরা আশ্রয় নেব। কার্তিক মাস পড়লে তুমি রাবণবধের উদ্‌যোগ ক'রো, এখন তুমি নিজ আলয়ে যাও।

রামের আজ্ঞানুসারে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করলেন। বানর-প্রজাগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। সুগ্রীবের সুহৃদ্‌বর্গ নানা উপচারে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন, অঙ্গদও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। সুগ্রীব অভিষেকের সংবাদ রামকে জানালেন এবং পত্নী রুমাকে লাভ ক'রে ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

রাম-লক্ষ্মণ প্রস্রবণ নামক পর্বতে গেলেন। এই স্থান বৃক্ষ-লতা-গুল্মে আবৃত, বহু মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র বানর গোপুচ্ছ (১) মার্জার প্রভৃতি সেখানে বিচরণ করে। রাম একটি বৃহৎ গুহায় বাসস্থান স্থির ক'রে লক্ষ্মণকে বললেন, সৌমিত্রি, এখানেই আমরা বর্ষা যাপন করব। ওই গিরিশৃঙ্গ বিবিধ বর্ণের শিলা ও ধাতুতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! এখানে মালতী কুন্দ প্রভৃতি গুল্ম, সিন্দুবার (২) শিরীষ কদম্ব অর্জুন শাল প্রভৃতি পুষ্পিত তরু এবং ফুল্লপঙ্কজশোভিত সরোবরও রয়েছে, ময়ূরাদি বিবিধ বিহঙ্গের রব শোনা যাচ্ছে। এই গুহার উত্তরপূর্ব ভাগ আনত, পশ্চাদ্‌ভাগ উন্নত, সেজন্য বায়ুর বেগ থেকে সুরক্ষিত। গুহাদ্বারে দলিত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একটি প্রশস্ত সমতল শিলা রয়েছে। উত্তর দিকে মেঘবর্ণ এবং দক্ষিণে কৈলাসতুল্য শুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। চিত্রকূটের মন্দাকিনীর ন্যায় একটি স্বচ্ছতোয়া নদী গুহার সম্মুখে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে চক্রবাক হংস সারসাদি আছে। ওই দেখ চন্দনতরুর শ্রেণী। আহা, এই দেশ অতি রমণীয়, এখানে আমরা সুখে বাস করব। এর অনতিদূরে কিষ্কিন্ধ্যা, সেখান থেকে গীতবাদ্যের রব আসছে।

---

(১) গোলাঙ্গুল, বানর বিশেষ।
(২) নিসিন্দা।

এই মনোহর স্থানে বাস ক'রে রাম সুখী হলেন না, সীতার শোকে বার বার রোদন করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ প্রবোধ দিয়ে বললেন, শরৎকালের প্রতীক্ষায় থাকুন, তখন আপনি রাবণকে সবংশে সংহার করবেন। রাম বললেন, আমি শরতের প্রতীক্ষাই করব। সুগ্রীব প্রসন্ন থাকুন, উপকারের প্রত্যুপকার করুন, অকৃতজ্ঞ হয়ে যেন আমাদের হতাশ না করেন।

১০। বর্ষা ঋতু

[সর্গ ২৮]

রাম মাল্যবান (১) পর্বতে গিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন,

অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ ॥
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্ ॥
শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ॥ (২৮।২-৪)
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥ (২৮।৭)

— দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হয়েছে, পর্বততুল্য মেঘে নভোমণ্ডল আবৃত। সূর্যরশ্মিদ্বারা সমুদ্রের রস পান ক'রে আকাশ ন মাস গর্ভধারণ করেছিল, এখন জলরূপ রসায়ন (২) প্রসব করছে। এই মেঘের সোপানপঙ্‌ক্তি দিয়ে আকাশে উঠে কুটজ (৩) ও অর্জুন পুষ্পের মালায় সূর্যকে অলংকৃত করা যেতে পারে। পৃথিবী সূর্যতাপে পরিক্লিষ্ট ছিলেন, এখন নব-বারিপাতে সিক্ত হয়ে যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পমোচন করছেন।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥ (২৮।১৭)

---

(১) প্রস্রবণগিরির নিকটস্থ। (২) জীবনবৃদ্ধিকর ঔষধ। (৩) কুড়চি।

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥
বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি॥ (২৮।২০-২১)

— মেঘ বিক্ষিপ্ত থাকায় আকাশ কোথাও দেখা যাচ্ছে, কোথাও অদৃশ্য হয়েছে, কোথাও কোথাও পর্বতাকীর্ণ নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় বোধ হচ্ছে। বিদ্যুৎপতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করছে। দেখ, অপরাহ্নে বন যেন অধিকতর শোভান্বিত হয়েছে, মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাতে শ্যামল ভূমি তৃণপূর্ণ হয়েছে, তাতে ময়ূরের দল নৃত্যোৎসব করছে।

বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন॥ (২৮।২৪)
ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্‌পদৌঘৈঃ
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ-
র্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ॥ (২৮।৩৩)
ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং
প্লবংগমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ-
র্বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্॥ (২৮।৩৬)

— নবতৃণাবৃত ভূমিতে স্থানে স্থানে নবজাত ইন্দ্রগোপ (১) কীট রয়েছে, যেন কোনও নারী লাক্ষার বিন্দুযুক্ত শুকবর্ণ কম্বল (২) গায়ে দিয়েছে।

(১) রক্তবর্ণ মখমলী পোকা।
(২) টিয়াপাখির মত সবুজ রঙের কম্বল, তাতে লাক্ষাজাত লাল রঙের ফোঁটা।

এই বনের নানা ভাব দেখা যায় — কোথাও ভ্রমরকুল যেন তাকে গান গাওয়াচ্ছে, কোথাও ময়ূরগণ যেন তাকে নাচাচ্ছে, কোথাও গজেন্দ্রগণ যেন তাকে প্রমত্ত করছে। বনে যেন সংগীত হচ্ছে — ভ্রমরঝংকার তার মধুর বীণাধ্বনি, ভেকের রব কণ্ঠতাল, মেঘগর্জন মৃদঙ্গনিনাদ।

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্‌।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি। (২৮।৩৮)
বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ [illegible]
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ॥ (২৮।৪৫)
ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥ (২৮।৪৭)

— নানা আকারের নানা বর্ণের ভেক অবরুদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিল, এখন তারা মেঘের শব্দে জাগরিত এবং [illegible]ধারায় সিক্ত হয়ে নানাপ্রকার রব করছে। বিপুল বৃষ্টিপাত হচ্ছে, বায়ু প্রবল বেগে বইছে, নদীর জলপ্রবাহ তটদেশ ভগ্ন এবং পথ রোধ ক'রে খরবেগে চলছে। আকাশ মেঘে আবৃত, তারা সূর্য দেখা যায় না, নবজলধারায় ধরণী পরিতৃপ্ত, সর্বদিক অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়েছে।

তার পর রাম বললেন, শত্রুজয় ও পত্নীলাভ ক'রে সুগ্রীব এই প্রবল [illegible] আমি রাজ্যচ্যুত হৃতদার হয়ে ক্ষয়িত নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হচ্ছি [illegible] প্রবল, কিন্তু এই বর্ষায় যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব। সুগ্রীব বহুকাল পরে পত্নীলাভ করেছেন, এখন তাঁকে কিছু বলতে ইচ্ছা করি না, তিনি বিশ্রাম করুন। যথাকালে তিনি স্বয়ং সীতার অন্বেষণে উদ্‌যোগ করবেন।

লক্ষ্মণ বললেন, সুগ্রীব আপনার অভীষ্টসাধন অবশ্যই করবেন, আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন।

১১। শরৎ ঋতু

[সর্গ ২৯—৩০]

সুগ্রীব রাজ্যলাভ ক'রে রুমা ও তারার সঙ্গে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। রাজ্যপরিচালনের ভার মন্ত্রীদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি অহোরাত্র বিলাসে নিমগ্ন রইলেন। শরৎকাল এলে মারুতাত্মজ হনুমান সুগ্রীবের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, তুমি রাজ্য যশ ও কুললক্ষ্মী লাভ করেছ, এখন মিত্রসংগ্রহ (১) অবশিষ্ট আছে, সে বিষয়ে চেষ্টান্বিত হও। অন্য সকল কর্ম ফেলে রেখে মিত্রের কর্ম করা উচিত। যদি বিলম্বে করা হয় তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও মিত্রের মর্যাদা রক্ষা হয় না। বৈদেহীর অন্বেষণে আর তোমার নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। রাম কিছু বলবার পূর্বেই তুমি যথাকর্তব্য কর, তিনি যদি অনুযোগ করেন তবে তোমার এই কালহরণ অতিশয় দোষের হবে। তোমার অধীন যে সকল দুর্ধর্ষ বানর আছে তাদের ডেকে এনে আজ্ঞা দাও কে কোথায় যাবে, কি করবে।

তখন সুগ্রীব নীলকে আদেশ দিলেন, সর্ব দিক থেকে আমার সমস্ত সৈন্য ও যূথপতিগণকে সংগ্রহ কর। পঞ্চদশরাত্রের মধ্যে যে এখানে আসবে না তার প্রাণদণ্ড হবে। অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে তুমি বৃদ্ধ বানর-গণকে আনবার জন্য যাও।

পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমণ্ডল এবং জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া রজনী দেখে রাম বুঝলেন যে যুদ্ধোদ্যমের কাল অতীত হয়ে যাচ্ছে। তিনি হেমবর্ণ পর্বতশৃঙ্গে উপবেশন ক'রে শোকার্ত হয়ে বললেন, যিনি সারসের ন্যায় মধুর শব্দ ক'রে আশ্রমের সারসগণকে কলধ্বনি করাতেন, কাঞ্চনবর্ণ পুষ্পে বিভূষিত অসন (২) তরু দেখে সুখী হতেন, তিনি

(১) মিত্রের হিতসাধন। (২) পিয়াশাল।

আমার বিরহে এখন কেমন আছেন? তাঁর অভাবে আমি সরোবর নদী হ্রদ কাননে বিচরণ ক'রেও সুখী হচ্ছি না।

লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহ ক'রে ফিরে এসে রামকে কাতর দেখে বললেন, আর্য, আপনি বিরহশোকে অভিভূত হবেন না, পৌরুষ ত্যাগ করবেন না। শোকে আপনার সমাধি নষ্ট করেছে, আপনি কর্মযোগে প্রবৃত্ত হ'ন, স্বকর্ম সাধনের জন্য সোৎসাহে সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। আপনি যাঁর পতি সেই জানকীকে অপরে লাভ করতে পারবে না, জ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করলে কে না দগ্ধ হয়? লক্ষ্মণের কথায় প্রবোধিত হয়ে রাম বললেন, তোমার বাক্য হিতকর এবং নীতি ও ধর্ম সংগত।

সীতাকে স্মরণ ক'রে রাম শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে বললেন, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সলিলদানে বসুন্ধরাকে তৃপ্ত করেছেন, শস্য উৎপাদন ক'রে কৃতকার্য হয়েছেন। মেঘসকল জলবর্ষণ ক'রে পরিশ্রান্ত হয়েছে। মেঘ হস্তী ময়ূর আর প্রস্রবণের রব সহসা থেমে গেছে। —

শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং
প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং
শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা॥ (৩০।২৮)
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ
পুষ্পাগ্রভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈ-
রুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি॥ (৩০।৩৪)
ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং
কৃশপ্রবাহাণি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি
তমোবিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ॥ (৩০।৩৬)

— সপ্তচ্ছদের (১) শাখায়, সূর্য-চন্দ্র-তারার প্রভায় এবং গজেন্দ্রের লীলায় নিজ শোভা বিভক্ত ক'রে শরৎ আজ উপস্থিত হয়েছে। সুগন্ধ সুন্দর

---

(১) ছাতিম গাছ।

সুবর্ণগৌর প্রচুর পুষ্পভারে প্রিয়ক (১) তরুর শাখাগ্র অবনত, তাতে বন যেন আলোকিত হয়েছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে, তার বর্ণ পরিমার্জিত অসির ন্যায়, নদীর জলপ্রবাহ ক্ষীণ হয়েছে, কহ্লার (২) সুরভিত শীতল বায়ু বইছে, সর্ব দিক তমোমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

শরদ্‌গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুক্ষিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি॥ (৩০।৩৮)
বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্‌
মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।
সরঃসু বদ্ধাম্বুজভূষণেষু
বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি॥ (৩০।৪১)
অনেকবর্ণাঃ সুবিনষ্টকায়া
নবোদিতেষ্বম্বুধরেষু নষ্টাঃ।
ক্ষুধার্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্য-
শ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ॥ (৩০।৪৪)

—শরৎকালের প্রভাবে বৃষদের রূপ ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা হৃষ্ট ও মদমত্ত হয়ে ধূলিলিপ্ত অঙ্গে যুদ্ধের লোভে গাভীদের মধ্যে গিয়ে রব করছে। মদস্রাবী গজেন্দ্রগণ বিকশিত-কমল-শোভিত সরোবর বার বার আলোড়িত ক'রে জলপান করছে, হংস ও চক্রবাকগণ ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে। নানাবর্ণের শীর্ণকায় ঘোরবিষ সর্প, যারা বর্ষার আরম্ভ থেকে দীর্ঘকাল গর্তবাসে অদৃশ্য হয়ে ছিল, এখন ক্ষুধার্ত হয়ে গর্ত থেকে বার হচ্ছে।

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্‌॥ (৩০।৪৫)

---

(১) অসন, পিয়াশাল।
(২) শ্বেত পদ্ম।

— আহা, রাগবতী সন্ধ্যা চঞ্চল চন্দ্রকরের স্পর্শে হৃষ্ট হয়ে তারকা উন্মীলিত করেছে, এখন সে নিজেই অম্বর ত্যাগ করুক।(১)

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্॥ (৩০।৪৮)
নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি॥ (৩০।৫১)
জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্॥ (৩০।৫৩)

— ওই বিশাল হ্রদের জলে অনেক কুমুদ ফুটে আছে, তার মধ্যে একটি হংস সুপ্ত রয়েছে, যেন রাত্রিতে মেঘশূন্য তারাসমাকীর্ণ আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হয়েছে। নদীর তীরে নববিকশিত কাশপুষ্প মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত হয়ে ধৌত নির্মল ক্ষৌম বস্ত্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। স্বচ্ছ জল, প্রস্ফুটিত কুসুম, ক্রৌঞ্চের রব, পরিপক্ক ধান্যের ক্ষেত্র, মৃদুবায়ু, ও বিমল চন্দ্র বর্ষার অন্ত সূচনা করছে।

তার পর রাম বললেন, এই সময়ে রাজারা শত্রু জয় করবার জন্য যাত্রা করে থাকেন, কিন্তু সুগ্রীবের কোনও উদ্‌যোগ দেখছি না। আমি অনাথ, রাজ্যচ্যুত, রাবণকর্তৃক ধর্ষিত, গৃহহীন দরিদ্র এবং তার শরণাপন্ন, এই কারণেই বোধ হয় দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে অবহেলা করে। সীতার অন্বেষণের জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু নিজে কৃতকার্য হয়ে এখন সে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। লক্ষ্মণ, তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সেই

---

(১) সমাসোক্তি অলংকার। রাগবতী — অন্তরাগবতী বা অনুরাগবতী। চন্দ্রকর — চন্দ্রের কিরণ বা হস্ত। তারকা — নক্ষত্র বা চোখের তারা। অম্বর — আকাশ বা বসন।

গ্রাম্যসুখে আসক্ত মূর্খ সুগ্রীবকে বল — পূর্বোপকারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে রক্ষা না করে সে পুরুষাধম। নিজের কাজ উদ্ধার ক'রে যে অকৃতকার্য মিত্রের সহায়তা করে না, সেই কৃতঘ্ন মরলে তার মাংস শ্বাপদেও খায় না। বর্ষার চার মাস অতীত হয়েছে কিন্তু সুগ্রীব তার পারিষদবর্গের সঙ্গে ক্রীড়ায় ও মদ্যপানে মত্ত হয়ে আছে, আমাদের শোকার্ত জেনেও দয়া করছে না। বীর, তুমি সুগ্রীবকে জানিও যে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথা বলছি—

> ন স সংকুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
> সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ॥
> এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
> ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্॥ (৩০।৮১-৮২)

— বালী নিহত হয়ে যে পথে গেছে তা নিরুদ্ধ হয় নি; সুগ্রীব, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর, বালীর পথে যেও না। আমার শরে একা বালীই যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কিন্তু তুমি যদি সত্যভ্রষ্ট হও তবে তোমাকে সবান্ধবে হত্যা করব।

১২। লক্ষ্মণের সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা

[সর্গ ৩১—৩৬]

লক্ষ্মণ বললেন, সেই বানর যে সদাচার রক্ষা ক'রে আপনার প্রত্যুপকার করবে এমন মনে করি না, সে নিহত হয়ে বালীর কাছেই যাক, এমন দুষ্ট ব্যক্তি রাজ্যলাভের অযোগ্য। আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না, মিথ্যাবাদী সুগ্রীবকে আজই বধ করব। বালীর পুত্র অঙ্গদ অন্যান্য বানরদের নিয়ে সীতার অন্বেষণ করবে।

রাম বললেন, তোমার মত লোকের এমন পাপকার্য করা উচিত নয়। তুমি রূক্ষতা পরিহার ক'রে সুগ্রীবকে জানাও যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তখন লক্ষ্মণ মনে মনে উত্তর-প্রত্যুত্তর স্থির ক'রে এক ভীষণ ধনু নিয়ে সুগ্রীবের কাছে চললেন। কিষ্কিন্ধ্যার বাইরে যেসব বানর

বিচরণ করছিল তারা লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে অনেক শৈলশৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন ক'রে নিলে। তা দেখে লক্ষ্মণের ক্রোধ দ্বিগুণ হ'ল। বানররা সুগ্রীবকে সংবাদ দিলে, কিন্তু তিনি তখন তারার কাছে ছিলেন, কোনও কথা শুনলেন না। অবশেষে অঙ্গদ ভীত হয়ে লক্ষ্মণের কাছে এলেন। লক্ষ্মণ বললেন, বৎস, তুমি সুগ্রীবকে বল যে ভ্রাতার দুঃখে কাতর হয়ে আমি এই দ্বারদেশে অপেক্ষা করছি, যদি সুগ্রীবের রুচি হয় তবে যেন আমার বক্তব্য শোনেন। তুমি সংবাদ দিয়ে আবার আমার কাছে এস।

সুগ্রীব তখন মত্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, অঙ্গদের কথা শুনতে পেলেন না। লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করবার জন্য বানররা কিলকিলা(১) রব ও সিংহনাদ ক'রে সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করলে। তখন যক্ষ ও প্রভাব নামে দুই মন্ত্রী তাঁকে বললেন, মহারাজ, আপনি পুত্র আর বান্ধবদের সঙ্গে শীঘ্র গিয়ে লক্ষ্মণকে নতশিরে প্রণাম করুন এবং রামের আদেশ শুনুন।

সুগ্রীব গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, আমি তো অন্যায় কিছু করি নি, নিশ্চয় কোনও ছিদ্রান্বেষী শত্রু লক্ষ্মণের কাছে আমার নামে লাগিয়েছে। তোমরা তাঁর মনোভাব জেনে এস। আমি রাম-লক্ষ্মণকে ভয় করি না, মিত্র পাছে অকারণে কুপিত হন এই আমার ভয়।

হনুমান বললেন, রাম তোমার জন্য বালীকে বধ করেছেন। তুমি তাঁর প্রত্যুপকারের কোনও যত্ন করছ না এজন্য তাঁর প্রণয়কোপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রাঘবের পরুষবাক্য তোমাকে সইতে হবে। এখন তুমি লক্ষ্মণকে প্রণাম ক'রে প্রসন্ন কর।

লক্ষ্মণ অঙ্গদের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যার গুহায় প্রবেশ করলেন, দ্বারস্থিত মহাকায় বানরগণ তাঁকে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইল। এই গুহা অতি বিশাল, রমণীয় ও রত্নে সমাকীর্ণ। সেখানে অনেক হর্ম্য প্রাসাদ ও পুষ্পিত কানন আছে এবং দিব্যবেশধারী দেবপুত্র গন্ধর্বপুত্র ও কামরূপী

---

(১) বানরের ডাক।

বানরগণ বিচরণ করছে। যেতে যেতে লক্ষ্মণ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, নল, নীল, সুষেণ, তার, জাম্ববান প্রভৃতি বানরপ্রধানদের উৎকৃষ্ট গৃহসকল দেখতে পেলেন। তার পর সাতটি সুসজ্জিত কক্ষ্যা অতিক্রম ক'রে তিনি সুগ্রীবের অন্তঃপুরে উপস্থিত হলেন। সেখানে নূপুর কাঞ্চী প্রভৃতি ভূষণের নিক্কণ শুনে লক্ষ্মণ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুর জ্যা আকর্ষণ ক'রে এক ভীষণ টংকার করলেন। সুগ্রীব সেই শব্দে ভয় পেয়ে তারাকে বললেন, তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে প্রসন্ন কর।

মদবিহ্বলা তারা স্খলিতগমনে লক্ষ্মণের কাছে এলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে দেখে ক্রোধ ত্যাগ ক'রে অবনত মস্তকে রইলেন। সুরাপানে মত্তা নির্লজ্জা তারা বললেন, রাজপুত্র, তোমার কোপের কারণ কি, কে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করেছে? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, তোমার ভর্তা সুগ্রীব কামভোগে নিরত, ধর্মপালনে তাঁর আগ্রহ নেই। বর্ষার চার মাস অতীত হয়েছে তথাপি তিনি নিশ্চেষ্ট রয়েছেন। তারা বললেন, কুমার, এখন ক্রোধের সময় নয়, স্বজনের উপর ক্রোধ অনুচিত। তুমি কামতত্ত্ব বোঝ না সেজন্য রুষ্ট হয়েছ। সুগ্রীব তোমার ভ্রাতা, তিনি কামের বশে নির্লজ্জ হয়ে আমার সঙ্গে কালযাপন করছেন, তাঁকে ক্ষমা কর। ভোগসুখে মগ্ন থাকলেও তিনি তোমাদের কার্যসাধনের জন্য নানা পর্বত থেকে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহের আজ্ঞা দিয়েছেন।—

> তদাগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং ত্বয়া।
> অচ্ছলং মিত্রভাবেন সতাং দারাবলোকনম্॥ (৩৩।৬১)

— মহাবাহু, এখন আমার সঙ্গে এস, তুমি তো নিজের চরিত্র নির্মল রেখেছ, সাধুলোকে যদি মিত্রভাবে পরদার দেখে তাতে দোষ হয় না।

লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হয়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন। লক্ষ্মণকে দেখে তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মণ বললেন, যে অধার্মিক রাজা উপকারী মিত্রের কাছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তার চেয়ে

নৃশংস কেউ নেই। পূর্বোপকার বিস্মৃত হয়ে যে প্রত্যুপকারে বিমুখ হয় সেই কৃতঘ্নকে বধ করা উচিত। বানর, তুমি অনার্য, মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন। বালী নিহত হয়ে যে পথে গেছে তা নিরুদ্ধ হয় নি। সুগ্রীব, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর, বালীর পথে যেয়ো না।

তারা বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি বানরপতিকে এমন পরুষ বাক্য ব'লো না। ইনি অকৃতজ্ঞ শঠ বা মিথ্যাবাদী নন, রাম এঁর জন্য যা করেছেন তা ভোলেন নি। কিন্তু পূর্বে অনেক দুঃখ পেয়ে ইনি সম্প্রতি সুখভোগ করছেন, সেজন্য নিজের কর্তব্য যথাকালে বুঝতে পারেন নি। তোমার সৈন্যসংগ্রহের জন্য সুগ্রীব বানরপ্রধানদের চারিদিকে পাঠিয়েছেন। আজই সেই সমস্ত সৈন্যের এখানে আসবার কথা।

তখন ক্লেদাক্ত বস্ত্রের ন্যায় ভয় ত্যাগ ক'রে এবং কণ্ঠের বিচিত্র মালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সুগ্রীব বললেন, রাজকুমার, আমি রামের প্রসাদে শ্রী কীর্তি ও রাজ্য লাভ করেছি, এই উপকারের আংশিক প্রতিদানও কে করতে পারে? তিনি আমাকে সহায়মাত্র ক'রে নিজের তেজেই রাবণবধ ও সীতার উদ্ধার করবেন। আমি তাঁর আজ্ঞাবহ, যদি অপরাধ ক'রে থাকি তবে ক্ষমা কর।

লক্ষ্মণ প্রীত হয়ে বললেন, বানরেশ্বর, তুমি যখন সহায় তখন আমার ভ্রাতা অনাথ নন, তোমার সাহায্যেই তিনি অচিরে শত্রুবধ করবেন। তুমি যা বললে তা তোমারই যোগ্য, তুমি আর রাম ছাড়া কে এমন ন্যায্য কথা বলতে পারে? তুমি বিক্রমে ও বলে রামের সদৃশ, দৈববলেই আমরা তোমাকে সহায় পেয়েছি। এখন আমার সঙ্গে চল, রামকে সান্ত্বনা দাও। সখা, তোমাকে যে কটু কথা বলেছি তার জন্য ক্ষমা কর।

১৩। সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ

[সর্গ ৩৭—৩৯]

সুগ্রীব হনুমানকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি শীঘ্র সকল দেশের বানরদের এখানে নিয়ে এস। মহেন্দ্র পর্বত এবং হিমালয় বিন্ধ্য কৈলাস মন্দর ধবল

প্রভৃতি পর্বতে যারা থাকে, সমুদ্রের পরপারের পর্বতে, পশ্চিম দিকে, উদয় ও অস্তগিরিতে, পদ্মাচল ও অঞ্জন পর্বতে যে সকল কৃষ্ণমেঘবর্ণ বানর বাস করে, মহাশৈলের গুহাবাসী কনকবর্ণ বানরগণ, সুমেরুর পার্শ্বে এবং ধূম্রাচলে যারা থাকে, মহারুণ পর্বতে নবারুণবর্ণ যেসকল বানর মৈরেয় (১) মধু পান করে, এবং অন্যান্য স্থানের সমস্ত বানরদের তুমি আনাও। এজন্য পূর্বে অনেক দূত পাঠানো হয়েছে, তাদের ত্বরান্বিত করবার জন্য মহাবল বানর আরও পাঠাও। যারা দশদিনের মধ্যে আসবে না তারা রাজাজ্ঞায় নিহত হবে।

সৈন্যসংগ্রহের জন্য হনুমান চতুর্দিকে দূত পাঠালেন। তারা অবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে সুগ্রীবকে বিবিধ ওষধি ও ফলমূল উপহার দিয়ে বললে, আপনার আজ্ঞাক্রমে পৃথিবীর সকল বানরই আসছে।

তার পর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকায় আরোহণ ক'রে অস্ত্রধারী বহু সৈন্যের সঙ্গে রামের কাছে গেলেন। রাম সেই বানরসেনা দেখে প্রীত হলেন এবং পদতলে পতিত সুগ্রীবকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সুগ্রীব উপবিষ্ট হ'লে রাম তাঁকে বললেন, যিনি সময় ভাগ ক'রে ধর্ম অর্থ আর কামের চর্চা করেন তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম আর অর্থ ত্যাগ ক'রে যে সর্বদা কামের সেবা করে সে বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত ব্যক্তির তুল্য, ভূপতিত হ'লেই তার জ্ঞান হয়। এখন আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ করবার সময় এসেছে, তুমি মন্ত্রীদের সঙ্গে সৎপরামর্শ কর।

সুগ্রীব বললেন, দেব, তোমার ও লক্ষ্মণের প্রসাদে আমি শ্রী কীর্তি ও বানররাজ্য ফিরে পেয়েছি। উপকৃত হয়ে যে প্রত্যুপকার করে না সে অতি অধার্মিক। এই বানরমুখ্যগণ পৃথিবীর সকল বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল বীরগণকে নিয়ে এসেছেন। এরা দেবগন্ধর্বজাত, কামরূপী, ঘোরদর্শন, এবং বনকান্তারের রহস্যজ্ঞ। নিজ নিজ সৈন্যে পরিবৃত

---

(১) ইক্ষুরস ধান্য প্রভৃতি যোগে প্রস্তুত কামোদ্দীপক মদ্য বিশেষ।

হয়ে এরা পথে অপেক্ষা করছে। এই অসংখ্য সৈন্য তোমার সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রা করবে এবং রাবণবধ ক'রে মৈথিলীকে উদ্ধার করবে।

রাম বললেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, সূর্য আকাশের অন্ধকার দূর করেন, চন্দ্র স্বপ্রভায় রজনীকে নির্মল করেন—এ কিছুই বিচিত্র নয়। সৌম্য, তোমার ন্যায় লোক যে মিত্রের প্রিয়কার্য করবেন এও আশ্চর্য নয়। তুমি আমার সুহৃৎ(১) ও মিত্র(২), তোমার সাহায্যে আমি যুদ্ধে সকল শত্রু জয় করব।

এমন সময়ে সহসা ধূলিজালে সূর্য আচ্ছন্ন হ'ল, চতুর্দিক তমসাবৃত হ'ল, শৈল ও কানন সমেত পৃথিবী কম্পিত হ'তে লাগল। নানা স্থান থেকে আগত নানা বর্ণের কোটি কোটি বানরসৈন্য সমস্ত ভূমি পর্বত বন আবৃত ক'রে ফেললে। শতবলি সুষেণ তার কেশরী নল নীল গবয় গয় গবাক্ষ জাম্ববান হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি যূথপতিগণ সকলেই অসংখ্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হয়ে রামের কাছে তাঁদের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে বানরপতিগণ, তোমরা ইচ্ছানুসারে পর্বতে নির্ঝরে বা বনে সৈন্যসমাবেশ ক'রে যথাবিধি বলনির্ধারণ (৩) কর।

১৪। সীতা-অন্বেষণের উদ্‌যোগ

[সর্গ ৪০—৪৬]

সুগ্রীব রামকে বললেন, এইসকল বানরসৈন্য তোমার বশবর্তী, তুমি এদের আজ্ঞা কর। রাম উত্তর দিলেন, সৌম্য, বৈদেহী জীবিত আছেন কিনা এবং রাবণ কোথায় বাস করে—এই দুই বিষয়ের তুমি সন্ধান কর, তার পর আমি তোমার সঙ্গে কর্তব্য নিরূপণ করব। এই অন্বেষণকার্যে আমি বা লক্ষ্মণ আজ্ঞা দিতে পারি না, এ বিষয়ে তুমিই প্রভু।

---

(১) স্বভাবত হিতাকাঙ্ক্ষী। (২) একক্রিয় বা সহকর্মী।
(৩) সৈন্যগণনা বা review.

তখন সুগ্রীব বিনত নামক যূথপতিকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি শতসহস্র বানর সঙ্গে নিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে সীতা ও রাবণের অন্বেষণ কর। ভাগীরথী সরযূ কৌশিকী শোণ যমুনা সরস্বতী সিন্ধু প্রভৃতি নদী, ব্রহ্মমাল বিদেহ মালব কাশী কোশল মগধ পুণ্ড্র ও অঙ্গদেশ, যেখানে কীট থেকে কোষ উৎপন্ন হয় এবং যেখানে রজতের আকর আছে — সর্বত্র অন্বেষণ কর। সমুদ্রস্থ পর্বত ও নগর এবং মন্দরশিখরস্থ জনপদে যাবে। যাদের কর্ণ বস্ত্রের তুল্য এবং ওষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত, যারা লৌহমুখ, যারা এক পায়ে দ্রুত চলে, যারা নরমাংস খায়, দ্বীপবাসী হেমবর্ণ সুদর্শন কিরাত যারা কাঁচা মাছ খায়, যারা অর্ধনর অর্ধব্যাঘ্র, তাদের কাছে যাবে। সপ্তরাজ্যে শোভিত যবদ্বীপে, এবং সুবর্ণ ও রূপ্য দ্বীপে যাবে। তার পর ঘোর ইক্ষু সমুদ্র পার হয়ে লোহিত সমুদ্রের তীরে গিয়ে এক বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ ও বিশ্বকর্মা-নির্মিত গরুড়ের গৃহ দেখবে। সেখানে মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ পর্বতশৃঙ্গ থেকে ঝোলে, তারা সূর্যোদয়কালে বিনষ্ট হয়ে সমুদ্রে পড়ে, তার পর আবার জীবিত হয়ে লম্বমান হয়। অনন্তর শ্বেতবর্ণ ক্ষীরোদ সাগর অতিক্রম ক'রে জলোদ সাগরে গিয়ে ভয়ংকর হয়মুখ(১) দেখবে। তার পর স্বাদূদক সমুদ্র, তার উত্তর তীরের পর্বতে সহস্রশীর্ষ নীলবসন অনন্তদেব সমাসীন আছেন। তার পর হেমময় উদয় পর্বত। সেখানে সূর্যের উদয়ে ভুবনের প্রথম বা পূর্ব প্রকাশ হয়, সেজন্য সেই দিকের নাম পূর্ব দিক। তার পরে কি আছে আমরা জানি না। তোমরা পূর্বোক্ত সকল স্থানে জানকীর সন্ধান করবে। এক মাসের মধ্যে যে ফিরবে না তাকে বধ করা হবে।

দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীব অঙ্গদের নায়কত্বে নীল হনুমান জাম্ববান গয় গবাক্ষ প্রভৃতিকে নিযুক্ত ক'রে বললেন, তোমরা বিন্ধ্যগিরি, নর্মদা গোদাবরী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী, এবং উৎকল বিদর্ভ মৎস্য কলিঙ্গ দশার্ণ পুণ্ড্র কেরল মলয় প্রভৃতি দেশ অন্বেষণ করবে। তার পর তাম্র-

---

(১) যেখান থেকে বড়বানল নির্গত হয়, সমুদ্রস্থ আগ্নেয় গিরি।

পর্ণী নদী পার হয়ে পাণ্ড্য দেশে যাবে, তার পরেই সমুদ্র। সমুদ্রের অপর পারে শতযোজন বিস্তৃত এক দুর্গম দ্বীপ আছে, সেখানে বিশেষরূপে সীতার অন্বেষণ করবে, সেখানেই দুরাত্মা রাবণের বাস। দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গারকা নামে এক রাক্ষসী আছে, ছায়া দ্বারা আকর্ষণ ক'রে সে প্রাণীদের ভোজন করে। সেখান থেকে শতযোজন দূরে সিদ্ধচারণসেবিত পুষ্পিতক গিরি, তার পর কুঞ্জর ও ঋষভ পর্বত। তার পরে পৃথিবীর অন্তে যমের রাজধানী, সেখানে কেউ যেতে পারে না। তোমরা পূর্বোক্ত সকল স্থানে অনুসন্ধান করবে। এক মাসের মধ্যে ফিরে এসে যে সীতার সন্ধান দেবে সে আমার প্রাণাধিক বন্ধু হয়ে আমার তুল্য সুখভোগ করবে।

পশ্চিম দিকে অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীব সসম্মানে কৃতাঞ্জলি হয়ে তারার পিতা তাঁর শ্বশুর সুষেণকে অনুরোধ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য মহর্ষি মরীচির পুত্র মারীচ প্রভৃতি দুই লক্ষ বানরকে আদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা সৌরাষ্ট্র বাহ্লীক চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশে অন্বেষণ ক'রে পশ্চিম সমুদ্রে যাবে। তার পর মুরচীপত্তন জটাপুর অবন্তী অঙ্গলেপা প্রভৃতি দেশ অতিক্রম ক'রে সিন্ধুনদ ও সাগরের সংগমে উপস্থিত হবে। সেখানে শতশৃঙ্গ সোম পর্বতে সিংহ নামক পক্ষী বাস করে, তারা তিমি ও হস্তী ধ'রে ধ'রে নিজের নীড়ে নিয়ে আসে। তার পর পারিযাত্র বজ্রবান ও বরাহ পর্বত। বরাহ পর্বতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুর নামে এক স্বর্ণময় নগর আছে, সেখানে নরক নামে এক দুরাত্মা দানব বাস করে। তার পর ষাট হাজার শৈলের মধ্যবর্তী সুমেরু পর্বত দেখবে, সূর্য সেখান থেকে অস্তাচলে গমন করেন। অস্তাচলের পর কি আছে জানি না। তোমরা এক মাসের মধ্যে ফিরে আসবে, নতুবা বধদণ্ড পাবে।

সুগ্রীব শতবল নামক বীর বানরকে বললেন, তুমি শতসহস্র অনুচর নিয়ে উত্তর দিকে যাও। ম্লেচ্ছ পুলিন্দ কাম্বোজ যবন প্রভৃতির রাজ্যে, প্রস্থল ভরত দক্ষিণ কুরু ও মদ্রক দেশে, এবং হিমালয়ের বনে অন্বেষণ কর। সুদর্শন পর্বত পার হয়ে তোমরা এক শূন্য স্থানে উপস্থিত হবে, সেখানে

পর্বত নদী বৃক্ষ প্রাণী কিছুই নেই। তার পর শুভ্র কৈলাস পর্বতে কুবের-ভবন দেখবে। অনন্তর ক্রৌঞ্চ পর্বতের দুর্গম রন্ধ্র দিয়ে মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হবে, সেখানে ময় দানবের ভবন এবং অশ্বমুখী স্ত্রী দেখতে পাবে। তার পর সিদ্ধাশ্রম পার হয়ে এক স্থানে আসবে সেখানে চন্দ্র সূর্য তারা নেই, মেঘও নেই। সেখানে যে দেবকল্প স্বয়ম্প্রভ তপস্বিগণ আছেন তাঁদের দেহের প্রভায় সেই স্থান আলোকিত হয়। তার পর উত্তর কুরু অতিক্রম করে উত্তর সমুদ্রে যাবে, তার মধ্যে হেমময় সোমগিরি দেখবে। সূর্য না থাকলেও এই দেশ সোমগিরির প্রভায় আলোকিত। সেখানে ভগবান বিশ্বাত্মা একাদশরুদ্রাত্মক ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বাস করেন। তার উত্তরে তোমরা যেতে পারবে না। অন্বেষণ শেষ ক'রে তোমরা শীঘ্র ফিরে এস, সীতার সংবাদ আনতে পারলে রাম ও আমি অত্যন্ত প্রীত হব।

সুগ্রীব হনুমানকে বিশেষ ক'রে বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি জল অন্তরীক্ষ অম্বর দেবলোক—কোথাও তোমার গতি বাধা পায় না, তোমার তুল্য তেজস্বীও কেউ নেই। তুমি বলবান, পরাক্রান্ত, দেশকালজ্ঞ ও নীতিবিশারদ। তুমি সীতার উদ্ধারের উপায় চিন্তা কর।

এই কথা শুনে রাম বুঝলেন যে সুগ্রীব হনুমানকেই কার্যসাধনে সমর্থ মনে করেন। তিনি হৃষ্ট হয়ে নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় হনুমানকে দিয়ে বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, এই অভিজ্ঞান দেখে জানকী বুঝবেন যে তুমি আমারই প্রেরিত। হনুমান কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গুরীয় নিয়ে মস্তকে ধারণ ক'রে রামের চরণ বন্দনা করলেন।

সুগ্রীবের আদেশে বানরগণ পতঙ্গপালের ন্যায় মেদিনী আচ্ছন্ন ক'রে যাত্রা করলে। সকলেই আস্ফালন ক'রে বলতে লাগল, আমি একাই রাবণ বধ ক'রে সীতার উদ্ধার করব।

বানররা চ'লে গেলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভূমণ্ডলের সর্বস্থান কি ক'রে জানলে? সুগ্রীব বললেন, বালী দুন্দুভি(১)কে

(১) টীকাকার বলেন, এখানে দুন্দুভির অর্থ তৎপর মায়াবী।

বধ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলে আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি এবং বালী আমাকে মারবার জন্য অনুসরণ করেন। সেই সময়ে আমি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম। অবশেষে হনুমান আমাকে বলেন যে মতঙ্গ মুনির শাপে তাঁর আশ্রমের কাছে বালী আসতে পারেন না, তখন আমি মতঙ্গাশ্রমের নিকটবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

১৫। তাপসী স্বয়ম্প্রভা—অঙ্গদের বিষাদ

[সর্গ ৪৭—৫৫]

যেসকল বানর পূর্ব উত্তর ও পশ্চিম দিকে গিয়েছিল তারা এক মাস পরে নিরাশ ও ভীত হয়ে ফিরে এসে সুগ্রীবকে বললে, আমরা আপনার নির্দেশ অনুসারে সর্বত্র অন্বেষণ করেছি, কিন্তু সীতাকে কোথাও পাওয়া গেল না। সীতা যে দিকে আছেন হনুমান সেই দিকেই গেছেন, তিনি নিশ্চয় সীতার সন্ধান পাবেন।

তার ও অঙ্গদের সঙ্গে হনুমান দক্ষিণ দিকে গিয়ে বিন্ধ্য (১) পর্বতের গুহা, নদী, গহন বন প্রভৃতি অন্বেষণ করলেন, কিন্তু সীতাকে পেলেন না। তাঁদের অনুচর বানরগণ বিচরণ করতে করতে এক স্থানে এল সেখানে বৃক্ষ পত্র পুষ্প ফল নেই, নদীতে জল নেই, বনে কোনও পশুপক্ষী নেই। পূর্বে সেখানে কণ্ডু নামে এক ক্রোধপ্রবণ মহর্ষি বাস করতেন। তাঁর দশবৎসরবয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি অভিশাপ দেন, তার ফলে সেই স্থানের এই দশা হয়েছে। সেখান থেকে যেতে যেতে বানররা এক ভয়ংকর অসুরকে দেখতে পেলে। অসুর মুষ্টি তুলে আক্রমণ করতে এল। অঙ্গদ তাকে রাবণ মনে ক'রে করতল দিয়ে প্রহার ক'রে বধ করলেন।

বানরগণ অত্যন্ত শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে এক বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করতে লাগল। অঙ্গদ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা অনেক বন

(১) এই বিন্ধ্য মধ্যভারতের পর্বতমালা নয়।

পর্বত নদী গুহা প্রভৃতি অন্বেষণ করেছি কিন্তু জানকীকে পাই নি। আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে, আর সুগ্রীবের শাসনও উগ্র। অতএব এস আমরা আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পুনর্বার অনুসন্ধান করি। অঙ্গদের আদেশে বানরগণ চতুর্দিকে পর্যটন করতে করতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ঋক্ষবিল নামক একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের নিকট এল। হনুমান বললেন, এই গহ্বর থেকে হংস ক্রৌঞ্চ সারস জলার্দ্র হয়ে নির্গত হচ্ছে, এর প্রান্তবর্তী বৃক্ষগুলিও সরস, নিশ্চয় এখানে কূপ বা হ্রদ আছে। তখন সকলে গহ্বরের ভিতরে গেল। তার অভ্যন্তর তিমিরাবৃত, কিন্তু সেজন্য বানরদের দৃষ্টি বা বল ব্যাহত হ'ল না, তারা পরস্পরকে ধ'রে এক যোজন পথ অগ্রসর হ'ল। অবশেষে তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে অচেতনপ্রায় হয়ে তারা একটি আলোকিত বনে উপস্থিত হ'ল এবং সেখানে কাঞ্চনময় শাল তমাল চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ, বৈদূর্যময় বেদী, স্বর্ণময় পদ্ম, মৎস্য-কচ্ছপশোভিত সরোবর, স্বর্ণরৌপ্যনির্মিত সপ্ততল ভবন, রত্নভূষিত শয্যা এবং নানাবিধ ভোজ্যবস্তু দেখতে পেলে। একজন চীরাজিনধারিণী তেজোময়ী বৃদ্ধা তাপসীকে দেখে হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে, এই গহ্বর ভবন ভোজ্যদ্রব্য রত্নাদি কার? আমরা পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে এখানে এসেছি।

তাপসী বললেন, ময় নামে এক মায়াবী দানব ছিলেন, তিনি দানবগণের বিশ্বকর্মা। ব্রহ্মার বরে মায়াবলে ময় এই হিরণ্ময় অরণ্য ও ভবনাদি নির্মাণ করেছেন। কিছুকাল এখানে বাস করার পর হেমা(১) নামে এক অপ্সরার প্রতি তিনি আসক্ত হন, সে-কারণে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাতে বধ করেন। তখন ব্রহ্মা হেমাকে এইসমস্ত সম্পত্তি দান করেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ম্প্রভা, হেমা আমার সখী। তাঁর অনুরোধে আমি এই বিশাল ভবন রক্ষা করছি। আমি ফলমূলাদি ভোজ্য আর পানীয় দিচ্ছি, তোমরা ভোজন ও পান ক'রে বল কেন এখানে এসেছ।

---

(১) উত্তরকাণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে, হেমা মন্দোদরীর জননী।

সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হনুমান অবশেষে বললেন, আমাদের যে এক মাস সময় নির্ধারিত ছিল তা এই গহ্বরে ভ্রমণ করতে করতে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা আপনার শরণাপন্ন, এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করুন, আমাদের মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে হবে। তাপসী বললেন, এখানে এলে জীবিত ফিরে যাওয়া দুষ্কর, কিন্তু আমি তপোবলে তোমাদের উদ্ধার করব, তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর। বানররা হাত দিয়ে চোখ ঢাকলে নিমেষমধ্যে তাপসী তাদের গহ্বরের বাইরে এনে বললেন, ওই বিন্ধ্যগিরি, ওই প্রস্রবণ শৈল, ওই মহোদধি। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি নিজ ভবনে ফিরে যাচ্ছি।

বানররা দেখলে, তরঙ্গসমাকুল ঘোর সমুদ্র গর্জন করছে। বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে বৃক্ষলতাদি পুষ্পভারাক্রান্ত, বসন্তকাল উপস্থিত হয়েছে। অঙ্গদ বললেন, আমরা কার্তিক মাসের শেষে যাত্রা করেছি, সুগ্রীবের নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন কি করা উচিত? আমরা অকৃতকার্য হয়েছি, আমাদের মরণ নিশ্চিত, সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কে সুখে থাকতে পারে? আমাদের প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করাই কর্তব্য। সুগ্রীব অতি কঠোরস্বভাব, আমাদের ক্ষমা করবেন না। তিনি আমাকে যৌবরাজ্য দেন নি, রামই দিয়েছেন। পূর্ব থেকেই আমার প্রতি তাঁর বৈর আছে, এখন আমার অপরাধ দেখলে নিশ্চয় বধদণ্ড দেবেন।

অঙ্গদের কথা শুনে যূথপতিগণ করুণস্বরে বললেন, সুগ্রীব নিষ্ঠুর-প্রকৃতি, আমাদের অকৃতকার্য দেখে নিশ্চয় বধ করবেন। যারা অপরাধী, প্রভুর কাছে তাদের যাওয়া উচিত নয়। হয় সীতার সংবাদ নিয়ে ফিরে যাব নয় তো এখানেই মরব।

তার বললেন, বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, যদি তোমাদের মত হয় তবে আমরা এই দুর্গম গহ্বরেই বাস করব, এখানে প্রচুর ভোজ্যপেয় আছে। ইন্দ্র রাম বা সুগ্রীব কারও ভয় এখানে নেই। বানররা এই আশ্বাসবাক্য শুনে বললে, যাতে আমরা নিহত না হই সেই ব্যবস্থাই কর।

বহু গুণের অধিকারী এবং বালীর যোগ্য পুত্র হয়েও অঙ্গদ তারের মন্ত্রণা শুনছেন—এই দেখে হনুমান বুঝলেন যে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অঙ্গদের করচ্যুত হয়েছে। বানরদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাবার জন্য হনুমান কঠোরবাক্যে অঙ্গদকে বললেন, তারার পুত্র, তুমি তোমার পিতার চেয়ে যুদ্ধপটু; কপিরাজ্যের ভার পিতার তুল্যই বইতে পারবে। বানররা অতি অস্থিরমতি, এরা যদি স্ত্রী পুত্র ছেড়ে এখানে বাস করে তবে কখনই তোমার বশে চলবে না। আমি সকলের সমক্ষে বলছি, তুমি সাম-দানাদি উপায়ে অথবা দণ্ডদ্বারা এই জাম্ববান নীল সুহোত্র বা আমাকে কখনও সুগ্রীব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তারের কথা শুনে তুমি মনে করেছ এই গহ্বর নিরাপদ আশ্রয়, কিন্তু লক্ষ্মণের নিশিত বাণে এই স্থান পত্রপুটের ন্যায় ভেঙে যাবে। তুমি এই গহ্বরে বাস করতে গেলেই বানররা তোমাকে ত্যাগ ক'রে পালাবে, কারণ তারা স্ত্রী-পুত্রের বিরহে উদ্‌বিগ্ন, বুভুক্ষিত, এবং দুঃখে অভিভূত। তুমি সুহৃদ্‌বর্জিত হয়ে লক্ষ্মণের তীক্ষ্ম শরে প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু যদি আমাদের সঙ্গে বিনীতভাবে সুগ্রীবের কাছে যাও তবে তিনি তোমাকে উত্তরাধিকারী করবেন, কারণ তিনি ধার্মিক, তোমার প্রতি তাঁর স্নেহ আছে, তোমার মাতাকেও তিনি ভালবাসেন।

অঙ্গদ বললেন, স্থৈর্য শুচিতা অনৃশংসতা বিক্রম ও ধৈর্য—এই-সকল গুণ সুগ্রীবের নেই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী মাতৃতুল্যা, কিন্তু ভ্রাতার জীবদ্দশাতে(১)ই তাঁকে গ্রহণ ক'রে সুগ্রীব গর্হিত কর্ম করেছেন। বালী তাঁকে গহ্বরদ্বারে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু সুগ্রীব সেই দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। রামের করস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ধর্মভয়ে নয়, কেবল লক্ষ্মণের ভয়েই সুগ্রীব আমাদের সীতার সন্ধানে পাঠিয়েছেন। এমন লোকের ধর্ম কোথায়? সেই চপল কৃতঘ্ন পাপীকে তার কোনও আত্মীয় বিশ্বাস করবে না। আমি তার শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্যও দেবে না বাঁচতেও দেবে না। অতএব

---

(১) বোধ হয় মায়াবীর সঙ্গে বালীর যুদ্ধকালে সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরব না, তোমরা খুল্লতাত সুগ্রীবকে, রাম-লক্ষ্মণকে ও মাতা রুমাকে আমার প্রণাম জানিও, পুত্রবৎসলা তারাকে সান্ত্বনা দিও।

অশ্রুপূর্ণনয়নে বিষণ্ণবদনে অঙ্গদ তৃণের উপর শুয়ে পড়লেন। বানররাও কাঁদতে কাঁদতে সুগ্রীবের নিন্দা আর বালীর প্রশংসা করতে লাগল, এবং আচমন ক'রে পূর্বমুখ হয়ে অঙ্গদকে বেষ্টন করে প্রায়োপ-বেশনে বসল।

১৬। সম্পাতি

[সর্গ ৫৬—৬০]

জটায়ুর ভ্রাতা চিরজীবী সম্পাতি বিন্ধ্যগিরিতে বাস করতেন। তিনি কন্দর থেকে বেরিয়ে এসে উপবিষ্ট বানরদের দেখে হৃষ্ট হয়ে বললেন, বিধির বিধানে বহুকাল পরে এইসব ভক্ষ্য আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, এই বানররা মরলে এদের আমি ক্রমে ক্রমে আহার করব। সম্পাতির কথা শুনে ভীত হয়ে অঙ্গদ হনুমানকে বললেন, দেখ, পক্ষীর রূপ ধ'রে সাক্ষাৎ যম বানরদের বধ করতে এসেছেন। রামের কার্য সম্পন্ন হ'ল না, সুগ্রীবের আদেশও পালিত হ'ল না, সহসা এই অজ্ঞাতপূর্ব বিপত্তি উপস্থিত হয়েছে। গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে রক্ষা করবার জন্য কি করেছিলেন তা সকলেই জানে। তির্যগ্‌যোনি পর্যন্ত প্রাণপণে রামের প্রিয়কার্য করেছে। আমরা রামের কার্যে পরিশ্রান্ত হয়েছি, এখন জটায়ুর ন্যায় জীবন দেব।

তীক্ষ্ণচঞ্চু সম্পাতি অঙ্গদের কথা শুনে বললেন, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রতা জটায়ুর নিধনের কথা কে বলছে? বহুকাল পরে তাঁর নাম শুনলাম। জনস্থানে রাক্ষসের সঙ্গে তাঁর কিরূপ যুদ্ধ হয়েছিল? আমার পক্ষ সূর্যকিরণে দগ্ধ হয়েছে, গমনের শক্তি নেই। বীরগণ, আমাকে এই পর্বতশৃঙ্গ থেকে নামাও।

সম্পাতিকে নামিয়ে এনে অঙ্গদ নিজের পরিচয় দিলেন এবং সীতা-

হরণ, জটায়ুবধ, সীতান্বেষণে নিজের অকৃতকার্যতা ও প্রায়োপবেশনের সংকল্প সমস্ত বিবৃত করলেন। সম্পাতি বললেন, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যিনি নিহত হয়েছেন সেই জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন, সেজন্য প্রতিশোধ নেবার শক্তি আমার নেই। পুরাকালে বৃত্রাসুরবধের পর জটায়ু আর আমি ইন্দ্রকে জয় করবার ইচ্ছায় আকাশ-মার্গে যাত্রা করি। মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েন, স্নেহবশে আমি তাঁকে নিজের পক্ষ দিয়ে আচ্ছাদন করি। তাতে আমার পক্ষ দগ্ধ হয়ে গেল, আমি বিন্ধ্য পর্বতে নিপতিত হলাম। সেই অবধি আমি এখানে আছি, ভ্রাতার কোনও সংবাদ জানি না।

অঙ্গদ বললেন, জটায়ু যদি তোমার ভ্রাতা হন, আমার কথা যদি শুনে থাক, এবং রাবণের বাসস্থান যদি জান, তবে বল সেই রাক্ষসাধম দূরে বা নিকটে কোথায় আছে। সম্পাতি বললেন, আমি নির্বীর্য, তথাপি কেবল বাক্যদ্বারা রামকে সাহায্য করব। আমি বরুণলোক জানি, ত্রিবিক্রম বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত ত্রিলোক জানি, দেবাসুরযুদ্ধ, অমৃতের নিমিত্ত সমুদ্রমন্থন, তাও জানি। আমি রামের কার্য অবশ্যই করতাম, কিন্তু জরাবশে নিস্তেজ হয়েছি। একদিন আমি দেখতে পাই দুরাত্মা রাবণ একটি রূপবতী সর্বাভরণভূষিতা তরুণীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি 'হা রাম হা লক্ষ্মণ' ব'লে কাঁদছেন এবং অঙ্গ থেকে ভূষণ খুলে ফেলে দিচ্ছেন। রামের নাম শুনে বুঝলাম তিনিই সীতা। এখন রাবণের কথা বলছি শোন। সে বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা। এই সমুদ্রের অপর পারে শতযোজন দূরে যে দ্বীপ আছে বিশ্বকর্মা সেখানে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেছেন। রাবণ সেখানেই থাকে। লঙ্কার অন্তঃপুরে সীতা অবরুদ্ধা আছেন, রাক্ষসীরা তাঁকে রক্ষা করছে। আমি দিব্য নেত্রের প্রভাবে এখান থেকেই রাবণ আর জানকীকে দেখতে পাচ্ছি। জাতিগত কারণে এবং বিশেষপ্রকার খাদ্যের গুণে আমরা শতযোজনেরও অধিক দূরে দেখতে পাই, আর যারা চরণ দিয়ে যুদ্ধ করে(১) তাদের

(১) কুক্কুটাদি।

দৃষ্টি বৃক্ষমূল পর্যন্ত। এখন তোমরা সমুদ্রলঙ্ঘনের উপায় দেখ। আমাকেও সমুদ্রতীরে নিয়ে চল, সেখানে স্বর্গত ভ্রাতার উদ্দেশে তর্পণ করব।

বানররা সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে তর্পণের পর ফিরিয়ে আনলে। তখন সম্পাতি এই পূর্বকথা বললেন।—আমি বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হয়ে বহুকাল বাস করছি। সুপার্শ্ব নামে আমার একটি পুত্র আছে, সেই আমার খাদ্য এনে দেয়। একদিন সায়াহ্নকালে সে আমার আহার্য মাংস না নিয়েই ফিরে এল। আমি ভর্ৎসনা করলে সে বললে, পিতা, আহার আনবার জন্য আমি যথাকালে আকাশমার্গে গিয়ে মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার আবৃত করি, সমুদ্রচারী বহু প্রাণী সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করে। আমি তাদের পথরোধ ক'রে অধোমুখে অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় দেখি, এক অঞ্জনবর্ণ পুরুষ প্রাতঃসূর্যপ্রভা এক নারীকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি স্থির করলাম, আহারের জন্য এদের ধরি, কিন্তু পুরুষটি বিনীতবাক্যে পথভিক্ষা করলে আমি পথ ছেড়ে দিলাম, সে মহাবেগে আকাশপথে চ'লে গেল। তখন গগনচারী সিদ্ধগণ আমাকে বললেন, ভাগ্যক্রমে ওরা বেঁচে গেল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে ওই পুরুষই রাবণ এবং শোকাভিভূতা নারীই সীতা। পিতা, এই কারণে আমার বিলম্ব হ'ল। সুপার্শ্বের কথা শুনেও আমি কিছু করতে পারলাম না, কারণ আমার শক্তি নেই। এখন বুদ্ধিবলে এবং বাক্যদ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।

সম্পাতি তার পর আর একটি পূর্বকথা বললেন।—আমি দগ্ধপক্ষ হয়ে এখানে পতিত হবার ছ দিন পরে সংজ্ঞালাভ করি। তার পর বিহ্বল হয়ে চতুর্দিকের গিরি নদী সমুদ্রাদি দেখে বুঝলাম যে এই স্থান দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থ বিন্ধ্যপর্বত। এই পর্বতে উগ্রতপা ঋষি নিশাকরের আশ্রম ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও আমি আট হাজার বৎসর এখানে বাস করছি। পূর্বে আমি আর জটায়ু প্রায়ই তাঁর পাদবন্দনা করতে যেতাম। অক্ষম হবার পর তাঁর দর্শনকামনায় আমি অতি কষ্টে অগ্রসর হয়ে এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মহর্ষি সমুদ্র-

স্নানের পর ফিরে এসে আমাকে দেখে বললেন, সৌম্য, তোমার বৈকল্য দেখে তোমাকে প্রথমে চিনতে পারি নি। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী কামরূপী দুটি পক্ষী দেখতাম, তুমি তাদের জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, আর জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ। তখন তোমরা মনুষ্যরূপে আমার চরণবন্দনা করতে। তোমার এমন দশা হ'ল কেন? আমি সব কথা বললে মহর্ষি মুহূর্তকাল ধ্যান ক'রে বললেন তোমার পক্ষ ও প্রপক্ষ(১) আবার উদ্‌গত হবে, দৃষ্টি এবং বলও বৃদ্ধি পাবে। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর এবং লোকহিতে রত থাক। সেই অবধি আমি এখানে আছি। আমি রাবণের বীর্য জানি, তথাপি আমার পুত্র সুপার্শ্ব সীতাকে উদ্ধার করে নি ব'লে আমি তাকে তিরস্কার করেছি। দশরথের প্রতি স্নেহের জন্য আমার যা করা উচিত ছিল আমার পুত্র তা করে নি।

এই কথা বলতে বলতে সম্পাতির দেহে অরুণবর্ণ পক্ষোদ্‌গম হ'ল। তিনি হৃষ্ট হয়ে বললেন, মহর্ষি নিশাকরের প্রসাদে আমি পূর্বের রূপ ও সামর্থ্য ফিরে পেলাম। তোমরা সীতার উদ্ধারের জন্য সর্বতোভাবে যত্ন কর, নিশ্চয় কৃতকার্য হবে। সম্পাতি এই ব'লে নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য আকাশে উড্ডীন হলেন। বানরগণ হৃষ্ট ও উৎসাহিত হয়ে সীতান্বেষণের জন্য দক্ষিণ দিকে গেল।

১৭। সাগরলঙ্ঘনের উপক্রম

[সর্গ ৬৪—৬৭]

বানরগণ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে এসে দেখলে—

প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীড়ন্তমিব চান্যতঃ।
ক্বচিৎ পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্‌॥
সংকুলং দানবেন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।
রোমহর্ষকরং দৃষ্ট্বা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥
আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্বে কথং কার্যমিতি ব্রুবন্‌॥ (৬৪।৫-৭)

(১) ডানা ও পালক।

— সমুদ্র যেন কোথাও প্রসুপ্ত, কোথাও ক্রীড়াচঞ্চল, কোথাও পর্বত-প্রমাণ জলরাশিতে আবৃত। পাতালতলবাসী দানবেন্দ্রগণের বিচরণস্থান এবং আকাশের ন্যায় অপার এই রোমহর্ষজনক সাগর দেখে বানরবীরগণ বিষাদগ্রস্ত হয়ে বলতে লাগল, এখন কি করা যায়?

অঙ্গদ তাদের আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধ বানরগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। যে বিশাল বানরবাহিনী তাঁকে বেষ্টন ক'রে রইল তাকে স্তব্ধ রাখা অঙ্গদ আর হনুমান ভিন্ন কারও সাধ্য ছিল না। অঙ্গদ সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন মহাবলশালী আছে যে এই শতযোজন সাগর লঙ্ঘন করবে? কে সুগ্রীবের সত্যরক্ষা করবে? কার অনুগ্রহে আমরা রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের কাছে সহর্ষে ফিরতে পারব? তোমরা সকলেই বলবান, পরাক্রান্ত, সৎ-কুলজাত, সম্মানিত, তোমাদের সর্বত্র অবাধগতি। এখন বল, লম্ফনের শক্তি কার কত।

দলপতিগণ নিজ নিজ লম্ফের পরিমাণ জানালেন। গয় বললেন দশ যোজন, গবাক্ষ বিশ, শরভ ত্রিশ, ঋষভ চল্লিশ, গন্ধমাদন পঞ্চাশ, মৈন্দ ষাট, দ্বিবিদ সত্তর, সুষেণ আশি। সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ জাম্ববান বললেন, আমি এখন নব্বই যোজন যেতে পারি, কিন্তু যৌবনকালে আমার শক্তি আরও অধিক ছিল। তখন অঙ্গদ বললেন, আমি এই শতযোজন সাগর পার হ'তে পারি, কিন্তু ফিরে আসবার শক্তি আছে কিনা জানি না।

জাম্ববান অঙ্গদকে বললেন, তুমি শতসহস্র যোজন গিয়ে ফিরে আসতে পার, কিন্তু বৎস, তুমি আজ্ঞাদাতা, আমরা আজ্ঞাবহ। তুমি আমাদের প্রভু, প্রভুপুত্র ও আশ্রয়, তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। অঙ্গদ উত্তর দিলেন, যদি আমি না যাই এবং অন্যেও না যায় তবে আমাদের প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়। সুগ্রীবের আদেশ পালন না ক'রে যদি ফিরি তবে আমাদের প্রাণ যাবে। জাম্ববান বললেন, তোমার কর্তব্যের কোনও হানি হবে না, আমাদের কার্যসাধনে যিনি সমর্থ তাঁকেই আমি নিয়োগ করছি।

তখন জাম্ববান হনুমানকে বললেন, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান, তুমি নীরব রয়েছ কেন? অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা তোমার মাতা, যাঁর অপর নাম অঞ্জনা। অভিশাপের ফলে তিনি বানরেন্দ্র কুঞ্জরের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেশরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একদা রূপযৌবনশালিনী কামরূপিণী অঞ্জনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বায়ু তাঁকে আলিঙ্গন করেন। পতিব্রতা অঞ্জনা ভর্ৎসনা করলে বায়ু বললেন, যশস্বিনী, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার অনিষ্ট করি নি, আমি মনে মনেই সংগত হয়েছি, তার ফলে তোমার একটি বীর্যবান বুদ্ধিমান মহাবলপরাক্রম আমারই সমান বেগবান পুত্র হবে। মহাবীর, অঞ্জনা তুষ্ট হয়ে গুহামধ্যে তোমাকে প্রসব করলেন। তুমি মহারণ্যে নবোদিত সূর্য দেখে ফল মনে ক'রে ধরবার জন্য আকাশে তিন শত যোজন উঠেছিলে, কিন্তু ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন। তখন তুমি শৈলশিখরে নিপতিত হও, তোমার বাম হনু ভগ্ন হয়ে যায়, সেই অবধি তোমার নাম হনুমান। তোমাকে প্রহৃত দেখে বায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ব্রহ্মা এই বর দিলেন যে তুমি অস্ত্রে অবধ্য হবে। তুমি বজ্রাঘাতেও জীবিত আছ দেখে ইন্দ্রও প্রীত হয়ে তোমাকে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বর দিলেন।(১) হে মহাতেজা সর্বগুণান্বিত পবনপুত্র, আমরা হতাশ হয়েছি, তুমি এখন তোমার বিক্রম প্রদর্শন কর, এই বানরবাহিনী তোমার বিক্রম দেখতে চায়।—

> উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।
> পরা হি সর্বভূতানাং হনুমন্ যা গতিস্তব॥
> বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে।
> বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব॥ (৬৬।৩৬-৩৭)

— বানরশ্রেষ্ঠ, ওঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর, তোমার এই লঙ্কাগমন সর্ব-ভূতের মঙ্গলকর হবে। হনুমান, সমস্ত বানর বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের

---

(১) উত্তরকাণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত আছে।

উপেক্ষা করছ কেন? হে মহাবেগশালী, বিষ্ণুর তিন পাদক্ষেপের ন্যায় পাদক্ষেপ ক'রে তুমি অগ্রসর হও।

তখন হনুমান্ শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের উপযুক্ত আকার ধারণ ক'রে লাঙ্গুল আস্ফালন করতে লাগলেন। তিনি বানরবৃদ্ধগণকে অভিবাদন ক'রে বললেন, সকলে নিশ্চিন্ত হও, আমি বৈদেহীকে দেখব। এখানকার শিলাসমূহ আমার উল্লম্ফনের প্রতিঘাত ধারণ করতে পারবে না, আমি ওই মহেন্দ্র পর্বতের বিশাল স্থির শিখর থেকে লম্ফ দেব।

সুন্দরকাণ্ড

১। হনূমানের সাগরলঙ্ঘন

[সর্গ ১]

মহেন্দ্র পর্বতে এসে হনূমান কৃতাঞ্জলি হয়ে সূর্য ইন্দ্র ও ভূতগণকে বন্দনা করলেন এবং পূর্বাস্য হয়ে জন্মদাতা স্বয়ম্ভূ পবনদেবকে অর্চনা ক'রে পর্বকালে(১) সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হ'তে লাগলেন। তাঁর বাহু ও চরণের নিপীড়নে পর্বত বিচলিত হয়ে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় জলস্রাব করতে লাগল। বৃক্ষচ্যুত পুষ্পরাশিতে পর্বত পুষ্পময় হল, বিশাল শিলাসকল স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেল, গুহাস্থিত প্রাণিগণ বিকৃতস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, স্বস্তিকচিহ্নিত ফণাধর সর্পসকল অনল উদ্গার ক'রে শিলা দংশন করতে লাগল। বিদ্যাধরগণ তাদের পানভূমির হিরণ্ময় আসন, পাত্র ও মাংসাদি বিবিধ ভোজ্য ত্যাগ ক'রে সালংকারা পত্নীদের সঙ্গে সকৌতুকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে এল।

হনূমান তাঁর লোমাচ্ছন্ন কুণ্ডলিত লাঙ্গুল আস্ফালন করতে লাগলেন, যেন মহাসর্প নিয়ে গরুড় খেলা করছেন। তিনি বিশাল ভুজদ্বয়ে পর্বতে ভর দিয়ে কটিদেশ চরণ ও কর্ণ সংকুচিত করলেন এবং প্রাণবায়ু রোধ ক'রে বানরদের বললেন, আমি রামের হস্তনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় লঙ্কায় যাব, যদি জনকনন্দিনীকে সেখানে না দেখি তবে সমান বেগেই সুরলোকে যাব। যদি সেখানেও তাঁকে না পাই তবে রাবণ সমেত লঙ্কাপুরী উৎপাটিত ক'রে নিয়ে আসব। এই ব'লে তিনি লম্ফ দিলেন।

বান্ধবগণ যেমন দীর্ঘপথযাত্রীর অনুগমন করে, সৈন্যদল যেমন রাজার সঙ্গে যায়, সেইরূপ পর্বতের সারবান বৃক্ষসকল উৎপাটিত হয়ে

---

(১) অমাবস্যা পূর্ণিমা, যখন কটালের জোয়ার হয়।

হনুমানের সঙ্গে ধাবিত হ'ল এবং পুষ্প বিকীর্ণ ক'রে ক্রমশ সাগরজলে পড়তে লাগল। আকাশে প্রসারিত তাঁর দুই বাহু যেন গিরিশৃঙ্গ থেকে নির্গত পঞ্চমুখ সর্প, তিনি যেন পিপাসু হয়ে ঊর্মিময় মহাসাগর ও আকাশ পান করছেন। তাঁর পিঙ্গল চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, মুখ ও নাসিকা সান্ধ্য সূর্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, লাঙ্গুল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত। তাঁর বাহুমূলে আবদ্ধ বায়ু মেঘের ন্যায় গর্জন করতে লাগল। তাঁর গতিপথের নিম্নস্থ জলরাশি উন্মত্তের ন্যায় তরঙ্গায়িত হ'ল।—

তস্য বেগসমুদ্‌ঘৃষ্টং জলং সজলদং তদা।
অম্বরস্থং বিবভ্রাজে শরদভ্রমিবাততম্॥
তিমিনক্রঝষাঃ কূর্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতাস্তদা।
বস্ত্রাপকর্ষণেনেব শরীরাণি শরীরিণাম্॥ (১।৭১-৭২)
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
ছায়া বানরসিংহস্য জবে চারুতরাভবৎ॥ (১।৭৪)
শুশুভে স মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ।
বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্বতঃ॥ (১।৭৬)

— তাঁর গমনের বেগে ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট জল মেঘলোকে এসে শারদীয় জলদের ন্যায় আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। বস্ত্র আকর্ষণ ক'রে নিলে যেমন মানুষের সকল অঙ্গ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তিমি নক্র মৎস্য কূর্মাদি অনাবৃত হয়ে দৃষ্টিগোচর হ'ল। সেই বানরসিংহের ছায়া দশ যোজন বিস্তৃত, ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, দ্রুতগতির জন্য তা অতি সুদৃশ্য। সেই মহাতেজা মহাকায় মহাকপি বায়ুমার্গে পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভিত হলেন।

হনুমান মহাবেগে ধাবিত হচ্ছেন দেখে দেবতা গন্ধর্ব ও দানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, সূর্য তাপদানে বিরত হলেন, বায়ু তাঁকে বীজন করতে লাগলেন। তখন সাগর এই চিন্তা করলেন—ইক্ষ্বাকু-কুলজাত সগরপুত্রগণ আমাকে বর্ধিত করেছিলেন, এই হনুমান ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের সচিব, এঁকে যদি সাহায্য না করি তবে আমি

সকলের নিন্দাভাজন হব। এই ভেবে তিনি জলমগ্ন মৈনাকপর্বতকে বললেন, গিরিবর, তুমি উত্থিত হও, ভীমকর্মা হনূমান শ্রান্ত হয়েছেন, তোমার উপর তিনি বিশ্রাম করবেন।

বৃক্ষ ও লতায় আবৃত মৈনাক তখনই সাগরজল ভেদ ক'রে উত্থান করলেন। তাঁর কাঞ্চনময় শৃঙ্গের প্রভায় অসিবর্ণ আকাশ স্বর্ণাভ হ'ল। সাগর থেকে উদ্‌গত এই পর্বতকে হনূমান বিঘ্নস্বরূপ জ্ঞান করলেন এবং তাকে বক্ষের আঘাতে পাতিত ক'রে অগ্রসর হলেন। তখন মৈনাক নিজের শিখরে মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, বানরোত্তম, তুমি দুষ্কর কর্ম করছ, এখন আমার শৃঙ্গে ব'সে বিশ্রাম কর, তার পর আবার যেয়ো। তোমার সঙ্গে আমার কিছু সম্বন্ধ আছে। তুমি মারুতের পুত্র, আমি তোমার সেবা করলে মারুতেরও সেবা হবে। বৎস, সত্য-যুগে পর্বতদের পক্ষ ছিল, তারা সকল দিকে গরুড়ের ন্যায় ভ্রমণ করত। তাতে দেবতা ঋষি ও প্রাণিগণ সকলেই ভয়ে থাকতেন পাছে পর্বত নিপতিত হয়। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা সমস্ত পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করতে লাগলেন। তিনি যখন আমার কাছে এলেন তখন তোমার পিতা পবনদেব আমাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ ক'রে রক্ষা করেন। মারুতি, এই কারণে তুমি আমার আদরণীয়, পিতৃসম্পর্কে আমিও তোমার মান্য। তোমাকে দেখে প্রীত হয়েছি, তুমি এখানে শ্রান্তি দূর কর।

হনূমান উত্তর দিলেন, তোমার কথাতেই আমি আতিথ্য লাভ করেছি। দুঃখিত হয়ো না, আমার কার্যে বিলম্ব করা চলবে না, দিনও শেষ হয়ে এল, কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। এই ব'লে একটু হেসে মৈনাক পর্বতকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ক'রে হনূমান আকাশে ধাবমান হলেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে মৈনাককে বললেন, তোমার আচরণে সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে অভয় দিচ্ছি, এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। বরলাভ ক'রে মৈনাক পুনর্বার সাগরে প্রবেশ করলেন।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ নাগমাতা সুরমাকে বললেন, এই পবননন্দন হনূমান সাগর লঙ্ঘন করছেন, আমরা এঁর শক্তি

পরীক্ষা করতে চাই। তুমি ঘোর রাক্ষসরূপ ধারণ ক'রে ক্ষণকাল এ'র বিঘ্ন কর। সুরমা ভয়াবহ মূর্তিতে হনুমানের পথ রোধ ক'রে বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দেশ করেছেন, অতএব আমার মুখে প্রবেশ কর। এই ব'লে তিনি বিপুল মুখব্যাদান ক'রে রইলেন। হনুমান বললেন, আমি রামের দূত, সীতার কাছে যাচ্ছি। তুমি রামের অধিকারে বাস কর, তাঁকে সাহায্য করা তোমার উচিত। আমি কথা দিচ্ছি আমার কাজ শেষ হ'লে তোমার মুখে প্রবেশ করব। সুরমা বললেন, আগে আমার মুখে এস তার পর অন্যত্র যেয়ো। হনুমান ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তবে আমার আকারের অনুরূপ মুখবিস্তার কর। হনুমানের দেহ ক্রমশ দশ ত্রিশ পঞ্চাশ সত্তর ও নব্বই যোজন হ'ল, সুরমাও বিশ চল্লিশ ষাট আশি ও শত যোজন মুখব্যাদান করলেন। হনুমান মুহূর্তমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে সুরমার মুখে প্রবেশ ক'রে আবার নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং অন্তরীক্ষে উঠে বললেন, দাক্ষায়ণী, নমস্কার, আমি তোমার কথা রেখেছি, এখন সীতার কাছে যাচ্ছি। সুরমা তখন স্বমূর্তি ধারণ ক'রে বললেন, সৌম্য, যেখানে ইচ্ছা যাও, রাম-সীতার মিলন ঘটাও।

সিংহিকা নামে এক কামরূপিণী রাক্ষসী ছিল। সে আকাশগামী হনুমানকে দেখে খাবার ইচ্ছায় তাঁকে ছায়া দ্বারা ধরলে। সহসা গতি-রোধ হওয়ায় হনুমান চারিদিকে চাইতে লাগলেন এবং অবশেষে দেখলেন, লবণাম্বু থেকে এক বিকটাননা রাক্ষসী উঠছে। হনুমান বুঝলেন, এই সেই ছায়াগ্রাহী জীব, সুগ্রীব যার কথা বলেছিলেন। তিনি বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্ধিত হলেন, সিংহিকাও আকাশপাতালব্যাপী মুখবিস্তার করলে। তখন হনুমান অতি ক্ষুদ্রকায় হয়ে সিংহিকার শরীরে প্রবেশ করলেন এবং তীক্ষ্ণ নখাঘাতে মর্মস্থান ছিন্ন ক'রে তাকে বধ ক'রে আবার নিষ্ক্রান্ত হলেন। আকাশচারী সিদ্ধচারণাদি বললেন, বানরেন্দ্র, তুমি ভীম কর্ম করেছ, তোমার হস্তে এই মহাবলা রাক্ষসী নিহত হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে অভীষ্ট সাধন কর।

মহাবেগে যেতে যেতে হনুমান সমুদ্রের পরপারে বনরাজী-সমন্বিত দ্বীপ এবং তার উপকূলস্থ বৃক্ষ নদী উপবন প্রভৃতি দেখতে পেলেন। তাঁর বিশাল দেহ আর মহাবেগ দেখলে রাক্ষসরা কৌতূহলাবিষ্ট হবে এই ভেবে তিনি স্বাভাবিক আকার ধারণ করলেন। তার পর তিনি মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে কেতক উদ্দালক(১) নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে শোভিত লম্ব পর্বতে অবতরণ করলেন এবং সেখান থেকে অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কাপুরী দেখতে পেলেন।

২। লঙ্কাপুরী

[সর্গ ২—৫]

ত্রিকূট পর্বতের উপর অবস্থিত লঙ্কার অভিমুখে যেতে যেতে হনুমান হরিদ্‌বর্ণ তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, পুষ্পিত বনরাজী, সরল কর্ণিকার কুটজ কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ এবং হংস-কারণ্ডব-সমাকীর্ণ পদ্ম-উৎপল-শোভিত বহু সরোবর দেখতে পেলেন। পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত লঙ্কা আকাশস্থ দেবপুরীর ন্যায় রমণীয়। এই মহাপুরীর গগনস্পর্শী উত্তরদ্বারে এসে হনুমান ভাবলেন, বানরসেনার এখানে আসা নিরর্থক হবে, এই দুর্গম সুরক্ষিত লঙ্কা জয় করা দেবগণেরও অসাধ্য। রাম এখানে এলেই বা কি করবেন? যাই হ'ক বৈদেহী জীবিত আছেন কিনা আগে জানি, তার পর কর্তব্য স্থির করব।

সন্ধ্যাকালে হনুমান দেহ সংকুচিত ক'রে মার্জারপ্রমাণ হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কিংকিণীর ধ্বনি সহকারে পতাকা উড়ছে, ময়ূর ও রাজহংস বিচরণ করছে, তূর্য ও ভূষণের রব শোনা যাচ্ছে। হনুমান সবিস্ময়ে দেখলেন, লঙ্কার দ্বারসমূহ স্বর্ণময়, সোপান বৈদূর্যরচিত, সর্ব স্থান দীপালোকে ও জ্যোৎস্নায় উদ্‌ভাসিত।

---

(১) শ্লেষ্মাতক, বহুবার বা বহুয়ারি।

স্বয়ং লঙ্কানগরী বিকটরূপে মূর্তিমতী হয়ে ভীমরবে হনুমানকে বললে, বানর, তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? সত্য বল, নতুবা তোমার প্রাণ যাবে। হনুমান বললেন, হে দারুণা বিরূপনয়না, তুমি কে? ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ভৎর্সনা করছ কেন? কামরূপিণী লঙ্কা উত্তর দিলে, আমি রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাপালিনী, এই নগরী রক্ষা করছি, আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে কেউ এখানে আসতে পারে না। আমি স্বয়ং এই নগরী (১), আজ আমার হাতে তোমাকে মরতে হবে। হনুমান পর্বতের ন্যায় স্থির হয়ে বললেন, এই প্রাসাদ-প্রাকার-তোরণ-শোভিত লঙ্কাপুরী দেখবার জন্য আমার কৌতূহল হয়েছে তাই এখানে এসেছি। লঙ্কা বললে, মূর্খ, আমাকে জয় না ক'রে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ব'লে সে ভীমরবে হনুমানকে চপেটাঘাত করলে। হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু লঙ্কা স্ত্রীলোক এজন্য তাকে বামমুষ্টির মৃদু প্রহারে ভূপাতিত করলেন। তখন লঙ্কা সবিনয়ে বললে, বানরোত্তম, প্রসন্ন হও। পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন, যখন কোনও বানর তোমাকে পরাজিত করবে তখন জানবে যে রাক্ষসদের বিপদ আসন্ন। এখন বুঝলাম যে সীতার জন্য রাবণ ও সমস্ত রাক্ষস ধ্বংস হবে। বানরেশ্বর, তুমি এই অভিশপ্ত পুরীতে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ ক'রে জানকীকে অন্বেষণ কর।

পুরীমধ্যে এসে হনুমান দেখলেন, লংকার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, ভবনসমূহ শুভ্রমেঘবর্ণ এবং পদ্ম ও স্বস্তিকের আকারে নির্মিত। কোথাও মধুর সংগীত, কোথাও ভূষণের নিক্কণ, কোথাও সিংহনাদ, কোথাও বা বেদপাঠ হচ্ছে। একটি গৃহে বহু গুপ্তচর রয়েছে, তাদের কেউ জটাধারী কেউ মুণ্ডিতমস্তক। বর্মধারী রাক্ষসরা বিবিধ অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা বিরূপ ও বহুরূপ, সুরূপ ও তেজস্বী। দ্বারদেশে অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করছে, রথ বিমান ও চতুর্দন্ত শ্বেতহস্তী সজ্জিত রয়েছে, মৃগপক্ষী কলরব করছে।

---

(১) নগরীর অধিষ্ঠাত্রী।

৩। রাবণের ভবন

[সর্গ ৬—১১]

হনুমান বিচরণ করতে করতে রাবণের ভবনে উপস্থিত হলেন। তার প্রাকার উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, স্থানে স্থানে রৌপ্যনির্মিত স্বর্ণখচিত তোরণ ও সুসজ্জিত বিচিত্র প্রকোষ্ঠ। গজারোহী মহামাত্র,(১) বেগবান অশ্ব ও রথসহ সারথি, অক্লান্তকর্মা বীরগণ এবং সালংকারা বরনারীগণ সেখানে রয়েছে। ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খ বাজছে এবং দেবতাদের নিয়মিত পূজা হচ্ছে। অনেক গৃহ ও উদ্যান অতিক্রম ক'রে হনুমান ক্রমে ক্রমে প্রহস্ত মহাপার্শ্ব কুম্ভকর্ণ বিভীষণ বিরূপাক্ষ বিদ্যুন্মালী শুক সারণ ইন্দ্রজিৎ ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসদের গৃহ দেখলেন। অবশেষে তিনি রাবণের নিকেতনে উপস্থিত হলেন। সেখানে নানা আকারের শিবিকা এবং লতাগৃহ চিত্রশালা ক্রীড়াগৃহ ক্রীড়াপর্বত কামগৃহ দিবাগৃহ ধনশালা প্রভৃতি দেখলেন।

ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং
মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্।
রক্ষোধিপস্যাত্মবলানুরূপং
গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্॥
মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্॥
নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তড়িদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানং
শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্॥ (৭।৫-৭)

— অনন্তর তিনি একটি সর্বোৎকৃষ্ট গৃহ দেখলেন যা মেঘের ন্যায় উন্নত, কাঞ্চনে ভূষিত, মনোহর এবং রাক্ষসাধিপতির প্রতাপের অনুরূপ। স্বর্গ

(১) মাহুত।

যেন মহীতলে অবতীর্ণ হয়েছে, বহু রত্নের দীপ্তিতে সেই গৃহ শোভান্বিত এবং গিরিশিখরের ন্যায় নানা তরুর কুসুমে ও রেণুতে আকীর্ণ। মেঘ যেমন তড়িন্মালায় ভূষিত হয়, সেই গৃহ সেইরূপ বহু বরনারীর সমাবেশে সমুজ্জ্বল, যেন শ্রেষ্ঠ হংসবৃন্দ একটি সুগঠিত শোভান্বিত বিমান আকাশে বহন করছে।

হনুমান বহুরত্নভূষিত স্বর্ণগবাক্ষযুক্ত রাবণের পুষ্পক রথও দেখলেন। বিশ্বকর্মা কর্তৃক বহু আশ্চর্য বস্তুর সমবায়ে নির্মিত এই রথ বায়ুপথে সূর্যের গতিমার্গ পর্যন্ত উঠতে পারে। কুবেরকে পরাস্ত ক'রে রাবণ এই রথ অধিকার করেছিলেন। এর হিরণ্ময় স্তম্ভগুলির উপর ঈহামৃগের(১) প্রতিমূর্তি আছে। কুণ্ডলধারী বহুভোজী নিশাচর ভূতগণ ঘূর্ণিতনয়নে মহাবেগে এই রথ বহন(২) করে। হনুমান একবার তাতে চ'ড়ে দেখলেন।

রাবণের বাসগৃহ এক যোজন দীর্ঘ, অর্ধ যোজন বিস্তৃত। চতুর্দন্ত ও ত্রিদন্ত মাতঙ্গেরা সেখানে মুক্ত হয়ে বিচরণ করছে, রক্ষকগণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে সর্বদা তাদের রক্ষা করছে। রাবণের রাক্ষসী পত্নীগণ এবং বলপ্রয়োগে সংগৃহীত রাজকন্যাগণ সেখানে বাস করেন। হনুমান রাবণের শয়নগৃহে এলেন। জননী যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করেন, সেই গৃহ হনুমানকে সেইরূপ পরিতৃপ্ত করলে। তিনি ভাবলেন, একি স্বর্গ, না ইন্দ্রপুরী, না গান্ধর্বী মায়া? তখন অর্ধরাত্র, কাঞ্চন-স্তম্ভের উপর প্রদীপ জ্বলছে, নানা বেশভূষাধারিণী সহস্র বরনারী পানমত্ত হয়ে বিচিত্র আস্তরণের উপর নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে, বোধ হচ্ছে যেন হংস-ভ্রমরের রবশূন্য পদ্মবন। হনুমান ভাবলেন, পুণ্যক্ষয় হ'লে যেসকল তারকা গগনচ্যুত হয় তারাই এখানে মিলিত হয়েছে। এইসকল নারীদের কেশপাশ মুক্ত, তিলক বিলুপ্ত, নূপুর হার মালা কাঞ্চী ও বসন স্খলিত। তারা রাবণবোধে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে আছে।

---

(১) বৃক, নেকড়ে।
(২) যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে আছে, এই রথ হংসবাহিত।

সেই গৃহে হনুমান একটি স্ফটিকময় বেদী দেখলেন, তার উপরে হস্তিদন্ত ও কাঞ্চন নির্মিত বৈদূর্যভূষিত পর্যঙ্ক রয়েছে। তার এক প্রান্তে শশাঙ্কশুভ্র রাজচ্ছত্র এবং চতুর্দিকে চামরহস্তা পুত্তলিকা বীজন করছে। এই পর্যঙ্কে মহার্ঘ আস্তরণের উপর রাবণ নিদ্রিত আছেন। তাঁর বর্ণ মেঘের ন্যায়, গাত্র সুগন্ধ রক্তচন্দনে চর্চিত, পরিধানে স্বর্ণালংকৃত বস্ত্র। তিনি দিব্য আভরণে ভূষিত, কামরূপী ও সুরূপ। হনুমান প্রথম দর্শনে ভীত হয়ে কিঞ্চিৎ স'রে গেলেন, তার পর বেদীর সোপান আরোহণ ক'রে নিদ্রামগ্ন মত্ত রাবণকে দেখতে লাগলেন। তাঁর চার দিকে চারটি কাঞ্চনদীপ জ্বলছে, পাদমূলে পত্নীরা শুয়ে আছেন। একটি পৃথক শয্যায় রাবণের প্রিয়া মহিষী অন্তঃপুরেশ্বরী কনকবর্ণা মন্দোদরী রয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্যে সেই শয়নগৃহ যেন বিভূষিত হয়েছে। ইনিই সীতা এই ভেবে হনুমান

আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং
ননন্দ চিক্রীড় জগৌ জগাম।
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ
নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্॥ (১০।৫৪)

— আনন্দে তাল ঠুকে পুচ্ছ চুম্বন ক'রে খেলতে লাগলেন, গান গাইলেন, স্তম্ভের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং আরোহণ ক'রে আবার ভূমিতে পড়লেন। এইরূপে তিনি নিজের বানরস্বভাব প্রদর্শন করলেন।

অনন্তর হনুমান স্থির হয়ে ভেবে দেখলেন, রামের বিরহে সীতা এইরূপ বেশভূষা ধারণ ক'রে মত্ত হয়ে শুয়ে থাকতে পারেন না, ইনি নিশ্চয় অন্য কেউ। তার পর তিনি রাবণের পানভূমিতে গেলেন। সেখানে রূপলাবণ্যবতী সুভূষিতা সহস্র অঙ্গনা নৃত্য গীত বা ক্রীড়ায় ক্লান্ত এবং মদ্যপানে বিহ্বল হয়ে ঘুমিয়ে আছে। হনুমান দেখলেন, সেই গৃহে বিশাল স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুট মাংস, দধিলবণযুক্ত বরাহ ও বাধ্রীনস (১) মাংস, শল্য (২), মৃগ ও ময়ূরের মাংস, অর্ধভক্ষিত

(১) পক্ষী, মতান্তরে ছাগ বা মৃগ বিশেষ। (২) শজারু।

কুকল(১), ছাগ ও শশকের মাংস, সুপক্ক মহিষ ও একশল্য মৎস্যের খণ্ড এবং অম্ল লবণ মধুর প্রভৃতি রসযুক্ত বিবিধ ভোজ্য লেহ্য ও পেয় সজ্জিত আছে। নারীদের অনেক শয্যা শূন্য রয়েছে, অনেক শয্যায় তারা পরস্পর আলিঙ্গন ক'রে শুয়ে আছে। হনুমান ভাবলেন, এইসকল নিদ্রিত পরস্ত্রীকে দেখার ফলে নিশ্চয় আমার ধর্মলোপ হবে। আমি এপর্যন্ত পরদার নিরীক্ষণ করি নি, অধিকন্তু এখানে পরদারপরায়ণ রাবণকেও দেখলাম। তিনি আবার ভাবলেন, রাবণের স্ত্রীরা বিশ্বস্তচিত্তে শুয়ে আছে, এদের দেখে আমার মনে তো কোনও বিকার হচ্ছে না। মনই ইন্দ্রিয়গণকে পাপপুণ্যে প্রবর্তিত করে। আর, বৈদেহী যখন নারী, তখন তাঁকে নারীর মধ্যেই খুঁজতে হবে, মৃগীর মধ্যে নয়। আমি শুদ্ধচিত্তেই এখানে অন্বেষণ করেছি।

৪। অশোকবন

[সর্গ ১২—১৭]

লতাগৃহ চিত্রগৃহ নিশাগৃহ কোথাও সীতাকে না পেয়ে হনুমান ভাবলেন, নিশ্চয় সেই ধর্মশীলা সতী জীবিত নেই, দুরাচার রাবণ তাঁকে বধ করেছে। হয়তো বিকটদর্শনা রাক্ষসীদের দেখে তিনি ভয়ে প্রাণ-ত্যাগ করেছেন। আমার পৌরুষ আর পরিশ্রম বৃথা হ'ল, আমি ফিরে গিয়ে বানরদের কি বলব? বৃদ্ধ জাম্ববান আর অঙ্গদই বা আমাকে কি বলবেন? এখন আমার প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়। কিন্তু উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল, তাতেই সুখ, তাতেই কার্যসিদ্ধি হয়। অতএব যে-সকল স্থান এখনও দেখা হয় নি সেখানে আমার যাওয়া উচিত। হনুমান পুনর্বার অনুসন্ধান করতে লাগলেন, অন্তঃপুর, প্রাকারসংলগ্ন গৃহবীথী, চৈত্য, গহ্বর, পুষ্করিণী সর্বত্র দেখলেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে পেলেন না। তখন তিনি প্রাকারে আরোহণ ক'রে এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন—গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলেছেন সীতা এখানেই

---

(১) পক্ষী বিশেষ।

আছেন, তবে তাঁর দেখা পাচ্ছি না কেন? হয়তো হরণকালে রাবণের হাত থেকে সমুদ্রে প'ড়ে গেছেন, হয়তো রাবণ বা তার দুষ্টা পত্নীগণ সীতাকে খেয়ে ফেলেছে। আমি যদি ফিরে গিয়ে রামকে এই দারুণ বাক্য বলি যে সীতাকে পাই নি তবে তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করবেন। তখন ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যাদিও মরবেন। সত্যসন্ধ কৃতজ্ঞ সুগ্রীব রামের বিরহে প্রাণত্যাগ করবেন, রুমা তারা এবং অঙ্গদও বাঁচবেন না। প্রভুর শোকে বানরগণ চপেটাঘাতে ও মুষ্টিপ্রহারে নিজের নিজের মস্তক চূর্ণ করবে। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাব না, সীতার সংবাদ না নিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। আমি না ফিরলে বরং রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি আশায় আশায় প্রাণধারণ করবেন। এখানেই বানপ্রস্থ হয়ে বৃক্ষচ্যুত ফল খেয়ে বৃক্ষমূলে বাস করব, অথবা সাগরতীরে চিতায় অগ্নিপ্রবেশ করব। কিন্তু প্রাণনাশে বহু দোষ, জীবিত থাকলেই শুভ লাভ হয়, অতএব আমি প্রাণধারণ করব। রাবণকে বধ করব,

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্যুপরি সাগরম্।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব॥ (১৩।৪৮)

— অথবা তাকে সাগরের উপরে ছুড়তে ছুড়তে নিয়ে গিয়ে রামকে উপহার দেব—পশুপতিকে যেমন পশু দেওয়া হয়।

হনুমান স্থির করলেন, যতক্ষণ সীতাকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ তিনি বার বার অন্বেষণ করবেন। একটি বৃহৎ অশোকবন দেখে তিনি ভাবলেন, ওই বন তো দেখা হয় নি, অতএব ওখানে আমি যাই। তখন তিনি রাম লক্ষ্মণ সীতা রুদ্র যম অনিল চন্দ্র অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে নমস্কার ক'রে অশোকবনে এসে লম্ফ দিয়ে তার প্রাচীরে উঠলেন।

হনুমান হৃষ্ট হয়ে দেখলেন, সেই বনের বিবিধ বৃক্ষ সর্ব ঋতুর পুষ্পে সুশোভিত, বহুপ্রকার মৃগপক্ষী বিচরণ করছে, কোকিল ডাকছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে। স্থানে স্থানে মণিময়-সোপান-সমন্বিত সরোবর, হংস-সারস-নাদিত নদী, কুসুমিত লতা ও গুল্মে বেষ্টিত উপবন, মেঘ-

তুল্য গিরি, শিলাগৃহ প্রভৃতি রয়েছে। জ্যামুক্ত শরের ন্যায় হনুমান লম্ফ দিয়ে সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন, তাঁর গমনের বেগে কম্পিত হয়ে বৃক্ষের পত্র ফল স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেল। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত(১) যেমন বস্ত্র আর আভরণ হারায়, বৃক্ষের সেইরূপ দশা হ'ল। হনুমান তাঁর হস্ত পদ আর লাঙ্গুল দিয়ে সেই বন নষ্ট করতে লাগলেন। তিনি একটি কাঞ্চনবর্ণ শিংশপা(২) তরু দেখতে পেলেন, তার নীচে স্বর্ণময় বেদী আছে। সেই বৃক্ষে উঠে পত্রের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে তিনি সর্বত্র নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সহসা হনুমান দেখতে পেলেন, সেই বৃক্ষের মূলে রাক্ষসী-পরিবেষ্টিত একটি রমণী ব'সে আছেন, তাঁর দেহ উপবাসে কৃশ, রূপ ধূমজালমণ্ডিত অগ্নিশিখার ন্যায়, পরিধান একটিমাত্র মলিন পীত বসন। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বিষণ্ণবদনে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তিনি যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, মিথ্যা-অপবাদগ্রস্ত কীর্তি। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই সীতা, কারণ, রাম যে সকল ভূষণের কথা বলেছিলেন তা এ'র অঙ্গে রয়েছে, অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন তা নেই।—

> ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
> প্রনষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি॥ (১৫।৪৮)

— এই কনকবর্ণাঙ্গীই রামের প্রিয়মহিষী, যিনি বিচ্ছিন্ন হয়েও পতির মন থেকে দূর হন নি।

বাষ্পাকুলনয়নে হনুমান ভাবতে লাগলেন, স্বভাব বয়স ও আভিজাত্যে ইনি রামেরই যোগ্যা। এ'র জন্যই মহাবল বালী, কবন্ধ, বিরাধ, খর, দূষণ ও জনস্থানের চোদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়েছে এবং সুগ্রীব দুর্লভ বানররাজ্য লাভ করেছেন। এ'র জন্যই আমি সাগর লঙ্ঘন ক'রে এই লঙ্কাপুরী দর্শন করছি। সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম যদি সসাগরা পৃথিবী বিপর্যস্ত করেন তাও উচিত হবে। সীতার

---

(১) যে জুয়া খেলে। (২) শিশু গাছ।

অংশমাত্রের সঙ্গেও ত্রিলোকের সমস্ত রাজ্যের তুলনা হয় না। ইনি মেদিনী ভেদ ক'রে হলকর্ষিত ক্ষেত্র থেকে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র ধূলি মেখে উত্থিত হয়েছিলেন। ইনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ভর্তৃস্নেহের বশে সর্বপ্রকার ভোগ বিসর্জন দিয়ে সকল কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে নির্জন বনে এসেছিলেন। পিপাসিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এ'কে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

হনুমান দেখলেন, সীতার অদূরে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীরা রয়েছে। কারও এক চক্ষু এক কর্ণ, কেউ কর্ণহীন, কারও নাসিকা মস্তকের উপরে, কারও গ্রীবা অতি দীর্ঘ, কারও দেহ কম্বলের ন্যায় লোমশ। হ্রস্ব, দীর্ঘ, কুব্জ, বামন, পিঙ্গল, কৃষ্ণ, শূকরমুখী, ব্যাঘ্রমুখী প্রভৃতি নানা মূর্তির রাক্ষসী সেই শিংশপা বৃক্ষ বেষ্টন ক'রে আছে। তারা সতত সুরাপান করছে আর মাংস খাচ্ছে। সীতা তাদের মধ্যে ব'সে আছেন, তাঁর বদন বিষণ্ণ কিন্তু ভর্তৃতেজে তাঁর হৃদয় অক্ষুব্ধ।

৫। সীতা-সকাশে রাবণ

[সর্গ ১৮—২২]

রাত্রিশেষে ষড়ঙ্গবেদবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণের বেদধ্বনি ও মঙ্গলবাদ্যের মনোহর রব শোনা গেল। রাবণ জাগ্রত হয়ে সীতার চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর মাল্য ও বসন স্রস্ত। তিনি সীতাকে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না, তখনই অশোকবনের অভিমুখে চললেন। তাঁর সঙ্গে স্বর্ণপ্রদীপ, তালবৃন্ত(১), স্বর্ণভৃঙ্গার, গোলাকার আসন, সুরাপানের পাত্র, রাজচ্ছত্র প্রভৃতি নিয়ে অনেক নারী গেল। রাবণের ভার্যারাও তাঁর অনুসরণ করলেন। তিনি কাম দর্প ও মদ্যে বিহ্বল, তাঁর চক্ষু বক্র ও আরক্ত, হস্তে শরাসন নেই, অঙ্গে অমৃতফেনতুল্য শুভ্র সূক্ষ্মীভূত বস্ত্র, তা বার বার স্খলিত হয়ে বাহুভূষণে বেধে যাচ্ছে আর

---

(১) পাখা।

তিনি মত্ত করছেন। হনুমান বুঝলেন, ইনিই সেই মহাবাহু রাবণ যাঁকে পূর্বে গৃহমধ্যে সুপ্ত দেখেছিলেন। রাবণের তেজে অভিভূত হয়ে হনুমান লম্ফ দিয়ে বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঠলেন এবং প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন।

রাবণকে দেখে সীতা বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় কাঁপতে লাগলেন। তাঁর কাছে গিয়ে রাবণ বললেন, সুন্দরী, আমাকে দেখে তুমি স্তন আর উদর গোপন ক'রে ভয়ে অদৃশ্য হ'তে চাচ্ছ। বিশালাক্ষী, তুমি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী সর্বলোকমনোহরা, তোমাকে আমি কামনা করছি, আমার মান রাখ। পরস্ত্রীহরণ আর পরস্ত্রীগমন রাক্ষসদের স্বধর্ম, কিন্তু তোমার অনিচ্ছায় আমি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না। দেবী, ভয় পেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে গ্রহণ ক'রে সর্বপ্রকার সুখলাভ কর, মহার্ঘ বসন ভূষণ শয্যা আসন, মদ্য নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি উপভোগ কর।—

ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ততে।
যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব॥
ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ।
ন হি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে॥
ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহি রূপযৌবনশালিনীম্।
কঃ পুনর্নাতিবর্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ॥ (২০।১২-১৪)

— তোমার এই চারু যৌবন উৎপন্ন হয়ে ক্রমেই অতিক্রান্ত হচ্ছে, নদীর স্রোতের ন্যায় চ'লে গেলে আর ফিরে আসবে না। হে শুভদর্শনা, আমার মনে হয় রূপকর্তা বিশ্বনির্মাতা তোমাকে সৃষ্টি ক'রেই নিবৃত্ত হয়েছেন, তাই তোমার রূপের আর উপমা নেই। বৈদেহী, রূপযৌবন-শালিনী তোমাকে পেয়ে কে স্থির থাকতে পারে? স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাও নয়।

রাবণ আর নিজের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ একটি তৃণ রেখে সীতা বললেন, তুমি আমাকে কামনা না ক'রে নিজের ভার্যায় মন দাও। পাপকারী যেমন সিদ্ধিলাভ করে না সেইরূপ তুমিও আমাকে পাবে

না। তার পর রাবণের দিকে পিছন ফিরে সীতা বললেন, রাক্ষস, আমি সাধ্বী পরপত্নী, নিজস্ত্রীকে যেমন রক্ষা করতে চাও সেইরূপ পরস্ত্রীকেও রক্ষণীয় জ্ঞান করবে। আপন ভার্যায় যে সন্তুষ্ট নয় সে সাধুসমাজে ধিক্‌কৃত হয়। তোমার বুদ্ধি সদাচারবহির্ভূত, লঙ্কায় বোধ হয় সৎ পুরুষ নেই, থাকলেও তুমি তাঁদের অনুবর্তী নও। দুর্নীতিপরায়ণ রাজার ঐশ্বর্য আর রাষ্ট্র সমস্তই নষ্ট হয়। তোমার অপরাধে এই ধন-রত্নশালিনী লঙ্কা অচিরে বিনষ্ট হবে। বজ্র তোমাকে আঘাত করতে না পারে, কৃতান্ত তোমাকে ছাড়তে পারেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ লোকনাথ রাঘব তোমাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। ইন্দ্রের অশনিনির্ঘোষের ন্যায় রামের জ্যানির্ঘোষ তুমি শুনতে পাবে, অগ্নিমুখ সর্পের ন্যায় রাম-লক্ষ্মণের শরজাল শীঘ্রই এখানে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাবণ বললেন, পুরুষ যত মনোরঞ্জন করে নারী ততই তার বশে আসে, কিন্তু আমি তোমাকে যত প্রিয়বাক্য বলেছি ততই তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ। নিপুণ সারথি যেমন বিপথগামী অশ্বকে সংযত করে, সেইরূপ কাম আমার ক্রোধকে দমন ক'রে রেখেছে। কামের ফলে বাঞ্ছিত রমণীর প্রতি স্নেহ আর দয়া উৎপন্ন হয়। মৈথিলী, তুমি আমাকে যেসব কঠোর বাক্য বলেছ তার জন্য তোমাকে বধ করাই উচিত। আমি আর দু মাস অপেক্ষা করব, তার পর তুমি যদি আমার শয্যায় না এস তবে পাচকরা আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করবে।

যেসকল দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যা (১) রাবণের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন তাঁরা বিষণ্ণ হয়ে ওষ্ঠ নেত্র ও মুখভঙ্গীর ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস দিলেন। সীতা সগর্বে রাবণকে বললেন, লঙ্কায় বোধ হয় তোমার হিতকামী কেউ নেই যে বিগর্হিত কর্ম থেকে তোমাকে নিবৃত্ত করে। তুমি আমাকে যেসকল পাপকথা বললে তার ফল থেকে কোথায় গিয়ে মুক্তি পাবে? তুমি আমাকে অপহরণ ক'রে কদাপি রাখতে পারবে

---

(১) রাবণ এঁদের জয় ক'রে বা অপহরণ ক'রে অন্তঃপুরে রেখেছেন। উত্তর-কাণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে এঁদের কথা আছে।

না, এর ফলে তোমার অবশ্য মরণ হবে। কুবেরের ভ্রাতা ও বীরপুরুষ হয়ে কি জন্য রামের ভার্যাকে চুরি করেছ?

রাবণ মহাক্রোধে আরক্তনয়নে ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, তোমার সংকল্প অর্থহীন। সূর্য যেমন সন্ধ্যার অন্ধকার নষ্ট করেন, আমি সেইরূপ আজ তোমাকে বধ করব। তার পর তিনি ভয়ংকরী রাক্ষসীদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে বা একযোগে সীতাকে শীঘ্র আমার বশে নিয়ে এস। তার জন্য অনুকূল বা প্রতিকূল যেকোনও উপায় অবলম্বন কর। এই ব'লে রাবণ কাম আর ক্রোধের বশে গর্জন করতে লাগলেন।

তখন ধান্যমালিনী নামে একজন রাক্ষসী রাবণকে আলিঙ্গন ক'রে বললে, মহারাজ, আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর, এই বিবর্ণা দীনা মানুষী সীতাকে কি প্রয়োজন? দেবতারা এর ভাগ্যে ভোগ দেন নি। যে তোমাকে চায় না তাকে তুমি চাচ্ছ এতে আমার গাত্র দগ্ধ হচ্ছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক তার সঙ্গেই প্রণয় প্রীতিকর। ধান্যমালিনী এই ব'লে রাবণকে টেনে নিয়ে এল। রাবণ সহাস্যে সদলে মেদিনী কম্পিত ক'রে স্বভবনে প্রস্থান করলেন।

৬। ত্রিজটার স্বপ্ন

[সর্গ ২৩—২৯]

রাবণ চ'লে গেলে একজটা হরিজটা বিকটা দুর্মুখী প্রভৃতি রাক্ষসীগণ সীতাকে বললে, ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি পুলস্ত্য যাঁর পিতামহ, মহর্ষি বিশ্রবা যাঁর পিতা, সেই মহাত্মা দশগ্রীব রাবণের ভার্যা হওয়া কি গৌরবের বিষয় মনে কর না? যিনি ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতাকে পরাজিত করেছেন, তাঁর ভার্যা হওয়া অবশ্যই তোমার উচিত। রাবণ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পত্নীকেও ত্যাগ ক'রে তোমার অনুরক্ত হবেন। নাগ গন্ধর্ব ও দানবগণকে যিনি বহুবার পরাজিত করেছেন তিনিই প্রণয়-প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছিলেন। যাঁর ভয়ে সূর্য তাপ দেন না, বায়ু প্রবাহিত হন না, তরু পুষ্পবৃষ্টি করে, শৈল ও মেঘ বারিদান

করে, সেই রাজাধিরাজের পত্নী হ'তে তোমার ইচ্ছা হয় না? আমরা তোমাকে ভাল কথা বলছি শোন, নয়তো তোমাকে মরতে হবে।

সীতা বললেন, মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্যা হ'তে পারে না। তোমরা বরং আমাকে ভক্ষণ কর, তোমাদের কথা আমি শুনব না। রাক্ষসীরা ক্রোধে পরশু(১) উদ্যত ক'রে লম্বিত ওষ্ঠ লেহন করতে করতে বললে, রাক্ষসপতি রাবণের ভার্যা হবার যোগ্য এ নয়। বিনতা নামে এক করালদর্শনা লম্বোদরী রাক্ষসী বললে, সীতা, তুমি যথেষ্ট পতিপ্রেম দেখিয়েছ, সকল বিষয়েরই অতিবৃদ্ধি হ'লে বিপদ হয়। তুমি মানুষের যা কর্তব্য তা করেছ, তাতে আমরা সন্তুষ্ট। এখন আমাদের হিতবাক্য শোন, রাবণকে পতিরূপে ভজনা কর, সর্বলোকের অধীশ্বরী হও, দীন গতায়ু রামকে নিয়ে কি হবে? যদি আমাদের কথা না রাখ তবে এই মুহূর্তেই আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলব।

লম্বিতস্তনী বিকটা মুষ্টি তুলে বললে, মৈথিলী, আমরা দয়া ক'রে তোমার অনেক অন্যায় কথা সয়েছি, এখন আমাদের হিতবাক্য যদি না শোন তো ভাল হবে না। দুর্গম সমুদ্র পার ক'রে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, আমরা তোমাকে পাহারা দিচ্ছি, স্বয়ং পুরন্দরও তোমাকে পরিত্রাণ করতে পারবেন না। আর অশ্রুপাত ক'রো না, শোক ত্যাগ কর, যৌবন থাকতে থাকতেই রাবণের প্রিয়া হয়ে সর্ব সুখ ভোগ কর। যদি কথা না শোন তবে তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন ক'রে ভক্ষণ করব।

চণ্ডোদরী তার শূল ঘুরিয়ে বললে, আমার সাধ হচ্ছে এর যকৃৎ প্লীহা বক্ষ মুণ্ড সমস্তই খাই। প্রঘসা বললে, আমরা একে গলা টিপে মারব। অজামুখী বললে, বিবাদের প্রয়োজন কি, এস আমরা সবাই এর মাংস ভাগ করে খাই। শূর্পণখা(২) বললে, আমারও সেই মত,—

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী॥
মানুষং মাংসমাসাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্। (২৪।৪৪-৪৫)

---

(১) টাঙ্গি।
(২) 'তিলক' টীকাকার বলেন, এ রাবণভগিনী নয়।

— সর্বশোকবিনাশিনী সুরা শীঘ্র নিয়ে এস, আমরা মানুষের মাংস খেয়ে নিকুম্ভিলার(১) কাছে নাচব।

শোকে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে সীতা বিলাপ করতে লাগলেন — আমার হৃদয় লৌহনির্মিত অজর অমর, তাই এত দুঃখেও বিদীর্ণ হচ্ছে না। ধিক, আমি অনার্যা অসতী, সেজন্য রামের বিরহেও এই পাপজীবন ধারণ ক'রে আছি। রাক্ষসীগণ, কেন প্রলাপ বকছ, ছিন্ন ভিন্ন বা দগ্ধ করলেও আমি রাবণের কথা শুনব না। আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি জানলেই রাম এই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন, রাক্ষসীরা অনাথা হয়ে গৃহে গৃহে আমার মতই রোদন করবে।

রাক্ষসীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, সীতা, আর এক মাস অপেক্ষা কর, তার পর আমরা মনের সুখে তোমার মাংস খাব। এমন সময় ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী নিদ্রা থেকে উঠে বললে, তোমরা এই জনকতনয়া দশরথপুত্রবধূ সীতাকে না খেয়ে পরস্পরকে খাও। আমি আজ রোমহর্ষকর দারুণ স্বপ্ন দেখেছি যে রাক্ষসদের ধ্বংস হবে, সীতাপতির জয় হবে।

রাক্ষসীরা স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে ত্রিজটা বললে, আমি দেখলাম, সহস্র-অশ্ব-যোজিত আকাশগামী দিব্য যানে রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন, তাঁদের গলায় শুক্ল মাল্য, পরিধানে শুভ্র বসন। সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত পর্বতে শ্বেতবসনা সীতা ব'সে আছেন, তাঁর সঙ্গে রামের মিলন হ'ল। আবার দেখলাম, লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম এক চতুর্দন্ত পর্বতাকার মহাগজে চ'ড়ে সীতার কাছে এলেন, সীতা রামের ক্রোড় থেকে উঠে হস্তীর স্কন্ধে ব'সে হাত দিয়ে চন্দ্র সূর্য স্পর্শ করলেন। আবার দেখলাম, রাম-লক্ষ্মণ অষ্ট-শ্বেত-বৃষভ-বাহিত রথে চ'ড়ে লঙ্কায় সীতার কাছে এলেন এবং তাঁকে পুষ্পক রথে নিয়ে উত্তর দিকে গেলেন। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত ও তৈলাক্ত, তিনি রক্ত বসন প'রে করবীর মালা গলায় দিয়ে উন্মত্ত হয়ে পুষ্পক রথ থেকে ভূতলে প'ড়ে গেছেন। আবার,

---

(১) লঙ্কার এক দেবী; যে গুহায় তাঁর মন্দির তারও এই নাম।

তিনি কৃষ্ণ বসন প'রে রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে খর-বাহিত রথে ব'সে আছেন, এক রমণী তাঁকে টানছে। রাবণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তৈলপান করছেন, হাসছেন আর নাচছেন, এবং গর্দভে চ'ড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। তিনি ভয়াকুল হয়ে মাথা নীচু ক'রে গর্দভ থেকে প'ড়ে গিয়ে আবার উঠলেন। তার পর তিনি উন্মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে দুর্বাক্য বলতে বলতে নরকতুল্য ঘোর অন্ধকার দুর্গম মলপঙ্কে নিমগ্ন হলেন এবং তা থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে এক অকর্দম হ্রদে এলেন। একজন রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত দেহে এল এবং দশাননের গলায় দড়ি বেঁধে তাঁকে দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে চলল। আরও দেখলাম, কুম্ভকর্ণ এবং রাবণের সকল পুত্র মুণ্ডিতমস্তকে তৈল মেখেছেন, রাবণ ইন্দ্রজিৎ আর কুম্ভকর্ণ যথাক্রমে বরাহ শিশুমার(১) আর উষ্ট্রে চ'ড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। কেবল বিভীষণের মস্তকে শ্বেত ছত্র, তিনি চার জন সচিবের সঙ্গে আকাশে উঠেছেন, তাঁর সম্মুখে মহাসভায় গীতবাদ্যের রব হচ্ছে। রমণীয় লঙ্কাপুরী চূর্ণ হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে, ভস্মীভূত লঙ্কার রাক্ষসীরা তৈলপান ক'রে বিকট হাস্য করছে, কুম্ভকর্ণাদি সকলেই রক্তবাস প'রে গোময়হ্রদে প্রবিষ্ট হয়েছেন। রাক্ষসীগণ, তোমরা পালাও, সীতাকে উদ্ধার ক'রে রাম তোমাদের সকলকে মারবেন, তোমরা তাঁর প্রিয়া বৈদেহীকে তর্জন আর ভৎর্সনা করেছ, রাম তা সইবেন না। যে স্বপ্ন দেখেছি তাতে সীতার সমস্ত দুঃখের অবসান এবং অভীষ্টলাভ সূচিত হচ্ছে। এখন এঁকে সান্ত্বনা দাও, ক্ষমা চাও, প্রণিপাত ক'রে প্রসন্ন কর, ইনিই তোমাদের ত্রাণ করবেন। এই দেখ, এঁর পদ্মপলাশতুল্য আয়ত বাম নেত্র স্ফুরিত হচ্ছে, বাম বাহু রোমাঞ্চিত হচ্ছে, বাম উরু স্পন্দন করছে, পক্ষীরা শাখায় ব'সে শান্ত স্বরে ডেকে যেন রামাগমনের সংকেত করছে।

লজ্জাবতী সীতা হৃষ্ট হয়ে বললেন, তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে আমি তোমাদের রক্ষা করব।

---

(১) শুশুক।

সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা
শান্তজ্বরা হর্ষবিবৃদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্যা বদনেন শুক্লে
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন॥(২৯।৮)

—সীতার শোক জড়তা ও মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি আনন্দে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শুক্লপক্ষে চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত রজনীর ন্যায় প্রফুল্লবদনে শোভিত হলেন।

৭। সীতা-হনুমান-সংবাদ

[সর্গ ৩০—৪০]

হনুমান প্রচ্ছন্ন থেকে সমস্তই শুনছিলেন। তিনি এখন ভাবতে লাগলেন, অসংখ্য বানর যাঁকে সর্ব দিকে অনুসন্ধান করছে তাঁকে আমি পেয়েছি। এই শোকাতুরা সতীকে যদি আশ্বাস না দিয়ে ফিরে যাই তবে আমার দোষ হবে। এই রাত্রিশেষেই এঁকে আশ্বস্ত করতে হবে নতুবা ইনি শোকে প্রাণত্যাগ করবেন। রাক্ষসীরা একটু অসতর্ক হ'লেই আমি সীতার সঙ্গে দেখা করব। যদিও আমি বানর এবং আমার দেহ এখন অতি ক্ষুদ্র, তথাপি আমি মানুষের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা বলব। কিন্তু দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বললে সীতা আমাকে রাবণ মনে ক'রে ভয় পেয়ে চিৎকার করবেন, তখন রাক্ষসীরা ছুটে আসবে, সশস্ত্র প্রহরীরা এসে আমাকে আক্রমণ করবে, আমিও রাক্ষস সৈন্য সংহার করব। সীতা আমার আসবার উদ্দেশ্যই জানতে পারবেন না, হয়তো হিংস্র রাক্ষসগণ তাঁকে বধ করবে। যদি রাক্ষসরা আমাকে বন্ধন করে তবে রামের কার্য সাধিত হবে না। আমি ভিন্ন আর কেউ এই শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর পার হ'তে পারে না। আমি যুদ্ধে বহুসহস্র রাক্ষস মারতে পারি, কিন্তু শ্রান্ত হ'লে সমুদ্রের পরপারে আর ফিরতে পারব না। তথাপি সীতার সঙ্গে আমার কথা কইতেই হবে। ইনি রামের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছেন, এখন যদি আমি রামের গুণকীর্তন করি তবে ইনি ভয় পাবেন না।

হনুমান মধুর বাক্যে বলতে লাগলেন—দশরথ নামে এক ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কীর্তিমান রাজা ছিলেন, রাম তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৃদ্ধ পিতার সত্যরক্ষার নিমিত্ত রাম তাঁর ভার্যা আর ভ্রাতার সঙ্গে বনবাসে এসেছিলেন। তিনি জনস্থানের বহু রাক্ষস বধ করেন। তাতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়ামৃগের সাহায্যে রামকে বঞ্চনা ক'রে সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে যান। কপিরাজ সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মৈত্রী হয় এবং সীতার অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব বহু বানর চতুর্দিকে পাঠান। সম্পাতির মুখে সংবাদ পেয়ে আমি সেই বিশালাক্ষী সীতার সন্ধানে সাগর লঙ্ঘন ক'রে এখানে এসেছি। সীতার যে রূপ, যে বর্ণ, যে লক্ষণ রামের কাছে শুনেছি তাতে মনে হয় এখন তাঁরই দেখা পেয়েছি।

হনুমানের কথা শুনে সীতা উপরে নীচে এবং সর্বদিকে চাইতে লাগলেন। তখন উদীয়মান সূর্যের ন্যায় কান্তিমান পবননন্দন তাঁর নয়নগোচর হলেন। সীতা চমকিত হয়ে দেখলেন, হনুমানের বর্ণ ফুল্ল অশোকপুষ্পের ন্যায়, তাঁর চক্ষু স্বর্ণাভ, তিনি শ্বেত বস্ত্র প'রে বৃক্ষ-শাখায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ব'সে আছেন। হনুমান শাখা থেকে কিছু নেমে এলেন এবং প্রণাম ক'রে মস্তকে অঞ্জলি রেখে বিনীতবাক্যে বললেন, পদ্মপলাশাক্ষী, তুমি কে? তোমার চক্ষু থেকে অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে কেন? তোমার পিতা পুত্র ভ্রাতা ভর্তা কে, কার জন্য তুমি শোক করছ? তোমার রোদন দীর্ঘশ্বাস ও ভূমিস্পর্শ (১) দেখে অনুমান করছি তুমি দেবী নও, তোমার লক্ষণ দেখে বোধ হচ্ছে তুমি রাজমহিষী ও রাজকন্যা। রাবণ যাঁকে জনস্থান থেকে হরণ করেছেন তুমি যদি সেই সীতা হও তবে আমার কথার উত্তর দাও।

সীতা বললেন, আমি দশরথের স্নুষা, জনকের কন্যা, রামের পত্নী, আমার নাম সীতা। আমি দ্বাদশ বৎসর (২) শ্বশুরালয়ে সুখে বাস

(১) প্রবাদ আছে, দেবতারা কাঁদেন না, নিঃশ্বাস ফেলেন না, তাঁদের দেহ মাটিতে ঠেকে না।

(২) অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সীতা রাবণকে বলেছেন, অযোধ্যাত্যাগের সময় তাঁর বয়স ১৮। এখন বলেছেন, শ্বশুরালয়ে আসবার ১২ বৎসর পরে রামের

করবার পর ত্রয়োদশ বৎসরে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করেন। রামের বিমাতা কৈকেয়ী এক পূর্বপ্রতিশ্রুত বরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে দশরথকে বললেন, যদি রামের অভিষেক হয় তবে আমি পানাহার ত্যাগ ক'রে মরব। তখন সত্যবাক স্থবির দশরথ সরোদনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট যৌবরাজ্য ভিক্ষা করলেন। রাম নিজ জননীর কাছে আমাকে রেখে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে স্বর্গেও বাস করতে চাই না, সেজন্য তাঁর সঙ্গে বনে এলাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও এলেন। দণ্ডকারণ্যে বাসকালে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করলে। সে আমাকে দু মাস সময় দিয়েছে, তার পর আমাকে মরতে হবে।

হনুমান বললেন, দেবী, আমি রামের বার্তা নিয়ে এসেছি, তিনি কুশলে আছেন, তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। লক্ষ্মণ নতমস্তকে তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন। রাম-লক্ষ্মণের কুশল জেনে সীতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। হনুমান আরও নীচে নেমে এলেন, তখন সীতা ভয় পেয়ে বললেন, মায়াবী নিশাচর, তুমি জনস্থানে পরিব্রাজকরূপে আমার কাছে এসেছিলে। আমি উপবাসে কৃশ এবং দুঃখে কাতর, কেন আমাকে পুনর্বার সন্তাপ দিচ্ছ? কিন্তু তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে, যদি তুমি প্রকৃতই রামের দূত হও তবে তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি রামের বার্তা বল। তোমার কথায় আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে। হায়, স্বপ্ন কি সুখের, যার ফলে আমি রামের এই বনচর দূতকে দেখছি। স্বপ্নেও যদি আমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পাই তবে আমি অবসন্ন হই না। একি আমার মনের ভ্রম, বায়ুর ক্রিয়া, উন্মাদের বিকার, না মৃগতৃষ্ণিকা?

হনুমান বললেন, আমি রামের দূত, তিনি শোকার্তচিত্তে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং রামের সখা বানররাজ সুগ্রীবও তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি সুগ্রীবের সচিব হনুমান, মহাসমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে নিজ পরাক্রমে দুরাত্মা রাবণের মস্তকে

অভিষেকের আয়োজন (এবং নির্বাসন) হয়। অর্থাৎ প্রায় ৬ বৎসর বয়সে সীতার বিবাহ হয়েছিল।

পদন্যাস ক'রে তোমাকে দেখতে এসেছি। দেবী, আমাকে সন্দেহ ক'রো না, আমার কথায় বিশ্বাস কর।

সীতা সান্ত্বনা লাভ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার ও অন্যান্য বানরদের সংসর্গ কি ক'রে হ'ল? তুমি রাম-লক্ষ্মণের লক্ষণাবলী বল, তাতে আমার শোক দূর হবে। হনুমান রাম-লক্ষ্মণের রূপ গুণ সবিস্তারে বললেন এবং সীতাহরণের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বললেন, মৈথিলী, তুমি আশ্বস্ত হও, আমাকে কি করতে হবে, তুমি কি চাও, তা বল। তোমার প্রত্যয়ের জন্য রাম তাঁর নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দিয়েছেন দেখ।

সীতা অঙ্গুরীয় নিয়ে দেখতে লাগলেন, আনন্দে তাঁর মুখ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হ'ল। তিনি বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাবীর কর্মপটু ও বুদ্ধিমান, তাই এই শতযোজন সাগর গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি তোমাকে সামান্য মনে করি না, তুমি রাবণকেও ভয় কর না। রাম যদি নিরাপদে থাকেন তবে এই সাগরমেখলা পৃথিবী ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করছেন না কেন? আমাকে উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন তো? ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি তাঁর অক্ষৌহিণী সেনা আর মন্ত্রিগণকে পাঠাবেন? বানরাধিপতি শ্রীমান সুগ্রীব কি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এখানে আসবেন? অস্ত্রবিশারদ বীর লক্ষ্মণ কি অস্ত্রজালে রাক্ষসদের বধ করবেন? আমি কি শীঘ্র দেখতে পাব যে রামের দারুণ অস্ত্রাঘাতে রাবণ সবান্ধবে মরেছে? রামের হেমকান্তি মুখ কি আমার বিরহে শুষ্ক হয়েছে? দূত, আমার তুল্য স্নেহের পাত্র তাঁর আর কেউ নেই, যত কাল তাঁর সংবাদ পাব তত কালই আমার জীবন।

হনুমান বললেন, তুমি যে এখানে আছ রাম তা জানেন না, এখন আমার কাছে সংবাদ পেয়ে শীঘ্রই মহতী সেনা নিয়ে আসবেন এবং শরাঘাতে সমুদ্র স্তব্ধ ক'রে লঙ্কাপুরী রাক্ষসশূন্য করবেন। আমি শপথ ক'রে বলছি, শীঘ্রই তুমি প্রস্রবণ পর্বতে রামের চন্দ্রমুখ দেখতে পাবে। তোমার অদর্শনে রাম শোকমগ্ন হয়ে আছেন, তিনি মাংস খান না, মদ্য পান করেন না, কেবল বিহিত বন্য ফলমূল খান। তিনি

তোমার ধ্যানে নিমগ্ন থেকে মশক কীট ও সরীসৃপের দংশনও জানতে পারেন না। রমণীয় প্রিয় কোনও ফল পুষ্প বা আর কিছু দেখলেই তিনি 'হা প্রিয়া' ব'লে শোক করেন।

সীতা বললেন, তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃতের তুল্য। তিনি যে অনন্যমনা এই বাক্য অমৃত, তাঁর শোকের সংবাদ বিষ। তুমি তাঁকে ত্বরা করতে বল, এখন বৎসরের দশম মাস চলছে, আর দু মাস আমি জীবিত থাকব। আমাকে মুক্তি দেবার জন্য বিভীষণ অনুনয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা রাবণ শোনেন নি। বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা তার মাতার আজ্ঞায় আমার কাছে এসেছিল। তার কাছে আমি শুনেছি যে অবিন্ধ্য নামক এক বৃদ্ধ সংস্বভাব রাক্ষস রাবণকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু রাবণ তা গ্রাহ্য করেন নি।

হনুমান বললেন, আমার নিকট তোমার সংবাদ পেলেই রাম বানর-ভল্লুকের বিরাট সৈন্যদল নিয়ে এখানে আসবেন। অথবা আজই আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, তোমাকে পিঠে নিয়ে সাগর পার হব। রাবণ সমেত লঙ্কাপুরী নিয়ে যাবার শক্তিও আমার আছে। ইন্দ্র যেমন অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন সেইরূপ আমি রামের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করব।

সীতা হৃষ্ট ও বিস্মিত হয়ে বললেন, হনুমান, তুমি ক্ষুদ্রকায়, আমাকে কি ক'রে নিয়ে যাবে? তুমি তোমার বানরবুদ্ধি প্রকাশ করছ। হনুমান মনে করলেন, সীতার এই ধারণা আমার পক্ষে নূতন পরাভব, ইনি আমার শক্তি জানেন না। তখন তিনি বৃক্ষ থেকে নেমে এসে সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং মেরুমন্দর তুল্য অগ্নিকল্প বিশাল দেহ ধারণ ক'রে সীতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, দেবী, পর্বত বন প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণ সমেত এই লঙ্কা এবং এর প্রভু রাবণকে নিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে। তুমি আমার সংগে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শোক দূর কর। সীতা বললেন আমি তোমার শক্তি-সামর্থ্য বুঝলাম, আমাকে নিয়ে যেতে পার তাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার গমনের বেগে বিমোহিত হয়ে আমি সমুদ্রে প'ড়ে যেতে

পারি। তুমি আমাকে নিয়ে গেলে রাক্ষসরা অনুসরণ ক'রে তোমাকে আক্রমণ করবে, তুমি নিরস্ত্র হয়ে একাকী আকাশে কি ক'রে আমাকে রক্ষা করবে? যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের স্থিরতা নেই। সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক'রে যদিও তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। আমি রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করতে চাই না, সেকারণে তোমার সঙ্গে যেতে পারি না। রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু কি করব, তখন আমি অনাথা বিবশা ছিলাম।—

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ (৩৭।৬৪)

— যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে।

হনুমান বললেন, দেবী, তুমি ন্যায্য কথাই বলেছ। যদি আমার সঙ্গে না যাও তবে এমন অভিজ্ঞান দাও যাতে রামের বিশ্বাস হয় যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। সীতা বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, তুমি আমার প্রিয়পতিকে এই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান জানিও।—একদিন চিত্রকূট পর্বতের উপবনে জলক্রীড়ার পর আমরা আর্দ্রদেহে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক বায়স আমাকে চঞ্চুদ্বারা আক্রমণ করলে। আমি লোষ্ট্র তুলে তাকে নিবারণের চেষ্টা করি, তথাপি সে নিরস্ত হ'ল না। আমার স্খলিত বসন দেখে তুমি (১) হেসেছিলে, তাতে আমার ক্রোধ আর লজ্জা হয়। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিলে, আমি শ্রান্ত হয়ে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত রইলাম। তার পর আমি জাগ্রত হ'লে সেই বায়স আবার এসে আমার স্তন বিদীর্ণ ক'রে দিলে। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে চারি-দিকে চেয়ে সেই কাককে দেখতে পেলে। সে ইন্দ্রের পুত্র (২), তার গতি বায়ুর তুল্য। তখন তুমি একটি তৃণ নিয়ে মন্ত্রদ্বারা তাতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করলে এবং সেই জ্বলন্ত তৃণ কাকের প্রতি নিক্ষেপ করলে। কাক

(১) রাম। (২) জয়ন্ত।

উড্ডীন হয়ে সর্বলোকে গেল, তৃণও তার পশ্চাতে ধাবিত হ'ল। ইন্দ্র ও মহর্ষিগণ কেউ তাকে রক্ষা করলেন না, তখন সে তোমার শরণাপন্ন হ'ল। তুমি কৃপাবিষ্ট হয়ে তার প্রাণ রক্ষা করলে, কিন্তু অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্ররূপে সেই তৃণের আঘাতে তার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হ'ল। তোমাকে আর রাজা দশরথকে নমস্কার ক'রে সে নিজের আলয়ে ফিরে গেল।

তার পর সীতা বললেন, তুমি আমার হয়ে রামকে প্রণাম ক'রে তাঁকে কুশল প্রশ্ন ক'রো।—

স্রজশ্চ সর্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ॥
ঐশ্বর্যং চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্।
পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ॥
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।
আনুকূল্যেন ধর্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্॥
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ॥
পিতৃবদ্ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ॥
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবাঞ্ শক্তো ন বহুভাষিতা।
রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে॥
মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।
ন যুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্‌বহতি বীর্যবান্॥
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্যমনুস্মরৎ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্ মম॥ (৩৮।৫৪-৬১)

— যিনি মাল্যাদি ভূষণ, সর্ব রত্ন, প্রিয়া বরাঙ্গনা ও পৃথিবীর দুর্লভ ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, যিনি পিতা-মাতাকে সম্মানিত ও প্রসন্ন ক'রে ভ্রাতার অনুগমন করেছেন, যাঁর জন্য সুমিত্রা সুপুত্রবতী, যে ধর্মাত্মা অত্যুত্তম সুখ ত্যাগ ক'রে ভ্রাতৃপ্রেমের বশে বনে এসেছেন, যিনি সিংহস্কন্ধ মহাবাহু মনস্বী প্রিয়দর্শন, যিনি রামের সঙ্গে পিতৃবৎ এবং আমার সঙ্গে মাতৃবৎ আচরণ করেন, যে বীর লক্ষ্মণ আমার অপহরণ জানতে পারেন নি, যিনি বৃদ্ধগণের সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীবান কার্য-

পটু ও অল্পভাষী, যিনি রাজপুত্রে রামের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যিনি আমার শ্বশুরের সদৃশ, যিনি আমার অপেক্ষাও রামের প্রিয়, যিনি দুষ্কর কর্মের ভার বহন করতে পারেন, যাঁকে দেখে রাম মৃত পিতাকেও চিন্তা করেন না, তাঁকে তুমি আমার হয়ে কুশলপ্রশ্ন করবে।(১)

তার পর তাঁর বস্ত্র থেকে একটি দিব্য চূড়ামণি(২) বার ক'রে হনুমানকে দিয়ে সীতা বললেন, রাঘবকে এটি দিও, তিনি এই অভিজ্ঞান জানেন, এটি দেখলেই তাঁর তিনজনকে মনে পড়বে—আমাকে, আমার জননীকে এবং রাজা দশরথকে। বীর, প্রস্থানের পূর্বে তুমি এখানকার কোনও নিভৃত স্থানে একদিন বিশ্রাম কর, তুমি নিকটে থাকলে এই অভাগিনীর শোক কিছুকালের জন্য শান্ত হবে। এই দুষ্পার মহোদধি পার হয়ে বানর-ভল্লুক-সেনা নিয়ে দুই রাজকুমার কি ক'রে এখানে আসবেন জানি না। তুমি কার্যপটু, এই দুষ্কর কার্য সাধনের কি উপায় স্থির করেছ? তুমি একাই কার্য সাধন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।

হনুমান বললেন, তুমি আশ্বস্ত হও, অসংখ্য বানরসৈন্যের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব শীঘ্রই এখানে আসবেন। সুগ্রীবের পার্শ্বচর অনেক বানর আছে যারা আমার চেয়ে বলবান বা সমান, কিন্তু আমার চেয়ে হীনবল কেউ নেই। দেবী, রোদন ক'রো না, ভয় ত্যাগ কর, ইন্দ্রের সঙ্গে শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্রই রামের সঙ্গে মিলিত হবে। রাম আর লক্ষ্মণের চেয়ে বীর আর কে আছে? এই রাক্ষসের দেশে তোমাকে আর অধিক দিন থাকতে হবে না।

সীতাকে প্রণাম ক'রে হনুমান গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। অশ্রুপূর্ণ গদ্গদ কণ্ঠে সীতা বললেন, হনুমান, রাম লক্ষ্মণ এবং অমাত্য

---

(১) পূর্বে লক্ষ্মণকে কটুবাক্য ব'লে সীতা যে অপরাধ করেছিলেন এখন প্রশংসা দ্বারা তার ক্ষালন করছেন।

(২) 'তিলক'-টীকাকার বলেন, সীতার বিবাহকালে তাঁর জননীর কাছ থেকে নিয়ে জনক এই মণি দশরথের হাতে দিয়েছিলেন।

সহ সুগ্রীবকে আমার হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রো, রাম যেন শীঘ্র আমাকে এই দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করেন।

৮। হনুমানের রাক্ষসসংহার

[সর্গ ৪১—৪৭]

প্রস্থানকালে হনুমান ভাবলেন, আমি সীতার দেখা পেয়েছি, আমার অন্য কর্তব্য অল্পই অবশিষ্ট আছে। এখন শত্রুপক্ষের বলাবল নির্ণয়ের জন্য সাম দান ভেদ এই তিন উপায় বর্জন ক'রে চতুর্থ উপায় দণ্ড অবলম্বন করতে হবে।—

> ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
> ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
> ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
> পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে॥ (৪১।৩)

— রাক্ষসদের প্রতি সাম(১) নীতি প্রয়োগ করলে ফল হবে না, দানও যুক্তিসংগত নয় কারণ এরা সমৃদ্ধ! বলদর্পিত জনের মধ্যে ভেদ উৎপাদনও অসাধ্য। অতএব এ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগই উচিত মনে করি।

হনুমান আরও ভাবলেন, প্রধান কর্ম সীতার দর্শন যখন সম্পন্ন হয়েছে তখন তার অবিরোধী অতিরিক্ত কার্য করলে দোষ হবে না। শত্রুর যুদ্ধশক্তি জেনে নিয়ে যদি বানররাজ সুগ্রীবের কাছে ফিরতে পারি তবেই তাঁর আজ্ঞা যথার্থভাবে পালন করা হবে। এই অশোকবন আমি নষ্ট করব, তাতে রাবণ কুপিত হয়ে সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠাবে, ঘোর যুদ্ধ হবে, আমি রাক্ষসদের বধ ক'রে সুগ্রীবের কাছে ফিরব।

হনুমান অশোকবন ধ্বংস করতে লাগলেন। পক্ষীর কোলাহলে এবং বৃক্ষভঙ্গের শব্দে লংকাবাসী সন্ত্রস্ত হ'ল। রাক্ষসীরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখলে, হনুমান গিরিসংকাশ ভয়াবহ মূর্তিতে বিরাজ করছেন। তারা জানকীকে জিজ্ঞাসা করলে, এ কে, কোথা থেকে কেন এখানে

---

(১) সন্ধি বা তোষণ।

এসেছে? তোমার সঙ্গে কি কথা বলছিল? সীতা উত্তর দিলেন, আমার সাধ্য কি যে কামরূপী রাক্ষসদের কথা বুঝি,

যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্ বা করিষ্যতি।
অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ॥ (৪২।৯)

— তোমরাই জান এ কে আর কি করতে এসেছে। সাপের পা সাপই চিনতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

রাক্ষসীরা রাবণের কাছে গিয়ে বললে, মহারাজ, এক ভীমকায় বানর অশোকবনে এসে সীতার সঙ্গে কথা কয়েছে। আমরা সীতাকে প্রশ্ন করলেও তিনি বললেন না সে কে। এই অদ্ভুতমূর্তি বানর বোধ হয় ইন্দ্রের বা কুবেরের বা রামের দূত। সে অশোকবন নষ্ট করেছে, কেবল সীতা যে শিংশপা বৃক্ষের তলে থাকেন তা ভাঙে নি। আপনি তার শাস্তির ব্যবস্থা করুন। আপনার মনোনীতা সীতার সঙ্গে যে কথা বলতে সাহস করে তার জীবনের মমতা নেই।

রাবণ চিতাগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। প্রদীপ্ত দীপ থেকে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তাঁর ঘূর্ণিত নেত্র থেকে অশ্রুবিন্দু পতিত হ'ল। হনুমানের নিগ্রহের জন্য তিনি আশি হাজার ঘোরদর্শন মহাবল কিংকরকে আজ্ঞা দিলেন। হনুমান তোরণের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। পতঙ্গ যেমন পাবকের দিকে ধাবমান হয় কিংকরগণ সেইরূপ হনুমানের কাছে বিবিধ অস্ত্র নিয়ে গেল। পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড দেহধারী হনুমান লঙ্কা ধ্বনিত ক'রে লাঙ্গুল আস্ফোট করতে লাগলেন, সেই প্রচণ্ড নিনাদে বিহঙ্গগণ আকাশ থেকে নিপতিত হ'ল। হনুমান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
হনুমাঞ্‌শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ॥ (৪২।৩৩-৩৫)

—মহাবল রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাঘবের আশ্রিত রাজা সুগ্রীবের জয়! আমি অযোধ্যাপতি অক্লিষ্টকর্মা রামের দাস, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা পবননন্দন হনুমান। আমি যখন সহস্র সহস্র শিলা আর বৃক্ষ নিয়ে প্রহার করব তখন সহস্র রাবণও যুদ্ধে আমার সমকক্ষ হবে না।

হনুমান তোরণ থেকে প্রকাণ্ড লৌহময় পরিঘ(১) খুলে নিলেন এবং ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে দৈত্য বধ করেছিলেন সেইরূপ তিনি পরিঘের প্রহারে কিংকরগণকে বিনষ্ট করলেন। তার পর তিনি লম্ফ দিয়ে মেরু-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদের(২) উপর উঠে মহাশব্দে বাহ্বাস্ফোট(৩) ও জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। চৈত্যপালগণ নানা অস্ত্র নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এল। প্রাসাদের একটি বৃহৎ শতধার(৪) স্বর্ণভূষিত স্তম্ভ উৎপাটিত ক'রে হনুমান মহাবেগে ঘোরাতে লাগলেন, তাতে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে প্রাসাদ দগ্ধ হয়ে গেল। তখন রাবণের আদেশে প্রহস্তপুত্র মহাবীর জম্বুমালী খরযুক্ত রথে চ'ড়ে যুদ্ধ করতে এলেন এবং হনুমানের দেহে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। হনুমান তাঁর হস্তধৃত পরিঘ মহাবেগে ঘূর্ণিত ক'রে জম্বুমালীর বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। জম্বুমালী নিহত হয়ে ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় পতিত হলেন।

রাবণের আদেশে মন্ত্রিপুত্রগণ বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। হনুমান আকাশ থেকে আক্রমণ ক'রে তাঁদেরও বধ করলেন এবং পূর্ববৎ তোরণের উপর বসলেন। সংবাদ পেয়ে রাবণ বিরূপাক্ষ যূপাক্ষ দুর্ধর্ষ প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন সেনাপতিকে বললেন, তোমরা হস্তী অশ্ব ও রথ নিয়ে যুদ্ধে যাও এবং দেশকাল বুঝে কার্য ক'রো। এই শত্রুকে আমি সামান্য বানর মনে করি না, বোধ হয় ইন্দ্র একে তপোবলে সৃষ্টি করেছেন। আমি বালী সুগ্রীব জাম্ববান নীল দ্বিবিদ প্রভৃতি বিপুল-বিক্রম অনেক বানর দেখেছি, কিন্তু তাদের গতিশক্তি পরাক্রম বুদ্ধি

---

(১) অর্গল বা হুড়কো। (২) রাক্ষসকুলদেবতার মন্দির। (৩) তাল ঠোকা। (৪) একশ পল কাটা।

উৎসাহ আর আকার এর তুল্য নয়। অন্য কোনও মহাবল প্রাণী বানরের রূপ ধ'রে এখানে এসেছে, অতএব তোমরা একে জয় করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করবে।

সেনাপতিগণ সসৈন্যে তোরণারূঢ় হনুমানের কাছে গেলেন এবং শর শূল পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। হনুমান এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত ক'রে তার আঘাতে পঞ্চ সেনাপতি বধ করলেন এবং অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী, সৈন্য দ্বারা সৈন্য ধ্বংস করলেন। তার পর তিনি কৃতান্তের ন্যায় পুনর্বার তোরণে উপবিষ্ট হলেন।

সসৈন্য পঞ্চ সেনাপতির নিধনসংবাদ পেয়ে রাবণ কুমার অক্ষের দিকে চাইলেন। রাবণের দৃষ্টিপাত মাত্র মহাবীর অক্ষ যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হলেন এবং অষ্ট-অশ্ব-বাহিত আকাশগামী স্বর্ণভূষিত রথে সসৈন্যে যাত্রা করলেন। যুগান্তকারী প্রলয়াগ্নির ন্যায় হনুমানের প্রতি রাবণপুত্র অক্ষ সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তিন শর নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। এই দুই বীরের সমাগমে সুরাসুর ত্রস্ত হলেন, প্রাণিগণ আর্তনাদ ক'রে উঠল, সূর্য তাপদানে বিরত হলেন, বায়ু নিশ্চল হলেন, পর্বত বিচলিত হ'ল, অন্তরীক্ষে মেঘ-গর্জন হ'ল, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। হনুমান সসম্মানে অক্ষকে নিরীক্ষণ করছিলেন এমন সময় এক ভীষণ শরে তাঁর বক্ষ বিদ্ধ হল। হনুমান ভাবলেন নবোদিত সূর্যের ন্যায় কান্তিমান এই অল্পবয়স্ক রাবণ-পুত্র প্রৌঢ়ের সমান বীরত্ব দেখাচ্ছে, একে মারতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু এর বিক্রম ক্রমেই বাড়ছে, বর্ধমান অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এইরূপ চিন্তা ক'রে হনুমান মহাবেগে ধাবিত হলেন এবং চপেটাঘাতে অক্ষের অষ্ট অশ্ব বধ করলেন। অক্ষ রথ থেকে ধনু ও খড়্গ নিয়ে আকাশে উঠলেন, তখন হনুমান তাঁর দুই চরণ দৃঢ়ভাবে ধরলেন এবং সহস্রবার ঘুরিয়ে বেগে নিক্ষেপ করলেন। বিচূর্ণিতদেহে অক্ষ ভূপতিত হলেন। হনুমান আবার তোরণে বসলেন।

১। হনুমানের বন্ধন

[সর্গ ৪৮]

কুমার অক্ষের নিধনসংবাদ পেয়ে রাবণ ধৈর্য অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রজিৎকে ডেকে বললেন, তুমি অস্ত্রবিশারদগণের শ্রেষ্ঠ, সুরাসুরকে তুমি নির্জিত করেছ, পিতামহ ব্রহ্মার কাছে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছ। তুমি নিজ ভুজবলে ও তপোবলে রক্ষিত, দেশকালজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। কিংকরগণ, জম্বুমালী, মন্ত্রিপুত্রগণ, পঞ্চ সেনাপতি ও কুমার অক্ষ সকলেই নিহত হয়েছে। এদের উপর আমার তত নির্ভর ছিল না যত তোমার উপর আছে। এখন তুমি সেই বানরের শক্তি ও নিজের পরাক্রম বুঝে যথোচিত যুদ্ধের উদ্‌যোগ কর। বীর, তুমি সেনা সঙ্গে নিও না, তারা দলে দলে বৃথা বিনষ্ট হবে। তীক্ষ্ণ অস্ত্রও নিও না, কারণ এই বায়ুগতি অগ্নিতুল্য তেজস্বী বানর সাধারণ অস্ত্রের অবধ্য। তুমি দিব্য অস্ত্রের সাহায্য নাও এবং স্বয়ং অক্ষত থেকে কার্য সম্পাদন কর।

ইন্দ্রজিৎ পিতাকে প্রদক্ষিণ ক'রে সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং মহাবেগগামী তীক্ষ্ণদন্ত চতুর্ভুজঙ্গবাহিত রথে চ'ড়ে যাত্রা করলেন। তাঁর রথের শব্দ আর ধনুকের টংকার শুনে হনুমান হৃষ্ট হলেন। তখন সর্বদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, শ্বাপদ প্রাণিগণ চিৎকার করতে লাগল, নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও আকাশচক্রচারী গ্রহগণ দেখতে এলেন, পক্ষীরা উচ্চ রব ক'রে উঠল। ইন্দ্রজিতের রথ দেখে হনুমান তাঁর দেহ আরও বর্ধিত ক'রে সিংহনাদ করলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রজিৎ নিরন্তর শরক্ষেপণ করতে লাগলেন, কিন্তু হনুমান ক্ষিপ্রগতিতে ফাঁকে ফাঁকে বিচরণ ক'রে শরাঘাত ব্যর্থ ক'রে দিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁর শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করলেন, কিন্তু হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য এই ভেবে কেবল বন্ধনের জন্য তা নিক্ষেপ করলেন।

হনুমান নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে গেলেন। ব্রহ্মার কাছে তিনি যে বর পেয়েছিলেন তা স্মরণ ক'রে তিনি নির্ভয় হলেন, কিন্তু বুঝলেন যে মুক্ত হবার শক্তি তাঁর নেই, কিছুকাল এই বন্ধনদশা সইতেই হবে।

তিনি ভাবলেন, যদি আমাকে রাবণের কাছে নিয়ে যায় তবে ভালই হবে, তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হ'তে পারবে। রাক্ষসরা কটুবাক্য বলতে বলতে শণ ও বল্কলের রজ্জু দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললে, হনুমান নিশ্চেষ্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ দেখলেন, হনুমান সহসা ব্রহ্মাস্ত্র থেকে মুক্ত হয়েছেন, কারণ মন্ত্রের বন্ধন অন্যবিধ বন্ধনের সঙ্গে থাকতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ ভাবলেন, আমার সমস্ত কর্ম নিরর্থক হ'ল, রাক্ষসরা মন্ত্রের শক্তি বুঝল না। ব্রহ্মাস্ত্রের পর অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করলে ফল হয় না।

হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েও তার লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। রাক্ষসরা তাঁকে প্রহার করতে করতে রাবণের সভায় টেনে নিয়ে গেল। শৃঙ্খলবদ্ধ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা বলতে লাগল, এ কে? কোথা থেকে কি জন্য এখানে এসেছে? কেউ বললে একে মেরে ফেল, কেউ বললে পোড়াও, কেউ বললে খেয়ে ফেল।

১০। রাবণ-সভায় হনুমান

[সর্গ ৪৯—৫১]

রাবণ মুক্তাজালমণ্ডিত মুকুট ও হীরকাদি মহার্হ মণিসমন্বিত স্বর্ণা-ভরণ ধারণ ক'রে সভায় ব'সে আছেন। তাঁর দেহ রক্তচন্দনে চর্চিত, পরিধানে মহার্ঘ ক্ষৌম বসন। তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্ত তীক্ষ্ণ বৃহৎ ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ লম্বিত। বহুশিখরধারী মন্দর পর্বতের ন্যায় তিনি দশমস্তকে শোভিত। তাঁর বর্ণ নীলাঞ্জনের তুল্য, মেঘের উপর বলাকাশ্রেণীর ন্যায় তাঁর বক্ষে পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি বক্র রজতহার। বাহুতে কেয়ূর ও পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় অঙ্গদ। তাঁর বৃহৎ আসন স্ফটিকনির্মিত ও রত্নমণ্ডিত, তার উপর উত্তম আস্তরণ। চতুর্দিকে সালংকারা প্রমদাগণ চামরহস্তে তাঁকে বীজন করছে। দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চার

মন্ত্রী নিকটে ব'সে আছেন। হনূমান বন্ধনের ফলে ক্লিষ্ট হ'লেও রাবণকে দেখে মোহিত হয়ে ভাবলেন,

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥ (৪৯।১৭-১৮)

— ওঃ, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি শক্তি, কি দ্যুতি! রাক্ষসরাজের সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি এ'র অধর্ম প্রবল না হ'ত তবে ইনি ইন্দ্রসমেত সুরলোকের রক্ষক হতেন।

মহাবাহু পিঙ্গলচক্ষু হনূমানকে দেখে রাবণ ভাবলেন, ইনি কি ভগবান নন্দী যিনি আমার উপহাসে রুষ্ট হয়ে কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন(১), না অসুরপতি বাণ? হনূমানকে প্রশ্ন করবার জন্য রাবণ মন্ত্রী প্রহস্তকে আজ্ঞা দিলেন। প্রহস্ত বললেন, বানর, তোমার ভয় নেই। ইন্দ্র কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, না কুবের যম বা বরুণ? তুমি কি বিষ্ণুর দূত? তোমার রূপ বানরের ন্যায় কিন্তু তেজ অন্যপ্রকার। সত্য কথা বল, মুক্তি পাবে, মিথ্যা বললে প্রাণ হারাবে।

হনূমান রাবণকে বললেন, আমি ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরের চর নই, বিষ্ণুও আমাকে পাঠান নি। আমি বানরই, রাক্ষসরাজকে দেখতে এসেছি। তোমার দর্শন দুর্লভ, সেজন্য অশোকবন নষ্ট ক'রে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরও আমাকে অস্ত্রপাশে বদ্ধ করতে পারে না, তোমাকে দেখবার জন্যই বদ্ধ হয়েছি। আমি মহাবল রাঘবের দূত, তাঁর কার্য সম্পাদনের জন্য এখানে এসেছি। তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত যা বলছি শোন। রাক্ষসরাজ, সুগ্রীবের আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভকামনায় এই কথা বলেছেন।— রাজা

(১) উত্তরকাণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এর বিবরণ আছে।

দশরথের পুত্র রাম তাঁর ভার্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতা জনস্থানে অপহৃতা হয়েছেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূকে এসেছেন, এবং বালীকে বধ ক'রে সুগ্রীবকে বানররাজ্যের অধীশ্বর করেছেন। মহাবীর বালীকে তুমি জান, রাম তাঁকে এক শরেই নিহত করেছেন। সুগ্রীবের আদেশে অসংখ্য বানর সর্বদিকে সীতার অন্বেষণ করছে। আমি মারুতের ঔরস পুত্র হনুমান, সীতার সন্ধানে শতযোজন সাগর লঙ্ঘন ক'রে এখানে এসেছি এবং ভ্রমণ করতে করতে তোমার আলয়ে জনকনন্দিনীকে দেখেছি। তুমি ধর্মজ্ঞ, তপস্যাতেও সিদ্ধিলাভ করেছ, পরপত্নীকে অবরুদ্ধ রাখা তোমার উচিত নয়। ধর্মবিরুদ্ধ অনর্থকর কর্মে তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রবৃত্ত হন না। রাজা, ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে রামের অনিষ্ট ক'রে সুখে থাকতে পারে, অতএব তুমি জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ কর। আমি সীতার দুর্লভ দর্শন পেয়েছি, তিনি অতি শোকার্তা, পঞ্চমুখী ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার কাছে আছেন তা তুমি বুঝছ না। বিষমিশ্রিত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, সেইরূপ সীতাকে সুরাসুর কেউ অধিকার করতে পারে না। তুমি তপস্যার ফলে যা লাভ করেছ অধর্ম ক'রে তা নষ্ট ক'রো না। তপঃপ্রভাবে তুমি দেবতা আর অসুরের অবধ্য, কিন্তু সুগ্রীব দেব বা যক্ষ বা রাক্ষস নন, রামও মানুষ, তাঁদের হাতে তুমি কি ক'রে রক্ষা পাবে? জনস্থানে বহু রাক্ষস মরেছে, বালীও মরেছেন, সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সখ্য হয়েছে, এখন তোমার কিসে মঙ্গল হয় তা ভেবে দেখ। আমি একাকীই গজবাজিরথ সমেত লঙ্কা ধ্বংস করতে পারি, কিন্তু রাম সেরূপ আজ্ঞা দেন নি, সীতার অপহারক শত্রুকে তিনি স্বয়ং সংহার করবেন এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। যাঁকে তুমি সীতা ব'লে জান, যিনি তোমার আলয়ে বাস করছেন, তিনি সর্বলঙ্কাবিনাশিনী কালরাত্রি। সীতারূপী মৃত্যুপাশ তুমি নিজের স্কন্ধে রেখো না, নিজের মঙ্গল চিন্তা কর। রাক্ষসরাজেন্দ্র, তুমি রামদাস রামদূত বানরের সত্য কথা শোন — রাম চরাচর সমেত সর্বলোক সংহার ক'রে আবার তা সৃষ্টি

করতে পারেন। তাঁর পরাক্রম বিষ্ণুর তুল্য, দেবাসুর মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কেউ নেই যে রামের প্রতিযোদ্ধা হ'তে পারে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র বা সুরপতি মহেন্দ্র কেউ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন না।

১১। বিভীষণের উপদেশ

[সর্গ ৪২]

হনুমানের কথা শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, একে বধ কর। বিভীষণ এই আদেশ উচিত মনে করলেন না। তিনি তাঁর অগ্রজকে বললেন, রাক্ষসেন্দ্র, ক্ষান্ত হও, রোষ ত্যাগ কর, প্রসন্ন হয়ে আমার কথা শোন। যে রাজারা ন্যায় ও অন্যায় বোঝেন তাঁরা দূতকে বধ করেন না। এই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ এবং লোকব্যবহারে গর্হিত গণ্য হয়। তুমি ধর্মজ্ঞ কার্যজ্ঞ রাজধর্মবিশারদ ও বিচক্ষণ, যদি ক্রোধের বশীভূত হও তবে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা হবে। অতএব শান্তচিত্তে উচিত অনুচিত বিচার ক'রে এই দূতকে দণ্ড দাও।

রাবণ বললেন, পাপীকে বধ করলে পাপ হয় না, অতএব আমি এই পাপাচারী বানরকে বধ করব। রাবণের এই ধর্মবিরুদ্ধ অনার্যোচিত বাক্য শুনে বুদ্ধিমান বিভীষণ বললেন, লঙ্কেশ্বর, প্রসন্ন হও, ধর্মসংগত কথা শোন। সাধু লোকে বলেন, দূত সর্ব সময়ে অবধ্য। তোমার এই শত্রু অতিশয় প্রবল এবং এ অনেক অনিষ্ট করেছে তা সত্য, তথাপি এ দূত, সেজন্য বধ্য নয়। দূতের জন্য বহুবিধ দণ্ড বিহিত আছে, যথা অঙ্গের বিরূপতা, কশাঘাত, মস্তকমুণ্ডন, কিন্তু বধদণ্ডের বিধান শোনা যায় না। ধর্মবিচারে বা লোকব্যবহারে বা শাস্ত্রার্থনিরূপণে তোমার সমান কেউ নেই। এই বানরকে বধ করলে তোমার কোনও লাভ হবে না, যে একে পাঠিয়েছে তাকেই দণ্ড দেওয়া উচিত। এই দূত ন্যায্য বা অন্যায্য যাই ব'লে থাকুক, এ পরাধীন এবং পরের কথাই বলেছে। একে যদি বধ করা হয় তবে আর কাকেও দেখছি না যে

ফিরে গিয়ে তোমার শত্রু দুর্বিনীত দুই রাজপুত্রকে যুদ্ধে প্ররোচিত করবে। রাক্ষসপতি, তোমার অনুরক্ত রাক্ষসরা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে আছে, তাদের নিরুৎসাহ করা উচিত নয়। এরা বীর, তোমার বশীভূত, সৎকুলজাত, গুণবান, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রবিশারদ, কোপনস্বভাব এবং তোমার বেতনে সন্তুষ্ট। এদের কয়েক জনকে আজ্ঞা দাও, সেই দুই মূঢ় রাজপুত্রকে বেঁধে নিয়ে আসুক।

১২। লঙ্কাদাহ

[সর্গ ৫৩—৫৫]

বিভীষণের দেশকালোচিত বাক্য শুনে দশানন বললেন, তোমার কথা ঠিক, দূতকে বধ করা উচিত নয়, কিন্তু এর নিগ্রহ করতে হবে। লাঙ্গুলই বানরদের প্রিয় ভূষণ, অতএব এর লাঙ্গুল দগ্ধ কর, তাই নিয়ে এ ফিরে যাক, আত্মীয়স্বজন একে দুর্দশাপন্ন বিকলাঙ্গ দেখুক। লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়ে একে নগরের চত্বরে এবং সর্বত্র নিয়ে বেড়াও।

রাবণের আদেশ শুনে রাক্ষসরা হনুমানের লাঙ্গুলে জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র জড়িয়ে তৈলাক্ত ক'রে তাতে অগ্নি দিলে। হনুমান তাঁর দেহ বর্ধিত ক'রে জ্বলন্ত লাঙ্গুল দিয়ে রাক্ষসদের তাড়না করতে লাগলেন। আবালবৃদ্ধ রাক্ষস-রাক্ষসীরা সকৌতুকে এই ব্যাপার দেখতে এল। হনুমান ভাবলেন, আমি এখনই বন্ধনমুক্ত হয়ে এদের বধ করতে পারি, কিন্তু রামের হিতসাধনের জন্য এই বন্ধনদশা সইব, এরা আমাকে নিয়ে লঙ্কায় ঘুরে বেড়াক। আমি রাত্রিতে এখানকার দুর্গম স্থান দেখতে পাই নি, এখন দিবালোকে সমস্তই দেখব। রাক্ষসরা আমার উপর পীড়ন করছে বটে, কিন্তু আমার মন অবসন্ন হয় নি।

রাক্ষসরা হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে বাজাতে হনুমানকে নিয়ে বিশাল লঙ্কাপুরীতে পর্যটন করতে লাগল। তিনি বিচিত্র বিমান, প্রাচীরবেষ্টিত ভূমি, সুবিভক্ত চত্বর, গৃহশ্রেণীতে শোভিত পথ, চতুষ্পথ,

রাজমার্গ প্রভৃতি দেখতে দেখতে চললেন। রাক্ষসরা ঘোষণা করতে লাগল — চরের শাস্তি দেখ।

সেই সময়ে রাক্ষসীরা সীতাকে সংবাদ দিলে, তুমি যে তাম্রমুখ বানরের সঙ্গে কথা বলেছিলে তার লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়ে তাকে নগর-ভ্রমণ করানো হচ্ছে। বৈদেহী অত্যন্ত শোকাবিষ্টা হয়ে হনুমানের মঙ্গলকামনায় হুতাশনের উদ্দেশে প্রার্থনা করলেন — যদি আমি পতি-সেবা আর তপশ্চর্যা ক'রে থাকি, যদি আমি পতিব্রতা হই, তবে তোমার স্পর্শ যেন হনুমানের অঙ্গে শীতল হয়। তখন প্রখর অগ্নি দক্ষিণ শিখায় জ্বলতে লাগলেন, অগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও সুখস্পর্শ হয়ে প্রবাহিত হলেন।

হনুমান ভাবলেন, আমার লাঙ্গুলে অগ্নি জ্বলছে কিন্তু আমার অঙ্গ তো দগ্ধ হচ্ছে না! এই অগ্নি তুষারপাতের ন্যায় বোধ হচ্ছে কেন? বোধ হয়, এ রামের প্রভাব, যার জন্য সাগরলঙ্ঘনকালে মৈনাক পর্বত আবির্ভূত হয়েছিলেন। সীতার দয়া, রাঘবের তেজ এবং আমার পিতা পবনের স্নেহ, এইসকল কারণে অগ্নি আমাকে দগ্ধ করছেন না। হনুমান আবার ভাবলেন, নীচ রাক্ষসরা আমাকে বন্ধন করেছে, এর প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য। তখন তিনি পাশ ছিন্ন ক'রে লম্ফ দিয়ে ঘোর নিনাদে পর্বতশৃঙ্গ তুল্য উচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হলেন এবং দেহ সংকুচিত ক'রে বন্ধনরজ্জু স্খলিত করলেন। তার পর আবার পর্বতাকার হয়ে তোরণের অর্গল খুলে নিয়ে তার আঘাতে রক্ষিগণকে বধ করলেন।

অনন্তর হনুমান এক গৃহের উপর থেকে অন্য গৃহের উপরে এবং বহু প্রাসাদ ও উদ্যানে অগ্নিবিস্তার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। প্রহস্ত মহাপার্শ্ব বজ্রদংষ্ট্র শুক সারণ ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির ভবন দগ্ধ হ'ল, কিন্তু হনুমান বিভীষণের গৃহ ছেড়ে দিলেন। তার পর তিনি নানা রত্নে বিভূষিত মেরুমন্দর তুল্য উচ্চ রাবণের নিকেতনে অগ্নিসংযোগ ক'রে প্রলয়মেঘের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। সেই অগ্নি বায়ুদ্বারা বর্ধিত হয়ে কালানলের ন্যায় মহাবেগে সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'ল। কাঞ্চনজাল-

সমন্বিত মণিমুক্তাময় বিশাল ভবনসমূহ ভগ্ন হয়ে ভূমিতলে পড়তে লাগল, ধাবমান রাক্ষসদের তুমুল আর্তনাদ উঠল। নিজ নিজ গৃহ রক্ষার আশা ত্যাগ ক'রে তারা বললে, হা, স্বয়ং অগ্নি কপিরূপে এখানে এসেছেন। অগ্নিপরিবেষ্টিত রমণীগণ স্তন্যপানরত শিশুকে বক্ষে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুক্তকেশে সহসা প্রাসাদ থেকে নিপতিত হ'ল, যেন মেঘ থেকে সৌদামিনী নির্গত হচ্ছে। জ্বলন্ত গৃহ থেকে স্বর্ণরজতাদি ধাতু বিগলিত হয়ে পড়তে লাগল।

ততঃ স লঙ্কাপুরপর্বতাগ্রে
সমুত্থিতো ভীমপরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো
হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ॥
যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ
স মারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবস্পৃক্।
বিধূমরশ্মির্ভবনেষু সদ্যো
রক্ষঃশরীরাজ্যসমর্পিতার্চিঃ॥
আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা
লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনিপ্ররূঢ়ৈ-
র্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ॥ (৫৪।৩১-৩৩)

— হনুমান কর্তৃক বিকীর্ণ সেই প্রচণ্ড অগ্নি লঙ্কার পর্বত(১) শিখরে উত্থিত হয়ে শিখামণ্ডল প্রসারিত ক'রে প্রদীপ্ত হ'ল। যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় সেই নির্ধূম অগ্নি গৃহে গৃহে রাক্ষসদেহরূপ হবি দ্বারা পুষ্ট এবং বায়ুসংযোগে উদ্দীপিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করলে। কোটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সেই মহাগ্নি সমস্ত লঙ্কা বেষ্টন ক'রে রইল, এবং বজ্রনাদের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করতে লাগল।

দেব ঋষি গন্ধর্ব বিদ্যাধর প্রভৃতি প্রীত হয়ে হনুমানের স্তুতি করতে লাগলেন। সমস্ত লঙ্কায় উপদ্রব ক'রে অবশেষে হনুমান তাঁর

---

(১) ত্রিকূট।

লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্বাপিত করলেন। তখন তাঁর এই দুশ্চিন্তা হ'ল—লঙ্কা দগ্ধ ক'রে আমি এ কি করেছি! এমন অকার্য নেই যা লোকে ক্রোধের বশে করে না। ধিক, আমি অতি মূর্খ নির্লজ্জ পাপী, তাই সীতার কথা না ভেবেই লঙ্কায় অগ্নিদান করেছি। অজ্ঞান-বশে আমি প্রভুর অনিষ্ট করেছি, সীতা নিশ্চয় দগ্ধ হয়েছেন। এখন আমি অগ্নিপ্রবেশ করব অথবা সাগরে দেহ বিসর্জন দিয়ে জলচর প্রাণীদের ভক্ষ্য হব। সমস্ত কার্য পণ্ড ক'রে আমি কোন্ মুখে সুগ্রীব আর রাম-লক্ষ্মণের কাছে যাব? ত্রিলোকে সকলেই জানে যে বানরজাতি অস্থিরমতি, আমি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সেই জাতিগত স্বভাব দেখিয়েছি। হনুমান আবার ভাবলেন, সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতা নিশ্চয় নিজ তেজেই রক্ষিত আছেন, অগ্নি কখনও অগ্নিকে দগ্ধ করেন না। রামের প্রভাবে ও সীতার পুণ্যে আমি দগ্ধ হই নি, রামের প্রিয়া সীতাও দগ্ধ হবেন না। অগ্নি সমস্তই দগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার লাঙ্গুলের হানি করেন নি, সীতাকেই বা কেন বিনষ্ট করবেন?

এমন সময় হনুমান শুনলেন, চারণরা বলছে—ওঃ, হনুমান কি ভয়ানক কার্য করেছে! লঙ্কার লক্ষ্মী পালিয়েছেন, অধিবাসীরা রোদন করছে, প্রাসাদ-প্রাকার-তোরণ-সমেত এই লঙ্কানগরী দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে জানকী রক্ষা পেয়েছেন। হনুমান এই অমৃতোপম বাক্য শুনে অতিশয় হৃষ্ট হলেন এবং সীতাকে আবার দেখতে গেলেন।

১৩। হনুমানের প্রত্যাবর্তন

[সর্গ ৫৬—৫৯]

শিংশপা বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট জানকীর কাছে গিয়ে হনুমান অভিবাদন ক'রে বললেন, দেবী, ভাগ্যক্রমে তোমাকে এখানে নিরাপদে দেখছি। হনুমান বিদায় নিতে এসেছেন বুঝে সীতা তাঁর প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত ক'রে সস্নেহে বললেন, বৎস, যদি ভাল মনে কর তবে একদিনের জন্যও এখানে কোনও বিজন প্রদেশে বিশ্রাম ক'রে তবে

যেয়ো। তুমি নিকটে থাকলে এই অল্পভাগিনীর অসীম শোকের কিছু লাঘব হয়। বীর, তোমার অদর্শনে আবার আমি শোকে বিদীর্ণ হব। আমার মনে এই সংশয় আছে—বানর-ভল্লুকের বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ কি ক'রে এই দুস্তর সাগর পার হবেন? কেবল তিন জন এই কার্যে সমর্থ—তুমি, বায়ু ও বিনতাপুত্র গরুড়। তুমি একাই কর্ম সম্পাদন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে লঙ্কা জয় ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর যোগ্য কর্ম হবে। রাম যাতে তাঁর পরাক্রমের উপযুক্ত কার্য করতে পারেন তার উদ্‌যোগ তুমি কর।

হনুমান উত্তর দিলেন, দেবী, সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেছেন যে শীঘ্রই রাম-লক্ষ্মণ ও সৈন্যদলের সঙ্গে এখানে আসবেন। তুমি ধৈর্য ধর, রাম শীঘ্রই রাবণকে পুত্র-অমাত্য-বান্ধব-সহ বধ করবেন। শশাঙ্কের সঙ্গে রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সঙ্গে মিলিত হবে।

হনুমানের কর্তব্য শেষ হ'ল। তিনি সীতাকে আশ্বাস দিয়েছেন, নিজের নাম ঘোষিত করেছেন, পরাক্রম দেখিয়েছেন, লঙ্কানগরী আকুল করেছেন, রাবণকে বঞ্চনা করেছেন। এখন তিনি সীতাকে প্রণাম ক'রে ফেরবার উদ্‌যোগ করলেন। পুনর্বার সাগরলঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তিনি অরিষ্ট পর্বতে উঠলেন। এই পর্বতের নিম্নস্থ নীল বনরাজী যেন তার বসন, শৃঙ্গমধ্যে লম্বিত মেঘ যেন উত্তরীয়। সূর্যকিরণে অরিষ্ট পর্বত যেন উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আছে, উজ্জ্বল ধাতুসমূহ যেন তার চক্ষু, নির্ঝরের গম্ভীর ধ্বনি ক'রে যেন সে অধ্যয়নে রত আছে। হনুমান পর্বতে আরোহণ ক'রে দেহ বর্ধিত করলেন। তাঁর পদভরে পর্বত নিপীড়িত হ'ল, শিলা চূর্ণিত হ'ল, বিবিধ প্রাণী ত্রস্ত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করলে। কন্দরবাসী সিংহসকল ভয়ে গর্জন করতে লাগল। বিদ্যাধরীগণ স্রস্ত বসনভূষণে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল। কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ বিদ্যাধর পর্বত ত্যাগ ক'রে আকাশে আশ্রয় নিলে। দশ যোজন বিস্তৃত ত্রিশ যোজন উচ্চ অরিষ্ট পর্বত হনুমানের পদপীড়নে ভূপ্রবিষ্ট হ'ল. তিনি সাগর-লঙ্ঘনের জন্য লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠলেন।

শ্বেত অরুণ নীল লোহিত হরিৎ প্রভৃতি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণ ক'রে হনুমান আকাশপথে দ্রুতবেগে চললেন। তিনি চন্দ্রের ন্যায় এক একবার মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে আবার প্রকাশিত হ'তে লাগলেন। সমুদ্রের মধ্যদেশে এসে মৈনাক পর্বতকে স্পর্শ ক'রে হনুমান জ্যামুক্ত নারাচের ন্যায় মহাবেগে ধাবিত হলেন। আরও কিছুদূর গিয়ে তিনি মেঘসংকাশ মহেন্দ্র পর্বত দেখতে পেলেন এবং শীঘ্রই সুহৃদ্‌গণের দর্শন পাবেন এই ভেবে লাঙ্গুল কম্পিত ক'রে উচ্চ নিনাদ করতে লাগলেন। বানরগণ তাঁকে দেখবার জন্য পূর্ব থেকেই সমুদ্রের উত্তরতীরে অপেক্ষা করছিল, এখন তারা মেঘধ্বনির ন্যায় হনুমানের গর্জন শুনতে পেলে। জাম্ববান বললেন, হনুমান সর্বাংশে কৃতাকার্য হয়ে ফিরে আসছেন তাতে সংশয় নেই, নতুবা এপ্রকার নিনাদ করতেন না। তখন বানরগণ মহা-নন্দে লম্ফ দিয়ে বৃক্ষের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় এবং পর্বতের এক শৃঙ্গ থেকে অন্য শৃঙ্গে যেতে লাগল। অনেকে বৃক্ষের উচ্চ শাখায় ব'সে শুভ্র বস্ত্র আন্দোলিত করলে।

তমভ্রঘনসংকাশমাপতন্তং মহাকপিম্।
দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥
ততস্তু বেগবান্ ধীরো গিরের্গিরিনিভঃ কপিঃ
নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে॥
হর্ষেণাপূর্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্বতনির্ঝরে।
ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ॥ (৫৭।২৮-৩০)

— নিবিড় মেঘবর্ণ হনুমান নামছেন দেখে বানরগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে রইল। তখন সেই বেগবান পর্বতাকার বীর এক পর্বত(১) থেকে যাত্রা ক'রে বৃক্ষসমাকীর্ণ অপর পর্বতের(২) শিখরে অবতরণ করলেন। তিনি হর্ষে পূর্ণ হয়ে মহেন্দ্র পর্বতের রমণীয় নির্ঝরপ্রদেশে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় আকাশ থেকে পতিত হলেন।

---

(১) অরিষ্ট পর্বত। (২) মহেন্দ্র পর্বত।

বানররা মহাহর্ষে হনুমানকে ঘিরে দাঁড়াল এবং নানাবিধ ফলমূল উপহার দিলে। কেউ আনন্দে কিলকিলা রব করতে লাগল, কেউ তাঁর বসবার জন্য বৃক্ষশাখা ভেঙে এনে দিলে। হনুমান তখন জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ গুরুজন এবং অঙ্গদকে প্রণাম করলেন এবং অন্যান্য বানর কর্তৃক পূজিত হলেন। তার পর তিনি অঙ্গদের হাত ধ'রে মহেন্দ্র পর্বতের রমণীয় বনপ্রদেশে উপবিষ্ট হয়ে বললেন, আমি অশোকবনে জনকনন্দিনীকে দেখেছি, ঘোরাকৃতি রাক্ষসীগণ তাঁকে রক্ষা করছে, তিনি উপবাসে কৃশ হয়ে মলিন বেশে মস্তকে জটিল(১) একবেণী(২) ধারণ ক'রে রামদর্শন-লালসায় কাতর হয়ে আছেন।

এই অমৃততুল্য সংবাদ পেয়ে বানরগণ আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। অঙ্গদ বললেন, বানরোত্তম, বলবীর্যে তোমার সমকক্ষ আমাদের মধ্যে কেউ নেই, তুমি এই বিশাল সাগর লঙ্ঘন ক'রে আবার ফিরে এসেছ, তুমি আমাদের জীবনদাতা। তোমার প্রসাদে আমরা কৃতকার্য হয়ে রামের কাছে যেতে পারব। আশ্চর্য তোমার প্রভুভক্তি বীর্য ও ধৈর্য! ভাগ্যবলে তুমি রামপত্নী যশস্বিনী সীতাকে দেখেছ, ভাগ্যবলে রাম সীতাবিরহের শোক থেকে মুক্ত হবেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শোনবার জন্য বানররা উদ্‌গ্রীব ও কৃতাঞ্জলি হয়ে হনুমানের দিকে চেয়ে বিশাল শিলাতলে উপবিষ্ট হ'ল। জাম্ববান প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ক'রে সীতাকে দেখলে? তিনি কেমন আছেন? ক্রূর দশানন তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে? তুমি কোন্‌ উপায়ে তাঁর সন্ধান পেলে? তোমাকে তিনি কি বললেন? আমরা ফিরে গিয়ে রামকে কি জানাব এবং কি গোপন(৩) রাখব তা বল। তোমার বৃত্তান্ত শুনলে আমাদের কর্তব্য স্থির করব।

হনুমান লঙ্কার সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। অবশেষে বললেন, সীতার স্বভাব দেখে আমি বুঝেছি যে রামের উদ্যম আর সুগ্রীবের ব্যস্ততা দুইই সার্থক হবে। সীতার চরিত্র অতি মহৎ,

---

(১) জটা-পড়া। (২) বিরহিণীর লক্ষণ। (৩) কোনও কলঙ্কের কথা।

তিনি ত্রিলোক রক্ষা করতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হ'লে দগ্ধ করতেও পারেন। রাবণের সৌভাগ্য যে সে সীতার গাত্রস্পর্শ ক'রেও বিনষ্ট হয় নি। বলদর্পিত রাবণকে সীতা গ্রাহ্য করেন না, পুলোমদুহিতা শচী যেমন ইন্দ্রের, সীতা সেইরূপ রামের একান্ত অনুরাগিণী, রাম ভিন্ন তাঁর অন্য চিন্তা নেই। তাঁর প্রভাবই রাবণকে ধ্বংস করবে, রাম নিমিত্ত মাত্র হবেন।

১৪। বানরসেনার মধুপান

[সর্গ ৬০—৬২]

অঙ্গদ বললেন, মৈন্দ আর দ্বিবিদ এই দুই অশ্বিপুত্র অত্যন্ত বেগবান ও বলবান এবং ব্রহ্মার বরে সকলের অবধ্য। এঁরা এককালে দেবগণের বিপুল সেনা পরাজিত ক'রে অমৃতপান করেছিলেন। বানরগণ, তোমরা সকলে এখানেই থাক, মৈন্দ আর দ্বিবিদ লঙ্কা ধ্বংস ক'রে আসুন। আমিও একাকী রাবণকে বধ ক'রে লঙ্কা উৎসন্ন করতে পারি, এইসকল বলবান বীরগণ যদি আমার সঙ্গে থাকেন তবে তো কথাই নেই। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেছেন, দেবী জানকীকে দেখেছেন, তথাপি তাঁকে নিয়ে আসেন নি—তোমরা বীরপুরুষ হয়ে এই কথা রামকে কি ক'রে বলবে? এখন চল, আমরা লঙ্কা জয় ক'রে রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসি। হনুমান তো রাক্ষসদের প্রায় নিঃশেষ করেছেন, এখন জানকীকে আনা ছাড়া আর কি করবার আছে? যে-সকল বানর অন্যত্র সীতাকে খুঁজতে গেছে তাদের সঙ্গে নেবার প্রয়োজন নেই।

জাম্ববান বললেন, হে বুদ্ধিমান মহাকপি, তুমি যে বুদ্ধি দিলে তা গ্রহণীয় নয়। দক্ষিণ দিকে সীতার অন্বেষণ করতে হবে—আমরা এই আজ্ঞাই পেয়েছি, রাম বা সুগ্রীব সীতাকে নিয়ে আসতে বলেন নি। যদি আমরা কোনও উপায়ে তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারি তবে তা প্রীতিকর হবে না। নৃপশ্রেষ্ঠ রাম স্বয়ং সীতার উদ্ধার করবেন এই

প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের উচিত নয়। অতএব চল, এখন আমরা রাম-লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের কাছে গিয়ে সমস্ত সংবাদ জানাই।

মহেন্দ্র পর্বত থেকে নেমে বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে যাত্রা করলে। মহাবীর হনুমানকে সসম্মানে তারা যেন চোখে চোখে বহন ক'রে নিয়ে চলল। ক্রমে তারা নন্দনকানন তুল্য রমণীয় মধুবন নামক এক কাননে উপস্থিত হ'ল। এই বন সুগ্রীবের অধিকৃত এবং তাঁর মাতুল মহাবীর দধিমুখ কর্তৃক রক্ষিত। বানরগণ সেখানে গিয়ে কুমার অঙ্গদের কাছে মধুপানের অনুমতি প্রার্থনা করলে। জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের মত নিয়ে অঙ্গদ মধুপানের আজ্ঞা দিলেন। তখন বানরগণ হৃষ্টচিত্তে মধুপান এবং সুগন্ধ ফলমূল ভক্ষণ করতে লাগল। তারা মধুপানে (১) উন্মত্ত হয়ে

মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি॥
তুদন্তমন্যঃ প্রতুদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ॥ (৬১।১৮-১৯)

— কেউ মহাবেগে ভূতল থেকে লম্ফ দিয়ে উচ্চ বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঠল। কেউ গান করছে দেখে অন্য কেউ হাসতে হাসতে তার কাছে গেল। একজন কাঁদছে দেখে আর একজন কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে উপস্থিত হ'ল। একজন খোঁচা দিচ্ছিল, আর একজন তাকে পালটা খোঁচা দিতে লাগল।

---

(১) 'মধু'র এক অর্থ মিষ্ট মদ্য। সম্ভবত এই বনে মধু থেকে মদ্য (মাধ্বী বা মধুমাধ্বী) প্রস্তুত হ'ত, বানররা তাই খেয়ে মত্ত হয়েছিল।

বানরসৈন্যগণ এইরূপে অস্থির হয়ে উঠল। এমন কেউ রইল না যে মত্ত আর দৃপ্ত(১) নয়।

মধুবন নষ্ট হচ্ছে দেখে তার রক্ষক বৃদ্ধ দধিমুখ ক্রুদ্ধ হয়ে নিবারণ করতে এলেন, কিন্তু বানররা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তখন তিনি কাকেও কটুবাক্য বললেন, কাকেও দুর্বল দেখে চপেটাঘাত করলেন, কারও সঙ্গে কলহ করতে লাগলেন, কাকেও বা মৃদু বাক্যে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। বানররা নির্ভয়ে দধিমুখকে নখ দন্ত হস্ত পদ দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

হনুমান বানরদের বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মধুপান কর, তোমাদের যাতে বাধা না হয় তা আমি দেখব। অঙ্গদ বললেন, হনুমান কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছেন, ইনি যা করতে বলবেন তা অকার্য হলেও আমাকে করতে হবে, মধুপান তো সামান্য কথা। অঙ্গদের কথা শুনে বানররা 'সাধু সাধু' ব'লে নদীবেগের ন্যায় মধুবনে ধাবমান হ'ল এবং বলপ্রয়োগে বনরক্ষকদের অভিভূত ক'রে মধুপান ও ফলভক্ষণ করতে লাগল। তারা উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে প্রহার করতে লাগল, কেউ পর্ণ-শয্যা ক'রে শুয়ে পড়ল, কেউ পদস্খলিত হয়ে পড়ে গেল, কেউ পাখি ডাকতে লাগল। বনরক্ষকগণ নির্যাতিত হয়ে দধিমুখকে বললে,

হনুমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।
বয়ং চ জানুভির্ঘৃষ্টা দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ॥ (৬২।১৭)

— হনুমানের আদেশ পেয়ে বানরগণ মধুবন সবলে নষ্ট করেছে, জানু ঘর্ষণ ক'রে আমাদের দেবমার্গ (২) দেখিয়েছে।

দধিমুখ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে এক বৃহৎ বৃক্ষ নিয়ে বানরদের মারতে এলেন, বানররাও শিলা আর বৃক্ষ নিয়ে অগ্রসর হ'ল। অঙ্গদ

---

(১) উদ্ধত।

(২) পায়ুদ্বার। 'তিলক' টীকাকারের ব্যাখ্যা — পা ধ'রে ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত করেছে, অথবা মতান্তরে কান ধ'রে ঊর্ধ্বে তুলেছে। জানুঘর্ষণ ক'রে দেবমার্গ দেখানো — এর প্রকৃত অর্থ বোধ হয় দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে হাঁটু গাড়িয়ে উবুড় করা।

ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই আর্য (১) দধিমুখ মদগর্বিত, আমাদের প্রতি এঁর স্নেহ নেই। এই ব'লে তিনি দধিমুখকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করলেন। শোণিতাক্ত ও ভগ্নাঙ্গ হয়ে দধিমুখ কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে প'ড়ে রইলেন, তারপর বানরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ভৃত্যদের বললেন, চল, আমরা সুগ্রীবের কাছে গিয়ে অঙ্গদের দুষ্কার্য জানাই। তিনি অতি ক্রোধী, তাঁর পিতৃপিতামহক্রমে লব্ধ দেবদুর্লভ মধুবন নষ্ট হয়েছে শুনলে নিশ্চয় এই বানরদের বধ করবেন। এই কথা ব'লে তিনি অনুচরদের নিয়ে আকাশমার্গে যাত্রা করলেন, এবং যেখানে সুগ্রীব ও রাম-লক্ষ্মণ ছিলেন সেখানে সত্বর উপস্থিত হলেন।

১৫। হনুমানের বার্তা

[সর্গ ৬৩—৬৮]

দধিমুখ সুগ্রীবের কাছে গিয়ে ভূমিতে মাথা রেখে পতিত হলেন। সুগ্রীব ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওঠ ওঠ, আমার পায়ে পড়ছ কেন, অভয় দিচ্ছি, সত্য কথা বল। মধুবনের মঙ্গল তো?

দধিমুখ বললেন, মহারাজ, তুমি বা বালী কখনও বানরদের মধুবনে যেতে দাও নি, কিন্তু এখন তারা সেখানে পানভোজন আর উপদ্রব ক'রে বন নষ্ট করেছে। আমার নিষেধ তারা গ্রাহ্য করে নি, ভ্রূকুটি দেখিয়ে আমাদের প্রহার করেছে।

লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বনরক্ষক বানর কেন এখানে এসেছেন, ইনি দুঃখিতমনে তোমাকে কি বলছেন? সুগ্রীব বললেন, দধিমুখ বলছেন যে অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরগণ মধুবনে এসে মধুপান করেছে। তারা বনরক্ষকগণকে নির্যাতিত করেছে, দধিমুখকেও নিষ্কৃতি দেয় নি। যারা অকৃতকার্য হয় তারা এমন অসংযত আচরণ করে না। নিশ্চয় হনুমান দেবী জানকীর দর্শন পেয়ে ফিরে এসেছেন। জাম্ববান আর অঙ্গদ যেখানে নেতা, হনুমান যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে অন্য কিছু

(১) গুরুজন, অঙ্গদের পিতামহীর ভ্রাতা।

হ'তে পারে না। সীতার দেখা না পাওয়া গেলে বানররা কখনও ওই দেবদত্ত মধুবনে উপদ্রব করত না।

সুগ্রীবের কথায় রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় হৃষ্ট হলেন। দধিমুখকে সুগ্রীব বললেন, বানররা কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসে মধুবনে পানভোজন আর উপদ্রব করেছে তাতে আমি প্রীত হয়েছি। তুমি শীঘ্র ফিরে গিয়ে মধুবন রক্ষা কর এবং হনুমানপ্রমুখ সমস্ত বানরকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

দধিমুখ প্রীত হয়ে রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন ক'রে অনুচরসহ অতি শীঘ্র মধুবনে ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, বানরদের মত্ততা আর উদ্ধতভাব দূর হয়েছে, তাদের মূত্রের সংগে মধুজল নির্গত হচ্ছে। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে অংগদকে বললেন, সৌম্য, অজ্ঞানবশে আমরা তোমাদের বাধা দিয়েছিলাম, রোষ ত্যাগ কর। তুমি যুবরাজ, এই বনের ঈশ্বর, শ্রান্ত হয়ে দূর থেকে এসেছ, স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবকে সকল সংবাদ দিয়েছি, তিনি রুষ্ট না হয়ে হৃষ্টই হয়েছেন এবং শীঘ্র তোমাদের পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

অংগদ বললেন, যূথপতিগণ, দধিমুখের হর্ষ দেখে বোধ হচ্ছে রাম আমাদের কথা শুনেছেন। আমরা এখানে অনেক অত্যাচার করেছি, এখন সুগ্রীবের কাছে যাওয়াই উচিত মনে করি। তোমরা যা বলবে আমি তাই করব, যুবরাজ হ'লেও আমি তোমাদের আজ্ঞা দিতে পারি না। বানরপ্রধানগণ উত্তর দিলেন, যুবরাজ, প্রভু হয়ে তোমার ন্যায় বিনীত কথা কে বলতে পারে? আমরাও সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি।

অংগদ আর হনুমানকে পুরোবর্তী ক'রে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় মহাবেগে বানরগণ আকাশপথে যাত্রা করলে। তাদের গর্জন শুনতে পেয়ে সুগ্রীব রামকে বললেন, সৌম্য, আশ্বস্ত হও, এরা দেবীকে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই, নয়তো নির্ধারিত সময় অতিক্রম ক'রে এখানে আসতে সাহস করত না। আমি যুবরাজ অংগদের হর্ষধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, বিফলমনোরথ হ'লে ইনি আমার কাছে ফিরে আসতেন না। আমার

বিশ্বাস হনুমানই এই কার্য সাধন করেছেন, তাঁর তুল্য উদ্যমশীল ও বিশ্বান আর কেউ নেই।

বানরদের কিলকিলা রব ক্রমশ শোনা গেল। সুগ্রীব হৃষ্ট হয়ে তাঁর লাঙ্গুল প্রসারিত ক'রে দিলেন। অঙ্গদ আর হনুমানকে অগ্রবর্তী ক'রে বানরবীরগণ রাম ও সুগ্রীবের নিকটে এসে প্রণাম করলেন। 'দেবীকে দেখেছি, তিনি অক্ষত দেহে ব্রতাচরণ করছেন'——হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শুনে রাম-লক্ষ্মণ পরম প্রীতিলাভ করলেন।

অনন্তর সকলে প্রস্রবণ গিরিতে গেলেন। সীতা যে কাঞ্চনাবন্ধ দীপ্যমান দিব্য মণি অভিজ্ঞান স্বরূপ দিয়েছিলেন তা রামকে দিয়ে হনুমান লঙ্কার সমস্ত ঘটনা ও সীতার বার্তা আনুপূর্বিক বিবৃত করলেন। সেই মণি বক্ষে ধারণ ক'রে রাম সরোদনে বললেন, বৎস দেখলে ধেনু যেমন স্নেহার্দ্র হয়, এই মণি দেখে আমার হৃদয় সেইরূপ হয়েছে। রাজর্ষি জনক যজ্ঞকালে ইন্দ্রের নিকট এই জলসম্ভূত দেবগণের আদৃত মণি পেয়েছিলেন। আমার শ্বশুর বিবাহকালে শিরোভূষণরূপে বৈদেহীকে এটি দেন। এই মণি দেখে আমার পিতা ও রাজর্ষি জনককে মনে পড়ছে এবং বোধ হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ জানকীকেই পেয়েছি।

সীতার কথা রাম বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং হনুমানও সবিস্তারে বিবৃত করলেন। পরিশেষে হনুমান বললেন, দেবী জানকী বলেছেন, রাম যেন শীঘ্র তাঁর সমস্ত সৈন্যসহ লঙ্কায় এসে রাবণকে যুদ্ধে বধ করেন এবং আমাকে উদ্ধার ক'রে স্বভবনে নিয়ে যান। এই কর্মই তাঁর অনুরূপ হবে। আমিও তাঁকে এই আশ্বাস দিয়েছি—দেবী, শোক ত্যাগ কর, তুমি শীঘ্রই অরিন্দম রাম ও ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে লঙ্কার দ্বারে দেখতে পাবে, তাঁদের সঙ্গে সিংহ-শার্দূলের ন্যায় বিক্রান্ত তীক্ষ্ণনখদংষ্ট্রাধর বানরসৈন্যও দেখবে, তুমি অচিরে লঙ্কার গিরিশিখরে যূথপতিগণের গর্জন শুনতে পাবে। বনবাস থেকে তোমার সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাম অভিষিক্ত হবেন—এও তুমি শীঘ্র দেখবে। আমার এই আশ্বাসবাক্য শুনে শোকার্তা সীতা শান্তিলাভ করেছেন।

যুদ্ধকাণ্ড

১। যুদ্ধযাত্রা

[সর্গ ১—৫]

হনুমানের বার্তা শুনে রাম অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন, পৃথিবীতে অন্য লোকে যে কার্য মনে মনেও করতে পারে না হনুমান তা সম্পন্ন করেছেন। গরুড় বায়ু ও হনুমান ভিন্ন আর কাকেও দেখি না যিনি মহাসাগর পার হ'তে পারেন। দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব যেখানে যেতে পারেন না সেই রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ ক'রে কে জীবন্ত ফিরে আসতে পারে? হনুমান তাঁর বলবিক্রম প্রয়োগ ক'রে যে মহৎ কার্য করেছেন তা সুগ্রীবের ভৃত্যেরই যোগ্য। দুষ্কর কর্ম সম্পাদন ক'রে যে ভৃত্য প্রভুর প্রীতিকর অতিরিক্ত কোনও কর্ম করে তাকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। যে কেবল আদিষ্ট কর্ম করে কিন্তু শক্তি থাকলেও অতিরিক্ত কিছু করে না সে মধ্যম। আর, আদিষ্ট কর্মও যে মন দিয়ে করে না সে অধম। হনুমান তাঁর কর্তব্য পালন ক'রে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে সুগ্রীবকে তুষ্ট করেছেন, বৈদেহীর সমাচার এনে আমাদেরও প্রাণরক্ষা করেছেন। আমার দুঃখ এই যে এ'কে প্রীতি জানাবার আমার কোনও ক্ষমতা নেই, কেবল আলিঙ্গনই আমার সর্বস্ব। এই ব'লে রাম রোমাঞ্চিতদেহে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। তার পর তিনি বললেন, সীতার অন্বেষণ সফল হয়েছে, কিন্তু এই দুষ্পার সমুদ্রের দক্ষিণ পারে বানরসৈন্যগণ কোন্ উপায়ে যাবে?

রামকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে সুগ্রীব বললেন, বীর, তুমি সামান্য লোকের ন্যায় ব্যাকুল হচ্ছ কেন? আমরা এই নক্রসমাকুল সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে লঙ্কায় গিয়ে তোমার শত্রু বধ করব। এইসকল যূথপতি বানর তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছে।

এখন সমুদ্রে সেতুবন্ধন ক'রে যাতে আমরা লঙ্কায় গিয়ে পাপকর্মা রাবণকে বধ করতে পারি তার উপায় স্থির কর। তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, আমার তুল্য সচিবগণ তোমার সহায়, তুমি ধনু ধারণ করলে ত্রিলোকের কেউ যুদ্ধে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না।—

> তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে।
> নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি॥ (২।১৯)

—অতএব, ভূপতি, তুমি শোক ত্যাগ ক'রে ক্রোধ আশ্রয় কর। শান্তপ্রকৃতি ক্ষত্রিয়রা অকর্মণ্য হয়, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকেই সকলে ভয় করে।

সুগ্রীবের যুক্তিসংগত বাক্য স্বীকার ক'রে রাম হনুমানকে বললেন, তপোবলে বা সেতুবন্ধনে বা সাগর শুষ্ক ক'রে আমি পরপারে যেতে পারব। এখন আমি জানতে চাই—লঙ্কার দুর্গ কতগুলি, সৈন্যদলের পরিমাণ কি, পুরদ্বার দুষ্প্রবেশ্য কিনা, রক্ষার ব্যবস্থা কি আছে, রাক্ষসদের ভবন কিপ্রকার।

হনুমান বললেন, লংকাপুরী হস্তী ও রথে পরিপূর্ণ, তার কপাট-সকল দৃঢ়বদ্ধ এবং বৃহৎ অর্গল যুক্ত। চারটি বিশাল প্রবেশদ্বারে শর ও উপল ক্ষেপণের যন্ত্রসকল নিবেশিত আছে, তার আঘাতে শত্রুসৈন্য আসবামাত্র নিবারিত হয়। শত শত ভীষণ লৌহময় শতঘ্নী(১)ও সজ্জিত আছে। লংকার চতুর্দিকে মণিমুক্তামণ্ডিত স্বর্ণময় দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর, তার বাইরে অগাধ হিমজলময় কুম্ভীরাদিপূর্ণ ভীষণ পরিখা। প্রত্যেক দ্বারে যন্ত্রযুক্ত বিস্তৃত সেতু আছে, শত্রুসৈন্য তার উপরে এলে যন্ত্রবলে পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয়। একটি সেতু অতি বৃহৎ, সুদৃঢ় এবং কাঞ্চনময় স্তম্ভ ও বেদিকায় শোভিত। রাবণ যুদ্ধপ্রিয় কিন্তু ধীর-প্রকৃতি, তিনি স্বয়ং অবহিত হয়ে তাঁর সৈন্য পরিদর্শন ক'রে থাকেন। লংকাপুরী অতি দুর্গম গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে নদীদুর্গ পর্বতদুর্গ এবং আরও চতুর্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। এই পুরী দুষ্পার

---

(১) লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

সমুদ্রের দূরপারে অবস্থিত, নৌকাযোগে সেখানে যাবার পথ নেই, তার চতুর্দিক অজ্ঞাত। অসংখ্য সশস্ত্র রাক্ষস চতুরঙ্গিণী সেনা সহ লঙ্কার চতুর্দ্বার রক্ষা করছে। শতসহস্র রথারোহী ও অশ্বারোহী পুরীর মধ্যবর্তী শিবিরে সমবেত আছে। আমি দ্বারের সেতুসকল ভগ্ন ক'রে পরিখা পূর্ণ করেছি, লঙ্কা দগ্ধ করেছি, প্রাকার ভূমিসাৎ করেছি। এখন যেকোনও উপায়ে সাগর পার হয়ে সেখানে গেলেই আমাদের জয় হবে।

রাম বললেন, আজ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র, কাল হস্তার সঙ্গে চন্দ্রের যোগ হবে। সুগ্রীব, এই শুভক্ষণেই আমরা সসৈন্যে যাত্রা করব। সেনাপতি নীল, তুমি পথ পরীক্ষার জন্য শতসহস্র দ্রুতগামী বানরসৈন্য নিয়ে আগে আগে যাও। যেখানে প্রচুর ফলমূল শীতল জল ও মধু পাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে তুমি সৈন্য নিয়ে চল। সতর্ক হয়ে যেয়ো, যেন রাক্ষসরা ফলমূল বা জল বিষদুষ্ট না করে। বানররা দুর্গম বনে গিয়ে গুপ্ত শত্রুসৈন্য অনুসন্ধান করুক। যারা দুর্বল তারা এখানেই থাকুক। মহাবল গজ গবয় ও গবাক্ষ অগ্রভাগে যান, ঋষভ ও গন্ধমাদন দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। সৈন্যদলের মধ্যভাগে আমি হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে যাব। জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন।

তখন সুগ্রীবের আদেশে বিপুল বানরবাহিনী মহা উৎসাহে যাত্রা আরম্ভ করলে। রাম-লক্ষ্মণ যেতে যেতে নানাবিধ শুভলক্ষণ দেখতে পেলেন। রামের শাসনে সৈন্যগণ নগর ও জনপদ বর্জন ক'রে চলল। ক্রমে তাঁরা সহ্য ও মলয় পর্বত অতিক্রম ক'রে মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ ক'রে সমুদ্র দেখতে পেলেন। পর্বত থেকে অবতরণ করে বেলাবনে (১) এসে রাম সুগ্রীবকে বললেন, আমরা সমুদ্রের তীরে এসেছি, এইখানেই সেনাসন্নিবেশ কর, নিজ নিজ দল ছেড়ে কেউ যেন অন্যত্র না যায়। রামের আদেশ অনুসারে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বৃক্ষসমাকীর্ণ সাগরতীরে সেনা-নিবেশ স্থাপন করলেন।

---

(১) সমুদ্রতীরবর্তী বন, যেমন সুন্দরবন।

বানরসৈন্যের পদশব্দে সাগরের তরঙ্গধ্বনি অন্তর্হিত হ'ল। তারা বিস্মিত হয়ে মহার্ণব দেখতে লাগল—

হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ॥
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্। (৪।১১০-১১১)
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ।
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ॥ (৪।১১৩)
সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরং চাম্বরং চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত॥ (৪।১১৫)
অন্যোন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিস্বনাঃ।
ঊর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য ইবাম্বরে॥ (৪।১১৮)

— ফেনপুঞ্জে যেন হাসছে, তরঙ্গভঙ্গে যেন নৃত্য করছে। চন্দ্রোদয়ে সাগর স্ফীত হয়েছে, তার উপর অসংখ্য চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মকর-সর্পাদি-সমাকুল বায়ুচালিত জলরাশি যেন সহর্ষে উত্থিত ও নিপাতিত হচ্ছে। সাগর অম্বরের তুল্য এবং অম্বর সাগরের তুল্য, সাগর ও অম্বরে ভেদ দেখা যাচ্ছে না। ঊর্মিমালার পরস্পর সংঘর্ষে নিরন্তর শব্দ হচ্ছে, আকাশে যেন ভীমরবে মহাভেরী বাজছে।

২। রাবণের মন্ত্রণা

[সর্গ ৬—১৩]

হনুমান লঙ্কায় যে ভয়াবহ কাণ্ড করেছিলেন তাতে লজ্জিত হয়ে রাবণ কিঞ্চিৎ অবনতমুখে রাক্ষসদের বললেন, একটা বানর এখানে এসে পুরী নষ্ট করেছে, সীতার সঙ্গে দেখা করেছে, বহু রাক্ষস বধ করেছে। এখন কি কর্তব্য তা স্থির কর। যে মন্ত্রণায় সকলে একমত হয় তাই সর্বোত্তম। যাতে প্রথমে মতভেদ হয় কিন্তু শেষে মতৈক্য হয় তা মধ্যম। আর, যদি সকলেই পৃথক বুদ্ধিতে চলেন তবে পরিশেষে মতৈক্য হ'লেও তা শ্রেয়স্কর হয় না, এমন মন্ত্রণা অধম গণ্য হয়। রাম অসংখ্য বানর-সৈন্য নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করতে আসছে, তার প্রতিবিধানের জন্য যা কর্তব্য তা তোমরা সকলে একমত হয়ে স্থির কর।

নীতিজ্ঞানশূন্য অজ্ঞ রাক্ষসগণ বিপক্ষের শক্তি না বুঝে রাবণকে বললে, মহারাজ, আপনার অস্ত্রসম্ভার আর সৈন্যবল প্রচুর আছে, বিষণ্ণ হচ্ছেন কেন? আপনি ভোগবতীতে(১) গিয়ে নাগগণকে নির্জিত করেছেন, কৈলাসশিখরবাসী কুবেরকে পরাস্ত ক'রে তাঁর পুষ্পক রথ নিয়ে এসেছেন, দানবরাজ ময় ভয় পেয়ে নিজ দুহিতা মন্দোদরীকে সম্প্রদান ক'রে আপনার সংগে সন্ধি করেছেন, বরুণের পুত্রগণও আপনার নিকট পরাস্ত হয়েছেন। আপনি যমলোকে জয়লাভ ক'রে মৃত্যু রোধ করেছেন, ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী বহু ক্ষত্রিয় বীরকে যুদ্ধে বধ করেছেন। আপনার শ্রমস্বীকারে প্রয়োজন কি, ইন্দ্রজিৎ একাই বানরদের বধ করবেন। তিনি যজ্ঞ ক'রে মহেশ্বরের নিকট পরম দুর্লভ বর লাভ করেছেন, আপনি তাঁকেই যুদ্ধে নিয়োগ করুন।

নীলমেঘবর্ণ সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেব দানব গন্ধর্ব পিশাচ নাগ সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পারি, রাম-লক্ষ্মণ তো তুচ্ছ। আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে মত্ত হয়ে ছিলাম, সেই সুযোগে হনুমান আমাদের বঞ্চনা করতে পেরেছে। আমি জীবিত থাকতে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরবে না। আপনি আজ্ঞা দিন, আমি এই শৈলকানন-পূর্ণ সাগরবেষ্টিত ভূমি বানরশূন্য করব।

তার পর দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, কুম্ভকর্ণপুত্র নিকুম্ভ, মহাকায় বজ্রহনু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ আস্ফালন ক'রে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমান সমেত সমস্ত বানরসৈন্য ধ্বংস করব।

এইসকল উৎসাহী রাক্ষসগণকে থামিয়ে এবং বসিয়ে দিয়ে বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আর্য, সাম-দান-ভেদ এই তিন উপায়ে যা পাওয়া যায় না তার জন্যই বলপ্রয়োগ বিধেয়। যে শত্রু অসাবধান, অন্য কর্তৃক আক্রান্ত বা দৈববশে বিপন্ন, অবস্থা বুঝে তাকেই আক্রমণ করতে হয়। কিন্তু রাম এপ্রকার নন, কোন্ সাহসে তাঁর সংগে যুদ্ধ করবে? কে

(১) পাতালস্থ নাগপুরী।

আগে ভেবেছিল যে সাগর লঙ্ঘন ক'রে হনুমান এখানে আসবে? যে শত্রুর বলবীর্যের পরিমাণ করা যায় না তাকে অবজ্ঞা করা কদাপি উচিত নয়। রাক্ষসরাজের কি অপকার রাম করেছিলেন যার জন্য তাঁর ভার্যাকে অপহরণ করা হয়েছে? খর নিজের অধিকার লঙ্ঘন করেছিল তাই রাম তাকে মেরেছেন, কারণ সকলেরই যথাশক্তি আত্মরক্ষা কর্তব্য। বৈদেহীকে হরণের ফলে আমাদের মহা বিপদ হবে, তাঁকে মুক্তি দেওয়াই উচিত। মহারাজ, রামের সঙ্গে অনর্থক শত্রুতা ক'রো না, আমি ভ্রাতৃস্নেহবশে অনুরোধ করছি, রামের পত্নীকে ফিরিয়ে দাও, নতুবা সমস্ত রাক্ষস সমেত লঙ্কাপুরী ধ্বংস হবে। তুমি প্রসন্ন হও, ক্রোধ ত্যাগ কর, ধর্ম আশ্রয় কর।

রাবণ সভা ভঙ্গ ক'রে স্বভবনে চ'লে গেলেন। পরদিন প্রত্যূষে বিভীষণ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন ক'রে বললেন, বৈদেহী এখানে আসবার পর থেকেই নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হচ্ছে। হোমের অগ্নি ভাল ক'রে জ্বলে না, ধূমে আর স্ফুলিঙ্গ হয়, পাকশালা হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপ এবং হব্য দ্রব্যে পিপীলিকা দেখা যাচ্ছে। ধেনুর দুগ্ধ হয় না, হস্তীর মদস্রাব নেই, অশ্ব কাতরকণ্ঠে হ্রেষারব করছে, উষ্ট্র অশ্বতর প্রভৃতি অশ্রুপাত করছে, দলবদ্ধ বায়সগণ কর্কশকণ্ঠে ডাকছে, গৃহের উপর গৃধ্র ব'সে আছে, শৃগালের রব শোনা যাচ্ছে। এই বিপদ শান্তির জন্য সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ কর। মহারাজ, যদি আমি লোভ বা মোহবশে কিছু ব'লে থাকি তবে দোষ নিও না। মন্ত্রীদের কেউ তোমাকে উচিত মন্ত্রণা দেয় নি, কিন্তু আমি যেমন দেখেছি আর শুনেছি তা অবশ্যই বলব। যা ন্যায়সম্মত ও হিতকর তাই তুমি কর।

রাবণ সরোষে উত্তর দিলেন, আমি ভয়ের কোনও কারণ দেখছি না। রাম কখনই সীতাকে ফিরে পাবে না, সে যদি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও সঙ্গে নিয়ে আসে তথাপি যুদ্ধে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না।

সীতার চিন্তায়, আত্মীয়স্বজনের নিকট সম্মানের হানি হওয়ায় এবং নিজ পাপকর্মের গ্লানিতে রাবণ ক্লিষ্ট হ'তে লাগলেন। তিনি

রথারোহণে রাজসভায় এসে দূতদের আজ্ঞা দিলেন, শীঘ্র রাক্ষসগণকে এখানে ডেকে আন, যুদ্ধসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম আছে। রাজার আদেশ পেয়ে পারিষদবর্গ অবিলম্বে রাজসভায় উপস্থিত হলেন, বিভীষণও এলেন। তখন রাবণ প্রহস্তকে বললেন, তোমার অধীন যে সুশিক্ষিত চতুরঙ্গ বল আছে তাদের নগররক্ষায় নিযুক্ত কর। তার পর তিনি সুহৃদ্‌গণকে বললেন, সংকটকাল উপস্থিত হ'লে প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, হিত অহিত সমস্তই তোমাদের জানা কর্তব্য। তোমরা মন্ত্রণা ক'রে যে কার্য আরম্ভ কর তা কখনও বিফল হয় না, তোমাদের যত্নেই আমি সমৃদ্ধি লাভ করেছি। এখন আমি তোমাদের সকলের সাহায্য চাচ্ছি। মহাবল কুম্ভকর্ণ ছ মাস সুপ্ত ছিলেন সেজন্য তাঁকে কিছু জানাই নি, এখন তিনি জাগরিত হয়েছেন। আমি দণ্ডকারণ্য থেকে রামের প্রিয়া মহিষীকে হরণ ক'রে এনেছি, কিন্তু সেই অলসগামিনী আমার শয্যায় আসতে চান না। তাঁর তুল্য রূপবতী আমি ত্রিলোকে দেখি নি, তাঁর জন্য আমি অনঙ্গতাপে পীড়িত হয়ে আছি। তিনি রামের প্রতীক্ষায় এক বৎসর সময় চেয়েছেন, আমিও তাতে সম্মতি দিয়েছি। রাম তার বানরসেনা নিয়ে কি ক'রে সাগর পার হয়ে আসবে? কিন্তু কার্যের গতি বোঝা দুঃসাধ্য, একটা মাত্র বানর এখানে এসে আমাদের মহা ক্ষতি ক'রে গেছে। মানুষ থেকে আমাদের কোনও ভয় নেই, তথাপি তোমরা বিচার ক'রে কর্তব্য স্থির কর। এমন মন্ত্রণা কর যাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং দশরথের দুই পুত্রও নিহত হয়।

কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি যখন একবার দেখেই মোহিত হয়ে সীতাকে রামের কাছ থেকে হরণ করেছ তখন আর বিচার ক'রে লাভ কি। মহারাজ, তুমি যা করেছ, তা তোমার অযোগ্য। যদি পূর্বে আমাদের জানাতে তবে আমরা এর প্রতিবিধান করতাম। যে রাজা মন্ত্রণাদ্বারা কর্তব্য নির্ণয় ক'রে ন্যায়সংগত কার্য করেন তাঁকে অনুতাপ করতে হয় না। তুমি পরিণাম না ভেবে এই অন্যায় কার্য করেছ, বিষমিশ্রিত মাংসের ন্যায় রাম যে এখনও তোমাকে বিনষ্ট করেন নি তা

তোমার ভাগ্য। যাই হ'ক, তুমি যে দুষ্কর কর্ম আরম্ভ করেছ তার সম্পাদনে আমি সহায় হব, তোমার শত্রু সংহার করব। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম প্রথম শরের পর দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করবার পূর্বেই আমি তার রুধির পান করব। রাম-লক্ষ্মণকে বধ ক'রে সমস্ত বানর-যূথ-পতিদের খেয়ে ফেলব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, মদ্যপান কর, আমি রামকে যমালয়ে পাঠালেই সীতা তোমার বশে আসবে।

মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ ক'রেও যে মধুপান করে না সে মূর্খ। মহারাজ, আপনিই সকলের প্রভু, আপনার আবার প্রভু কে? আপনি শত্রুর মাথায় পা দিয়ে বৈদেহীকে ভোগ করুন, কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন ক'রে সীতাকে বার বার সবলে আক্রমণ করুন। আপনার কামনা পূর্ণ হ'লে আর কিসের ভয়, যাই ঘটুক অনায়াসে তার প্রতিবিধান করতে পারবেন। কুম্ভকর্ণ আর ইন্দ্রজিৎ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও নিবারণ করতে সমর্থ। সাম দান ভেদ এই তিন উপায় বর্জন ক'রে দণ্ডকেই আমরা শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করি।

মহাপার্শ্বের প্রশংসা ক'রে রাবণ বললেন, একটি পূর্বকথা বলছি শোন। পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা আকাশমার্গে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল। আমি তাকে সবলে ধ'রে বিবসনা করি। তখন সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন — আজ থেকে তুমি যদি বলপূর্বক অন্য নারীর সংগম কর তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। এই কারণে আমি সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে পারছি না। রাম আমার পরাক্রম জানে না তাই এখানে আসছে, ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যে সিংহ গিরিগুহায় শুয়ে আছে তাকে সে জাগাতে ইচ্ছা করছে।

৩। বিভীষণের রাবণকে শমন

[সর্গ ১৪—১৯]

বিভীষণ রাবণকে বললেন, সীতা তীক্ষ্ণবিষধরী ভুজঙ্গী, তাকে তুমি কেন কাছে রেখেছ? রাম লঙ্কা আক্রমণ করবার পূর্বেই সীতাকে

প্রত্যর্পণ কর। কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ বা অন্য কোনও রাক্ষসবীর যুদ্ধে রাঘবের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। তুমি যদি সবিতা বা মরুদ্‌গণের শরণাপন্ন হও, ইন্দ্র বা যমের ক্রোড়ে আশ্রয় নাও, আকাশে বা পাতালে প্রবিষ্ট হও, তথাপি রামের কাছে নিস্তার পাবে না।

প্রহস্ত বিভীষণকে বললেন, আমরা দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব উরগ কাকেও ভয় করি না, রামকেই বা ভয় করব কেন? বিভীষণ উত্তর দিলেন, অধার্মিকের যেমন স্বর্গলাভ হয় না সেইরূপ তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে না। রামকে বধ করা তোমার বা আমার বা অন্য কোনও রাক্ষসের সাধ্য নয়। প্রহস্ত, রামের তীক্ষ্ণ বাণ এখনও তোমার শরীর ভেদ করে নি তাই তুমি গর্বিত কথা বলছ। এই রাক্ষসরাজ কামব্যসনে অভিভূত, ইনি উগ্রপ্রকৃতি অবিবেচক। তোমরা এঁর মিত্ররূপী শত্রু, রাক্ষসকুলের নাশের নিমিত্ত তোমরা এঁর মতে মত দিচ্ছ। ভীমপরাক্রম সহস্রশীর্ষ নাগ এঁকে বেষ্টন করেছে, ইনি রাঘবসাগরে নিমজ্জমান, তোমরা এঁর কেশগ্রহণ ক'রে উদ্ধার কর। রাক্ষসরাজ এবং সুহৃদ্‌গণের হিতের জন্য আমি স্পষ্ট ক'রে বলছি—রামের হস্তে সীতাকে অর্পণ কর। যিনি স্বপক্ষ আর বিপক্ষের বলাবল ও ক্ষতিবৃদ্ধি বিচার ক'রে প্রভুকে উপদেশ দেন তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।

বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান বিভীষণের উপদেশ শুনে ইন্দ্রজিৎ বললেন, কনিষ্ঠ তাত, আপনি অত্যন্ত ভীত ব্যক্তির ন্যায় কি অর্থহীন বাক্য বলছেন? এই রাক্ষসকুলে যে জন্মগ্রহণ করে নি সেও এমন কথা বলবে না। আমাদের কুলে কেবল আপনারই বল বীর্য ধৈর্য আর তেজ নেই। রাম-লক্ষ্মণকে যেকোনও রাক্ষস বধ করতে পারে, আপনি আমাদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন। আমি ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছি, ঐরাবতের দন্ত উৎপাটিত করেছি, সেই দুই সামান্য রাজপুত্রকে ভয় করব কেন?

বিভীষণ উত্তর দিলেন, বৎস, তুমি অপক্কবুদ্ধি বালক তাই আত্মনাশকর অর্থহীন প্রলাপ বকছ। তুমি কেবল নামেই রাবণের পুত্র তাই তাঁর বিপদের কথা শুনেও তাঁকে নিবারণ করছ না। তুমি দুর্বুদ্ধি হঠকারী

বালক, যে তোমাকে এই মন্ত্রণাসভায় এনেছে সে আর তুমি উভয়েই নিহত হবে।

রাবণ পরুষবাক্যে বললেন, শত্রু আর ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গেও বাস করা ভাল, কিন্তু শত্রুর পক্ষপাতী মিত্রনামধারীর সঙ্গে বাস করা উচিত নয়। জ্ঞাতির স্বভাব আমার জানা আছে, এক জ্ঞাতি অপর জ্ঞাতির বিপদে হৃষ্ট হয়, বংশের যে প্রধান এবং সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তার অপমান ও পরাভবের চেষ্টা করে। পাশধারী মানুষদের দেখে পদ্মবনের হস্তীরা কি বলেছিল শোন—

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥ (১৬।৭)

— অগ্নি অস্ত্রশস্ত্র বা পাশ আমাদের পক্ষে ভয়ংকর নয়, ঘোর স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদের ভয়ের কারণ।(১)

রাবণ আরও বললেন, বিভীষণ, আমি লোকপূজ্য ঐশ্বর্যশালী ও শত্রুদলনকারী—এ তোমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন অনার্য। মধুকর যেমন রসপান ক'রে পলায়ন করে, অনার্যের সৌহার্দও সেইরূপ। হস্তী যেমন স্নানের পর শুণ্ডে ধূলি নিয়ে দেহ কলুষিত করে, অনার্যের সৌহার্দও সেইরূপ। কুলাঙ্গার, তোমাকে ধিক, তুমি যা বলেছ আর কেউ তা বললে এই মুহূর্তেই তার প্রাণ যেত।

এই কঠোর বাক্য শুনে বিভীষণ গদাহস্তে চার জন রাক্ষসের সঙ্গে অন্তরীক্ষে উঠলেন এবং রাবণকে সক্রোধে বললেন, রাজা, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ এবং পিতৃতুল্য মান্য, কিন্তু ভ্রান্ত ও ধর্মভ্রষ্ট। তোমার পরুষ বাক্য আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার হিতের নিমিত্ত আমি ন্যায্য কথাই বলেছি, কিন্তু যার বিনাশ আসন্ন সে হিতবাক্য শোনে না। তুমি আমার গুরু, তোমার শুভকামনায় যা বলেছি তা ক্ষমা কর, নিজেকে

(১) খাদ্যের লোভে মানুষের বশবর্তী হয়ে বনহস্তীর বন্ধনে সাহায্য করে।

এবং রাক্ষস সমেত এই লঙ্কাপুরী সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি যাচ্ছি, তুমি সুখী হও।

বিভীষণ মুহূর্তকাল মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ যেখানে সসৈন্যে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। মেরুপর্বতাকার বিদ্যুৎকান্তি বিভীষণ এবং তাঁর চার জন সশস্ত্র সুভূষিত বর্মধারী অনুচরকে দেখে সুগ্রীব বললেন, এরা নিশ্চয় আমাদের হত্যা করতে আসছে। বানররা শালবৃক্ষ ও শিলা উদ্যত ক'রে বললে, আপনি আজ্ঞা দিন, ওই অল্পপ্রাণ দুরাত্মাদের এখনই বধ করব।

সমুদ্রের উত্তর তীরে এসে বিভীষণ নির্ভয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, রাবণ নামে এক দুর্বৃত্ত রাক্ষসরাজ আছেন, আমি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ জটায়ুকে বধ ক'রে সীতাকে হরণ ক'রে অবরোধে রেখেছেন। আমি তাঁকে যুক্তিসংগত বাক্যে বার বার বলেছি—রামের হাতে সীতাকে অর্পণ কর, কিন্তু আমার হিতবাক্যে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কটু কথা বলেছেন এবং দাসের ন্যায় অপমানিত করেছেন। আমি স্ত্রীপুত্র ত্যাগ ক'রে রামের শরণাগত হয়েছি, শীঘ্র তাঁকে জানাও যে বিভীষণ এসেছেন।

সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, শত্রুসৈন্য অতর্কিতে এখানে প্রবেশ করেছে। রাক্ষসরা কামরূপী, তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। বোধ হয় রাবণের চর আমাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করতে এসেছে। মিত্রপ্রেরিত অরণ্যবাসী সৈন্য অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির ভৃত্য যদি আসে তবে তাদের স্বপক্ষে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু শত্রুসৈন্য অবশ্যই বর্জনীয়। আমাদের শত্রু রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ চার জন রাক্ষসের সঙ্গে এখানে এসেছে, এদের বধ করাই উচিত মনে হয়।

হনুমানপ্রমুখ বানরগণকে রাম বললেন, তোমরা কপিরাজ সুগ্রীবের কথা শুনলে, এখন আমাকে উপদেশ দাও। বানরপ্রধানগণ বললেন, রাম, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নেই, তুমি আমাদের সুহৃৎ জ্ঞান কর তাই সম্মানের জন্য আমাদের মত জানতে চাচ্ছ। তোমার যেসব বুদ্ধিমান কর্মপটু সচিব রয়েছেন তাঁরাই একে একে মত প্রকাশ করুন।

অঙ্গদ বললেন, বিভীষণকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত নয়। যদি তাঁর কোনও মহৎ দোষ থাকে তবে তাঁকে ত্যাগ কর, আর যদি তাঁর বহু গুণ থাকে তবে তাঁকে আমাদের পক্ষে নাও। শরভ বললেন, চর পাঠিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করা হ'ক। জাম্ববান বললেন, বিভীষণ আমাদের শত্রুর কাছ থেকে অসময়ে অস্থানে এসেছেন সেজন্য তিনি শঙ্কার পাত্র। মৈন্দ বললেন, তাঁকে মিষ্টবাক্যে প্রশ্ন ক'রে জানা হ'ক তাঁর অভিসন্ধি ভাল কি মন্দ।

হনুমান বললেন, রাম, তোমার সচিবরা যা বললেন, আমি তার সমর্থন করি না। যিনি স্বয়ং উপস্থিত তাঁর কাছে চর পাঠানো বৃথা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরিচিত চরের প্রশ্নে শঙ্কিত হন, তিনি যদি মিত্রভাবে এসে থাকেন তবে মিথ্যা প্রশ্নে তাঁর অসন্তোষ হবে। বিভীষণ অসময়ে বা অস্থানে আসেন নি, রাবণের দৌরাত্ম্য আর তোমার বিক্রম বিচার ক'রেই রাজ্যকামনায় তোমার কাছে এসেছেন। তাঁর ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক নয়, তাঁকে আমাদের দলে নেওয়াই উচিত মনে করি।

সুগ্রীব বললেন, বিভীষণ দুষ্ট বা অদুষ্ট যাই হ'ন, যখন বিপৎকালে ভ্রাতাকে ত্যাগ ক'রে এসেছেন তখন তাঁকে পরিহার করাই কর্তব্য। তখন রাম ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, সুগ্রীবের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, বৃদ্ধজনের উপদেশ ইনি পেয়েছেন, নতুবা এমন কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু আমি জানি, প্রত্যক্ষ লৌকিক সূক্ষ্ম কারণে রাজাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হয়। জ্ঞাতি ও নিকটবর্তী দেশবাসী এই দুই প্রকার শত্রু সংকট উপস্থিত হলেই হানির চেষ্টা করে। বিভীষণের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিশত্রুতা নেই, তিনি লঙ্কারাজ্য লাভ করতে চান, এই কারণেই তিনি এখানে এসেছেন। সকলেই ভরতের তুল্য ভ্রাতা বা আমার তুল্য পুত্র বা তোমার তুল্য সুহৃৎ হয় না।

সুগ্রীব বললেন, বিভীষণ রাবণের চর, বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে সে আমাদের মারতে এসেছে। রাম বললেন, বিভীষণ সৎ বা অসৎ যাই হ'ন আমাদের লেশমাত্র হানি করতে পারবেন না। শত্রু যদি শরণ

ভিক্ষা করে তবে তাকে রক্ষা করা কর্তব্য। তুমি বিভীষণকে অভয় দিয়ে নিয়ে এস।—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ (১৮।৩৩)

— কেউ যদি শরণাগত হয়ে একবার মাত্র বলে — আমি তোমার, তবে আমি তাকে সর্বপ্রাণী থেকে অভয় দান করি, এই আমার ব্রত।

বিভীষণ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে আকাশ থেকে ভূমিতে নেমে এলেন এবং রামের চরণে পতিত হয়ে বললেন, আমি রাবণের অনুজ, তিনি আমার অপমান করেছেন, সেজন্য আমি লঙ্কা ধনসম্পত্তি ও আত্মীয়বর্গ ত্যাগ ক'রে তোমার শরণাগত হয়েছি। আমার রাজ্য জীবন আর সুখ সমস্তই তোমার অধীন। রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং সস্নেহে নিরীক্ষণ করে বললেন, তুমি রাক্ষসদের বলাবল বর্ণনা কর।

বিভীষণ বললেন, রাজপুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ ব্রহ্মার বরে সর্বপ্রাণীর অবধ্য। দ্বিতীয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত কৈলাসে মণিভদ্রকে পরাস্ত করেছিলেন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ গোধাচর্মের অঙ্গুলিত্রাণ, অভেদ্য কবচ ও ধনুর্বাণ ধারণ ক'রে অগ্নিদেবের বরে যুদ্ধকালে অদৃশ্য হয়ে শত্রুবধ করেন। মহোদর মহাপার্শ্ব ও অকম্পন রাবণের উপসেনাপতি। রাবণের সৈন্য-সংখ্যা দশসহস্রকোটি, তারা মাংসশোণিতভোজী কামরূপী রাক্ষস।

রাম বললেন, বিভীষণ, আমি দশাননকে সবংশে বধ ক'রে তোমাকে রাজা করব। আমার তিন ভ্রাতার নাম নিয়ে শপথ করছি — রসাতলে বা পাতালে বা ব্রহ্মার আলয়ে যেখানেই থাকুক, রাবণকে বধ না ক'রে অযোধ্যায় ফিরব না। বিভীষণ প্রণাম ক'রে বললেন, আমি রাক্ষসবধে এবং লঙ্কাজয়ে তোমার সাহায্য করব।

রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন ক'রে লক্ষ্মণকে বললেন, আমি এ'র প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি শীঘ্র সমুদ্র থেকে জল এনে মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণের

অভিষেক সম্পন্ন কর। রামের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ বানরপ্রধানদের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজপদে অভিষিক্ত করলেন, সকলে সাধু সাধু বলে আনন্দধ্বনি করতে লাগল।

তার পর রাম বললেন, আমরা কি ক'রে সসৈন্যে সমুদ্র পার হব তার উপায় নির্ধারণ কর। বিভীষণ উত্তর দিলেন, রাম সমুদ্রের শরণ নিন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণ সাগর খনন করেছিলেন, সেই সম্পর্কে সাগর অবশ্যই রামকে সাহায্য করবেন।

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বললেন, বিভীষণ কালোচিত সৎপরামর্শ দিয়েছেন। সেতুবন্ধন বিনা এই সাগর পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া সুরাসুরেরও অসাধ্য। অতএব কালবিলম্ব না ক'রে রাম সাগরের নিকট প্রার্থনা করুন।

রাম তখনই সমুদ্রতীরে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়ে সমুদ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন।

৪। শুকের দৌত্য — সমুদ্রশাসন — সেতুবন্ধন

[সর্গ ২০—২১]

শার্দূল নামে রাবণের এক চর সুগ্রীবরক্ষিত রামসেনা দেখে বেগে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বললে, মহারাজ, সাগরের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয় বানর-ভল্লুক-সৈন্য রাম-লক্ষ্মণের সংগে লঙ্কা আক্রমণ করতে আসছে. তারা সাগরতীরে দশযোজন বিস্তৃত স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখন আপনি শীঘ্র দূত পাঠিয়ে সকল তত্ত্ব জানুন এবং সামদানাদি উপায় অবলম্বন করুন।

রাবণ শুক নামক মন্ত্রীকে বললেন, তুমি সত্বর সুগ্রীবের কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে আমার এই বার্তা জানাও—বানরপতি, রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি মহাবীর ও ঋক্ষরজার পুত্র। তুমি আমার ভ্রাতৃসম। এই যুদ্ধে তোমার লাভ বা ক্ষতি কিছুই নেই। আমি রামের পত্নীকে হরণ করেছি তাতে তোমার কি? তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাও।

শুক পক্ষিরূপ ধারণ ক'রে সুগ্রীবের কাছে গিয়ে আকাশ থেকে রাবণের বার্তা জানালেন। বানররা লম্ফ দিয়ে তাঁকে ধ'রে মুষ্টিপ্রহার করতে লাগল। শুক কাতর হয়ে বললেন, রাম, দূত অবধ্য, তুমি বানরদের নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর আদিষ্ট বাক্য না ব'লে নিজের মতে কথা বলে সে অনুক্তবাদী, তাকেই বধ করা উচিত।

রাম দয়াপরবশ হয়ে বানরদের নিবারণ করলেন। শুক আবার আকাশে উঠে বললেন, সুগ্রীব, আমি ফিরে গিয়ে রাবণকে কি বলব? সুগ্রীব উত্তর দিলেন, তুমি এই কথা জানিও।—রাক্ষসরাজ, তুমি আমার মিত্র উপকারক বা প্রিয় নও, দয়ার পাত্রও নও। তুমি রামের অরি, বালীর ন্যায় বধযোগ্য। আমরা তোমাকে সবান্ধবে বধ করব, লঙ্কাপুরী ভস্ম ক'রে ফেলব। ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

অঙ্গদ বললেন, আমার বোধ হয় এ দূত নয়, গুপ্তচর, আমাদের সৈন্যবল জানতে এসেছে। একে ধর, যেন লঙ্কায় ফিরে না যায়। অঙ্গদের কথায় বানররা আবার শুককে ধ'রে পীড়ন করতে লাগল। তিনি কাতরকণ্ঠে রামকে বললেন, বানররা আমার পক্ষ উৎপাটন করছে, চক্ষু ভেদ করছে। এরা যদি আমাকে হত্যা করে তবে আমি জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত যত পাপ করেছি সব তোমার হবে। রাম তখন শুককে নিষ্কৃতি দিলেন।

রাম সাগরতীরে কুশ বিছিয়ে পূর্বদিকে মুখ ক'রে শয়ন করলেন। তিনি অঞ্জলি বদ্ধ ক'রে বাহুতে মস্তক রেখে সংকল্প করলেন—হয় সাগর পার হব নতুবা সাগর লুপ্ত করব। তিনি ত্রিরাত্র আরাধনা করলেন, কিন্তু সাগর দর্শন দিলেন না। তখন রাম ক্রুদ্ধ হয়ে সমীপস্থ লক্ষ্মণকে বললেন, সমুদ্রের গর্ব হয়েছে তাই দেখা দিচ্ছেন না। গুণহীন ধৃষ্ট ব্যক্তি শান্তভাব ক্ষমা সরলতা প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণকে উপেক্ষা করে। লোকে দণ্ডদাতাকেই সম্মান করে, তোষণনীতিতে কীর্তি যশ জয় কিছুই লাভ হয় না। সৌমিত্রি, তুমি আমার ধনু ও

আশীবিষ তুল্য শর নিয়ে এস, আমি সমুদ্র শুষ্ক করব, বানররা পদব্রজে পার হবে।

রাম জগৎ কম্পিত ক'রে বজ্রনাদে শর মোচন করলেন। সেই জ্বলন্ত শরসমূহের প্রচণ্ড আঘাতে সমুদ্রে মহাতরঙ্গ উৎপতিত হ'ল, জলচর প্রাণিকুল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। লক্ষ্মণ রামের ধনু গ্রহণ ক'রে বললেন, এমন করবেন না, সমুদ্রকে এ প্রকারে ক্ষোভিত না ক'রে অন্য উপায় অবলম্বন করুন।

রাম কঠোর বাক্যে সাগরকে বললেন, আজ আমি পাতাল সমেত মহার্ণব শুষ্ক করে ফেলব, তোমার গর্ভ থেকে ধূলি উড্ডীন হবে। এই কথা বলে তিনি ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা ক'রে জ্যা আকর্ষণ করলেন। সহসা আকাশ যেন বিদীর্ণ হ'ল, পর্বত বিকম্পিত ও চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন হ'ল, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র তির্যক মার্গে চলতে লাগল, মহোদধি ভীমবেগে বেলা অতিক্রম ক'রে এক যোজন স্থান প্লাবিত করলে। তখন উদয়াচল থেকে দিবাকরের ন্যায় জলরাশি ভেদ ক'রে সাগর স্বয়ং মূর্তিমান হয়ে উত্থিত হলেন। তাঁর বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য মণির ন্যায়, অঙ্গে স্বর্ণাভরণ, কণ্ঠে রত্নহার, মস্তকে সর্বপুষ্পময়ী মালা। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে বললেন, সৌম্য, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল জ্যোতি এই পঞ্চভূত চিরকাল স্বাভাবিক মার্গেই অবস্থান করে। আমি স্বভাবত অগাধ ও অতরণীয়, কামনা লোভ ভয় বা অনুরাগের বশে জলরাশি স্তম্ভিত করতে পারি না। তুমি যেপ্রকারে উত্তীর্ণ হবে তা বলছি শোন। বানর-সেনা যখন পার হবে তখন আমি স্থলের ন্যায় স্থির থাকব, হিংস্র জলজন্তুরাও আক্রমণ করবে না।

রাম বললেন, আমার এই মহাবাণ অমোঘ, কোথায় একে নিক্ষেপ করব? সমুদ্র বললেন, আমার উত্তর দিকে দ্রুমকুল্য নামক স্থান আছে, সেখানে উগ্রদর্শন আভীর প্রভৃতি দস্যুগণ আমার জল পান করে, সেই পাপীদের স্পর্শ আমি সইতে পারি না। সেইখানেই তোমার শর নিক্ষেপ কর। তখন রাম বজ্রতুল্য সেই শর মোচন করলেন। যেখানে শর পতিত হ'ল সেই স্থান মরুকান্তার নামে খ্যাত হ'ল। শরবিদীর্ণ গহ্বর-

মুখে রসাতল থেকে জল উঠতে লাগল, সেজন্য তার নাম হ'ল ব্রণকূপ। রামের বরে মরুকান্তার অতি উর্বর উত্তম স্থানরূপে প্রসিদ্ধ হ'ল।

তার পর সাগর বললেন, এই নল বিশ্বকর্মার পুত্র, ইনি পিতার নিকট লব্ধ বরের প্রভাবে আমার বক্ষে সেতু নির্মাণ করুন, আমি তা ধারণ করব। এই ব'লে সাগর অন্তর্হিত হলেন।

নল বললেন, সমুদ্র সত্য কথাই বলেছেন, আমি বিশ্বকর্মার বরে সেতুনির্মাণ করতে পারব। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নি সেজন্য আমি নিজের গুণের কথা বলি নি।

রামের আদেশে শাল কুটজ অর্জুন তাল আম্র প্রভৃতি রাশি রাশি বৃক্ষ সংগৃহীত হ'ল এবং

হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥ (২২।৫৬)

—মহাকায় মহাবল বানরগণ হস্তীর তুল্য বৃহৎ পাষাণ ও পর্বত উৎপাটিত ক'রে যন্ত্রযোগে বহন ক'রে নিয়ে এল।

নল সেতুরচনা আরম্ভ করলেন। সহকারী বানরদের কেউ সূত্র (১) কেউ মানদণ্ড ধারণ করলে, কেউ বৃক্ষশিলাদি বয়ে আনতে লাগল। প্রথম দিনে সেতুর চোদ্দ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিশ, তৃতীয় দিনে একুশ, চতুর্থ দিনে বাইশ এবং পঞ্চম দিনে অবশিষ্ট তেইশ যোজন শেষ হ'ল। এই শতযোজন দীর্ঘ দশযোজন বিস্তৃত নলকৃত সেতু অম্বরস্থ ছায়া-পথের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ মহর্ষি প্রভৃতি নলের অদ্ভুত কীর্তি দেখবার জন্য আকাশে উঠলেন। সমুদ্রের উপর সীমন্তরেখার ন্যায় শোভমান এই সেতুপথে সহস্র কোটি বানর লাফাতে লাফাতে সগর্জনে পার হ'তে লাগল। শত্রুর প্রতিরোধ নিবারণের জন্য বিভীষণ তাঁর চারজন সচিবের সঙ্গে অপর পারে গিয়ে গদাহস্তে সতর্ক হয়ে রইলেন। রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে

(১) সেতু সোজা হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য।

আরোহণ ক'রে সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। পরপারে এসে সুগ্রীব প্রচুর ফলমূলজল-সমন্বিত স্থানে সেনা সন্নিবেশ করলেন।

৫। রাবণের রামসেনা-দর্শন

[সর্গ ২৩—৩০]

শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে সৈন্যবিভাগ ক'রে রাম আজ্ঞা দিলেন, নীলের সঙ্গে অঙ্গদ এই বানরবাহিনীর মধ্যভাগে থাকবেন, ঋষভ ও গন্ধমাদন দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব রক্ষা করবেন, আমি আর লক্ষ্মণ অগ্রভাগে থাকব, জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন অভ্যন্তরভাগ রক্ষা করবেন, কপিরাজ সুগ্রীব পশ্চাদ্ভাগে থাকবেন। এইরূপে সৈন্যবিভাগ সম্পূর্ণ হ'লে রাম সুগ্রীবকে বললেন, এখন শুককে মুক্তি দাও।

শুক মুক্তিলাভ ক'রেই ত্রস্ত হয়ে রাবণের কাছে উপস্থিত হলেন। রাবণ তাঁকে দেখে একটু হেসে বললেন, তোমার দুই পক্ষ কি বদ্ধ রয়েছে? ছিন্নের ন্যায় দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি চঞ্চলমতি বানরদের হাতে পড়েছিলে?

শুক উত্তর দিলেন, আমি সাগরের উত্তর তীরে গিয়ে আপনার বার্তা সুগ্রীবকে মিষ্টবাক্যে জানিয়েছি, কিন্তু বানররা আমাকে দেখেই লম্ফ দিয়ে ধ'রে পক্ষছেদন ও মুষ্টিপ্রহারে উদ্যত হ'ল। রাক্ষসরাজ, এই বানররা স্বভাবত ক্রোধপ্রবণ ও উগ্র, তাদের সঙ্গে আলাপ বা বিচার করা অসম্ভব। রাম সেতু নির্মাণ ক'রে সাগর পার হয়ে সসৈন্যে এখানে এসেছেন। পর্বতাকার ভল্লুক ও মেঘবর্ণ বানর সৈন্যে বসুন্ধরা আচ্ছন্ন হয়েছে। দেব-দানবের মধ্যে যেমন সন্ধি হয় না সেইরূপ রাক্ষস-বানরের মধ্যেও সন্ধি অসম্ভব। তারা নগরপ্রাকারে উপস্থিত হবার পূর্বেই যা হয় স্থির করুন, সীতাকে ফিরিয়ে দিন, না হয় যুদ্ধ করুন।

ক্রোধে রক্তনেত্র হয়ে রাবণ বললেন, দেব দানব গন্ধর্বও যদি যুদ্ধ করতে আসে তথাপি সীতাকে দেব না। রাম জানে না যে আমার বেগ সাগরের ন্যায়, বল মারুতের ন্যায়, তাই যুদ্ধ করতে এসেছে। তার পর

তিনি শুক ও সারণ দুই অমাত্যকে বললেন, রাম সেতুবন্ধন করেছে আর বানরসৈন্য সাগর পার হয়েছে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। যাই হ'ক, তোমরা প্রচ্ছন্নভাবে বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাদের সমস্ত সংবাদ জেনে এস।

শুক-সারণ বানরের রূপ ধারণ ক'রে বানরসৈন্যে প্রবেশ করলেন। বিভীষণ এই দুই ছদ্মবেশী রাক্ষসকে চিনতে পেরে রামের কাছে ধ'রে নিয়ে গেলেন। শুক-সারণ জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে সভয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে রামকে বললেন, রঘুনন্দন, আমরা রাবণের আজ্ঞায় আপনার সৈন্যবল জানতে এসেছি। রাম সহাস্যে বললেন, যদি সবই দেখে থাক এবং যা জানবার জেনে থাক তবে স্বচ্ছন্দে ফিরে যাও। যদি কিছু অদেখা থাকে অথবা আবার দেখতে ইচ্ছা কর তবে বিভীষণ তোমাদের দেখিয়ে দেবেন। তোমরা গুপ্তচর, আমাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করতে এসেছ, তথাপি তোমাদের বধ করব না। রাক্ষসরাজকে আমার এই কথা জানিও—যে শক্তিতে নির্ভর ক'রে তুমি সীতাকে হরণ করেছ, এখন সসৈন্যে সবান্ধবে সেই শক্তি আমাকে দেখাও। কাল প্রাতেই আমার শরজালে লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসসৈন্য বিধ্বস্ত হবে।

মুক্তি পেয়ে শুক-সারণ জয় জয় শব্দে রামকে অভিনন্দিত ক'রে লঙ্কাপুরীতে ফিরে গেলেন। তাঁরা রাবণকে সমস্ত সংবাদ দিয়ে অবশেষে বললেন, মহারাজ, রাম-লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব যে বাহিনীর রক্ষক তাকে সুরাসুর কেউ জয় করতে পারে না। আপনি বিরোধ ত্যাগ করে মৈথিলীকে রামের হস্তে সমর্পণ করুন।

রাবণ এই উপদেশে কর্ণপাত করলেন না। রামের সৈন্য পরিদর্শনের জন্য তিনি অতি উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করলেন, শুক-সারণ তাঁকে সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান হনুমান প্রভৃতি বানরপ্রধান এবং রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়ে প্রত্যেকের বিক্রম ও কীর্তি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্‌বিগ্ন হয়ে রোষগদ্‌গদ বাক্যে শুক-সারণকে বললেন, যুদ্ধকালে রাজার অপ্রিয় কোনও কথা বলা সচিবের অকর্তব্য। যে শত্রু

আমাদের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়েছে তোমরা তাদেরই স্তুতি করছ। তোমরা রাজনীতি জান না। তোমাদের ন্যায় মূর্খ সচিব নিয়ে যে আমি রাজ্য চালাচ্ছি তা কেবল আমার ভাগ্যবল। তোমাদের কি মৃত্যুভয় নেই তাই আমাকে অপ্রিয় কথা শোনাচ্ছ?—

অপধ্বংসত নশ্যধ্বং সন্নিকর্ষাদিতো মম।
নহি বাং হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্।
হতাবেব কৃতঘ্নৌ স্বৌ ময়ি স্নেহপরাঙ্মুখৌ॥ (২৯।১৪)

— নিপাত যাও, আমার কাছ থেকে দূর হও। পূর্বের উপকার স্মরণ ক'রে তোমাদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি না। তোমরা দুই কৃতঘ্ন আমার প্রতি স্নেহশূন্য হয়ে ম'রেই গেছ।

শুক-সারণ লজ্জিত হয়ে রাবণের জয় উচ্চারণ ক'রে চ'লে গেলেন। তার পর রাবণ শার্দূল প্রভৃতি কয়েকজন চরকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা রাম ও তার মন্ত্রীদের সমস্ত কার্যের সন্ধান নাও। রাম কি প্রকারে শোয়, কি প্রকারে জাগে, আজ সে কি করবে, সবই জেনে এস।

শার্দূল ও তার সঙ্গীরা প্রচ্ছন্নভাবে গিয়ে দেখলে, রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণ সুবেল পর্বতের নিকট রয়েছেন। বিভীষণ এই রাক্ষসদের ধ'রে ফেললেন, বানররা তাদের মারতে মারতে রামের কাছে নিয়ে এল। দয়ালু রাম তাদের মুক্তি দিলেন। শার্দূল তার সঙ্গীদের নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাবণের কাছে গিয়ে নিজেদের নিগ্রহের কথা জানালে।

৬। রামের মায়ামুণ্ড

[সর্গ ৩১—৩২]

রাবণ উদ্‌বিগ্ন হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে কিছুকাল পরামর্শ করলেন, তার পর স্বভবনে গিয়ে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক মায়াবী রাক্ষসকে ডেকে আনালেন। রাবণ তাকে বললেন, তুমি মায়াবলে রামের মুণ্ড এবং বৃহৎ ধনুর্বাণ প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এস। বিদ্যুজ্জিহ্ব আজ্ঞা পালন করলে

রাবণ প্রীত হয়ে তাকে ভূষণ পুরস্কার দিলেন। তার পর তিনি অশোক বনে গিয়ে দেখলেন সীতা অধোমুখে শোকমগ্ন হয়ে ব'সে আছেন, রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

রাবণ বললেন, সীতা, আমি তোমাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তুমি আমার অবমাননা করেছ। যার উপর তোমার নির্ভর, সেই [illegible] যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তোমার মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, দর্প ও দূর হয়েছে, এখন আমার ভার্যা হও। তোমার স্বামীর বধের বৃত্তান্ত শোন। সূর্যাস্তকালে রাম সমুদ্রের উত্তর তীরে সৈন্যসমাবেশ করছিল। মধ্যরাত্রে যখন সকলে পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত ছিল তখন আমার সেনাপতি প্রহস্ত সসৈন্যে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের নিকটস্থ বানরসৈন্য বিনষ্ট করেন। রাম নিদ্রিত ছিল, প্রহস্ত তার শিরশ্ছেদন করেছেন। বিভীষণ পালিয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়েছে। লক্ষ্মণ বানরদের সঙ্গে কোথায় চ'লে গেছে। সুগ্রীবের গ্রীবা ভগ্ন হয়েছে। হনুমানের হনু চূর্ণ হয়েছে, সে রাক্ষসদের হাতে মরেছে। পট্টিশের (১) আঘাতে জাম্ববান বৃক্ষের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। মৈন্দ আর দ্বিবিদ রুধিরাক্ত হয়ে রোদন করছিল, তারা অসির আঘাতে নিহত হয়েছে। অঙ্গদ শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে রুধির উদ্‌গার ক'রে ভূতলে প'ড়ে আছে। বানরগণ হস্তীর পদ ও রথের চক্রে মথিত হয়ে বায়ুবেগে ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমার সেনা তোমার স্বামীকে সসৈন্যে বধ করেছে।

তার পর রাবণ এক রাক্ষসীকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি বিদ্যুজ্জিহ্বকে ডেকে আন, সেই ক্রূরকর্মাই রণস্থল থেকে রামের মুণ্ড এনেছে। বিদ্যুজ্জিহ্ব এলে রাবণ তাকে বললেন, তুমি রামের মুণ্ড সীতার সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর দুর্দশা দেখুন। মুণ্ড আর ধনুর্বাণ রেখে বিদ্যুজ্জিহ্ব চ'লে গেল।

চক্ষু মুখবর্ণ কেশ ললাট ও চূড়ামণি দেখে বিভ্রান্ত হ'য়ে সীতা কম্পিতদেহে ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপাতিত হলেন। তার পর চেতনা লাভ

---

(১) দ্বিধার খড়্গ বিশেষ।

ক'রে বিলাপ করতে লাগলেন—হা মহাবাহু সত্যব্রত বীর, আমার চরম দুর্দশা হ'ল, আমি বিধবা হয়েছি! আমি পতিব্রতা তথাপি আমার অগ্রে তুমি গেলে। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, যিনি আমাকে ত্রাণ করবেন তিনিও বিনষ্ট হলেন। তুমি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বিপদ্‌বারণের উপায় জান, তবে কেন তোমার মৃত্যু হ'ল? পিতা দশরথ এবং পিতৃগণের সঙ্গে তুমি স্বর্গে মিলিত হয়েছ, যে বংশ মহৎ কর্ম দ্বারা আকাশে নক্ষত্ররূপে স্থান পেয়েছে, সেই আপন রাজর্ষিবংশ উপেক্ষা ক'রে চলে গেলে কেন? পাণিগ্রহণকালে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমার সঙ্গে ধর্মাচরণ করবে, তা স্মরণ ক'রে দুঃখিনী আমাকেও সঙ্গে নাও। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলে, তবে যজ্ঞাগ্নিতে কেন তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হ'ল না? আমরা তিন জন বনগমন করেছিলাম, এখন শোকাকুলা কৌশল্যা লক্ষ্মণকে একাকী দেখবেন। আমি অনার্যা, নিষ্পাপ বীর্যবান রাম আমার জন্য সাগর পার হয়ে অবশেষে গোষ্পদে হত হলেন! রাবণ, আমাকে রামের দেহের উপর রেখে বধ কর, পতিপত্নীকে একত্র করে দাও, আমি তাঁর অনুগমন করব।

এমন সময়ে একজন দ্বারপাল এসে যুক্তকরে প্রণাম ক'রে বললে, মহারাজ, সেনাপতি প্রহস্ত এবং অমাত্যগণ আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এখানে আসছেন। রাবণ অশোকবন ত্যাগ ক'রে [illegible]দের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় প্রস্থান করলেন, রামের মায়াম[illegible] অন্তর্হিত হ'ল।

[illegible]রমা

[সর্গ ৩৩—৩৪]

বিভীষণপত্নী সরমা রাবণের আদেশে সীতাকে রক্ষা করতেন। [illegible] প্রিয়সখী সীতার কাছে এসে তাঁকে সস্নেহে সান্ত্বনা [illegible] তোমাদের কথাবার্তা সমস্তই আমি অন্তরাল থেকে শুনেছি। বিশালাক্ষি, তোমার হিতার্থে আমি রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণ [illegible]

হয়ে চ'লে গেলেন তাও আমি জেনেছি। রাম সুপ্ত অবস্থায় নিহত হয়েছেন — এ অসম্ভব। মহাবল ধনুর্ধর রাম বানরগণকে রক্ষা করছেন, তারা বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে, তাদেরও বধ করা অসাধ্য। দুর্মতি রাবণ মায়াপ্রভাবে তোমাকে বিমোহিত করেছে। তোমার শোক বিগত এবং সর্বকল্যাণ উপস্থিত হয়েছে, তোমাকে শুভসমাচার দিচ্ছি শোন। রাম বানরসেনাসহ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে এসেছেন। রাবণের দূতরা এই সংবাদ এনেছে, সেই কারণেই তিনি সচিবদের সংগে মন্ত্রণা করতে চ'লে গেছেন। ওই শোন, মেঘগর্জনের ন্যায় ভেরীরব হচ্ছে। ওই দেখ, মত্ত মাতংগ সজ্জিত এবং রথে অশ্ব যোজিত হচ্ছে, বহু সহস্র অশ্বারোহী প্রাসহস্তে উপস্থিত হয়েছে, অদ্ভুতদর্শন সৈন্যে রাজমার্গ পূর্ণ হয়েছে। এখন ভাগ্যশ্রী তোমার উপর প্রসন্ন, রাক্ষসদের ভয় উপস্থিত। তোমার ভর্তা কমলপত্রাক্ষ রাম সমরে বিজয়ী হয়ে রাবণকে বধ ক'রে তোমার সংগে মিলিত হবেন। দেবী, আমি শীঘ্রই দেখব তুমি রামের ক্রোড়ে ব'সে তাঁর বক্ষে অশ্রুবিসর্জন করছ, তিনি তোমার নিতম্বস্পর্শী একবেণী বহু মাস পরে উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছেন।

তাপদগ্ধ ধরণী যেমন জলধারাপাতে তৃপ্ত হয়, সরমার কথায় সীতা সেইরূপ হৃষ্ট হলেন। সরমা তাঁকে স্মিতমুখে বললেন, আমি প্রচ্ছন্ন-ভাবে রামের কাছে গিয়ে তোমার কুশল জানিয়ে আবার ফিরে আসতে পারি। আমি যখন আকাশমার্গে যাব তখন পবন বা গরুড়ও আমাকে অনুসরণ করতে পারবেন না। সীতা বললেন, তুমি সর্বত্র যেতে পার তা জানি, কিন্তু যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চাও তবে রাবণ কি করছেন কি বলছেন তা জেনে এস।

সীতার অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়ে দিয়ে সরমা তখনই প্রস্থান করলেন এবং কিছুকাল পরে ফিরে এসে বললেন, বৈদেহী, রাক্ষসরাজের জননী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ রাবণকে বলছেন — সীতাকে সসম্মানে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ কর। জনস্থানের ব্যাপারে রামের শক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া গেছে। হনুমান সমুদ্রলংঘন সীতাদর্শন ও রাক্ষসবধ করেছে। এপ্রকার বিপক্ষকে যুদ্ধে কে বধ করতে পারে? কিন্তু রাবণ

এই উপদেশ শুনলেন না, কৃপণ যেমন অর্থ ত্যাগ করতে চায় না তিনিও সেইরূপ তোমাকে মুক্তি দেবেন না। দুর্বুদ্ধির বশে তিনি সবান্ধবে নিহত হবেন, কিন্তু ভয় পেয়ে তোমাকে ছাড়বেন না। রাবণকে যুদ্ধে বধ ক'রে রাম তোমাকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন।

এমন সময় ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ শোনা গেল। লঙ্কায় আগত রামসেনার গর্জনে পৃথিবী যেন কম্পিত হ'তে লাগল।

৮। মাল্যবানের উপদেশ

[সর্গ ৩৫—৩৬]

সেই তুমুল শব্দ শুনে রাবণ ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে সচিবগণকে বললেন, রামের সাগর উত্তরণ ও বলবিক্রমের কথা তোমরা যা বললে তা শুনেছি। তোমরা যুদ্ধে মহাবল এই আমি জানি, এখন নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছ কেন?

রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান (১) বললেন, যে রাজা বিদ্যাবান ও নীতিপরায়ণ তিনি ঐশ্বর্যশালী হন, শত্রুও শাসন করেন। রাজা যদি শত্রুর অপেক্ষা অধিক বলশালী হন তবেই যুদ্ধ করতে পারেন, যদি হীনবল বা তুল্যবল হন তবে সন্ধি করাই কর্তব্য। রাবণ, রামের সঙ্গে সন্ধি করাই আমি ভাল মনে করি, সীতাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি ত্রিলোকে বিচরণকালে ধর্ম বিনষ্ট ক'রে অধর্ম আশ্রয় করেছ, সেজন্যই তোমার শত্রুরা প্রবল হয়েছে। তুমি বিষয়াসক্ত ও যথেচ্ছাচারী, অগ্নিকল্প ঋষিগণকে তুমি উদ্‌বিগ্ন করেছিলে, তাঁদেরই তীব্র তপস্যার প্রভাবে রাক্ষসগণ সন্তাপিত হচ্ছে। বরলাভ ক'রে তুমি দেব দানব যক্ষের অবধ্য হয়েছ, কিন্তু যে দৃঢ়বিক্রম শত্রুগণ এখানে এসে গর্জন করছে তারা মানুষ, বানর, ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল। আমি নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দেখছি। মেঘ শোণিতবর্ষণ করছে, অশ্ব ও হস্তী অশ্রুপাত করছে, শ্বাপদ ও গৃধ্র

(১) মাতামহ সুমালীর অগ্রজ।

ভীষণ রব করছে, শ্বেতদশনা কালিকাগণ স্বপ্নযোগে সম্মুখে এসে অপ্রিয় কথা ব'লে হাসছে, কুক্কুরগণ পূজার উপকরণ স্পর্শ করছে। মুণ্ডিতমস্তক করালদর্শন কৃষ্ণপিঙ্গল কালপুরুষ সকলের গৃহে দৃষ্টি-পাত করছে। এইসকল দুর্নিমিত্ত বিবেচনা ক'রে তুমি কর্তব্য স্থির কর, যাতে পরিণামে মঙ্গল হয়।

রাবণ সক্রোধে ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, আমার হিতকামনায় শত্রুপক্ষ... বাড়িয়ে আপনি যে অহিতবাক্য বললেন সেরূপ আমি পূর্বে কখনও শুনি নি। পিতা যাকে নির্বাসিত করেছেন, কেবল বানর যার সহায়, সেই দীন মনুষ্য রামকে আপনি ক্ষমতাশালী মনে করছেন কেন? আমি রাক্ষসগণের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়প্রদ, সর্ববিষয়ে পরাক্রান্ত, আমাকে হীন ভাবছেন কেন? বোধ হয় আমার উপর আপনার বিদ্বেষ আছে, অথবা আপনি শত্রুর পক্ষপাতী, অথবা আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করাই আপনার অভিপ্রায়, তাই এমন কটুকথা বলছেন। দৈবগতিকে রাম সেতুবন্ধন ক'রে এখানে এসেছে, তাতে বিস্ময় বা ভয়ের কারণ কি আছে? আমি প্রতিজ্ঞা করছি সে প্রাণ নিয়ে ফিরবে না।

রাবণকে রুষ্ট দেখে মাল্যবান লজ্জিত হয়ে আর উত্তর দিলেন না, জয়াশীর্বাদ ক'রে স্বভবনে চ'লে গেলেন। তখন রাবণ অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে লঙ্কা রক্ষার জন্য এইরূপ আজ্ঞা দিলেন।— প্রহস্ত পূর্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বারে এবং শুক-সারণ উত্তর দ্বারে থাকবেন। তার পর আবার বললেন, না, আমি স্বয়ং উত্তর দ্বারে থাকব। বিরূপাক্ষ বহু সৈন্য সহ লঙ্কার মধ্যভাগ রক্ষা করবেন। এইপ্রকার ব্যবস্থার পর সভা ভঙ্গ হ'ল।

৯। সুগ্রীব-রাবণের যুদ্ধ

[সর্গ ৩৭—৪০]

সুগ্রীব প্রভৃতি রামের সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুরাজ্যে প্রবেশ ক'রে দুরাক্রম্য লঙ্কাপুরী দেখতে পেলেন। বিভীষণ বললেন, আমি আমার চার

অমাত্য অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতিকে শত্রুসৈন্য পরিদর্শনের জন্য লঙ্কায় পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা পক্ষীর রূপ ধ'রে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব-মহোদর, ইন্দ্রজিৎ এবং স্বয়ং রাবণ যথাক্রমে লঙ্কার পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দ্বারে রয়েছেন। বিরূপাক্ষ নগরের মধ্যভাগ রক্ষা করছেন। দশ সহস্র গজ, অযুত রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এক কোটিরও অধিক রাক্ষস যোদ্ধা তাদের সঙ্গে আছে।

তার পর বিভীষণ রামকে বললেন, রাবণ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান তখন ষাট লক্ষ রাক্ষস তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। রাম, আমি শত্রুবলের যে বর্ণনা করছি তাতে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না। আমি ভয় দেখাবার জন্য বলছি না, তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যই বলছি। তুমি তোমার বানরসৈন্য নিয়ে ব্যূহ রচনা কর, এরা [illegible] নিশ্চয় ধ্বংস করবে।

রাম বললেন, নীল পূর্ব দ্বারে প্রহস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব-মহোদরকে আক্রমণ করুন, হনুমান পশ্চিম দ্বারে যান। সর্বলোকের উৎপীড়ক দুরাত্মা রাবণকে বধ করবার জন্য আমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সঙ্গে উত্তর দ্বারে প্রবেশ করব। সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ মধ্যস্থান আক্রমণ করুন। আমাদের এই নিয়ম থাকুক যে বানররা মানুষের রূপ ধারণ করবে না, তাদের বানররূপ দেখেই আমরা স্বজন বলে চিনব। কেবল সাত জন মানুষের রূপে যুদ্ধ করব — আমি, লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ ও তাঁর চার অমাত্য। এইরূপ ব্যবস্থা ক'রে রাম তার অমাত্যগণের সঙ্গে সুবেল পর্বতে রাত্রি যাপন করলেন।

পরদিন সুগ্রীব ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে রাম সুবেল পর্বতের শৃঙ্গে উঠে ত্রিকূটশিখরস্থ লঙ্কা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁরা [illegible] পেলেন, লঙ্কার গোপুরের শীর্ষে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রয়েছেন। তাঁর পার্শ্বে শ্বেত চামর, মস্তকে বিজয়চ্ছত্র, অঙ্গে রক্তাভরণ। তাঁর কান্তি নীল মেঘের ন্যায়, পরিধেয় স্বর্ণখচিত বসন, উত্তরীয় শশশোণিততুল্য লোহিত।

[illegible] সুগ্রীব সহসা উত্তেজিত হয়ে লম্ফ দিয়ে তাঁর

কাছে গিয়ে বললেন, রাক্ষস, আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস, আজ আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। এই ব'লে তিনি রাবণের উপরে পড়লেন এবং তাঁর মুকুট কেড়ে নিয়ে ভূতলে ফেলে দিলেন। রাবণ বললেন, যে পর্যন্ত তোমাকে দেখি নি সে পর্যন্ত তুমি সুগ্রীব ছিলে, এখন হীনগ্রীব (১) হবে।

তখন দুজনে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, তাঁরা স্বেদাক্ত ও শোণিতাক্ত দেহে পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাত ক'রে ব্যায়ামের বহু কৌশল দেখাতে লাগলেন। কিছুকাল এইরূপ যুদ্ধের পর রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করলেন। তা বুঝতে পেরে সুগ্রীব লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠলেন। তিনি শ্বাসকষ্ট বা ক্লান্তি কিছুই বোধ করলেন না, রাবণকে বঞ্চিত ও পরিশ্রান্ত ক'রে রামের কাছে উপস্থিত হলেন।

১০। রাম-রাবণ-সেনার যুদ্ধ

[সর্গ ৪১—৪৪]

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন ক'রে রাম বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্রণা না ক'রেই যে দুঃসাহসের কার্য করেছ তা রাজাদের পক্ষে অনুচিত। তোমার যদি বিপদ ঘটে তবে সীতাকে পেয়েই বা আমার কি হবে? সুগ্রীব বললেন, রাঘব, আমি নিজের শক্তি বুঝি, তোমার ভার্যাপহারক রাবণকে দেখে আমি কি ক'রে ক্রোধ সংবরণ করব?

সুবেল পর্বত থেকে নেমে রাম দুর্ধর্ষ বানরসেনা পরিদর্শন করলেন এবং সুগ্রীবের সাহায্যে তাদের ব্যূহিত ক'রে শুভকালে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও ধনুর্বাণহস্তে লঙ্কার দিকে চললেন, লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ হনুমান প্রভৃতি তাঁর অনুগমন করলেন, পশ্চাতে বিশাল বানর-ভল্লুক-বাহিনী চলল। রাম-লক্ষ্মণ

---

(১) গ্রীবাহীন।

লঙ্কাপুরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করলেন। নীল মৈন্দ-দ্বিবিদের সহিত পূর্ব দ্বার, অঙ্গদ ঋষভ-গজ-গবয়-গবাক্ষের সহিত দক্ষিণ দ্বার, হনুমান পশ্চিম দ্বার, এবং প্রজঙ্ঘ-তরস প্রভৃতির সঙ্গে সুগ্রীব মধ্যদেশ অবরোধ করলেন। কোটি কোটি বানর তাঁদের সঙ্গে গেল। সাগরকল্লোলের ন্যায় মহাশব্দে লঙ্কার প্রাকার তোরণ শৈল কানন সমস্ত কম্পিত হ'তে লাগল।

অনন্তর রামের আজ্ঞায় অঙ্গদ আকাশপথে যাত্রা ক'রে মুহূর্তকাল মধ্যে মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় রাবণের কাছে উপস্থিত হলেন। অমাত্য-বেষ্টিত রাবণকে অঙ্গদ বললেন, আমি কোশলরাজ রামের দূত বালিপুত্র অঙ্গদ, আমার নাম শুনে থাকবে। রাম তোমাকে এই বলেছেন— নিষ্ঠুর, তুমি বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, পুরুষ হও। অমাত্য পুত্র জ্ঞাতি বান্ধব সহ তোমাকে আমি বধ করব, তুমি হত হ'লে ত্রিলোক নিরুদ্‌বিগ্ন হবে। তুমি দেব দানব যক্ষ গন্ধর্বাদির শত্রু, ঋষিগণের কণ্টক। যদি প্রণিপাত ক'রে বৈদেহীকে সসম্মানে সমর্পণ না কর তবে তুমি নিহত হবে, তোমার ঐশ্বর্য বিভীষণ পাবেন।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে সচিবদের বললেন, এই দুর্মতিকে ধ'রে বধ কর। চার জন রাক্ষস তখনই অঙ্গদকে ধরলে। বাহুলগ্ন পতঙ্গের ন্যায় তাদের নিয়ে অঙ্গদ প্রাসাদের উপর লম্ফ দিয়ে উঠলেন, রাক্ষসরা স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেল। তার পর প্রাসাদশিখর চূর্ণ ক'রে এবং নিজের নাম ঘোষণা ক'রে অঙ্গদ আকাশে উঠলেন এবং রামের কাছে ফিরে এলেন।

যুদ্ধের আদেশ পেয়ে বানরগণ বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টির আঘাতে প্রাকার ও তোরণ ভেঙে পরিখা পূর্ণ করতে লাগল। যূথপতিগণ রামের নির্দেশ অনুসারে লঙ্কার বিভিন্ন দ্বার অবরোধ করলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ইন্দ্রজিতের সহিত অঙ্গদ, জম্বুমালীর সহিত হনুমান, নিকুম্ভের সহিত নীল, প্রঘসের সহিত সুগ্রীব, বিরূপাক্ষের সহিত লক্ষ্মণ, এবং অগ্নিকেতু প্রভৃতি চার জন রাক্ষসের সহিত রাম যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে গদাঘাত করলেন, অঙ্গদ সেই গদা দিয়েই ইন্দ্রজিতের রথ অশ্ব সারথি বিনষ্ট করলেন।

জম্বুমালী হনুমানের হস্তে নিহত হলেন। সুগ্রীব প্রঘসকে বৃক্ষের আঘাতে বধ করলেন। বিরূপাক্ষ লক্ষ্মণের শরে ধরাশায়ী হলেন। রাম তাঁর প্রতিযোদ্ধা চার রাক্ষসের শিরশ্ছেদ কবলেন। নিকুম্ভের সারথি নীলের হস্তে নিহত হ'ল। সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বধ করলেন।

সূর্য অস্ত গেলে নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অন্ধকারে বানর-রাক্ষস চিৎকার ক'রে পরস্পরকে মারতে লাগল। রাক্ষসরা শরবর্ষণ ক'রে রামের দিকে অগ্রসর হ'ল। রাম ছয় শর নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ মৃতকল্প হ'য়ে পলায়ন করলেন। অঙ্গদের হস্তে পরাজিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি অদৃশ্য হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করতে লাগলেন। সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব জেনে কূটযোদ্ধা দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ করলেন।

১১। নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ

[সর্গ ৪৫—৫০]

রাম ইন্দ্রজিৎকে খোঁজবার জন্য নীল অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতি দশ যূথপতিকে আজ্ঞা দিলেন। তাঁরা বৃহৎ বৃক্ষ উদ্যত ক'রে অনুসন্ধানের জন্য আকাশে উঠলেন. ইন্দ্রজিৎও অদৃশ্য হয়ে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। [illegible] ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত হ'ল। দলিত-অঞ্জন-কান্তি [illegible] তাদের বললেন. আমি [illegible] যুদ্ধ [illegible] কথা দূরে থাক, ইন্দ্রও আমাকে দেখতে পান না। তোমাদের আমি শরাঘাতে যমালয়ে পাঠাচ্ছি।

সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হয়ে রাম-লক্ষ্মণ রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিতদেহে ভূপতিত হলেন। নাগপাশে বদ্ধ হয়ে তাঁরা কিছুই দেখতে পেলেন না, তাঁদের গাত্রে অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত রইল না। রামের মুষ্টি শিথিল হয়ে গেল, কার্মুক হস্তচ্যুত হ'ল, তিনি বীর-

শয্যায় শয়ান হলেন। লক্ষ্মণ তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করলেন, বানরগণ শোকাকুল হয়ে রোদন করতে লাগল।

এমন সময় সুগ্রীব ও বিভীষণ এবং কিছুক্ষণ পরে নীল অঙ্গদ সুষেণ হনুমান প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হলেন। রাম-লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে আছেন দেখে তাঁরা কাতর হয়ে ইন্দ্রজিতের সন্ধানে সর্বদিক ও আকাশ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কেবল বিভীষণ তাঁর মায়াবলে ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্রজিৎ বললেন, যারা খর-দূষণকে বধ করেছিল সেই রাম-লক্ষ্মণ আমার শরে বিনষ্ট হ'ল। সুরাসুর ও ঋষিগণ কেউ এদের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারবেন না। যার জন্য আমার পিতা চিন্তান্বিত ও শোকার্ত হয়ে শয্যাস্পর্শ না ক'রে রাত্রি-যাপন করেন, যার ভয়ে সমস্ত লংকা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় আকুল, সকল অনর্থের সেই মূলকে আজ আমি দূর করেছি।

নীল অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতিকে শরবিদ্ধ করতে করতে ইন্দ্রজিৎ হাস্য ক'রে বললেন, রাক্ষসগণ, দেখ, আমি এই দুই ভ্রাতাকে ঘোর শরবন্ধনে বদ্ধ করেছি। এই কথা শুনে রাক্ষসরা বিস্ময়ে ও আনন্দে গর্জন করতে লাগল। রাম-লক্ষ্মণ নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে আছেন দেখে তাঁদের নিহত মনে ক'রে ইন্দ্রজিৎ সহর্ষে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

শোকাকুল সুগ্রীবকে বিভীষণ বললেন, তুমি ভীত হয়ো না, অশ্রুসংবরণ কর, যুদ্ধে সর্বদা জয়লাভ হয় না। আমাদের ভাগ্যে যদি থাকে তবে এঁদের মোহাবেশ দূর হবে, যাঁরা সত্যধর্মপরায়ণ তাঁদের মৃত্যুভয় নেই। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও। বিভীষণ অঞ্জলিতে জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ ক'রে সুগ্রীবের মুখ মার্জন [illegible] দিয়ে বললেন, বানররাজ, এ [illegible] শোকাকুল হবার সময় নয়. এই সংকটকালে অতিস্নেহও মরণের কারণ হয়। রাম যতক্ষণ সংজ্ঞা.. না করেন ততক্ষণ তাঁকে রক্ষা কর, রাম-লক্ষ্মণ সচেতন হ'লেই আমাদের ভয় দূর হবে। তোমার সৈন্যদের শান্ত কর, এরা ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পরস্পরের কানে কানে কি বলছে। এই ব'লে বিভীষণ বানরদের আশ্বস্ত করতে গেলেন।

মায়াবী ইন্দ্রজিৎ রাবণের কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে জানালেন যে রাম-লক্ষ্মণ নিহত হয়েছেন। রাবণ তাঁর আসন থেকে উঠে পুত্রকে আলিংগন করলেন এবং অতি হৃষ্ট হয়ে সকল সংবাদ শুনলেন। তার পর তিনি সীতার রক্ষিত্রী ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীদের ডেকে আনিয়ে বললেন, বৈদেহীকে জানাও যে রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের হস্তে নিহত হয়েছে। তাঁকে পুষ্পক রথে রণক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন। এখন আমাকে ভজনা করা ভিন্ন সীতার অন্য গতি নেই।

রাম-লক্ষ্মণের বধসংবাদ লঙ্কার সর্বত্র ঘোষিত হ'ল। ভর্তৃশোকে বিহ্বলা সীতাকে ত্রিজটা পুষ্পক রথে রণক্ষেত্রে নিয়ে গেল। সীতা দেখলেন, বহু বানরসৈন্য হত হয়েছে, রাক্ষসরা হর্ষপ্রকাশ করছে, রাম-লক্ষ্মণের বর্ম বিদীর্ণ, ধনু হস্তচ্যুত, সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ, তাঁরা সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে আছেন।

শোকাক্রান্ত সীতাকে ত্রিজটা বললে, দেবী, বিলাপ ক'রো না, রাম-লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। তোমার স্বামী মৃত হ'লে এইসকল যোদ্ধার মুখ কোপান্বিত অথচ উৎসুক দেখাত না, এই দিব্যরথও তোমাকে বহন করত না। আশ্বস্ত হও, আমি অনুমানে বুঝেছি রাম-লক্ষ্মণ মরেন নি। তুমি চরিত্রগুণে আমার হৃদয় অধিকার করেছ, পূর্বে তোমাকে কখনও মিথ্যা বলি নি, এখনও বলছি না। মৈথিলী, দেখ কি আশ্চর্য, এ'রা শরাঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে আছেন অথচ এ'দের মুখশ্রী নষ্ট হয় নি। মানুষ মরলে মুখের বিকৃতি দেখা যায়। তুমি শোক দুঃখ মোহ ত্যাগ কর। ত্রিজটার কথা শুনে সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, তুমি যা বলছ তাই যেন সত্য হয়। তার পর তাঁরা অশোকবনে ফিরে গেলেন।

নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণ রুধিরাক্তদেহে শয়ান হয়ে ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলছেন, সুগ্রীবাদি তাঁদের বেষ্টন ক'রে আছেন, এমন সময় রাম সংজ্ঞালাভ করলেন। তিনি লক্ষ্মণকে অচৈতন্য দেখে বললেন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যখন যুদ্ধে নিহত দেখছি তখন আমার সীতায় বা

জীবনে কি প্রয়োজন। অন্বেষণ করলে মর্ত্যলোকে সীতার সমান নারী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা পাব না। ইনি যদি মৃত হন তবে আমিও প্রাণ ত্যাগ করব। আমি যদি একাকী অযোধ্যায় ফিরে যাই তবে সন্তানহীনা মাতা সুমিত্রাকে কি ব'লে প্রবোধ দেব? আমি তাঁর ভৎর্সনা সইতে পারব না, অতএব এখানেই আমি দেহত্যাগ করব। সুগ্রীব, তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে ফিরে যাও। আমার জন্য তোমরা সকলেই যথাসাধ্য করেছ, কিন্তু দৈবকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

এমন সময় নীলাঞ্জনকান্তি গদাপাণি বিভীষণকে আসতে দেখে বানররা ইন্দ্রজিৎ মনে ক'রে ভয়ে পালাতে লাগল। বিভীষণ এসে রাম ও সুগ্রীবকে জয়াশীর্বাদ করলেন। জাম্ববান বানরদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। বিভীষণ জলার্দ্রহস্তে রাম-লক্ষ্মণের চক্ষু মুছিয়ে দিয়ে শোকাকুলচিত্তে বললেন, আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ কুটিল উপায়ে এ'দের এই দশা করেছে। যাঁদের বিক্রমে নির্ভর ক'রে আমি প্রতিষ্ঠালাভের আশা করেছিলাম তাঁরা এখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান। আমি এখন বিপন্ন, আমার রাজ্যের আশা দূর হয়েছে, রাবণের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে।

বিভীষণকে আলিঙ্গন ক'রে সুগ্রীব বললেন ধর্মজ্ঞ, তুমি লঙ্কারাজ্য পাবে, রাবণেব ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। রাম-লক্ষ্মণ গরুড়ের আশ্রিত, এ'রা মূর্ছা থেকে মুক্ত হয়ে রাবণকে সবান্ধবে যুদ্ধে বধ করবেন। তার পর সুগ্রীব পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে বললেন, রাম-লক্ষ্মণ যতক্ষণ অচেতন থাকেন ততক্ষণ আপনি এ'দের কিষ্কিন্ধ্যায় নিয়ে গিয়ে রাখুন। বানরবীরগণও আপনার সঙ্গে যান। আমিই রাবণকে সবংশে বধ ক'রে সীতার উদ্ধার করব।

সুষেণ বললেন, পুরাকালে আমি দেবাসুরের সংগ্রাম দেখেছি, অস্ত্রবিশারদ দানবগণ প্রচ্ছন্ন থেকে দেবগণকে বধ করত। দেবগুরু বৃহস্পতি মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা সংজ্ঞাহীন দেবগণের চিকিৎসা করতেন। সেই দিব্য ওষধির নাম মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যা। যেখানে অমৃতমন্থন

হয়েছিল সেই ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুই পর্বত(১) আছে, পবননন্দন সেখান থেকে সেই পরমৌষধি নিয়ে আসুন।

এমন সময় সহসা আকাশে সবিদ্যুৎ মেঘের উদয় হ'ল, সাগরে তরঙ্গ উঠল। পক্ষের আন্দোলনজনিত বায়ুতে বৃক্ষসকল ভগ্ন হয়ে সমুদ্রে পড়তে লাগল। সর্পসকল ত্রস্ত এবং জলজন্তুগণ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হ'ল। মুহূর্তমধ্যে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান মহাবল বৈনতেয় গরুড় আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে রাম-লক্ষ্মণের পাশরূপী সর্প-সকল ভয়ে পালিয়ে গেল। গরুড় অভিনন্দন ক'রে তাঁদের মুখ মুছিয়ে দিলেন। তাঁর স্পর্শমাত্র রাম-লক্ষ্মণের ক্ষত দূর হ'ল, কান্তি বীর্য উৎসাহ বুদ্ধি স্মৃতি দ্বিগুণ হ'ল। গরুড় তাঁদের উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

রাম হৃষ্ট হয়ে গরুড়কে বললেন, আপনার প্রসাদে আমরা মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়েছি এবং পূর্ববলও ফিরে পেয়েছি। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখলে যেমন হয় সেইরূপ আপনাকে দেখে আমার হৃদয় প্রসন্ন হচ্ছে। দিব্যমাল্যধর দিব্যাভরণভূষিত রূপবান আপনি কে? পক্ষিরাজ গরুড় প্রীত হয়ে উত্তর দিলেন, কাকুৎস্থ, আমি তোমার সখা গরুড়। তুমি আমার বহিশ্চর প্রাণতুল্য, তোমাদের দুজনকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এসেছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে যে নাগবাণে তোমাদের পাশবন্ধ করেছিল, সুরাসুর কেউ তা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এইসকল তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষ নাগ রাক্ষসী মায়ার শররূপ ধারণ করেছিল। ভাগ্যক্রমে আমি তোমাদের বন্ধনের সংবাদ পেয়েছিলাম তাই শীঘ্র এসে তোমাদের মুক্ত দিয়েছি। রাক্ষসরা কূটযোদ্ধা, আর সরলতাই তোমাদের বল। রাক্ষসদের কখনও বিশ্বাস ক'রো না। রাম, তুমি ধর্মজ্ঞ, শত্রুকেও অনুগ্রহ কর। এখন অনুমতি দাও, আমি স্বস্থানে যাই। তোমার প্রতি আমার সখ্যভাব কেন হ'ল তা জানতে কৌতূহলী হয়ো না, যুদ্ধে কৃতকার্য হ'লে জানতে পারবে।

---

(১) উনবিং[illegible] জাম্ববান-কথিত ওষধি-পর্বতের অবস্থান হিমালয়ের উত্তরে।

রামকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ ক'রে গরুড় প্রস্থান করলেন। রাম-লক্ষ্মণ নীরোগ হয়েছেন দেখে বানরসেনা নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় তুমুল গর্জন ক'রে উঠল।

১২। ধূম্রাক্ষ-বজ্রদংষ্ট্র-অকম্পন-প্রহস্ত-বধ

[সর্গ ৫১—৫৮]

সেই গর্জন শুনে রাবণ তাঁর সচিবদের বললেন, রাম-লক্ষ্মণ তীক্ষ্ম শরজালে বদ্ধ হয়ে আছে, তবে বানররা আনন্দধ্বনি করছে কেন? আমার শঙ্কা হচ্ছে। রাবণের আদেশে কয়েকজন রাক্ষস প্রাকারের উপর থেকে নিরীক্ষণ ক'রে বিষণ্ণবদনে রাবণকে বললে, ইন্দ্রজিৎ যাঁদের নিশ্চেষ্ট করেছিলেন সেই রাম-লক্ষ্মণ এখন পাশমুক্ত হয়েছেন। রাবণ বিবর্ণ-মুখে চিন্তাকুল হয়ে বললেন, যে শরে ইন্দ্রজিৎ আমার শত্রুদের প্রাণহরণ করেছিলেন তাও নিষ্ফল হয়ে গেল! তার পর তিনি মহাক্রোধে ধূম্রাক্ষকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রচুর সৈন্য নিয়ে রাম আর তার বানরদের বধ করতে যাও।

শূল মুদ্‌গর গদা পট্টিশ ভিন্দিপাল(১) পরশু প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য নিয়ে ধূম্রাক্ষ যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর রথশীর্ষে একটি ভয়ংকর গৃধ্র দেখা গেল, বহুপ্রকার অশুভসূচক উৎপাতও হ'তে লাগল। রাক্ষসদের অস্ত্রপ্রহারে অনেক বানর নিহত হ'ল, বানররাও রাক্ষসদের মুখ তীক্ষ্ম নখ দিয়ে বিদীর্ণ ক'রে দিলে। রাক্ষসরা শোণিত-গন্ধে মূর্ছিত হয়ে ভূপাতিত হ'ল। ধূম্রাক্ষ বহু বানর বধ করছেন দেখে হনুমান তাঁর প্রতি এক বিপুল শিলা নিক্ষেপ করলেন। ধূম্রাক্ষ গদাহস্তে রথ থেকে নেমে পড়লেন, শিলাঘাতে রথ চূর্ণ হ'ল। তার পর তিনি তাঁর কণ্টকময় গদা হনুমানের মস্তক লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ

(১) ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

করলেন। হনুমান গদাপ্রহার গ্রাহ্য করলেন না, এক গিরিশৃঙ্গের আঘাতে ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ ক'রে দিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসরা ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল।

ধূম্রাক্ষ নিহত হয়েছেন শুনে রাবণ ক্রোধে ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলে বজ্রদংষ্ট্রকে যুদ্ধে যেতে আদেশ দিলেন। মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র বহু হস্তী উষ্ট্র খর এবং অস্ত্রধারী পদাতি সৈন্য নিয়ে লঙ্কার দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হলেন। রাক্ষসগণ বানরদের শিলার প্রহারে মূর্ছিত হ'তে লাগল। পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় বজ্রদংষ্ট্র বিবিধ অস্ত্রের আঘাতে বানরসংহারে প্রবৃত্ত হলেন। অঙ্গদ শোণিতাক্তদেহে বজ্রদংষ্ট্রের নিকটে এসে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করলেন। বজ্রদংষ্ট্র শরাঘাতে তা খণ্ডিত করলেন, অঙ্গদ শিলাঘাতে প্রতিপক্ষের রথ চূর্ণ করলেন। তার পর তাঁরা কিছুকাল মুষ্টিযুদ্ধ ক'রে খড়্গযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। খড়্গাঘাতে তাঁদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল, তাঁরা ভূমিতে জানু রেখে ব'সে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় উত্থিত হয়ে অঙ্গদ তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন।

তার পর রাবণের আদেশে সর্বাস্ত্রবিশারদ অকম্পন বহু সৈন্য নিয়ে স্বর্ণভূষিত রথে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। রাক্ষস আর বানরের চরণোত্থিত পাটলবর্ণ ধূলিতে সর্বদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, ধ্বজ পতাকা অশ্ব কিছুই দেখা গেল না, বানর ও রাক্ষস সপক্ষকেই বধ করতে লাগল। রণস্থল ক্রমশ মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং রক্তপাতে পঙ্কিল হয়ে উঠল, অবশেষে ধূলিজাল অপসৃত হ'ল। তখন উভয় পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করলে। বানররা অকম্পনের শরাঘাত সইতে না পেরে পালাতে লাগল। হনুমান এক শৈল উৎপাটিত ক'রে অকম্পনের দিকে ধাবমান হলেন। অকম্পন অর্ধচন্দ্র বাণে সেই শৈল খণ্ডিত করলেন। তখন হনুমান ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে এক বিশাল অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন ক'রে সবেগে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করলেন। বৃক্ষের আঘাতে অকম্পনের মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল।

অকম্পনের নিধন শুনে রাবণ যুদ্ধবিশারদ প্রহস্তকে বললেন, লঙ্কাপুরী শত্রুসৈন্যে আক্রান্ত হয়েছে, এই প্রবল বিপক্ষকে বিনষ্ট করবার ভার আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ ভিন্ন আর কেউ নিতে পারে না। তুমি শীঘ্র সসৈন্যে গিয়ে বানরবাহিনী ধ্বংস কর। যুদ্ধে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু তোমার জয়লাভে সন্দেহ নেই।

প্রহস্ত বললেন, মহারাজ, বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ পূর্বেই এ বিষয়ে বিতর্ক করেছেন। সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই শ্রেয়, না করলে যুদ্ধ অনিবার্য — এ আমরা পূর্বেই স্থির করেছি। আপনার কাছে আমি সর্বদা দান ও সম্মান পেয়েছি, আপনার হিতকার্য অবশ্যই করব। আমি নিজের জীবন স্ত্রীপুত্র বা ধন কামনা করি না। যুদ্ধ যখন উপস্থিত হয়েছে তখন আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

প্রহস্ত বিপুল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। রাম তাঁকে দেখে স্মিত-মুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, বহু সৈন্য নিয়ে যে মহাবীর দ্রুত-গতিতে আসছেন উনি কে? বিভীষণ উত্তর দিলেন, ইনি বীর্যবান অস্ত্রবিশারদ সেনাপতি প্রহস্ত, লঙ্কায় রাবণের যত সৈন্য আছে তার একতৃতীয়াংশ এ'র সঙ্গে আসছে।

রাক্ষসরা বিবিধ অস্ত্র এবং বানররা বৃক্ষ ও শিলা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। প্রহস্তের সঙ্গে তাঁর চার সচিব ছিলেন, তাঁদের শরাঘাতে বহু বানর হত হ'ল। দ্বিবিদ দুর্মুখ জাম্ববান ও তার বৃক্ষ ও শিলার প্রহারে সেই সচিবদের বধ করলেন। প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বানর সংহার করতে লাগলেন। রণভূমি রক্তবর্ণ হল, যেন বৈশাখ মাসে পুষ্পিত পলাশ তরুতে আচ্ছন্ন হয়েছে। নিহত সেনার শোণিত মেদ যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র দেহ মস্তক প্রভৃতি মিলিত হয়ে যে যমসাগরগামিনী (১) নদী উৎপন্ন হ'ল কাপুরুষের পক্ষে তা পার হওয়া দুঃসাধ্য।

নীল ও প্রহস্ত পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। প্রহস্তের শরজালে নীল বিদ্ধ হলেন, নীলের বৃক্ষপ্রহারে প্রহস্তের অশ্বসকল বিনষ্ট হ'ল।

---

(১) মৃত্যুরূপ সাগরের অভিমুখে যার গতি।

প্রহস্ত মুষলহস্তে রথ থেকে নেমে পড়লেন, তার পর সিংহ-শার্দূলের ন্যায় তাঁরা দন্ত দ্বারা পরস্পরকে দংশন করতে লাগলেন। অবশেষে প্রহস্ত নীলের ললাটে মুষলাঘাত করলেন, নীল শোণিতাক্তদেহে এক বৃহৎ শিলা তুলে নিয়ে বিপক্ষের মস্তক চূর্ণ করলেন। রাক্ষসসেনা নিরুদ্যম ও বিবশ হয়ে লঙ্কাপুরীতে পালিয়ে গেল।

১৩। রাবণের যুদ্ধ

[সর্গ ৫৯]

প্রহস্তের মৃত্যু শুনে রাবণ বললেন, এই শত্রুকে অবজ্ঞা করা চলবে না, আমি স্বয়ং গিয়ে তাদের বিনষ্ট করব।

বিপুল সৈন্য নিয়ে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করলেন, তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ অতিকায় মহোদর কুম্ভ নিকুম্ভ নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণও চললেন। রাবণ অন্যান্য মহাবল রাক্ষসদের বললেন, তোমরা লঙ্কার পুরদ্বারে রাজপথে এবং তোরণসংলগ্ন প্রাসাদে নিঃশঙ্ক হয়ে অবস্থান কর, সকলেই আমার সঙ্গে থাকলে বানররা ছিদ্র পেয়ে পুরীতে প্রবেশ করবে। সচিবগণ পুরী রক্ষার জন্য চ'লে গেলে রাবণ বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

রাবণকে লক্ষ্য ক'রে সুগ্রীব বহু বৃক্ষ সমেত এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। রাবণ শরাঘাতে সেই গিরিশৃঙ্গ খণ্ডিত করলেন এবং অশনি-তুল্য জ্বলন্ত বাণে সুগ্রীবের দেহ ভেদ করলেন। সুগ্রীবকে অচেতন ও ধরাশায়ী দেখে সুষেণ নল গবয় গবাক্ষ প্রভৃতি শৈল নিয়ে রাবণকে আক্রমণ করতে গেলেন, কিন্তু রাক্ষসপতির তীক্ষ্ণ শরে তাঁরা আহত ও বিতাড়িত হলেন। তখন লক্ষ্মণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য রামের অনুমতি চাইলেন। রাম তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাবণের পরাক্রম আশ্চর্য, তুমি তার ছিদ্র লক্ষ্য ক'রে যুদ্ধ ক'রো এবং চক্ষু ও ধনু দ্বারা আত্মরক্ষায় অবহিত থেকো।

রাবণের শরবর্ষণে বহু বানর বিনষ্ট হচ্ছে দেখে হনুমান তাঁর রথের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসের অবধ্য, কিন্তু বানরের কাছে তোমার ভয় আছে। আমি এই পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উদ্যত করছি; এর দ্বারাই তোমার দেহ থেকে প্রাণ বার ক'রে নেব। আমি তোমার পুত্র অক্ষকে বধ করেছি তা স্মরণ কর। এই কথা শুনে রাবণ হনুমানের বক্ষে চপেটাঘাত করলেন। প্রহারবেগে হনুমান অস্থির হলেন, তার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে সক্রোধে রাবণকে চপেটাঘাত করলেন। ভূমিকম্পে পর্বতের ন্যায় বিচলিত হয়ে দশানন বললেন, সাধু সাধু, বানর, তুমি আমার শ্লাঘনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী।

হনুমান বললেন, রাবণ, তুমি এখনও জীবিত আছ, আমার বীর্যকে ধিক! নির্বোধ, এখন গর্ব ত্যাগ ক'রে আমাকে প্রহার ক'রে দেখ, তার পর আমার মুষ্টি তোমাকে যমালয়ে পাঠাবে। রাবণ ক্রোধে অধীর হয়ে হনুমানের বিশাল বক্ষে বেগে মুষ্টিপ্রহার করলেন। হনুমানকে বিহ্বল দেখে রাবণ নীলের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, এমন সময় হনুমান সুস্থ হয়ে রাবণকে বললেন, তুমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, অতএব এখন আমি আক্রমণ করব না। নীল তখন ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক'রে রাবণের ধ্বজশীর্ষে, ধনুর অগ্রে ও কিরীটের উপর বিচরণ করতে লাগলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। নীল জানুতে ভর দিয়ে ভূতলে অচেতন হয়ে পড়লেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের দিকে অগ্রসর হলেন এবং উভয়ে স্পর্ধাবাক্য ব'লে পরস্পরের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। অবশেষে রাবণ স্বয়ম্ভুপ্রদত্ত অনলসংকাশ ভয়ংকর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণ মধ্যপথে বাণ দ্বারা প্রতিহত করলেন, তথাপি সেই অস্ত্র তাঁর বক্ষে পতিত হ'ল, তিনি বিহ্বল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। রাবণ তাঁকে ভুজদ্বয়ে বেষ্টন ক'রে ধ'রে তুলতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, কারণ সেই সময়ে লক্ষ্মণ স্মরণ করলেন যে তিনি বিষ্ণুর অংশ।

তখন হনুমান দ্রুতবেগে গিয়ে রাবণের বক্ষে বজ্রের ন্যায় মুষ্টি প্রহার করলেন। রাবণ ঘূর্ণিতদেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে গেলেন,

তাঁর মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়ে রক্তস্রাব হ'তে লাগল। হনুমান লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলে রামের কাছে নিয়ে গেলেন, শক্তি অস্ত্রও লক্ষ্মণকে ত্যাগ ক'রে রাবণের রথে যথাস্থানে ফিরে গেল। ক্রমশ রাবণ সংজ্ঞালাভ করলেন, লক্ষ্মণও সুস্থ হলেন।

রাবণ পুনর্বার শরবর্ষণে বানরসৈন্য বধ করছেন দেখে রাম স্বয়ং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন। হনুমান বললেন, গরুড়ের পৃষ্ঠে বিষ্ণুর ন্যায় তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রাবণকে শাসন কর। রাম হনুমানের পৃষ্ঠে উঠে ধনুতে বজ্রতুল্য টংকার দিয়ে রাবণকে বললেন, রাক্ষসরাজ, থাম, থাম, আমার অনিষ্ট ক'রে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবে? ইন্দ্র যম ভাস্কর স্বয়ম্ভু বৈশ্বানর শংকর যাঁর কাছেই যাও তোমার নিস্তার নেই। তুমি লক্ষ্মণকে শক্তির আঘাতে পীড়িত করেছ, আমার শরে তুমি পুত্র পৌত্র সহ সমরে বিনষ্ট হবে।

হনুমানের মুষ্টিপ্রহার স্মরণ ক'রে রাবণ তাঁকে অগ্নিশিখাতুল্য শরে বিদ্ধ করলেন। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণের রথ অশ্ব সারথি শূল ও খড়্গ ছেদন ক'রে তাঁর বক্ষে শরাঘাত করলেন। রাবণ মোহগ্রস্ত হলেন, তাঁর হাত থেকে ধনু প'ড়ে গেল। রাম তখন অর্ধচন্দ্র বাণে তাঁর উজ্জ্বল কিরীট ছেদন ক'রে বললেন,

> কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং
> হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্‌।
> তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
> ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি॥
> প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
> প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্‌।
> আশ্বস্য নির্যাহি রথী সধন্বী
> তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ॥ (৫৯।১৪০-১৪১)

— তুমি ভীষণ যুদ্ধ করেছ, আমার অনেক বীর যোদ্ধা তোমার হস্তে হত হয়েছে। তুমি পরিশ্রান্ত এই বিবেচনা ক'রে আমি তোমাকে শরাঘাতে বধ করলাম না। নিশাচররাজ, প্রস্থান কর। আমি জানি

তুমি রণক্লান্ত। লঙ্কায় গিয়ে বিশ্রাম কর। পরে ধনুর্ধরদের সঙ্গে রথারোহণে ফিরে এসে আমার বল দেখো।

১৪। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

[সর্গ ৬০]

কাঞ্চনময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাবণ সভাসদ্‌গণকে বললেন, আমি বৃথা তপস্যা করেছিলাম, মহেন্দ্রের সমান হয়েও আমি মনুষ্যহস্তে নির্জিত হয়েছি। ব্রহ্মা আমাকে এই ঘোর বাক্য বলেছিলেন — কেবল মানুষের কাছেই তোমার ভয়। দেব-দানব-গন্ধর্বাদির হস্তে আমার মৃত্যু হবে না এই বরই আমি চেয়েছিলাম। এই দশরথপুত্র রামই বোধ হয় সেই মানুষ যে আমাকে বধ করবে। পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্য (১) আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন — রাক্ষসাধম, আমার বংশে একজন জন্মগ্রহণ করবেন যার হস্তে তোমার সবংশে নিধন হবে। আমি বেদবতী (১) কে ধর্ষণ করেছিলাম, তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনিই বোধ হয় জনকনন্দিনী রূপে জন্মেছেন। উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা, এঁরাও আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। ঋষিরা যা বলেছিলেন তা মিথ্যা হবে না। রাক্ষসগণ, তোমরা এই বিপদবারণের জন্য যত্নবান হও। দেবদানবের দর্পহারী মহাবল কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার শাপে নিদ্রিত আছেন, তাঁকে জাগরিত কর। তিনি কামাবিষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে বহু মাস নিদ্রায় যাপন করছেন। এই বিপদে যদি আমাকে সাহায্য না করেন তবে তাঁর ইন্দ্রতুল্য বিক্রমে আমার কি লাভ হবে?

রাবণের আদেশ পেয়ে রাক্ষসরা গন্ধদ্রব্য মাল্য ও উত্তম ভোজ্য নিয়ে কুম্ভকর্ণের আবাসগুহায় গেল। এই রমণীয় গুহা চতুর্দিকে এক যোজন বিস্তৃত এবং পুষ্পগন্ধে আমোদিত। রাক্ষসরা কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসে নিক্ষিপ্ত হ'তে হ'তে অতি কষ্টে নিকটস্থ হয়ে দেখলে, তিনি বিস্তৃত পর্বতের ন্যায় শুয়ে আছেন, তাঁর লোম ঊর্ধ্বোত্থিত, নাসাপুট

(১) উত্তরকাণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে এঁদের কথা আছে।

ভীষণ, মুখগহ্বর পাতালের ন্যায়, সর্বাঙ্গে মেদ ও রুধিরের গন্ধ। তাঁর নিদ্রাভঙ্গের জন্য রাক্ষসরা রাশি রাশি মৃগ-মহিষ-বরাহ-মাংস এবং শোণিতপূর্ণ কলস এনে সম্মুখে রাখলে, দেহে চন্দন লেপন ক'রে সুগন্ধ মাল্য পরিয়ে দিলে, এবং বাহ্বাস্ফোট ও তুমুল চিৎকার করতে লাগল। কেউ কেউ মুদ্গর মুষল প্রস্তর গদা ও মুষ্টি দ্বারা তাঁর বক্ষে আঘাত করতে গেল, কিন্তু তাঁর নিঃশ্বাসবায়ুর তাড়নে সম্মুখে দাঁড়াতে পারল না। তারা অশ্ব উষ্ট্র গর্দভ ও হস্তী এনে অংকুশাঘাতে কুম্ভকর্ণের দেহের উপর চালিত করলে, প্রচণ্ড রবে ভেরী শংখ মৃদংগ বাজাতে লাগল, এবং প্রাণপণে মুদ্গরাদি দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগল। কেউ তাঁর কর্ণ দংশন করলে, কেউ কর্ণরন্ধ্রে শতকুম্ভ জল ঢাললে, কেউ শতঘ্নী দ্বারা প্রহার করতে লাগল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভংগ হ'ল না। তার পর তাঁর দেহের উপর সহস্র হস্তী ধাবিত করানো হ'ল, সেই সুখস্পর্শে তিনি জাগরিত হলেন এবং ক্ষুধার্ত হয়ে মুখব্যাদান করলেন।

প্রচুর মাংস খেয়ে এবং শোণিত ও মদ্য পান ক'রে তৃপ্ত হয়ে কুম্ভকর্ণ বললেন, তোমরা কেন আমাকে জাগিয়েছ? রাজার কুশল তো? কোনও ভয় উপস্থিত হয়েছে? তখন সচিব যূপাক্ষ যুক্তকরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। কুম্ভকর্ণ বললেন, আমি আজই রাম-লক্ষ্মণকে সসৈন্যে বধ ক'রে তাদের রক্তমাংস খাব তার পর রাবণের সঙ্গে দেখা করব। সচিব মহোদর বললেন, তুমি আগে রাবণের বক্তব্য শোন, তার পর যথা-কর্তব্য করবে।

কুম্ভকর্ণ শয্যা ত্যাগ ক'রে মুখ প্রক্ষালন ও স্নান করলেন এবং দুই সহস্র কলস মদ্য পান ক'রে ঈষৎ মত্ত হয়ে রাবণের কাছে যাত্রা করলেন।

১৫। কুম্ভকর্ণবধ

[সর্গ ৬১—৬৭]

রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই পর্বতাকার বীর যাঁকে দেখে বানররা ভয়ে পালাচ্ছে, উনি কে? বিভীষণ বললেন, ইনি বিশ্রবার পুত্র

রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। জন্মগ্রহণ ক'রেই ইনি ক্ষুধার্ত হয়ে সহস্র প্রজা খেয়ে ফেলেছিলেন, সেজন্য ইন্দ্র এ'কে বজ্রাঘাত করেন। তখন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে বললেন, নিশ্চয় লোকবিনাশের জন্যই তুমি জন্মেছ, তুমি আজ থেকে মৃতকল্প হয়ে শুয়ে থাকবে। এই অভিশাপ শুনে রাবণ বললেন, প্রভু, যে কাঞ্চনবৃক্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে ফলোৎপত্তিকালে কেন ছেদন করছেন? ইনি আপনার পৌত্র, এ'কে এমন শাপ দেওয়া আপনার অন্যায়। তখন ব্রহ্মা বললেন, কুম্ভকর্ণ ছ মাস নিদ্রিত থেকে এক দিন জাগবেন এবং সেই দিনে বুভুক্ষিত হয়ে লোকভক্ষণ করবেন। রাম, তোমার পরাক্রমে ভীত হয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণকে জাগিয়েছেন। এ'কে বাধা দেওয়া বানরদের সাধ্য নয়। তুমি সকলকে বল যে এই মূর্তি রাক্ষস নয়, একটা যন্ত্র, তাতে বানররা নির্ভয় হবে। রামের আদেশে নীল এই কথা প্রচারিত করলেন।

কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে এসে প্রণাম করলে রাবণ তাঁকে লঙ্কার বিপদের কথা জানালেন। কুম্ভকর্ণ হাস্য ক'রে বললেন, পূর্বে মন্ত্রণা-কালেই আমরা এই বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু তুমি হিতবাক্য গ্রাহ্য কর নি, বলগর্বে পরিণাম না ভেবে পাপকর্ম করেছ। রাজার উচিত, অর্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী সচিবদের পরামর্শ নিয়ে এমন কার্যের অনুষ্ঠান করা যার পরিণাম হিতকর। যে রাজা শত্রুকে অবজ্ঞা ক'রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন না, তাঁর অনর্থ ঘটে। মন্দোদরী ও বিভীষণ পূর্বে যা বলেছিলেন তদনুসারে চললে আমাদের মঙ্গল হ'ত।

রাবণ ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, আমি তোমার মাননীয় গুরুজন, আমাকে কি উপদেশ দিচ্ছ? ভ্রম মোহ বলগর্ব — যে কারণেই হ'ক, পূর্বে যা অস্বীকার করেছি এখন তার পুনরুক্তি বৃথা। যদি তোমার ভ্রাতৃ-স্নেহ আর বিক্রম থাকে তবে আমার উপস্থিত বিপদ নিবারণ কর। অগ্রজকে ক্ষুব্ধ দেখে কুম্ভকর্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, রাজা, রোষ ত্যাগ কর, যে তোমার দুঃখের কারণ তাকে আমি অবশ্যই বিনষ্ট করব। রাম

লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদাহক হনুমান সকলেই আমার হাতে নিহত হবে। আমি একাকীই সমস্ত শত্রু ধ্বংস করব।

মন্ত্রী মহোদর বললেন, কুম্ভকর্ণ, তুমি সংকুলে জাত, কিন্তু অহংকৃত ও স্থূলবুদ্ধি, সকল ক্ষেত্রে কর্তব্য স্থির করতে পার না। আমাদের রাজা কার্যাকার্য বিলক্ষণ বোঝেন। তুমি বাল্যকাল থেকেই অধিক কথা বলতে ভালবাস। তুমি কোন্ সাহসে রামের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার সহিত একাকী যুদ্ধ করতে চাও? তার পর মহোদর রাবণকে বললেন, মহারাজ, আপনার উচিত সীতাকে শীঘ্র বশে আনা, তার উপায় বলছি শুনুন। আমি এবং আর চার জন বীর যুদ্ধ করতে যাব। যদি রামকে জয় করতে পারি ভালই, যদি না পারি তবে রামনামাঙ্কিত শরে আহত হয়ে রক্তাক্তদেহে ফিরে এসে বলব যে আমরা রাম-লক্ষ্মণকে ভক্ষণ ক'রে এসেছি। আপনি এই কথা লঙ্কায় প্রচারিত করবেন এবং যেন প্রীত হয়ে ভৃত্যগণকে পুরস্কার দেবেন, নিজেও মদ্যপান করবেন। তার পর অশোকবনে সীতার কাছে গিয়ে রামের মৃত্যুসংবাদ জানাবেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বহু ধনরত্নের লোভ দেখাবেন। এই উপায়ে তিনি নিশ্চয় আপনার বশে আসবেন।

কুম্ভকর্ণ বললেন, মহোদর, যে রাজা অক্ষম ও নির্বোধ তাঁর কাছেই তোমার কথা রুচিকর হবে। তোমাদের ন্যায় যুদ্ধবিমুখ কাপুরুষরা রাজার সকল কার্য পণ্ড করে। লঙ্কার বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, রাজ-কোষ ক্ষীণ হয়েছে, তোমরা রাজাকে আশ্রয় ক'রে মিত্ররূপে তাঁর শত্রুতা করছ। তোমাদের এই দুর্নীতির অবসান করতে আমি আজই যুদ্ধে গিয়ে শত্রু জয় করব।

রাবণ সহাস্যে বললেন, মহোদর নিশ্চয় রামের বিক্রম শুনে সন্ত্রস্ত হয়েছেন সেজন্য যুদ্ধ এঁর রুচিকর নয়। কুম্ভকর্ণ, তোমার তুল্য সুহৃদ এবং বলবান সহায় আমার কেউ নেই। রাক্ষসদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে এই কারণেই তোমাকে জাগরিত করেছি। এখন তুমি পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে যাও এবং দুই রাজপুত্র ও বানরগণকে ভক্ষণ ক'রে এস।

কাঞ্চনভূষিত তীক্ষ্ণ লৌহশূল নিয়ে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি একাকী যেতে চাইলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকে সৈন্যপরিবৃত হয়ে যেতে বললেন এবং স্বয়ং তাঁকে মণিময় হার অঙ্গদ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি আভরণে সজ্জিত ক'রে দিলেন। রাবণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিতে সমাদৃত হয়ে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধযাত্রা করলেন, তাঁর সৈন্যদল হস্তী অশ্ব রথ সর্প উষ্ট্র খর সিংহ মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণ ক'রে চলল। তিনি তাঁর অনুচরদের সহাস্যে বললেন, অগ্নি যেমন পতঙ্গ দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ বানরদের দগ্ধ করব। কিন্তু বনচর বানরদের অপরাধ কি, তারা আমাদের উদ্যানের অলংকার স্বরূপ। রাম-লক্ষ্মণই লঙ্কা অবরোধের মূল, তাদের বধ করলে সকলেই বিনষ্ট হবে।

সমুদ্র প্রতিধ্বনিত ও পর্বত কম্পিত ক'রে কুম্ভকর্ণ বজ্রনির্ঘোষতুল্য মহানিনাদ করলেন। বানররা ভয়ে পালাচ্ছে দেখে অঙ্গদ বললেন, তোমরা নিজের বীর্য ও আভিজাত্য বিস্মৃত হয়ে কোথায় ধাবিত হচ্ছ? এই বিভীষিকাকে আমরা বধ করব। বানররা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল। বৃক্ষ ও শিলার আঘাত অগ্রাহ্য ক'রে কুম্ভকর্ণ বানরসেনা মথন করতে লাগলেন। হনুমান এক প্রকাণ্ড পর্বত দিয়ে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করলেন, কুম্ভকর্ণও শূলের আঘাতে হনুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। হনুমান বিহ্বল হয়ে রক্তবমন ও প্রলয়মেঘের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। তখন নীল শরভ গবাক্ষ অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ কুম্ভকর্ণের সংগে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু তাঁরাও নির্জিত হলেন।

সুগ্রীব কুম্ভকর্ণকে বললেন, তুমি অনেক বীরকে নিপাতিত ক'রে এবং বহু বানর ভক্ষণ ক'রে পরম যশ লাভ করেছ, এখন এই পর্বতের প্রহার সহ্য কর। সুগ্রীব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বত কুম্ভকর্ণের বক্ষে চূর্ণ হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে সুগ্রীবকে বধ করতে এলেন, কিন্তু হনুমান লম্ফ দিয়ে শূল ধ'রে ভেঙে ফেললেন। তখন কুম্ভকর্ণ গিরি-

শৃঙ্গের আঘাতে সুগ্রীবকে সংজ্ঞাহীন ক'রে তাঁকে লঙ্কায় ধ'রে নিয়ে চললেন। পুরবাসিগণ মহানন্দে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করতে লাগল। লাজগন্ধে এবং রাজপথের শীতল বায়ুর স্পর্শে সুগ্রীব ক্রমশ চৈতন্যলাভ করলেন এবং সহসা নখ ও দন্ত দ্বারা কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন ক'রে পদপ্রহারে পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ ক'রে দিলেন। রক্তাক্ত কুম্ভকর্ণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কন্দুকতুল্য বেগে রামের কাছে চলে এলেন।

কুম্ভকর্ণ এক ভীষণ মুদ্গর নিয়ে আবার যুদ্ধস্থানে গেলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে শরাঘাত করতে লাগলেন। কুম্ভকর্ণ বললেন, সৌমিত্রি, আমি যুদ্ধে যমরাজকেও পরাস্ত করেছি, তুমি যে নির্ভয়ে আমার সম্মুখীন হয়েছ এতেই তোমার বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তুমি বালক, তোমার পরাক্রম দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি, এখন অনুমতি দাও আমি রামের কাছে যাব। লক্ষ্মণের বাধা অতিক্রম ক'রে কুম্ভকর্ণ অগ্রসর হলেন। রাম তাঁর বক্ষ তীক্ষ্ণ রুদ্রবাণে বিদ্ধ করলেন। কুম্ভকর্ণের গদা হস্তচ্যুত হল, তিনি শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতগন্ধে জ্ঞানশূন্য হয়ে নির্বিচারে বানর রাক্ষস ভল্লুক ভক্ষণ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণের আদেশে বানরগণ কুম্ভকর্ণের দেহের উপর উঠে বসল, কুম্ভকর্ণ তাদের ফেলে দেবার জন্য দুষ্ট হস্তীর ন্যায় দেহ কম্পিত করতে লাগলেন। রামকে সম্মুখে দেখে তিনি বললেন, আমি বিরাধ নই, মারীচ খর কবন্ধ বা বালীও নই, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ। আমি এখন নাসাকর্ণহীন, তথাপি অবজ্ঞেয় নই, আমার বিক্রম দেখ।

যেসকল শরে রাম সপ্তশালভেদ এবং বালিবধ করেছিলেন তার আঘাতে কুম্ভকর্ণ বিচলিত হলেন না। তখন রাম বায়ব্য অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের গদা ও বাহু বিচ্ছিন্ন করলেন। কুম্ভকর্ণ অপর হস্তে তালবৃক্ষ উৎপাটন ক'রে ধাবমান হলেন, রাম ঐন্দ্রাস্ত্রে সেই হস্ত এবং অর্ধচন্দ্র বাণে পদদ্বয় ছেদন করলেন।

নিকৃত্তবাহুর্বিনিকৃত্তপাদো
বিদার্য বক্ত্রং বড়বামুখাভম্।

দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্
রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরীক্ষে॥ (৬৭।১৬২)
অথাদদে সূর্যমরীচিকল্পং
স ব্রহ্মদণ্ডান্তককালকল্পম্।
অরিষ্টমৈন্দ্রং নিশিতং সুপুঙ্খং
রামঃ শরং মারুততুল্যবেগম্॥ (৬৭।১৬৪)
স তন্মহাপর্বতকূটসন্নিভং
সুবৃত্তদংষ্ট্রং চলচারুকুণ্ডলম্।
চকর্ত রক্ষোধিপতেঃ শিরস্তদা
যথৈব বৃত্রস্য পুরা পুরন্দরঃ॥ (৬৭।১৬৭)

— রাহু যেমন আকাশে চন্দ্রের অভিমুখে যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ছিন্ন-বাহু ছিন্নপদ হয়ে বড়বার ন্যায় মুখব্যাদান ক'রে সগর্জনে রামের প্রতি ধাবমান হলেন। তখন রাম সুতীক্ষ্ন সুপুঙ্খ বায়ুবেগগামী মৃত্যুচিহ্ন-স্বরূপ ঐন্দ্র শর যোগ করলেন। এই শর সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল, ব্রহ্মদণ্ড ও কালান্তক যমের ন্যায় ভীষণ। পুরাকালে পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করেছিলেন, সেইরূপ রাম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের বৃহৎ দশন ও চঞ্চল কুণ্ডল সমন্বিত পর্বতচূড়াকার মস্তক ছেদন করলেন।

কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্রে পতিত হ'ল এবং কুম্ভীর মৎস্য ভুজঙ্গ প্রভৃতি জলচর প্রাণী মর্দন ক'রে তলপ্রবিষ্ট হ'ল।

১৬। নরান্তক-দেবান্তক-মহোদর-ত্রিশিরা-মহাপার্শ্ব-বধ

[সর্গ ৬৮—৭০]

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদে রাবণ শোকে হতজ্ঞান হলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায়(১) পিতৃব্যের জন্য রোদন করতে লাগলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব(২) ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাক্রান্ত

(১) এই চার জন রাবণের পুত্র। (২) 'তিলক'-টীকাকার বলেন, এই দুজন রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। এঁদের অপর নাম উন্মত্ত ও মত্ত।

হলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে রাবণ বিলাপ করতে লাগলেন—হা শত্রু-দর্পহারী মহাবল কুম্ভকর্ণ, তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করেই যমসদনে গেলে! এখন দেবগণ তোমাকে নিহত দেখে হৃষ্ট হবে, বানরসৈন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করবে। কুম্ভকর্ণবিহীন রাজ্যে আর জীবনে আমার কি প্রয়োজন, সীতাকে নিয়েই বা কি করব? আমি অজ্ঞানবশে বিভীষণের হিতবাক্য অগ্রাহ্য করেছিলাম, এখন তারই ফল আমাকে দারুণ লজ্জা দিচ্ছে।

ত্রিশিরা প্রবোধ দিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার ন্যায় বীরের এরূপ বিলাপ করা অনুচিত। গরুড় যেমন সর্পনাশ করেন সেইরূপ আমি আপনার শত্রুকে যুদ্ধে নিপাতিত করব। ত্রিশিরার বাক্য শুনে দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় যুদ্ধের জন্য উৎসুক হলেন। রাবণ তাঁদের সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে যাত্রার অনুমতি দিলেন এবং মহোদর ও মহা-পার্শ্বকে সঙ্গে যেতে বললেন। তখন বহু সৈন্য নিয়ে সকলে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র নিয়ে এবং বানরগণ বৃক্ষ শিলা নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। নরান্তক বায়ুগতি অশ্বে আরোহণ ক'রে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং প্রাসের আঘাতে বানরগণকে বিধ্বস্ত করতে লাগলেন। মহাবীর অঙ্গদ তাঁকে বললেন, তুমি সামান্য বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন, তোমার বজ্রতুল্য প্রাস আমার বক্ষে নিক্ষেপ কর। নরান্তকের প্রাস অঙ্গদের বক্ষে চূর্ণিত হয়ে গেল। অঙ্গদ চপেটাঘাতে অশ্ব বিনষ্ট ক'রে মুষ্টিপ্রহারে নরান্তককে বধ করলেন।

তখন দেবান্তক ত্রিশিরা ও মহোদর অঙ্গদকে আক্রমণ করলেন। অঙ্গদ মহোদরের হস্তীকে চপেটাঘাতে বধ ক'রে তার দন্ত উৎপাটিত করলেন এবং সেই দন্ত দ্বারা দেবান্তককে প্রহার করলেন। দেবান্তক রক্তাক্ত হয়ে অঙ্গদের প্রতি পরিঘ নিক্ষেপ করলেন। অঙ্গদের বিপদ দেখে হনুমান লম্ফ দিয়ে দেবান্তকের মস্তকে বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার করলেন। চক্ষু উদ্‌গত ও জিহ্বা লম্বিত ক'রে দেবান্তক গতাসু হলেন।

মহোদর নীলের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। নীল এক পর্বত উৎপাটিত ক'রে মহাবেগে নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে মহোদর বিনষ্ট হলেন। ত্রিশিরা হনুমানের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর অশ্ব হনুমানের নখাঘাতে বিদীর্ণ হ'লে ত্রিশিরা মহাবেগে শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। হনুমান তা ভেঙে ফেলে গর্জন করতে লাগলেন। ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গাঘাত করলেন। তখন হনুমান চপেটাঘাতে ত্রিশিরাকে পাতিত করলেন এবং খড়্গ কেড়ে নিয়ে তাঁর তিন মুণ্ড কেটে ফেললেন।

মহাপার্শ্ব তাঁর লৌহগদা নিয়ে ঋষভের বক্ষে আঘাত করলেন। মহাবীর ঋষভের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে রক্তস্রাব হ'তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞালাভ ক'রে মহাপার্শ্বকে ভূপাতিত করলেন এবং গদা কেড়ে নিয়ে তার আঘাতে মহাপার্শ্বের বক্ষ চূর্ণ করলেন।

১৭। অতিকায়বধ

[সর্গ ৭১—৭২]

তিন ভ্রাতা ও দুই পিতৃব্যের নিধনে অতিকায় ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে রাম বিভীষণকে প্রশ্ন করলেন, এই পর্বতসংকাশ ধনুর্ধর যিনি সহস্রতুরঙ্গবাহিত বিশাল রথে আসছেন ইনি কে? বিভীষণ বললেন, ইনি রাবণপুত্র অতিকায়, সর্বাস্ত্রবিশারদ, হস্তী ও অশ্ব চালনায় এবং সামদানাদি প্রয়োগে সুদক্ষ। ধান্যমালিনী এঁর জননী। ব্রহ্মার বরে ইনি সুরাসুরের অবধ্য। তুমি শীঘ্র এঁকে বিনষ্ট কর, নতুবা ইনি বানরসৈন্য ধ্বংস করবেন।

মহাবল অতিকায় নীল মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে শরাঘাতে নির্জিত ক'রে সগর্বে বললেন,

> রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণি-
> র্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।
> যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো
> দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্॥ (৭১।৪৫)

— আমি ধনুর্বাণ হস্তে রথে রয়েছি, সামান্য জনের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। যার শক্তি আর উদ্যম আছে সে শীঘ্র এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে অতিকায়ের সম্মুখে ধনুর জ্যা আকর্ষণ ক'রে ভয়ংকর শব্দ করতে লাগলেন। অতিকায় বললেন, সৌমিত্রি, তুমি বালক, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তোমার নেই। ফিরে যাও, কেন কৃতান্ততুল্য বিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছ? দেখছি তোমার নিবৃত্ত হবার ইচ্ছা নেই। তবে থাক, প্রাণ ত্যাগ ক'রে যমালয়ে যাও। লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, কেবল কথায় বীরত্বপ্রকাশ হয় না, আমি ধনুর্বাণহস্তে সম্মুখে রইলাম, তুমি নিজের বিক্রম দেখাও।

অতিকায় ও লক্ষ্মণ পরস্পরের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। বিদ্যাধর ভূত দেব দৈত্য ও মহর্ষিগণ যুদ্ধ দেখতে এলেন। অতিকায়ের হীরকভূষিত অভেদ্য বর্মে লক্ষ্মণের সকল বাণ প্রতিহত হ'ল। তখন পবনদেব লক্ষ্মণকে বললেন, ইনি ব্রহ্মার প্রদত্ত অভেদ্য কবচে আবৃত, তুমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর, অন্য অস্ত্রে কিছু হবে না। তখন লক্ষ্মণ ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা ক'রে অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। গদা কুঠার শূল শর প্রভৃতির আঘাতে অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই প্রদীপ্ত কালকল্প বাণ সকল বাধা ব্যর্থ ক'রে অতিকায়ের কিরীটশোভিত মুণ্ড দেহচ্যুত ক'রে ভূমিতে ফেললে।

১৮। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

[সর্গ ৭৩]

দেবান্তক ত্রিশিরা অতিকায় প্রভৃতির মৃত্যুসংবাদে রাবণ অতিশয় কাতর হলেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁকে বললেন, পিতা, আমি জীবিত থাকতে আপনি শোকবিহ্বল হবেন না। পুরুষকার ও দৈবের উপর নির্ভর ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আজই রাম-লক্ষ্মণকে অব্যর্থ শরে বিনষ্ট করব।

বায়ুতুল্য দ্রুতগামী খরবাহিত রথে ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করলেন। হস্তী অশ্ব ব্যাঘ্র বৃশ্চিক মার্জার উষ্ট্র ভুজঙ্গ বরাহ সিংহ শৃগাল কাক হংস ও ময়ূর আরোহণ ক'রে বহু রাক্ষস তাঁর সঙ্গে চলল। যুদ্ধভূমিতে(১) এসে ইন্দ্রজিৎ রথের চতুর্দিকে সৈন্য সন্নিবেশ করলেন, তার পর যথাবিধি হবি লাজ মাল্য গন্ধদ্রব্য শস্ত্র সমিধ, লোহিত বসন, লৌহময় স্রুব(২) প্রভৃতি উপচারে হোম আরম্ভ করলেন। একটি কৃষ্ণবর্ণ সজীব ছাগকে গলদেশে গ্রহণ ক'রে তিনি আহুতি দিলেন। হোমকুণ্ড থেকে নির্ধূম অগ্নিশিখা উত্থিত হ'ল এবং জয়সূচক নানা লক্ষণ দেখা গেল। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্তিমান পাবক স্বয়ং উত্থিত হয়ে দক্ষিণাবর্ত শিখায় হবি গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মমন্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ তাঁর ধনু রথ প্রভৃতি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ মন্ত্রসিদ্ধ ক'রে নিলেন।

তার পর ইন্দ্রজিৎ ধ্বজপতাকাশোভিত অশ্ব রথ ও নানা অস্ত্র সমন্বিত রাক্ষসসৈন্যকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। তিনি নালীক নারাচ গদা ও মুষল দ্বারা বানর বধ করতে লাগলেন। বানররা রামের জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে শিলা আর বৃক্ষ নিয়ে যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করলে। ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হয়ে শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর মায়াবলে অভিভূত বানরগণ আর্তরব করতে করতে ভূপতিত হল। তিনি মন্ত্রসিদ্ধ প্রাস শূল ও তীক্ষ্ম বাণে হনুমান সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্ববান সুষেণ প্রভৃতি বানরমুখ্যগণকে বিদ্ধ ক'রে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এই ইন্দ্রশত্রু ভীমকায় রাক্ষসরাজপুত্র ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করেছেন। ইনি অন্তর্হিত হয়ে মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যনিপাত করছেন, এঁকে যুদ্ধে বধ করা অসম্ভব। মনে হয় অচিন্ত্য-প্রভাব ভগবান স্বয়ম্ভুর অস্ত্রই আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই

(১) 'তিলক' টীকাকার যুদ্ধভূমির অর্থ করেছেন — যুদ্ধজয়-সম্পাদক হোম-সাধন-ভূমি, নিকুম্ভিলাস্থান।
(২) যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপের হাতা।

বাণবর্ষণ আমাদের স্থির হয়ে সহ্য করতে হবে। বানররাজ সুগ্রীবের বীর যোদ্ধ্গণ নিষ্প্রভ হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। এখন আমরাও হর্ষরোষ ত্যাগ ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে থাকি, ইন্দ্রজিৎ জয়শ্রী লাভ ক'রে লঙ্কাপুরীতে প্রস্থান করুন।

রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে অভিভূত হলেন। বানরসৈন্যকে বিষাদে নিমগ্ন ক'রে ইন্দ্রজিৎ পিতার কাছে ফিরে গেলেন এবং সহর্ষে বিজয়সংবাদ বিবৃত করলেন।

১১। হনুমানের ওষধি আনয়ন

[সর্গ ৭৪]

রাম-লক্ষ্মণকে নিশ্চেষ্ট এবং সুগ্রীব নীল অঙ্গদ প্রভৃতিকে মোহ-গ্রস্ত দেখে বিভীষণ বানরবীরগণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না, ইন্দ্রজিৎকে স্বয়ম্ভু যে অমোঘ ব্রাহ্ম অস্ত্র দিয়েছিলেন তারই মানরক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণ বিবশ হয়েছেন। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি সম্মান দেখিয়ে হনুমান বললেন, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের আশ্বস্ত করতে হবে।

সেই রাত্রিতে হনুমান ও বিভীষণ উল্কা(১) হস্তে বিচরণ ক'রে দেখলেন, রণভূমি পর্বতাকার বানরসৈন্যে এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে আচ্ছন্ন। অনেকের লাঙ্গুল হস্ত পদ অঙ্গুলি কণ্ঠ ছিন্ন, তারা রক্তস্রাব ও মূত্র-ত্যাগ করছে। সুগ্রীব অঙ্গদ নীল জাম্ববান সুষেণ মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি হতপ্রায় হয়ে প'ড়ে আছেন। সেই দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে সাতষট্টি কোটি বানর ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছিল। শরবিদ্ধ জরাগ্রস্ত জাম্ববানকে দেখতে পেয়ে বিভীষণ বললেন, আর্য, আপনি নিহত হন নি তো? জাম্ববান অতি কষ্টে উত্তর দিলেন, রাক্ষসরাজ,

---

(১) মশাল।

আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল কণ্ঠস্বরে চিনেছি। হনুমান জীবিত আছেন? বিভীষণ বললেন, রাম সুগ্রীব আর অঙ্গদের উল্লেখ না ক'রে হনুমানের নাম করছেন কেন? জাম্ববান বললেন, হনুমা‌ন যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সৈন্য মৃত হ'লেও বাঁচবে, তিনি যদি মৃত হন তবে আমরা জীবিত থাকলেও মৃত।

হনুমান সবিনয়ে জাম্ববানের পাদস্পর্শ ক'রে অভিবাদন করলেন। জাম্ববান যেন পুনর্জীবন লাভ ক'রে বললেন, এস বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার পরাক্রম দেখাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমার চেয়ে শক্তিমান কাকেও দেখছি না। তুমি রাম-লক্ষ্মণের শল্য উদ্ধার ক'রে বানর-ভল্লুক সৈন্যকে হৃষ্ট কর। বীর, তুমি সাগর অতিক্রম ক'রে সুদূর হিমালয় পর্বতে যাও, সেখান থেকে গিয়ে কাঞ্চনময় ঋষভ পর্বত এবং কৈলাস পর্বত দেখবে। এই দুই পর্বতশিখরের মধ্যে সর্বৌষধিযুক্ত দীপ্তিমান ওষধি পর্বত আছে, তার শীর্ষদেশে তুমি মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি পাবে, তাদের প্রভায় দশদিক আলোকিত হয়ে আছে। তুমি শীঘ্র এইসকল ওষধি নিয়ে এসে বানরদের প্রাণ দান কর।

মারুতাত্মজ হনুমান তাঁর দেহ স্ফীত ক'রে ত্রিকূট পর্বত থেকে মহাবেগে লম্ফ দিলেন। তিনি সমুদ্রকে প্রণাম ক'রে বিষ্ণুর করাগ্রনিক্ষিপ্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে ধাবিত হয়ে অচিরে হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হলেন। তার পর বহু পুণ্যস্থান ও কৈলাসগিরি অতিক্রম ক'রে ওষধি পর্বতে এসে ওষধির অন্বেষণ করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে ওষধিসকল সহসা অদৃশ্য হ'ল। হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, নগেন্দ্র, তোমার এ কিরূপ আচরণ যে রামের প্রতি অনুকম্পা করছ না? আমি এখনই তোমাকে বাহুবলে বিক্ষিপ্ত করব।

বৃক্ষ হস্তী ও স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতু সমেত ওষধিশৃঙ্গ উৎপাটিত ক'রে হনুমান মহাবেগে আকাশপথে লঙ্কায় ফিরে এসে বানরপ্রধানদের প্রণাম এবং বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন। ওষধির গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হলেন, বানররাও সুস্থ হল। সুপ্ত জন যেমন

নিশান্তে জাগরিত হয় সেইরূপ সমস্ত মৃত বানর ওষধির গন্ধে পুনর্জীবিত হ'ল।—

> যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরিরাক্ষসাঃ।
> তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ॥
> যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরৈঃ।
> হতা হতাস্তু ক্ষিপ্যন্তে সর্ব এব তু সাগরে॥ (৭৪।৭১-৭২)

— যে দিন থেকে লঙ্কায় বানর-রাক্ষসের যুদ্ধ চলছিল সে দিন থেকে যত রাক্ষস বানরের হাতে মরেছে, সকলকেই রাবণের আজ্ঞায় সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, পাছে কেউ তাদের গণনা করে। (১)

তার পর হনুমান ওষধি পর্বত যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার রামের কাছে ফিরে এলেন।

২০। কম্পন-প্রজঙ্ঘ-শোণিতাক্ষ-যূপাক্ষ-কুম্ভ-নিকুম্ভ-বধ

[সর্গ ৭৫—৭৭]

সুগ্রীব হনুমানকে বললেন, কুম্ভকর্ণ হত হয়েছেন, রাবণের অনেক পুত্রও বিনষ্ট হয়েছেন, এখন রাবণ কিরূপে পুররক্ষা করবেন? চল আমরা লঙ্কা আক্রমণ করি। সূর্যাস্তের পর বানরগণ উল্কাহস্তে অগ্রসর হ'ল, তাদের দেখে লঙ্কার দ্বাররক্ষকগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন বানরগণ হৃষ্টচিত্তে তোরণপ্রাসাদাদিতে অগ্নি নিক্ষেপ করলে। অল্পকাল মধ্যে সেই অগ্নি প্রবল হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'ল, লঙ্কার বহু ঐশ্বর্য ভস্ম হয়ে গেল, রাক্ষসগণ স্ত্রীপুত্র সহ ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগল। যেসকল রাক্ষস দগ্ধদেহে বেরিয়ে এল, বানররা সহসা তাদের

---

(১) অর্থাৎ ওষধির গন্ধে মৃত রাক্ষসদের বেঁচে ওঠবার সম্ভাবনা ছিল না। 'মানার্থং'এর সরল অর্থ — পরিমাণ বা গণনার নিমিত্ত। কিন্তু সংস্কৃত অভিধান অনুসারে 'অর্থ' নিবৃত্তিবাচীও হয়। তদনুসারে 'তিলক'-টীকাকার 'মানার্থ' ব্যাখ্যা করেছেন — বিপক্ষ যাতে গণনা করতে না পারে।

আক্রমণ করলে। রাম-লক্ষ্মণ ধনুতে টংকার দিতে লাগলেন। সুগ্রীব বানরদের আজ্ঞা দিলেন, তোমরা তোমাদের নিকটস্থ পুরদ্বারে থেকে যুদ্ধ করবে, যে পালাবে সে রাজদ্রোহী, তোমরা তাকে বধ করবে।

উল্কাধারী বানরগণ লঙ্কার দ্বারে সমবেত হয়েছে দেখে রাবণ কুম্ভকর্ণপুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। তাঁরা যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, কম্পন এবং বহু সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। অঙ্গদ কম্পনকে শিলাপ্রহারে বধ করলেন। শোণিতাক্ষ অসিচর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, অঙ্গদ অসি কেড়ে নিয়ে তাঁর স্কন্ধে আঘাত করলেন। শোণিতাক্ষকে রক্ষা করবার জন্য লৌহগদা নিয়ে যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ এলেন, মৈন্দ-দ্বিবিদও ভাগিনেয় অঙ্গদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর অঙ্গদ মুষ্টিপ্রহারে প্রজঙ্ঘের মস্তক চূর্ণ ক'রে দিলেন। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখ নখ দ্বারা বিদীর্ণ ক'রে তাঁকে ভূমিতে পেষণ ক'রে বধ করলেন। যূপাক্ষ মৈন্দের হস্তে নিপীড়িত হয়ে নিহত হলেন।

তখন তেজস্বী কুম্ভ নিরুৎসাহ রাক্ষসসৈন্যকে আশ্বাস দিয়ে বানরগণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অঙ্গদ ধরাশায়ী হলেন। সুগ্রীব কুম্ভকে বললেন, তোমার নিক্ষিপ্ত বাণের বেগ অতি অদ্ভুত, তুমি তোমার পিতা কুম্ভকর্ণের তুল্য বলবান। তোমাকে পরিশ্রান্ত অবস্থায় বধ ক'রে নিন্দাভাজন হ'তে চাই না, বিশ্রাম ক'রে নাও, তার পর আমার বল দেখতে পাবে। কুম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, সুগ্রীব তাঁকে সবলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। জল থেকে উঠে এসে কুম্ভ সুগ্রীবকে ভূপাতিত ক'রে তাঁর বক্ষে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলেন। সুগ্রীব রক্তাক্তদেহে উঠে বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে কুম্ভের বক্ষ চূর্ণ ক'রে দিলেন।

ভ্রাতাকে নিহত দেখে নিকুম্ভ যমদণ্ডতুল্য পরিঘ ঘূর্ণিত ক'রে যুদ্ধ করতে এলেন। হনুমানকে সম্মুখে দেখে তিনি তাঁর বক্ষে পরিঘ নিক্ষেপ করলেন। পরিঘ চূর্ণ হয়ে গেল। হনুমান নিকুম্ভের বক্ষে

প্রচণ্ড মুষ্টিপ্রহার করলেন। নিকুম্ভের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে রক্তস্রাব হ'তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে হনুমানকে ধ'রে লঙ্কার দিকে চললেন। তখন হনুমান নিকুম্ভকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পেষিত করলেন এবং বুকের উপর উঠে দুই হাতে তাঁর গলায় পাক দিয়ে মুণ্ড উৎপাটিত করলেন।

২১। মকরাক্ষবধ

[সর্গ ৭৮—৭৯]

খরের পুত্র মকরাক্ষকে ডেকে রাবণ বললেন, বৎস, তুমি সসৈন্যে যুদ্ধে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণ আর বানরগণকে বধ ক'রে এস। মকরাক্ষ বিবিধ অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে মহা উৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। শরবর্ষণে বানরগণকে নিপীড়িত ক'রে তিনি রামকে বললেন, আজ আমার সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে, তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তোমার প্রাণ হরণ করব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করেছিলে, তা মনে ক'রে আমার ক্রোধ প্রবল হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে তুমি আমার সম্মুখে এসেছ, ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন ইতর মৃগকে চায়, আমিও সেইরূপ তোমাকে চাই। অস্ত্র গদা বা বাহু যাতে ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ কর।

রাম সহাস্যে বললেন, বৃথা গর্ব করছ কেন, বাক্যবলে যুদ্ধ করা যায় না। দণ্ডকবনে তোমার পিতা, দূষণ, ত্রিশিরা আর চোদ্দ হাজার রাক্ষস আমার হস্তে নিহত হয়েছে। আজ তোমার মাংসে গৃধ্র-শৃগাল-বায়সাদি তৃপ্ত হবে।

দুজনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। রাম শরাঘাতে মকরাক্ষের ধনু রথ ও অশ্ব নষ্ট করলেন। রুদ্রদত্ত মহাশূল নিয়ে মকরাক্ষ ভূমিতে নেমে এলেন। রাম চার শরে শূল খণ্ডিত ক'রে পাবকাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। মকরাক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ হ'ল, তিনি নিহত হয়ে ভূপতিত হলেন।

২২। মায়াসীতা

[সর্গ ৮০—৮৪]

মকরাক্ষ হত হয়েছেন শুনে রোষে দন্ত কটকট ক'রে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বললেন, বীর, তুমি দৃশ্য বা অদৃশ্য যেরূপেই যুদ্ধ কর তোমার বল সকলের অপেক্ষা অধিক। তুমি রাম-লক্ষ্মণকে বধ ক'রে এস।

ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে গেলেন এবং কয়েকজন রক্ত-উষ্ণীষ-ধারিণী স্ত্রীর সহায়তায় নানা উপচারে আরাধনা ক'রে অগ্নিতে কৃষ্ণ ছাগ আহুতি দিলেন। অগ্নি পূর্ববৎ মূর্তিমান হয়ে আহুতি গ্রহণ করলেন। হোমান্তে দেব-দানব-রাক্ষসকে তৃপ্ত ক'রে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য রথে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এলেন এবং বৃষ্টিমান মেঘের ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর মায়াবলে আকাশ ও সর্বদিক ধূমান্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য ক'রে শরত্যাগ করতে লাগলেন, তাঁদের শর অদৃশ্য শত্রুকে আহত ক'রে রক্তাক্ত হয়ে পড়তে লাগল। ইন্দ্রজিতের নিরন্তর শরবর্ষণে বহু বানর হত হ'ল, রাম-লক্ষ্মণও ক্ষতবিক্ষত হলেন।

ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় ফিরে গেলেন এবং একটি মায়াময়ী সীতার মূর্তি রথে স্থাপন ক'রে পুনর্বার যুদ্ধভূমিতে এলেন। হনুমান তাঁকে আক্রমণ করতে এসে দেখলেন, রথের উপরে একবেণীধরা সীতা রয়েছেন, তিনি দুঃখে আর্ত, উপবাসে কৃশ। হনুমান ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কোষমুক্ত খড়্গ হস্তে মায়াসীতার কেশাকর্ষণ ক'রে সকলের সমক্ষে প্রহার করতে লাগলেন। মায়ামূর্তি 'হা রাম' ব'লে রোদন করতে লাগল। হনুমান কঠোর বাক্যে বললেন, দুরাত্মা, ব্রহ্মর্ষির কুলে জন্মেও তুমি রাক্ষসযোনি পেয়েছ, তুমি অতি নৃশংস নীচ দুর্বৃত্ত, পাপকর্মে তোমার ঘৃণা নেই,

> যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকবধ্যৈশ্চ কুৎসিতাঃ।
> ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেত্য তান্ প্রতি লপ্স্যসে॥ (৮১।২২)

— বধযোগ্য পাপীরাও যে স্থানের নিন্দা করে, তুমি মরণান্তে সেই স্ত্রীহত্যাকারীদের নরকে যাবে।

ইন্দ্রজিৎ উত্তর দিলেন, বানর, যার জন্য রাম-লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের সঙ্গে তোমরা এখানে এসেছ সেই সীতাকে তোমাদের সমক্ষেই হত্যা করব, তার পর তোমাদেরও মারব। স্ত্রীহত্যার কথা যা বললে তার উত্তর এই—যে কার্য শত্রুর পীড়াদায়ক তাই করণীয়। এই ব'লে ইন্দ্রজিৎ রোরুদ্যমানা মায়াসীতাকে তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে বিনষ্ট করলেন। শোকে অভিভূত হয়ে হনুমান ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করলেন, অন্যান্য বানররাও আক্রমণ করতে গেল। ইন্দ্রজিৎ শূল খড়্গ পট্টিশ মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বানর বধ করতে লাগলেন। তখন হনুমান বানরদের বললেন, তোমরা নিবৃত্ত হও, যাঁর জন্য আমরা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ করছি সেই সীতাই হত হয়েছেন। এখন রাম ও সুগ্রীবকে জানাবে চল। এই ব'লে হনুমান সসৈন্যে প্রস্থান করলেন, ইন্দ্রজিৎও নিকুম্ভিলার যজ্ঞভূমিতে হোম করতে গেলেন।

সীতা হত হয়েছেন শুনে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় রাম ভূপতিত হলেন। বানররা তাঁর দেহে পদ্মগন্ধ জল সেচন করতে লাগল। লক্ষ্মণ তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে শোকাকুল হয়ে বললেন,

শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ॥ (৮৩।১৪)
যদ্যধর্মো ভবেদ্ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ।
ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুয়াৎ॥ (৮৩।১৭)
অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ॥ (৮৩।৩২)
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাবাহুর্যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥
অর্থস্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া।
রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা॥ (৮৩।৩৬-৩৭)
ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব॥

তদদ্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্।
কর্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব॥ (৮৩।৪১-৪২)

— আর্য, আপনি ধর্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু ধর্ম আপনাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে পারছে না, অতএব ধর্ম নিরর্থক। অধর্মের ফল যদি সত্যই দুঃখময় হ'ত তবে রাবণ নরকে যেত আর ধর্মশীল আপনি দুঃখ পেতেন না। পর্বত থেকে যেমন নদী নির্গত হয় সেইরূপ আহৃত ও বর্ধিত অর্থ থেকেই সমস্ত কার্য আরব্ধ হয়। যার অর্থ আছে সেই বিক্রমশালী বুদ্ধিমান মহাবল ও গুণিশ্রেষ্ঠ। অর্থহীনতার দোষ আমি বললাম, জানি না কেন আপনার রাজ্য বিসর্জনের বুদ্ধি হয়েছিল। আপনি পিতার বাক্য রক্ষা ক'রে বনে এলেন, রাক্ষস আপনার প্রাণাধিক প্রিয়া পত্নীকে হরণ করলে। বীর, ইন্দ্রজিৎ আজ যে বিপুল দুঃখ দিয়েছে তা আমি পৌরুষ দ্বারা খণ্ডন করব। রাঘব, আপনি উঠুন।

এমন সময় বিভীষণ এসে দেখলেন রাম শোকসন্তপ্ত হয়ে লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শুয়ে আছেন, বানররা বাষ্পাকুলনয়নে রোদন করছে। বিভীষণ দুঃখিতমনে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, হনুমান রাঘবকে বলেছেন যে ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করেছে। লক্ষ্মণের বাক্য শেষ না হ'তেই বিভীষণ বললেন, হনুমান যা বলেছেন তা সমুদ্র-শোষণের ন্যায় অসম্ভব। রাবণ কখনও সীতাকে বধ করতে দেবেন না। ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে মায়ায় মোহিত করেছে, হনুমান যা দেখেছেন তা মায়াময়ী সীতা। আজ সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করবে, সেখানে অগ্নি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ গেছেন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে সে সংগ্রামে দুর্ধর্ষ হবে, তার ফলে আমরা সকলেই তার হাতে মরব। পাছে যজ্ঞে কোনও বিঘ্ন হয় সেজন্য সে মায়াদ্বারা বানরদের বিমোহিত করেছে। রাম, তুমি মিথ্যা শোক ত্যাগ ক'রে এখানেই থাক, আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাব, লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে যজ্ঞ পণ্ড করবেন। ইন্দ্রজিৎকে বরদানকালে ব্রহ্মা বলেছিলেন, নিকুম্ভিলায় যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে যে শত্রু তোমাকে আক্রমণ করবে তার হাতেই তোমার মৃত্যু।

২৩। নিকুম্ভিলায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

[সর্গ ৮৫—৮৭]

বর্ম ধনুর্বাণ ও খড়্গ ধারণ ক'রে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলায় যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে বহু সহস্র বানরসৈন্য নিয়ে হনুমান এবং চার জন অমাত্য সহ বিভীষণ চললেন। রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হয়ে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি শীঘ্র এদের বিধ্বস্ত ক'রে দাও, তা হ'লে আমরা ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পাব।

লক্ষ্মণ শরবর্ষণ করতে লাগলেন, বানর-ভল্লুক ও রাক্ষস সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। নিজের সৈন্য বিধ্বস্ত হচ্ছে শুনে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা থেকে নির্গত হয়ে রথারোহণে এলেন এবং হনুমানকে দেখিয়ে সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, ওই বানর যেখানে যুদ্ধ করছে সেখানে চল, ওকে উপেক্ষা করলে আমাদের সৈন্যক্ষয় হবে। হনুমানের নিকটস্থ হয়ে ইন্দ্রজিৎ শর খড়্গ ও পরশু প্রহার করতে লাগলেন। তখন বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, ওই দেখ, বাসববিজয়ী রাবণপুত্র হনুমানকে মারতে উদ্যত হয়েছে, তুমি প্রাণান্তকর শরে ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর।

বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে দ্রুতগতিতে এক মহাবনে উপস্থিত হলেন এবং নীলমেঘতুল্য ভীমদর্শন এক বটবৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, ইন্দ্রজিৎ এই স্থানে ভূতগণকে উপহার দেবার পর যুদ্ধ করতে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে শত্রুদের বধ ও বন্ধন করে। এখনও সে এখানে উপস্থিত হয় নি, এই অবসরে তাকে সারথির সহিত বধ কর।

ইন্দ্রজিৎ নিকটস্থ হয়ে বিভীষণকে দেখে কঠোর বাক্যে বললেন, তুমি এইখানেই জন্মগ্রহণ ক'রে বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি আমার পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য হয়ে কি ক'রে আমার শত্রুতা করছ? দুর্বুদ্ধি, তুমি স্বজন ত্যাগ ক'রে পরের দাস হয়ে সাধুজনের নিন্দাভাজন হয়েছ। যে স্বপক্ষ ত্যাগ ক'রে পরপক্ষে যায়, স্বপক্ষ ক্ষীণ হ'লে পরপক্ষই তাকে বিনষ্ট ক'রে।

বিভীষণ উত্তর দিলেন, রাক্ষসরাজপুত্র, তুমি কি আমার স্বভাব জান না? যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের কুলে জন্মেছি তথাপি মানুষের

যা শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে যা দুর্লভ সেই সত্ত্বগুণেই আমার স্বভাবগত। যে ব্যক্তি ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট এবং পাপবুদ্ধি তাকে হস্তস্থিত আশীবিষের ন্যায় ত্যাগ করাই শ্রেয়। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীধর্ষক ব্যক্তি প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় ত্যাজ্য। মহর্ষিগণের হত্যা, দেবগণের সহিত বিরোধ, গর্ব, রোষ, শত্রুতা এবং হিতৈষীর প্রতিকূলতা—এইসকল দোষ আমার ভ্রাতার জীবন ও ঐশ্বর্য নষ্ট করছে। এই কারণেই তোমার পিতাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি অতি গর্বিত, অল্পবয়স্ক ও দুর্বিনীত, কালপাশ তোমাকে বন্ধ করেছে, তুমি যা ইচ্ছা হয় বল। আজ তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

২৪। ইন্দ্রজিৎ-বধ

[সর্গ ৮৮—৯০]

ইন্দ্রজিৎ রথে এবং লক্ষ্মণ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন এবং স্পর্ধিত বাক্যে প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনা করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। লক্ষ্মণের জ্যানির্ঘোষ শুনে ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণমুখে চাইতে লাগলেন। বিভীষণ বললেন, লক্ষ্মণ, আমি রাবণপুত্রের অশুভসূচক দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, এর মৃত্যু আসন্ন তাতে সংশয় নেই, তুমি ত্বরান্বিত হও। লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় এক শর ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তকাল বিমোহিত ও অবসন্ন হয়ে থেকে ইন্দ্রজিৎ বললেন, পূর্বের যুদ্ধে তোমাকে আর রামকে নাগপাশে বন্ধ ক'রেছিলাম তা কি মনে নেই তাই আবার যুদ্ধ করতে এসেছ? বোধ হয় তোমার যমালয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। এই ব'লে তিনি সাত বাণে লক্ষ্মণকে, দশ বাণে হনুমানকে এবং শত বাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণ সক্রোধে শরবর্ষণ ক'রে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণময় কবচ ছিন্ন করলেন। প্রস্রবণ থেকে যেমন জলস্রাব হয় সেইরূপ উভয়ের দেহ থেকে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থানে যেমন রাশীকৃত প্রজ্বলিত কুশ দেখা যায়, তাঁদের নিক্ষিপ্ত শর সেইরূপ রণস্থলে স্তূপাকার হ'ল।

বিভীষণ ও তাঁর চার অনুচর শর শূল অসি ও পট্টিশের আঘাতে বহু রাক্ষস বধ করতে লাগলেন। বানরদের উৎসাহিত করবার জন্য বিভীষণ বললেন, রাবণের এখন একমাত্র অবলম্বন এই ইন্দ্রজিৎ, এই তাঁর শেষ বল। বীরগণ, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন? পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিহত হ'লে কেবল রাবণই অবশিষ্ট থাকবেন। ধূম্রাক্ষ বজ্রদংষ্ট্র অকম্পন প্রহস্ত কুম্ভকর্ণ নরান্তক দেবান্তক মহোদর ত্রিশিরা মহাপার্শ্ব অতিকায় এবং আরও অনেক রাক্ষসবীর তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তোমরা বাহুবলে সাগর লঙ্ঘন করেছ, এখন গোষ্পদ অতিক্রম কর, এই হতাবশিষ্ট ইন্দ্রজিৎকে জয় কর।

অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্॥
হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি॥ (৮৯।১৭-১৮)

— ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য, আমি তার পিতৃতুল্য, তাকে বধ করা আমার অনুচিত, তথাপি রামের জন্য দয়া ত্যাগ ক'রে তার বধসাধন করব। আমি তার মৃত্যুকামনা করি, কিন্তু অশ্রুজলে আমার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হচ্ছে, সেজন্য মহাবাহু লক্ষ্মণই তাকে বধ করবেন।

বানররা বিভীষণের কথায় উৎসাহিত হয়ে সহর্ষে লাঙ্গুল আস্ফালন এবং মেঘদর্শনে ময়ূরের ন্যায় বিবিধ শব্দ করতে লাগল। জাম্ববানও তাঁর ভল্লুকসৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাক্ষসদের সঙ্গে বানর-ভল্লুক সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। লক্ষ্মণকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে হনুমান এক পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন ক'রে স্বয়ং রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হলেন। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের শরজালে আকাশ তমসাবৃত হ'ল। সেই সময় সূর্যও অস্তে গেলেন। সহস্রধারায় রুধিরের নদী প্রবাহিত হ'ল, বায়ু নিশ্চল এবং অগ্নি নির্বাপিত হ'ল, মহর্ষিগণ 'স্বস্তি স্বস্তি' বলতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ চার শরে ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ চার অশ্ব বিদ্ধ ক'রে ভল্ল দ্বারা

সারথির শিরশ্ছেদ করলেন। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং রথচালনা করতে লাগলেন। তখন চার জন বানর বেগে আক্রমণ ক'রে ইন্দ্রজিতের অশ্ব বিনষ্ট করলে। রাক্ষসসেনাকে আশ্বাস দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বানরদের অজ্ঞাতসারে লঙ্কায় গেলেন এবং উত্তম-অশ্ব-যোজিত সুসজ্জিত অন্য এক রথ ও সারথি নিয়ে পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

বিভীষণ গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে নেমে পিতৃব্যের প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে লক্ষ্মণ তা শরাঘাতে খণ্ডন করলেন। তার পর তাঁরা বারুণ রৌদ্র আসুর প্রভৃতি নানাবিধ শর পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

ঋষিগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং গন্ধর্ব প্রভৃতি লক্ষ্মণকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। ইন্দ্রজিতের বধের নিমিত্ত লক্ষ্মণ এক সুনির্মিত অগ্নিস্পর্শ ভীষণ শর ধনুতে যোজনা করলেন। পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্র এই শরে দানবগণকে জয় করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেই শরশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রাস্ত্রকে বললেন,

> ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
> পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্॥ (৯০।৬৯)

— যদি দশরথপুত্র রাম ধর্মাত্মা সত্যসন্ধ এবং পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন তবে এই রাবণপুত্রকে সংহার কর।

এই কথা ব'লে ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে লক্ষ্মণ ঐন্দ্রবাণ মুক্ত করলেন। শিরস্ত্রাণ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ল। রাক্ষসসেনা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে গেল, কেউ সমুদ্রে পড়ল, কেউ পর্বতে আশ্রয় নিলে। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হল, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা নৃত্য আরম্ভ করলে। বানরগণ গর্জন ক'রে, লম্ফ দিয়ে, লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে, তাল ঠুকে, পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে এবং লক্ষ্মণকে ঘিরে তাঁর জয়-কীর্তন ক'রে আনন্দপ্রকাশ করতে লাগল।

২৫। রাবণের ক্ষোভ

[সর্গ ৯১—৯৩]

রণশ্রান্ত লক্ষ্মণ রক্তাক্তদেহে বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর দিয়ে রামের কাছে এসে প্রণাম করলেন। বিভীষণের মুখে ইন্দ্রজিৎ-বধের সংবাদ শুনে রাম অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি অতি দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করেছ, রাবণপুত্র যখন হত হয়েছে তখন আমাদের বিজয়লাভ সুনিশ্চিত। তুমি রাবণের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করেছ। এই বলে রাম লজ্জমান লক্ষ্মণকে সবলে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করলেন। রামের আদেশে সুষেণ ঔষধ আঘ্রাণ করিয়ে লক্ষ্মণের ব্যথা দূর করলেন। বিভীষণ এবং আহত বানরবীরগণও চিকিৎসায় সুস্থ হলেন।

ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছেন শুনে রাবণ শোকে মূর্ছিত হলেন। তার পর সংজ্ঞালাভ ক'রে বিলাপ করতে লাগলেন — হা বৎস বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছিলে, আজ লক্ষ্মণের হাতে তোমার নিধন হ'ল কেন? তুমি যখন গত হয়েছ তখন আমারও যমরাজের কাছে যাওয়া শ্রেয়। রাজার কার্যে নিহত হয়ে তুমি নিশ্চয় স্বর্গলোক লাভ করেছ। আজ দেবগণ লোকপালগণ ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাবেন। একমাত্র ইন্দ্রজিতের বিরহে সকাননা সমস্ত পৃথিবী ও ত্রিলোক আমার শূন্য বোধ হচ্ছে। হা শত্রুজয়ী বীর, তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসসমূহ, মাতা, ভার্যা ও আমাকে ত্যাগ ক'রে কোথায় গেছ? রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব জীবিত রয়েছে, তুমি আমার শল্য উদ্ধার না ক'রে কেন চ'লে গেলে?

রাবণ স্বভাবত ক্রোধপ্রবণ, এখন পুত্রশোকে তাঁর ক্রোধ গ্রীষ্মকালের সূর্যের ন্যায় প্রখর হ'ল। তিনি হাই তুলতে লাগলেন, তাঁর আরক্ত নেত্র আরও রক্তবর্ণ হ'ল, প্রদীপ্ত দীপ থেকে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু পড়ে সেইরূপ তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু পড়তে লাগল। ভয়ে কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহসী হ'ল না। রাক্ষসদের যুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য

তিনি বললেন, আমি সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা ক'রে স্বয়ম্ভুর বরে সুরাসুরের অবধ্য হয়েছি। ব্রহ্মা আমাকে যে কবচ দিয়েছিলেন তা দেবাসুরযুদ্ধের সংঘর্ষেও ছিন্ন হয় নি। সেই কবচ ধারণ ক'রে আমি আজ যুদ্ধে গেলে স্বয়ং পুরন্দরও আমার সম্মুখীন হ'তে পারবেন না। ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে যে ধনুর্বাণ দিয়েছিলেন তা তোমরা শত তূর্যধ্বনির সহিত এখানে নিয়ে এস, আজ আমি রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বধ করব। বানরদের বঞ্চনা করবার জন্য আমার পুত্র সীতার মায়ামূর্তি বিনষ্ট করেছিল, আজ আমি সত্যই সীতাকে বধ করব।

এই কথা বলে রাবণ নির্মল-আকাশ-বর্ণ খড়্গ উদ্যত ক'রে পত্নী ও সচিবগণের সংগে সীতার কাছে গেলেন। সীতা দেখলেন, রাবণ মহাক্রোধে তাঁর কাছে আসছেন, হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের বারণ গ্রাহ্য করছেন না। সীতা বললেন, এই দুর্মতি আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করতে আসছে। বোধ হয় আজ সে রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে নিহত করেছে অথবা তাঁদের জয় করতে না পেরে পুত্রশোকে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকেই হত্যা করতে আসছে। আমি দুর্বুদ্ধিবশে হনুমানের কথা শুনি নি, যদি আমি তাঁর পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে পতির কাছে চ'লে যেতাম তবে এখন আমাকে খেদ করতে হ'ত না।

সুপার্শ্ব নামে মেধাবী সংস্বভাব অমাত্য তাঁর সংগীদের বারণ না শুনে রাবণকে বললেন, দশানন, আপনি কুবেরের অনুজ, ক্রোধের বশে ধর্ম বিসর্জন দিয়ে কেন বৈদেহীকে হত্যা করতে যাচ্ছেন? আপনি ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে গৃহস্থের ধর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, স্ত্রীহত্যায় কেন আপনার ইচ্ছা হ'ল? এই রূপবতী সীতার জন্য আপনি রামের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, কাল অমাবস্যায় সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রামকে বধ করুন, তার পর অবশ্যই মৈথিলীকে লাভ করবেন।

সুপার্শ্বের কথা শুনে রাবণ সুহৃদ্‌গণের সহিত সভাগৃহে ফিরে গেলেন।

২৬। রাক্ষসীবিলাপ — বির্পাক্ষ-মহোদর-মহাপার্শ্ব-বধ

[সর্গ ৯৪—৯৮]

আরোহী সমেত সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব রথ এবং অসংখ্য রাক্ষসবীর রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েছে দেখে লঙ্কার অধিবাসিগণ চিন্তাকুল হ'ল। বিধবা পুত্রহীনা রাক্ষসীরা বিলাপ করতে লাগল — করালদর্শনা লম্বোদরী বৃদ্ধা শূর্পণখা কন্দর্পতুল্য রামের কাছে কেন গিয়েছিল? রাম সুদর্শন, মহাবল, গুণবান, সর্বভূতের হিতে রত; সর্বগুণহীনা দুর্মুখী রাক্ষসী তাঁকে কামনা করলে কেন? আমাদের ভাগ্য মন্দ তাই সেই লোলাঙ্গী শুক্লকেশী বৃদ্ধা সর্বলোকনিন্দিত হাস্যকর কুকার্য করেছিল। তার জন্যই রামের শত্রুতা ক'রে রাবণ সীতাকে এনেছেন। বিরাধ, খর-দূষণ, ত্রিশিরা, জনস্থানের চোদ্দ হাজার রাক্ষস, এবং বালী— এঁদের নিধনই রামের বিক্রমের পর্যাপ্ত নিদর্শন। রাবণ যদি বিভীষণের উপদেশ শুনতেন তবে লঙ্কা দুঃখময় শ্মশান হ'ত না। কুম্ভকর্ণ অতিকায় ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেও কি রাবণের চৈতন্য হ'ল না? আমার পুত্র আমার ভ্রাতা আমার স্বামী যুদ্ধে হত হয়েছে — গৃহে গৃহে রাক্ষসীদের এই বিলাপই শোনা যাচ্ছে। লঙ্কা বীরশূন্য, আমাদের জীবনের আশা নেই, বিপদের অন্ত নেই। রাবণের উৎপীড়নে আর্ত হয়ে দেবতারা যখন মহাদেবের শরণাপন্ন হন তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাদের হিতার্থে এক নারী উৎপন্ন হবেন, তিনিই রাক্ষস ক্ষয় করবেন। পুরাকালে দেবগণের নিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে বিনষ্ট করেছিল সেইরূপ এই সীতা রাবণ ও আমাদের সকলকে ভক্ষণ করবে।

লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীদের এইরূপ বিলাপ শুনে রাবণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ওষ্ঠদংশন করতে লাগলেন। তার পর মূর্তিমান কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ হয়ে সমীপস্থ রাক্ষসদের বললেন, সৈন্যদের শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করতে বল। রাবণের আজ্ঞায় মহোদর (১) মহাপার্শ্ব (১) ও

---

(১) এঁরা রাবণের অমাত্য। এই নামের দুজন রাবণভ্রাতা পূর্বেই মরেছেন, ষোড়শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

বিরূপাক্ষ বিপুল বাহিনী সজ্জিত ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অট্টহাস্য ক'রে রাবণ বললেন, আজ আমি প্রলয়সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বাণে রাম-লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠিয়ে খর, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। যাদের ভ্রাতা বা পুত্র হত হয়েছে শত্রু সংহার ক'রে তাদের অশ্রুজল মুছিয়ে দেব। আজ আমি কাক গৃধ্র ও মাংসাশী সকল প্রাণীকে শত্রুর মাংসে তর্পিত করব।

এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাট কোটি খর ও উষ্ট্র এবং অসংখ্য পদাতি নিয়ে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি স্বয়ং দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন নানা অলংকারে ভূষিত অষ্টতুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ ক'রে চললেন। রাক্ষস ও বানর সৈন্যে ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল এবং উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হ'ল। বিরূপাক্ষের খড়্গাঘাতে সুগ্রীব মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে বিরূপাক্ষের ললাটে চপেটাঘাত ক'রে তাঁকে বধ করলেন। তার পর মহোদরের সঙ্গে সুগ্রীব খড়্গযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মহোদর সুগ্রীবের বর্মে প্রচণ্ড আঘাত করবামাত্র খড়্গ বর্মে আটকে গেল। মহোদর খড়্গ টেনে নিতে নিতে সুগ্রীব তাঁর শিরশ্ছেদন করলেন। মহাবীর অঙ্গদ পরিঘ নিক্ষেপ ক'রে মহাপার্শ্বের ধনুর্বাণ ও উষ্ণীষ ভূপাতিত করলেন, তার পর মুষ্টির আঘাতে বক্ষ চূর্ণ করলেন।

২৭। লক্ষ্মণের শক্তিশেল

[সর্গ ৯৯—১০১]

বিরূপাক্ষ মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিহত দেখে রাবণ তাঁর সারথিকে বললেন, আমার অমাত্যগণ হত হয়েছেন, আমার নগরও অবরুদ্ধ হয়েছে, রাম-লক্ষ্মণকে বধ ক'রে আমার দুঃখ দূর করব। সীতা যার পুষ্প ও ফল, সুগ্রীব জাম্ববান হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বানর যার প্রশাখা, সেই রামরূপ বৃক্ষকে আমি যুদ্ধে উচ্ছিন্ন করব।

রাবণ সম্মুখে এলে রাম হৃষ্ট হয়ে প্রচণ্ড জ্যানির্ঘোষ করলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকে অতিক্রম ক'রে রামের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। রাবণের আসুর অস্ত্র রামের পাবকাস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত হ'ল। রাবণ ময়-নির্মিত মহাদ্যুতি রৌদ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে শূল গদা মুষল মুদ্গর পাশ অশনি প্রভৃতি নির্গত হ'ল। রাম গন্ধর্বাস্ত্রে এইসকল নিবারিত করলেন। রাবণ মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে সৌরাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তা থেকে প্রদীপ্ত চক্রসমূহ নির্গত হয়ে চতুর্দিকে ধাবিত হ'ল। রাম শরাঘাতে সেইসকল চক্র ছিন্ন করলেন।

লক্ষ্মণ শরাঘাতে রাবণের নরমুণ্ডলাঞ্ছিত ধ্বজ, ধনু এবং সারথির মস্তক ছেদন করলেন, বিভীষণও গদাঘাতে রথের অশ্ব বিনষ্ট করলেন। রথ থেকে নেমে রাবণ তাঁর ভ্রাতার উদ্দেশে এক অশনিতুল্য শক্তি নিক্ষেপ করলেন, লক্ষ্মণ তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। তখন রাবণ আর একটি প্রকাণ্ড শক্তি নিলেন যা কৃতান্তেরও দুঃসহ। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, ওহে বলগর্বিত, তুমি আমার অস্ত্রাঘাত থেকে বিভীষণকে রক্ষা করেছ, এখন তাকে ছেড়ে তোমার প্রতিই শক্তি নিক্ষেপ করব, এই শত্রুশোণিত-পায়ী অস্ত্র তোমার হৃদয় ভেদ ক'রে প্রাণ নিয়ে নির্গত হবে।

এই ব'লে রাবণ শক্তি নিক্ষেপ করলেন। ময়দানবনির্মিত অষ্টঘণ্টা-যুক্ত সেই অস্ত্র বজ্রনিনাদে লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হ'ল। রাম বললেন, লক্ষ্মণের স্বস্তি হ'ক, শক্তি তুমি ব্যর্থ হও। নাগরাজের জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমান সেই শক্তি মহাবেগে পতিত হয়ে লক্ষ্মণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ল, তিনি ভূতলে প'ড়ে গেলেন।

এখন বিষাদের সময় নয় এই ভেবে রাম শোক রোধ ক'রে সর্বপ্রযত্নে রাবণবধের নিমিত্ত যুদ্ধ করতে লাগলেন। বানররা লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে শক্তি উদ্ধারের চেষ্টা করলে কিন্তু রাবণের শরাঘাতে নিরস্ত হ'ল। তখন রাম দুই হস্তে শক্তি উৎপাটিত ক'রে ভেঙে ফেললেন। রাবণ মর্মভেদী শর বর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু রাম বিচলিত না হয়ে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন ক'রে সুগ্রীব ও হনুমানকে বললেন, তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন

ক'রে এইখানে থাক, এখন আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত। তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে পৃথিবী অরাবণ বা অরাম হয়েছে। এই ব'লে রাম বৃষ্টিধারার ন্যায় শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন, রাবণ নিপীড়িত হয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করলেন।

তখন রাম সুষেণকে বললেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা রক্তাক্তদেহে ভূলুণ্ঠিত, আমি কি জন্য যুদ্ধ করব, আমার জীবনেই বা কি প্রয়োজন? বনযাত্রার সময় ইনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন, যমলোকেও আমি এ'র সঙ্গী হব।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥
কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম।
কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্॥ (১০১।১৪-১৫)
হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো।
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি॥ (১০১।১৯-২০)

— দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও মেলে, কিন্তু এমন দেশ দেখি না যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়। বীর সুষেণ, লক্ষ্মণকে হারিয়ে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন, আমি পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রাকে কি বলব? হা নরশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য ভ্রাতা, আমাকে ত্যাগ ক'রে কেন একাকী পরলোকে যাচ্ছ?

রামকে আশ্বাস দিয়ে সুষেণ বললেন, নরশার্দূল, তুমি শোক ত্যাগ কর। লক্ষ্মণ মরেন নি, এ'র মুখ বিকৃত বা শ্যামবর্ণ হয় নি, এ'র হৃদয়ও স্পন্দিত হচ্ছে। তার পর সুষেণ হনুমানকে বললেন, জাম্ববান পূর্বে যে ওষধি পর্বতের কথা বলেছিলেন তার দক্ষিণ শিখর থেকে বিশল্যকরণী সাবর্ণ্যকরণী সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি শীঘ্র নিয়ে এস।

হনুমান তখনই ওষধি পর্বতে গেলেন কিন্তু ওষধি খুঁজে পেলেন না। বিলম্বে মহা বিপদ হ'তে পারে এই ভেবে তিনি পর্বতের শৃঙ্গ

উৎপাটন ক'রে নিয়ে এলেন। সুষেণ ওষধি পেষণ ক'রে লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করালেন, লক্ষ্মণ অচিরে বিশল্য ও নীরোগ হয়ে গাত্রোত্থান করলেন। রাম তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, বীর, ভাগ্যক্রমে তোমাকে পুনর্জীবিত দেখছি, তুমি গত হ'লে সীতার উদ্ধার বা বিজয়লাভ বা জীবনে আমার কি প্রয়োজন?

রামের শিথিল বাক্যে খিন্ন হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, আপনি শত্রু-সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ভুলে গিয়ে দৌর্বল্য প্রকাশ করবেন না। আমার ইচ্ছা আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আপনি দুরাত্মা রাবণকে বধ করুন।

২৮। রাবণবধ

[সর্গ ১০২—১০৯]

রাবণ অন্য এক রথে রণভূমিতে ফিরে এসে রামের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরগণ বলাবলি করতে লাগলেন, রাম ভূমিতে এবং রাবণ রথে রয়েছেন, এঁদের যুদ্ধ অসমান। তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় মাতলি স্বর্ণালংকৃত হরিদ্‌বর্ণ-অশ্ব-যোজিত রথ নিয়ে কশাহস্তে রামের কাছে এসে বললেন, কাকুৎস্থ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আপনার বিজয়কামনায় এই রথ, ঐন্দ্র মহাধনু, শর, কবচ ও শক্তি পাঠিয়েছেন। আপনি এই রথে আরোহণ ক'রে রাবণকে বধ করুন।

ইন্দ্রপ্রেরিত রথকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন ক'রে রাম তাতে আরোহণ করলেন। রাম-রাবণের অদ্ভুত রোমহর্ষকর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, রাবণের গান্ধর্ব ও দৈব অস্ত্র রাম অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা এবং সর্পাস্ত্র গরুড়াস্ত্র দ্বারা নিবারণ করতে লাগলেন। রাবণ শরাঘাতে মাতলিকে নিপীড়িত ক'রে রামের স্বর্ণধ্বজ ও ঐন্দ্রাশ্ব সকল বিনষ্ট করলেন। রামচন্দ্রকে রাবণরাহু কর্তৃক গ্রস্ত দেখে সিদ্ধগণ মহর্ষিগণ এবং বিভীষণ-সুগ্রীবাদি ব্যথিত হলেন। সমুদ্র ধূমে পরিব্যাপ্ত হ'ল, উত্তাল তরঙ্গ

যেন সূর্য স্পর্শ করতে লাগল। সূর্যের আলোক ক্ষীণ হ'ল, তাঁর অঙ্কে কবন্ধচিহ্ন ও ধূমকেতু দেখা গেল। অসুরগণ বললেন—রাবণের জয়, দেবগণ বললেন—রামের জয়। রামের প্রতি রাবণ এক ভয়াবহ তীক্ষ্যাগ্র অষ্টঘণ্টাযুক্ত মহাশূল নিক্ষেপ করলেন, রাম ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র দ্বারা সেই শূল খণ্ডিত করলেন।

রাবণকে রাম বললেন, রাক্ষসাধম, জনস্থানে আমার ভার্যাকে অসহায় দেখে হরণ করেছিলে, এতেই তুমি নিজেকে বীর মনে কর? তুমি কুবেরের ভ্রাতা হয়ে অতি শ্লাঘনীয় কর্ম করেছ! দুর্মতি, চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ ক'রে তোমার লজ্জা হয় নি। আজ তীক্ষ্ম শরাঘাতে তোমাকে আমি যমালয়ে পাঠাব। এই প্রকারে রাবণকে ভৎর্সনা ক'রে রাম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর বীর্য, ক্ষিপ্রতা ও অস্ত্রবল দ্বিগুণ হ'ল। এইসকল শুভচিহ্ন দেখে তিনি রাবণকে অধিকতর নিপীড়িত করতে লাগলেন। রাবণ অস্ত্রচালনায় অক্ষম ও মোহগ্রস্ত হয়েছেন দেখে রাম তখন তাঁকে মারবার ইচ্ছা করলেন না। রাবণের অবস্থা বুঝে তাঁর সারথি ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে রাবণ তাঁর সারথিকে সক্রোধে বললেন, দুর্বুদ্ধি, আমার অভিপ্রায় না বুঝে কেন আমার রথ সরিয়ে এনেছ? আমার যশ বীর্য তেজ নষ্ট ক'রে তুমি শত্রুর সমক্ষে আমাকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করেছ, নিশ্চয় শত্রু তোমাকে উৎকোচ দিয়েছে। সারথি অনুনয় ক'রে বললে, মহারাজ, আমি ভীত বা প্রমত্ত হয়ে বা উৎকোচ নিয়ে এই কার্য করি নি, আপনার হিতকামনায় ও যশোরক্ষার নিমিত্তই করেছি। আপনি রণশ্রমে ক্লান্ত ও হীনবল, রথের অশ্বসকল ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত, নানাপ্রকার দুর্নিমিত্তও দেখা যাচ্ছে, এইসকল কারণেই আমি রথ সরিয়ে এনেছি। সারথির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাবণ তাকে নিজের হস্তাভরণ পারিতোষিক দিলেন এবং পুনর্বার রণস্থলে যেতে বললেন।

ভগবান অগস্ত্য দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। তিনি রামকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমাকে সর্বশত্রুবিনাশন সনাতন গুহ্য

আদিত্যহৃদয় স্তোত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এই মহাগুণসম্পন্ন স্তোত্র তিনবার জপ করলে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। অগস্ত্যের উপদেশ অনুসারে রাম আচমন ক'রে শুচি হয়ে সূর্যের উদ্দেশে তিনবার স্তোত্র পাঠ করলেন। সূর্য তাঁকে বললেন, তুমি রাবণবধে ত্বরান্বিত হও।

রাম ও রাবণ রথারোহণে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে লোমহর্ষকর তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। গদা মুষল পরিঘ ও শরের শব্দে সাগর ক্ষুভিত হ'ল, শৈলকাননসহ মেদিনী কম্পিত হ'ল, সূর্য নিষ্প্রভ এবং বায়ু নিশ্চল হ'ল। দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বলতে লাগলেন, গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গল হ'ক, ত্রিলোক শান্তিতে থাকুক, রাম রাবণকে জয় করুন। রাম তীক্ষ্ণ শরাঘাতে রাবণের কুণ্ডলভূষিত মস্তক ছেদন করলেন। সকলে দেখলে, মস্তক ভূমিতে পড়ল, কিন্তু অনুরূপ আর এক মস্তক তৎক্ষণাৎ রাবণের স্কন্ধে উত্থিত হ'ল। রাম বার বার রাবণের শিরশ্ছেদন করলেন, কিন্তু ছেদনমাত্রই নূতন মস্তক উদ্‌গত হ'ল। রাবণের জীবনের অন্ত নেই দেখে রাম ভাবলেন, যে শরে মারীচ খর-দূষণ বালী প্রভৃতি নিহত হয়েছে সেইসকল শর রাবণের দেহে নিস্তেজ হচ্ছে কেন? মাতলি তাঁকে বললেন, বীর, তুমি যেন কিছু জান না এমন কথা বলছ। পিতামহ ব্রহ্মার প্রদত্ত অস্ত্র রাবণের প্রতি প্রয়োগ কর, তার বিনাশকাল এখন উপস্থিত হয়েছে।

রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করলেন। এই অস্ত্রের পুঙ্খে পবন, ফলকে অগ্নি ও ভাস্কর, শরীরে আকাশ এবং ভারে মেরুমন্দর অধিষ্ঠান করেন। সধূম কালাগ্নি এবং দীপ্ত আশীবিষের ন্যায় ভীষণ, সর্ব বাধা ভেদে সমর্থ, রুধির ও মেদে লিপ্ত এই ব্রহ্মাস্ত্র দেখে বানরগণ উল্লসিত এবং রাক্ষসগণ অবসন্ন হ'ল। বেদোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ ক'রে রাম তাঁর কার্মুকে সেই ব্রহ্মবাণ সন্ধান করলেন। সর্বভূত সমেত বসুন্ধরা সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হলেন। রামের হস্ত থেকে মুক্ত হয়ে সেই কৃতান্তসম অনিবার্য বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ ও প্রাণ হরণ ক'রে রুধিরাক্ত হয়ে ভূতলে প্রবিষ্ট হ'ল এবং স্বকার্য সাধনের পর বিনীতের ন্যায় পুনর্বার তূণীরে ফিরে এল।

রাবণকে নিহত দেখে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ত্রস্ত হয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বানরগণ মহানন্দে রামের জয়ধ্বনি করতে লাগল। অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি হল, দিব্য গন্ধ ও সুখস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, রামের রথের উপর পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, দেবতারা সাধু সাধু ব'লে রামের স্তুতি করলেন।

ভ্রাতাকে নিহত দেখে বিভীষণ বিলাপ করতে লাগলেন—হা প্রবলপ্রতাপ খ্যাতনামা নীতিজ্ঞ মহাবীর, মহার্ঘ শয্যা ত্যাগ ক'রে কেন ভূমিতে শুয়ে আছে? আমার হিতবাক্য তোমার রুচিকর হয় নি, আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম এখন তাই হ'ল। তুমি ধরাশায়ী হওয়ায় আদিত্য ভূপতিত, চন্দ্র তমসাবৃত, অগ্নি নির্বাপিত, কর্মপ্রবৃত্তি নিরুদ্যম হয়েছে। তোমার মৃত্যুতে লঙ্কা বীরশূন্য হ'ল।

বিভীষণকে প্রবোধ দিয়ে রাম বললেন, এই মহাবীর নিশ্চেষ্ট হয়ে নিহত হন নি। ইনি নিঃশঙ্ক মহোৎসাহী যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালন ক'রে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, এঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। এখন এঁর অন্তিম কার্যের উদ্‌যোগ কর।—

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥ (১০৯।২৫)

—মৃত্যুর পর সকল শত্রুতার অবসান হয়। আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। তুমি এঁর সংকার কর, ইনি যেমন তোমার স্বজন, আমারও সেইরূপ।

২৯। রাবণপত্নীদের শোক—রাবণের অন্ত্যেষ্টি

[সর্গ ১১০—১১১]

রাবণের পত্নীগণ অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মুক্তকেশে বিলাপ করতে করতে রণভূমিতে এলেন। তাঁরা সেই কবন্ধসমাকুল শোণিত-কর্দমময় স্থানে এসে 'হা নাথ হা আর্যপুত্র' ব'লে অন্বেষণ করতে করতে

দেখতে পেলেন, মহাকায় মহাবীর্য রাবণ নীলাঞ্জনস্তূপের ন্যায় ভূপতিত রয়েছেন। তাঁরা ছিন্ন বনলতার ন্যায় রাবণের দেহে পতিত হলেন। কেউ তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে, কেউ কর-চরণ ধ'রে, কেউ অঙ্কে মস্তক তুলে নিয়ে সরোদনে বিলাপ করতে লাগলেন—ইন্দ্র ও যম যাঁর জন্য ত্রস্ত, যিনি দেব-গন্ধর্ব-ঋষিগণের ভয়ের কারণ, সুরাসুর পন্নগাদি হ'তে যাঁর ভয় ছিল না, তিনি আজ পাদচারী মানুষ কর্তৃক নিহত হয়ে শুয়ে আছেন! হা মহারাজ, তুমি হিতবাদী সুহৃদ্‌গণের বাক্য না শুনে নিজের মরণের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করেছিলে।

রাবণের প্রিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী মন্দোদরী বললেন, মহারাজ, তুমি ক্রুদ্ধ হ'লে ইন্দ্রও তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারতেন না, সেই তুমি মানুষ রাম কর্তৃক নির্জিত হ'লে! বোধ হয় কৃতান্ত স্বয়ং রামরূপে অতর্কিতে এসে তোমার বিনাশের জন্য মায়া বিস্তার করেছেন। অথবা অনাদি পরমপুরুষ শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু মানুষের রূপ ধ'রে ত্রিলোকের হিত-কামনায় বানররূপী দেবগণের সহায়তায় তোমাকে বধ করেছেন। পূর্বে তুমি ইন্দ্রিয় জয় করে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়েছিলে, এখন তোমার ইন্দ্রিয়গণই তোমাকে নির্জিত করেছে। তুমি সহসা সীতার প্রতি অভিলাষী হয়ে তাঁকে হরণ করেছিলে, এখন সেই পতিব্রতার অভিশাপেই দগ্ধ হ'লে। সীতার কুলগৌরব বা রূপগুণ আমার অপেক্ষা অধিক নয়, আমার সমানও নয়, তা তুমি মোহবশে বুঝলে না। পুত্র ইন্দ্রজিতের বধে আমি তীব্র আঘাত পেয়েছি, আজ একবারে নিপাতিত হয়েছি। মারীচ বিভীষণ কুম্ভকর্ণ এবং আমার পিতার(১) বাক্যে তুমি কর্ণপাত কর নি, তারই এই ফল। তোমার বীরত্বের অভিমান ছিল, তবে কেন তুচ্ছ নারীচৌর্যে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? তুমি রণভূমিকে প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন ক'রে কেন শুয়ে আছ, অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? আমার হৃদয়কে ধিক, তোমার বিরহে এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হ'ল না।

---

(১) ময় দানব।

রাম বিভীষণকে বললেন, তুমি এই স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে ভ্রাতার সংকার কর। বিভীষণ উত্তর দিলেন, রাবণ পরস্ত্রীপীড়ক এবং সর্ব-লোকের অহিতে রত ছিলেন, ইনি গুরুজন হ'লেও আমার পূজনীয় নন, আমি এ'র সংকার করতে পারি না। লোকে আমাকে নৃশংস বলবে, কিন্তু রাবণের দুষ্কর্মের কথা শুনলে আমার আচরণ সমর্থন করবে। রাম বললেন, রাবণ অধর্মচারী কিন্তু তেজস্বী, মহাবল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয় ছিলেন। এ'র মরণে আমাদের বৈরের অবসান ঘটেছে। এখন তুমি ধর্মানুসারে এ'র অগ্নিসংস্কার কর, তাতে তোমার যশোলাভ হবে।

বিভীষণ রামের কথায় সম্মত হলেন এবং শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দন কাষ্ঠ, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও মণিমুক্তাপ্রবালাদি শ্মশানে পাঠিয়ে মাল্যবানকে দিয়ে কার্যারম্ভ করলেন। রাবণকে ক্ষৌমবাস পরিয়ে স্বর্ণময় শিবিকায় দক্ষিণাভিমুখে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বিভীষণ ও অধ্বর্যুগণ অগ্রে এবং রোরুদ্যমানা নারীরা পশ্চাতে গেলেন। দাহ-স্থানে এসে যথাবিধ পিতৃমেধ যজ্ঞের পর বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংকার ও তর্পণ করলেন।

৩০। বিভীষণের অভিষেক—সীতার কথা

[সর্গ ১১২—১১৩]

রাবণবধের পর দেবগন্ধর্বদানবাদি নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন, মাতলিও ইন্দ্রের রথ নিয়ে ফিরে গেলেন। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এখন তুমি বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। লক্ষ্মণ হৃষ্ট হয়ে স্বর্ণঘটে সমুদ্রজল আনালেন এবং বিভীষণকে উত্তম আসনে বসিয়ে যথাবিধি অভিষেক সম্পন্ন করলেন। পৌরজনের নিকট বিভীষণ যে দধি লাজ মোদক পুষ্প প্রভৃতি উপহার পেলেন তা তিনি রাম-লক্ষ্মণকে নিবেদন করলেন। তার পর রাম হনুমানকে বললেন, সৌম্য, তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞা নিয়ে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে মৈথিলীকে

কুশলজিজ্ঞাসা কর এবং আমাদেরও কুশল জানিয়ে বল যে রাবণ নিহত হয়েছেন। এই প্রিয়সংবাদ দিয়ে শীঘ্র তাঁর প্রত্যুত্তর নিয়ে এস।

হনুমান অশোকবনে গিয়ে সীতাকে রামের বার্তা জানালেন। অত্যন্ত হর্ষের জন্য সীতার বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। হনুমান বললেন, দেবী, কি চিন্তা করছ? সীতা বাষ্পগদ্‌গদস্বরে উত্তর দিলেন, মহাবীর, পৃথিবীতে এমন কোনও ধনরত্ন দেখি না যা তোমাকে দান ক'রে সুখী হ'তে পারি। ত্রিলোকের রাজ্যও তোমার সংবাদের উপযুক্ত পুরস্কার নয়। হনুমান বললেন, এমন স্নেহময় বাক্য তোমার ন্যায় ভর্তৃ-বিজয়কাঙ্ক্ষিণী পতিব্রতারই যোগ্য। দেবী, এইসকল ঘোররূপা ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসী তোমাকে তর্জন করত, যদি অনুমতি দাও তো মুষ্টিপ্রহারে বা পদাঘাতে বা দংশন ক'রে বা নাসাকর্ণ ভক্ষণ ক'রে বা কেশাকর্ষণ ক'রে এদের হত্যা করি।

সীতা বললেন, বানরশ্রেষ্ঠ, এরা রাজার আশ্রিত ও বশীভূত দাসীমাত্র, এদের উপর কে ক্রুদ্ধ হ'তে পারে? আমি ভাগ্যদোষে ও পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে দুঃখ পেয়েছি। রাবণের এই দাসীদের আমি ক্ষমা করছি, এরা প্রভুর আদেশেই আমাকে তর্জন করত, এখন রাবণের মৃত্যুর পর আর করবে না। একটি প্রাচীন শ্লোক শোন—

> ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম্।
> সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ॥
> পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
> কার্যং কারুণমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥ (১১৩।৪২-৪৩)

— পরের আদেশে যারা পাপ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাদের উপর প্রতিশোধ নেন না; এই নিয়মই পালনীয়, কারণ চরিত্রই সাধুদের ভূষণ। অপরাধী বা সদাচারী বা বধার্হ সকলের প্রতিই সদয় ব্যবহার করা উচিত; অপরাধ করে না এমন কেউ নেই।

হনুমান বললেন, দেবী, তুমি রামেরই উপযুক্ত গুণান্বিতা ধর্মপত্নী। এখন অনুমতি দাও আমি ফিরে যাই।

৩১। রামের সীতা-প্রত্যাখ্যান

[সর্গ ১১৪—১১৫]

রামকে অভিবাদন ক'রে হনুমান বললেন, যাঁর জন্য আমাদের এই উদ্যম, যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাকে এখন তোমার দেখা উচিত। তিনি তোমার বিজয়সংবাদ শুনে আকুলনয়নে আমাকে বলেছেন — আমি ভর্তাকে দেখতে ইচ্ছা করি।

রাম সহসা চিন্তান্বিত হলেন, তাঁর চক্ষু সজল হ'ল। তিনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বিভীষণকে বললেন, তুমি সীতাকে শিরঃস্নান করিয়ে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত ক'রে শীঘ্র আমার কাছে নিয়ে এস। বিভীষণ সীতার কাছে গিয়ে মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি স্থাপন ক'রে রামের ইচ্ছা জানালেন। সীতা বললেন, রাক্ষসরাজ, আমি স্নান না ক'রেই স্বামীকে দেখতে চাই। বিভীষণ বললেন, তোমার ভর্তা রাম যেরূপ বলেছেন সেইরূপই তোমার করা উচিত। তখন পতিব্রতা সাধ্বী সীতা স্নান ক'রে মহার্ঘ বেশভূষা ধারণ ক'রে রাক্ষসবাহিত শিবিকায় উঠে বিভীষণের সঙ্গে রামের কাছে গেলেন।

সীতা এসেছেন শুনে রাম যুগপৎ রোষ হর্ষ ও দৈন্য অনুভব ক'রে বললেন, রাক্ষসরাজ, বৈদেহীকে শীঘ্র আমার কাছে নিয়ে এস। বিভীষণ তখনই সমবেত সকল লোককে সরিয়ে দেবার আজ্ঞা দিলেন। কঞ্চুক-উষ্ণীষধারী পুরুষেরা বেত্রহস্তে বানর ভল্লুক ও রাক্ষস যোদ্ধৃগণকে অপসারিত করতে লাগল। রাম দয়ার্দ্র ও রুষ্ট হয়ে বারণ করলেন এবং ক্রোধদীপ্ত নয়নে বিভীষণকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, তুমি কেন আমার মত না নিয়ে এই সকল লোককে কষ্ট দিচ্ছ? এদের উদ্বিগ্ন ক'রো না, এরা আমার স্বজন।

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ॥

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ নো বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ॥
সৈষা বিপদ্‌গতা চৈব কৃচ্ছ্রেণ চ সমন্বিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥
বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্‌ভ্যামেবাপসর্পতু।
সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ॥ (১১৪।২৭-৩০)

—গৃহ বস্ত্র প্রাচীর বা লোকাপসারণ, এসকল রাজকীয় আড়ম্বর নারীদের আবরণ নয়, চরিত্রই নারীর আবরণ। বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ, এবং বিবাহে নারীকে দর্শন দূষণীয় নয়। সীতা বিপদ্‌-গ্রস্ত ও কষ্টে পতিত, এখন তাঁর দর্শনে দোষ হবে না, বিশেষত আমার সমীপে। অতএব উনি শিবিকা থেকে নেমে পদব্রজে আসুন, এই সমস্ত বনবাসী বানরভল্লুকাদি আমার সমীপে সীতাকে দেখুক।

রামের কথায় চিন্তান্বিত হয়ে বিভীষণ সীতাকে সবিনয়ে নিয়ে এলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমানও ব্যথিত হলেন। লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হয়ে সীতা রামের সম্মুখে এসে বিস্ময়ে হর্ষে ও স্নেহে পতিমুখ নিরীক্ষণ করলেন।

সীতাকে পার্শ্বে দেখে রাম নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত ক'রে বললেন, আমি যুদ্ধে শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হয়ে তা ক্ষালন করেছি! যে নিজের শক্তিতে অপমানের শোধ নিতে পারে না তার পৌরুষ বৃথা। আজ হনুমান সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিশ্রম সার্থক হ'ল।

রামের কথা শুনে সীতা মৃগীর ন্যায় বিস্ফারিত ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাইতে লাগলেন। সেই পদ্মপলাশাক্ষী কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশা হৃদয়প্রিয়াকে

দেখে রামের হৃদয় লোকনিন্দার ভয়ে দ্বিধা হ'ল। তিনি সকলের সমক্ষে বললেন,

বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥
প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥ (১১৫।১৫-১৭)
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্ মহৎ॥
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি॥
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ॥
ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্॥ (১১৫।২০-২৪)

— তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম্ — সুহৃদ্গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি — এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে; নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি — লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা

অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্য বিলম্বন করে নি।

৩২। সীতার অগ্নিপরীক্ষা

[সর্গ ১১৬—১১৮]

বহু লোকের সমক্ষে রামের মুখে এই রোমহর্ষকর অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা ঘোর লজ্জায় যেন নিজের গাত্রে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি অশ্রুজল মুছে গদ্‌গদস্বরে বললেন, নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে তুমি আমাকে সেইরূপ বলছ কেন? যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে তখন আমাকে বর্জনের কথা জানাও নি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমাদের অনর্থক কষ্ট পেতে হ'ত না। পরাধীন বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়।—

মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥ (১৬৬।৯-১০)
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥ (১১৬।১৫-১৬)

— আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন আমি নিজের কর্ত্রী নই তখন পরায়ত্ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে পারি? আমাদের দীর্ঘকাল সংসর্গ হয়েছে, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এতেও যদি তুমি আমাকে না বুঝে থাক তবে আমার পক্ষে তা চিরমৃত্যু। জনকের নামে আমার পরিচয়, বসুধাতল থেকে আমার উৎপত্তি, এসব তুমি গ্রাহ্য করলে না; তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না।

বাল্যকালে তুমি আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে, তাও মানলে না, আমার ভক্তি চরিত্র সবই পশ্চাতে ফেলে দিলে।

সীতা সরোদনে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি আমার চিতা প্রস্তুত কর, স্বামী অপ্রীত হয়ে সর্বসমক্ষে আমাকে ত্যাগ করেছেন; আমি অগ্নি-প্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব। লক্ষ্মণ সরোষে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, অবশেষে আকার ইঙ্গিতে তাঁর মনোভাব বুঝে চিতা রচনা করলেন। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করতে বা তাঁর দিকে চাইতে সাহসী হলেন না। অধোমুখে উপবিষ্ট রামকে প্রদক্ষিণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে সীতা যুক্তকরে অগ্নিকে বললেন, যদি আমার হৃদয় চিরকাল রাঘবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, ইনি যাকে দুষ্টা মনে করেন সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা হই, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন। এই ব'লে সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্নিপ্রবেশ করলেন।

বালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হয়ে দেখলে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চনভূষণা সীতা সর্বসমক্ষে দীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করলেন। সমবেত স্ত্রীগণ আর্তস্বরে রোদন করতে লাগল, রাক্ষস ও বানরগণ বিপুল নিনাদে হাহাকার ক'রে উঠল। তখন কুবের, যম, পিতৃগণ, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব ও ব্রহ্মা সূর্যসন্নিভ বিমানে লঙ্কায় এলেন এবং আভরণভূষিত বিশাল হস্ত উত্তোলন ক'রে রামকে বললেন, তুমি সর্বলোকের কর্তা, জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, বসুগণের মধ্যে ঋতধামা, প্রজাপতি। তুমি অষ্টম রুদ্র, পঞ্চম সাধ্য; অশ্বিদ্বয় তোমার কর্ণ, চন্দ্রসূর্য তোমার চক্ষু; আদি অন্ত ও মধ্যে তুমি বিদ্যমান। প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কেন বৈদেহীকে উপেক্ষা করছ? রাম বললেন, আমি নিজেকে দশরথপুত্র রাম ব'লেই জানি। ভগবান, আমি বাস্তবিক কে তা আপনারা বলুন। তখন ব্রহ্মা সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন যে রাম স্বয়ং শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ।

মূর্তিমান অগ্নি বালারুণপ্রভা রক্তাম্বরধরা অম্লানমাল্যভূষিতা সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে চিতা থেকে উঠলেন এবং রামের হস্তে তাঁকে সমর্পণ ক'রে বললেন, রাম, এই তোমার বৈদেহী, ইনি বাক্য মন বুদ্ধি

বা চক্ষু দ্বারা সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। ইনি যখন রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন রাক্ষসীরা এঁকে বহু তর্জন করেছে এবং প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু এঁর অন্তঃকরণ তোমাতেই নিবিষ্ট ছিল, রাবণকে ইনি চিন্তাও করেন নি। আমি তোমাকে আজ্ঞা করছি, এই নিষ্পাপ বিশুদ্ধ-স্বভাবা মৈথিলীকে অসংকোচে গ্রহণ কর।

রাম ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে হর্ষোৎফুল্লনয়নে বললেন, সীতা রাবণগৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন, সেজন্য এঁর শুদ্ধি আবশ্যক, নতুবা লোকে বলবে দশরথপুত্র রাম মূর্খ ও কামুক। আমি জেনেছি সীতা অনন্যহৃদয়া, ইনি নিজের তেজেই রক্ষিতা, রাবণ এঁকে মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারে নি। নিজের কীর্তির ন্যায় সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না। আপনারা সকলে যে হিতবাক্য বললেন তা অবশ্যই আমি পালন করব।

৩৩। দশরথের আবির্ভাব — ইন্দ্রের বর

[সর্গ ১১৯—১২০]

মহেশ্বর রামকে বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যক্রমে তুমি রাবণকে যুদ্ধে বিনষ্ট ক'রে সর্বলোকের ভয় দূর করেছ, সীতাকে পুনর্বার গ্রহণ করেছ। এখন তুমি অযোধ্যায় গিয়ে ভরত, কৌশল্যাদি মাতৃগণ, এবং সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত কর। তার পর বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞে যশোলাভ এবং ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ক'রে স্বর্গলোকে যেয়ো। এই দেখ, তোমার পিতা দশরথ ইন্দ্রলোক থেকে রথারোহণে এসেছেন।

রাম-লক্ষ্মণ বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করলেন। রামকে আলিঙ্গন ক'রে দশরথ বললেন, রাম, তোমার বিরহে স্বর্গও আমার পক্ষে সুখকর হয় নি। তোমার নির্বাসনের জন্য কৈকেয়ী যা বলেছিলেন তা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ রয়েছে। আজ তোমাকে আর লক্ষ্মণকে দেখে আমার দুঃখ দূর হ'ল। এখন আমি দেবগণের কথায় জেনেছি যে তুমি পুরুষোত্তম, রাবণবধের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে এসেছ। বনবাসের চতুর্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ

হয়েছে, এখন অযোধ্যায় গিয়ে অভিষিক্ত হও, ভ্রাতৃগণের সঙ্গে রাজ্যভোগ কর, দীর্ঘায়ু লাভ কর।

রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ধর্মজ্ঞ, আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হ'ন। আপনি কৈকেয়ীকে বলেছিলেন — পুত্র সমেত তোমাকে ত্যাগ করলাম। এই অভিশাপ যেন তাঁদের স্পর্শ না ক'রে। দশরথ অভিশাপ প্রত্যাহার করলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন, সৌম্য, রাম প্রসন্ন থাকলে তোমার ধর্ম যশ ও স্বর্গ লাভ হবে, তুমি সীতার সহিত এ'র সেবা কর। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তমকে অর্চনা করেন।

সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দশরথ তাঁকে মধুর বাক্যে বললেন, পুত্রী, তুমি রামের উপর রুষ্ট হয়ো না, তোমার হিত-কামনায় এবং শুদ্ধির নিমিত্তই ইনি তোমাকে ত্যাগের কথা বলেছিলেন। তুমি যে অসামান্য চরিত্রলক্ষণ দেখিয়েছ তাতে অন্য সকল নারীর যশ পরাভূত হবে। তোমাকে পতিসেবার উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক, তথাপি অবশ্য বলব — রাম তোমার পরম দেবতা।

দশরথ সুরলোকে প্রস্থান করলেন। ইন্দ্র রামকে বললেন, আমরা প্রীত হয়েছি, তোমার যদি কিছু অভীষ্ট থাকে তো বল। রাম বললেন, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমার জন্য যে সকল বীর মৃত্যু তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে যমলোকে গেছে তাদের পুনর্জীবিত ও স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত করুন, তারা যেন নীরোগ অক্ষত ও বলশালী হয়, তাদের দেশে যেন অকালেও প্রচুর পুষ্প ফল মূল এবং বিমল নদীর জল পাওয়া যায়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তোমার প্রার্থনা পূরণ করা দুষ্কর, তথাপি আমি অঙ্গীকার রক্ষা করব। তখন ইন্দ্রের বরপ্রভাবে নিহত বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলগণ অক্ষতদেহে জীবিত হ'ল এবং যেন নিদ্রা থেকে উঠে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, এ কি!

তার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ রাম-লক্ষ্মণকে অভিনন্দন ক'রে বিমানারোহণে দেবলোকে চ'লে গেলেন।

৩৪। রামের প্রত্যাবর্তন

[সর্গ ১২১—১২৩]

পরদিন প্রভাতকালে বিভীষণ রামকে বললেন, এইসকল পদ্মলোচনা প্রসাধননিপুণা নারী তোমার জন্য স্নানের উপকরণ, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, চন্দন, মাল্য প্রভৃতি নিয়ে এসেছে। রাম বললেন, তুমি কেবল সুগ্রীবাদিকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। ভরত আমার জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে আছেন, এখন স্নান আর বেশভূষায় আমার রুচি নেই। আমরা যাতে শীঘ্র অযোধ্যায় যেতে পারি তার উপায় দেখ, সেখানকার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ বললেন, রাজপুত্র, এক দিনেই তোমাকে পৌঁছিয়ে দেব, আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক বিমান এখানে আছে, তাতে তুমি অনায়াসে অযোধ্যায় যেতে পারবে। রাম, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে তবে লক্ষ্মণ আর বৈদেহীর সঙ্গে এখানে সর্বপ্রকার সুখভোগ কর, সসৈন্যে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর, তার পর অযোধ্যায় যেয়ো। রাম উত্তর দিলেন, রাক্ষসেশ্বর, তোমার মন্ত্রিত্ব সৌহার্দ ও সর্বপ্রকার যুদ্ধ-চেষ্টা দ্বারা আমি সৎকৃত হয়েছি। তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি না এমন নয়, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখবার জন্য আমার মন অস্থির হয়েছে। তিনি আমাকে ফেরাবার জন্য চিত্রকূটে এসে নতশিরে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তখন আমি তাঁর অনুরোধ রাখতে পারি নি। মাতৃগণ, আত্মীয় ও অযোধ্যার প্রজাবর্গকেও দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছি। সখা, দুঃখিত হয়ো না, আমাকে গমনের অনুমতি দাও।

বিভীষণ মণিমুক্তাখচিত কাঞ্চনময় পুষ্পক রথ রামের কাছে নিয়ে এসে বললেন, রাঘব, আর কি করব বল। রাম চিন্তা করে বললেন, বানরগণ অনেক করেছে, এদের জন্যই আমরা কৃতকার্য হয়েছি এবং তুমি রাজ্য পেয়েছ। এদের ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট কর। বিভীষণ ধনদানে সকলকে আনন্দিত করলেন। তখন রাম লজ্জমানা সীতাকে অঙ্কে নিয়ে লক্ষ্মণের সহিত বিমানে উঠে বললেন, বানরবীরগণ, তোমরা মিত্রের কার্য সম্পন্ন

করেছ, এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। সুগ্রীব, তুমি স্নেহপরায়ণ হিতৈষী বয়স্যের কর্তব্য করেছ, এখন সসৈন্যে কিষ্কিন্ধ্যার যাও। বিভীষণ, এই লঙ্কারাজ্য তোমাকে দিয়েছি, তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস কর। এখন অনুমতি দাও আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় যাই।

বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমরা তোমার সঙ্গে অযোধ্যায় যাব, তোমার অভিষেক দেখে কৌশল্যা দেবীকে প্রণাম ক'রে ফিরে আসব। রাম অতিশয় হৃষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা শীঘ্র এই রথে ওঠ। সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁদের অনুচর বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণের সঙ্গে আরোহণ ক'রে প্রশস্ত আসনে সুখে উপবিষ্ট হ'লেন। তখন সেই হংসবাহিত পুষ্পক রথ মহানাদে আকাশে উঠল।

আকাশমার্গে যেতে যেতে সীতাকে রাম বিবিধ স্থান দেখাতে লাগলেন — ওই দেখ ত্রিকূটপর্বতস্থ লঙ্কাপুরী, ওই মাংসশোণিতকর্দমপূর্ণ যুদ্ধভূমি, ওই নলনির্মিত সেতু, তরঙ্গনাদিত মহাসাগর, মৈনাক পর্বত, সমুদ্রের উত্তর তীর যেখানে বানরসেনার স্কন্ধাবার স্থাপিত হয়েছিল। ওই দেখ সেতুবন্ধ তীর্থ যেখানে মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা দৃষ্টিগোচর হ'লে সীতা বললেন, আমার ইচ্ছা সুগ্রীবের প্রিয়পত্নী তারা এবং অন্যান্য বানরপ্রধানগণের পত্নীদের অযোধ্যায় নিয়ে যাব। সীতার ইচ্ছানুসারে কিষ্কিন্ধ্যায় বিমান নামানো হ'ল। রামের অনুরোধে সুগ্রীব তাঁর পত্নী তারাকে বললেন, তুমি শীঘ্র বানরস্ত্রীদের নিয়ে এস, সীতা তাঁদের অযোধ্যায় নিয়ে যেতে চান। তখন বানরবধূগণ বেশভূষা ক'রে তারার সঙ্গে এল এবং সীতাকে সাগ্রহে দর্শন ক'রে বিমানে উঠল।

যেতে যেতে রাম সীতাকে দেখাতে লাগলেন — ওই দেখ ঋষ্যমূক পর্বত, পম্পা সরোবর যার তীরে শবরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, ওই জনস্থান, ওই আমাদের পর্ণশালা, গোদাবরী, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গের আশ্রম, অত্রির আশ্রম যেখানে তুমি তাপসী অনসূয়াকে দেখেছিলে। ওই চিত্রকূট, ওই যমুনা, ভরদ্বাজের আশ্রম। ওই গঙ্গা, শৃঙ্গবেরপুর।

ওই আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা (১)—বৈদেহী, তুমি ফিরে এসেছ প্রণাম কর।

বানর ও রাক্ষসগণ বার বার আসন থেকে উঠে মহাহর্ষে সেই ধবল সৌধশোভিত বিশাল রাজপথে বিভক্ত গজবাজিপূর্ণ অমরাবতীতুল্য অযোধ্যাপুরী দেখতে লাগল।

৩৫। ভরত-হনুমান-সংবাদ

[সর্গ ১২৪—১২৬]

চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে পঞ্চমী তিথিতে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, অযোধ্যার কুশল তো? ভরত ও মাতৃগণ জীবিত আছেন? ভরদ্বাজ সহাস্যে বললেন, তোমার আজ্ঞাবহ ভরত জটা ধারণ ক'রে তোমার পাদুকা সম্মুখে রেখে তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তুমি যখন সর্ব ভোগ ত্যাগ ক'রে বনবাসে গিয়েছিলে তখন আমার দুঃখ হয়েছিল, এখন তুমি শত্রু জয় ক'রে ফিরে এসেছ দেখে অতিশয় প্রীত হয়েছি। তোমার সুখ দুঃখ সমস্তই আমার জানা আছে। আমার শিষ্যগণ অযোধ্যায় তোমার সংবাদ দিয়ে আসবে, আজ তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।

রাম সানন্দে সম্মত হলেন। তাঁর প্রার্থনায় ভরদ্বাজের বরে অযোধ্যা পর্যন্ত তিন যোজন পথের বৃক্ষসকল অকালে পুষ্পিত ফলবান ও মধুস্রাবী হ'ল, বানরগণ মহানন্দে যথেচ্ছ উপভোগ করতে লাগল।

রাম হনুমানকে বললেন, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়ে সেখানকার কুশল জিজ্ঞাসা কর। পথে শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহকে আমার শুভেচ্ছা জানিও এবং ভরতের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে তাঁকে ব'লো যে আমরা বিভীষণ-সুগ্রীবাদি মিত্রের সঙ্গে অযোধ্যায় যাচ্ছি। সংবাদ শুনে ভরতের মনোভাব কি হয় তা তাঁর আকার ইঙ্গিত মুখবর্ণ প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রে জেনে নিও। সুখসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য হস্তগত হ'লে কার

---

(১) 'তিলক'-টিকাকার বলেন, বিমান ভরদ্বাজাশ্রমের নিকটে এলেই আকাশ থেকে অযোধ্যা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

মনের পরিবর্তন না হয়? যদি তিনি রাজ্যাভিলাষী হন তবে স্বয়ং সমস্ত রাজ্য শাসন করুন। আমরা অযোধ্যায় উপস্থিত হবার পূর্বেই তুমি তাঁর মতিগতি জেনে শীঘ্র ফিরে এস।

হনুমান তখনই মনুষ্যমূর্তি ধারণ ক'রে বেগে যাত্রা করলেন এবং গঙ্গাযমুনাসংগম অতিক্রম ক'রে শৃঙ্গবেরপুরে এসে গুহকে রামের বার্তা জানালেন। তার পর পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী বরুথী ও গোমতী নদী, ভীম শালবন, এবং বহু প্রজা সমন্বিত জনপদ সকল অতিক্রম ক'রে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হলেন। অযোধ্যা থেকে এই স্থানের দূরত্ব এক ক্রোশ মাত্র। হনুমান দেখলেন, ভরত ভ্রাতৃবিরহে কৃশ, তিনি মলিনদেহে জটাধারী হয়ে তপস্বীর বেশে ধর্মাচরণে রত আছেন এবং রামের পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্য পরিচালনা করছেন। তাঁর অমাত্য পুরোহিত ও সেনাপতিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ ক'রে আছেন। হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে রামের বার্তা জানালেন। ভরত হর্ষে বিহ্বল হয়ে হনুমানকে আলিঙ্গন এবং অশ্রুতে সিক্ত ক'রে বললেন, সৌম্য, তুমি দেবতা বা মানুষ যেই হও, দয়া ক'রে এখানে এসেছ। তুমি যে প্রিয় সংবাদ এনেছ তার জন্য আমি তোমাকে এক লক্ষ গো, এক শত গ্রাম, এবং ষোলটি সৎকুলজাতা চন্দ্রাননা সালংকারা কন্যা দিচ্ছি।

তার পর রামের বনযাত্রা থেকে আরম্ভ ক'রে রাবণবধ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত ক'রে হনুমান ভরতকে বললেন, রাম এখন ভরদ্বাজাশ্রমে আছেন, কাল শুভ পুষ্যা নক্ষত্রযোগে তুমি তাঁকে এখানে দেখতে পাবে। এই মধুর সংবাদ শুনে ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমার মনোরথ এত দিনে পূর্ণ হ'ল।

৩৬। রামের অভিষেক — রামায়ণমাহাত্ম্য

[সর্গ ১২৭—১২৮]

ভরত সহর্ষে শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা দিলেন যেন রামের সংবর্ধনার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করা হয়। পরদিন শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত,

বিজয়, সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং বহু বীর সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব ও রথে যাত্রা করলেন। বহু সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সশস্ত্র হয়ে ধ্বজপতাকা সহ চলল। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে নিয়ে দশরথের পত্নীগণ যানারোহণে গেলেন। মুখ্য ব্রাহ্মণাদি, বণিক এবং মাল্যমোদক-ধারী মন্ত্রিগণের সঙ্গে ভরত যাত্রা করলেন। তাঁর মস্তকে রামের পাদুকা, হস্তে শ্বেত ছত্র ও চামর। বন্দীরা স্তুতিগান করতে লাগল, শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত হ'ল, সমস্ত নন্দিগ্রামই যেন রামের সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হ'ল।

রামের বিমান দৃষ্টিগোচর হ'লে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 'ওই রাম' ব'লে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে রামকে পূজা ক'রে প্রণাম করলেন। বিমান ভূমিতলে অবতীর্ণ হ'লে রাম ভরতকে ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তার পর ভরত সীতা ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন ক'রে সুগ্রীব জাম্ববান প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি সুগ্রীবকে বললেন, তুমি আমাদের চার ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা; সৌহার্দ থেকে মিত্রতা এবং অপকার থেকে শত্রুতা হয়। ভরত বিভীষণকে বললেন, ভাগ্যক্রমে রাম তোমাকে সহায় রূপে পেয়েছিলেন তাই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে অভিবাদন করলেন এবং রাম-সীতা-লক্ষ্মণ কৌশল্যাদি মাতৃগণকে পাদবন্দনা করলেন। রামের চরণে পাদুকা পরিয়ে ভরত বললেন, এই রাজ্য আমি ন্যাস রূপে রক্ষা করে-ছিলাম, এখন আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি। আজ আমার জন্ম সার্থক ও মনোরথ পূর্ণ হ'ল। আপনি ধনাগার গৃহ ও সৈন্যদল পরিদর্শন করুন, আপনার তেজঃপ্রভাবে সমস্তই আমি দশগুণ বর্ধিত করেছি।

ভরতের আশ্রমে এসে রাম পুষ্পক বিমানকে বললেন, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি ফিরে গিয়ে কুবেরকে বহন কর। বিমান তখনই উত্তর দিকে কুবেরালয়ে চ'লে গেল। তখন ভরত রামকে বললেন, আপনি আমার মাতার মান রক্ষা করেছিলেন, আমাকেও রাজ্য দিয়েছিলেন। এখন আপনার দান আমি প্রত্যর্পণ করছি, এই রাজ্য শাসনের গুরু ভার

আপনি বহন করুন, আজ সর্বলোক আপনার অভিষেক দেখুক। রাম উত্তর দিলেন, তাই হ'ক।

শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় নিপুণ শ্মশ্রুচ্ছেদক নাপিতের দল রামকে ঘিরে দাঁড়াল। ভরত লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণের স্নান শেষ হ'লে রাম ক্ষৌর ক'রে জটামুক্ত হলেন এবং স্নানান্তে মাল্যচন্দনাদি ও মহার্ঘ বসন ধারণ করলেন। শত্রুঘ্ন রাম-লক্ষ্মণকে সজ্জিত ক'রে দিলেন এবং দশরথপত্নী-গণ স্বহস্তে সীতার প্রসাধন করতে লাগলেন। কৌশল্যা স্বয়ং বানরী-দের বেশভূষার ভার নিলেন।

সারথি সুমন্ত্র দিব্য রথ নিয়ে এলে রাম তাতে আরোহণ ক'রে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি এবং শত্রুঘ্ন ছত্র ধরলেন, লক্ষ্মণ বীজন করতে লাগলেন। শ্বেতচামরহস্তে বিভীষণ পার্শ্বে রইলেন। যেতে যেতে রাম মন্ত্রিগণকে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, হনুমানের বিক্রম ও অন্যান্য বানরের বীরত্বের কথা বলতে লাগলেন, তা শুনে অযোধ্যাবাসিগণ বিস্মিত হ'ল।

শত্রুঘ্ন সুগ্রীবকে বললেন, আপনি অভিষেকের জল আনবার জন্য দূত প্রেরণ করুন। সুগ্রীবের আজ্ঞায় হনুমান জাম্ববান বেগদর্শী ও ঋষভ রত্নভূষিত স্বর্ণকলস নিয়ে মহাবেগে যাত্রা করলেন এবং শীঘ্র চতুঃ-সাগরের জল নিয়ে ফিরে এলেন। পাঁচ শ নদীর জলও আনা হ'ল। তার পর রাম সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবিষ্ট হ'লে বৃদ্ধ বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি প্রভৃতি পুরোহিতগণ যথাবিধি অভিষেক সম্পন্ন করলেন এবং রামের মস্তকে বংশপরম্পরাগত ব্রহ্মার নির্মিত রত্নময় কিরীট পরিয়ে দিলেন। রাম ব্রাহ্মণগণকে বহু ধেনু বৃষ অশ্ব সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করলেন। তিনি সুগ্রীবকে মণিময় কাঞ্চনহার, অঙ্গদকে বৈদূর্যভূষিত অঙ্গদ, এবং সীতাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল মুক্তাহার, দিব্য বসন ও অন্যান্য আভরণ দিলেন। সীতা হনুমানের দিকে চাইছেন দেখে রাম বললেন, তুমি যার প্রতি তুষ্ট তাকেই হার দাও। তখন তেজ ধৈর্য যশ দক্ষতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধির আধার হনুমানকে

সীতা সেই মুক্তাহার উপহার দিলেন। অন্যান্য বানর এবং বিভীষণও যথাযোগ্য উপহার লাভ করলেন!

অভিষেকের পর সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে নিজ নিজ দেশে চলে গেলেন। উদারপ্রকৃতি ধর্মজ্ঞ রাম রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে লক্ষ্মণকে বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সসৈন্যে যে রাজ্য পালন করতেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত হও এবং যুবরাজের পদ গ্রহণ কর। লক্ষ্মণ তাতে সম্মত হলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাম বিবিধ যজ্ঞ করতে লাগলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন এবং দশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর রাজ্যকালে কোনও স্ত্রী বিধবা হয় নি, হিংস্র জন্তু ব্যাধি ও দস্যুর ভয় ছিল না, বৃদ্ধকে অল্প বয়স্কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হ'ত না। সকলে আনন্দিতচিত্তে বহু পুত্র সহ সহস্র বৎসর জীবিত থাকত। বৃক্ষে প্রচুর পুষ্প ফল মূল উৎপন্ন হ'ত। রামরাজ্যের সকল প্রজা নিজ নিজ কর্মে তুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও সুলক্ষণসম্পন্ন ছিল।

* * * *

পুরাকালে ঋষি বাল্মীকি এই আদি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ ধর্মপ্রদ, যশস্কর, আয়ুর্বর্ধক, এবং রাজাদের বিজয়সম্পাদক। শ্রবণ করলে মানুষ বীতপাপ হয়, পুত্রার্থী পুত্র পায়, ধনার্থী ধনলাভ করে, নারীরা কৌশল্যা ও সুমিত্রার তুল্য সৎপুত্রবতী হয়। যিনি শ্রদ্ধাবান ও জিতক্রোধ হয়ে এই কাব্য শোনেন তাঁর বিঘ্ন ও বিপদ দূর হয়, তিনি রামের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করেন, দেবতারা তাঁর উপর প্রীত হন। গৃহস্থিত উপদেবতাগণ শান্ত হয়, রাজা বিজয়ী হন, প্রবাসী সুখী হয়, রজস্বলা উত্তম পুত্র লাভ করে। এই পুরাতন ইতিহাস পূজা ও পাঠ করলে লোকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়, সনাতন বিষ্ণু-হরি-নারায়ণ রাম

সতত প্রীত থাকেন। বিশ্বস্তচিত্তে উচ্চকণ্ঠে বল — বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্ — বিষ্ণুর বল বৃদ্ধি হ'ক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করলে দেবগণ ও পিতৃগণ তুষ্ট হন। যিনি এই ঋষিকৃত সংহিতা ভক্তিসহকারে লেখেন তাঁর স্বর্গলোক লাভ হয়।

উত্তরকাণ্ড

১। রাম-সকাশে অগস্ত্যাদি — বৈশ্রবণের কথা

[সর্গ ১—৩]

রাক্ষসবধের পর রাম রাজ্যলাভ করলে তাঁকে অভিনন্দন করবার জন্য অগস্ত্য কৌশিক গার্গ্য কণ্ব ধৌম্য এবং অত্রি কশ্যপ জমদগ্নি ভরদ্বাজ প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ উপস্থিত হলেন। রাম তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ ক'রে পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি নিবেদন করলেন। মহর্ষিগণ বললেন, রঘুনন্দন, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি রাবণকে সবংশে সংহার ক'রে শত্রুহীন হয়েছ এবং সীতা মাতৃগণ ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুশলে আছ। রাবণের পরাভব আশ্চর্যের বিষয় নয়, ইন্দ্রজিৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছে এই আমাদের পরম সৌভাগ্য, এইজন্যই আমরা তোমাকে অভিনন্দন করছি।

রাম বিস্মিত হয়ে বললেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ মহোদর প্রহস্ত প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণের চেয়ে আপনারা ইন্দ্রজিৎকে বড় বলছেন কেন? পিতার অপেক্ষা পুত্র অধিক বলশালী কি ক'রে হ'ল?

রামের প্রশ্নের উত্তরে মহাতেজা অগস্ত্য বললেন, রাঘব, আমি প্রথমে রাবণের কুলবৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, তার পর ইন্দ্রজিতের কথা বলব। পুরাকালে সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। সুমেরু পর্বতের পার্শ্বে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তিনি তপস্যা করতেন। সেখানে ঋষি নাগ ও রাজর্ষির কন্যা এবং অপ্সরারা ক্রীড়া ও নৃত্যগীত ক'রে তপস্যার বিঘ্ন করত সেজন্য পুলস্ত্য রুষ্ট হয়ে বললেন, যে আমার দৃষ্টিপথে পড়বে তার গর্ভ হবে। তৃণবিন্দুর কন্যা এই ব্রহ্মশাপের কথা জানতেন না। একদা তিনি নির্ভয়ে আশ্রমে এসে পুলস্ত্যকে দেখছেন এবং তাঁর বেদপাঠ শুনছেন এমন সময়

সহসা তাঁর গর্ভসঞ্চার হ'ল। শারীরিক লক্ষণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তিনি পিতার কাছে গেলেন। তৃণবিন্দু বললেন, তোমার এমন দশা কেন হ'ল? কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, পিতা, আমি কিছুই জানি না, সখীদের খোঁজে আমি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলাম, সেখানে কাকেও দেখতে না পেয়ে মহর্ষির বেদপাঠ শুনছিলাম, সহসা আমার এই পরিবর্তন হ'ল। তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হয়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝে কন্যার সহিত পুলস্ত্যের নিকটে গিয়ে বললেন, ভগবান, আমার এই গুণবতী কন্যাকে গ্রহণ করুন, আপনি তপঃশ্রান্ত হ'লে এ আপনার শুশ্রূষা করবে। পুলস্ত্য সম্মত হলেন এবং পত্নীর গুণাবলী ও আচরণে তুষ্ট হয়ে বললেন, দেবী, তুমি আমার সদৃশ পুত্র লাভ করবে, সে পৌলস্ত্য নামে খ্যাত হবে। বেদপাঠ শ্রবণকালে তার উৎপত্তি সেজন্য তার অপর নাম বিশ্রবা হবে।

বিশ্রবা পিতার ন্যায় তপোনিরত ও ধর্মপরায়ণ হলেন। মহামুনি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'ল। এই বিবাহের ফলে বীর্যবান গুণসম্পন্ন বৈশ্রবণ জন্মগ্রহণ করলেন। পৌত্রের শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখে পুলস্ত্য বললেন, এই সন্তান ধনাধ্যক্ষ হবে। বৈশ্রবণ মহাবনে গিয়ে দ্বিসহস্র বৎসর তপস্যা করলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন, বৎস, যম ইন্দ্র বরুণ এই তিন লোকপাল আমি সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার বরে চতুর্থ লোকপাল ধনাধিপতি কুবের হ'লে। এই সূর্যসন্নিভ পুষ্পক বিমান তোমাকে দিলাম, তুমি সুরগণের সমান হও।

ব্রহ্মা চ'লে গেলে বৈশ্রবণ পিতাকে বললেন, ব্রহ্মা আমার বাসস্থান নির্দেশ করেন নি, আপনি বলুন কোথায় আমি থাকব। বিশ্রবা বললেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে পর্বত আছে, তার উপরে বিশ্বকর্মা রাক্ষসদের জন্য অমরাবতীর তুল্য রমণীয় লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেছেন। বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসরা সেই পুরী ত্যাগ ক'রে রসাতলে আশ্রয় নিয়েছে, তুমি সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর। পিতার নির্দেশ অনুসারে বৈশ্রবণ শূন্য লঙ্কাপুরীতে অধিষ্ঠিত হলেন, বহু সহস্র রাক্ষসও তাঁর আশ্রয়ে বাস করতে লাগল।

২। রাক্ষসগণের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ

[সর্গ ৪—৮]

রাম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, বৈশ্রবণের পূর্বে লঙ্কায় রাক্ষসদের বাস ছিল এ কি ক'রে সম্ভবপর হয়? আমরা শুনেছি রাক্ষসরা পুলস্ত্যের বংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আপনি অন্যরূপ বলছেন। এই পূর্ববর্তী রাক্ষসরা কি রাবণ-কুম্ভকর্ণাদির চেয়েও বলবান ছিল? বিষ্ণু কেন তাদের বিতাড়িত করেন?

অগস্ত্য বললেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। তার পর প্রাণিগণকে সৃষ্টি ক'রে বললেন, তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা কর। এক দল বললে, 'রক্ষামঃ'—আমরা রক্ষা করব; ব্রহ্মার আদেশে তারা রাক্ষস হ'ল। আর একদল বললে, 'যক্ষামঃ'—আমরা পূজা করব; তারা যক্ষ হ'ল। রাক্ষসদের মধ্যে মধু-কৈটভ তুল্য দুই ভ্রাতা হেতি ও প্রহেতি জন্মগ্রহণ করেন। ধার্মিক প্রহেতি তপোবনে গেলেন, হেতি যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী ভয়ংকরী কন্যাকে বিবাহ করলেন। ভয়ার এক পুত্র হ'ল, তাঁর নাম বিদ্যুৎকেশ। রাক্ষসী সন্ধ্যার কন্যা সালকটংকটার সঙ্গে বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়। কিছুকাল পরে সালকটংকটা গর্ভবতী হলেন এবং মন্দর পর্বতে গিয়ে গর্ভমোচন ক'রে স্বামীর কাছে ফিরে গেলেন। শিব-পার্বতী বৃষভবাহনে বায়ুমার্গে যেতে যেতে সেই পরিত্যক্ত রাক্ষসশিশুর ক্রন্দন শুনতে পেলেন। পার্বতীর অনুরোধে শিব সেই শিশুকে বর্ধিত ক'রে তার মাতার সমবয়স্ক ও অমর করলেন এবং তাকে আকাশভ্রমণের শক্তি দিলেন। পার্বতীও এই বর দিলেন যে রাক্ষসীগণ গর্ভধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করবে এবং সেই সন্তান মাতার সমবয়স্ক হবে। সেই রাক্ষসকুমারের নাম সুকেশ।

সুকেশের সঙ্গে গ্রামণী নামক গন্ধর্বের রূপবতী কন্যা দেববতীর বিবাহ হ'ল। এঁদের তিন পুত্র হয়—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। এই তিন রাক্ষসপুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং অত্যন্ত তেজস্বী ও উগ্রস্বভাব হলেন। পরে তাঁরা সুমেরু পর্বতে গিয়ে

কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে বললেন, প্রভু, বর দিন যেন আমরা অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী, প্রভুত্বশালী ও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হই। ব্রহ্মার নিকট অভীষ্ট বর পেয়ে তাঁরা নির্ভয়ে সুরাসুরের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করলেন। তাঁদের অনুরোধে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ত্রিকূট পর্বতের উপর লঙ্কাপুরী নির্মাণ করলেন, তিন ভ্রাতা অনুচরদের নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। নর্মদা নাম্নী এক গন্ধর্বীর তিন কন্যা সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুদার সঙ্গে যথাক্রমে মাল্যবান, সুমালী ও মালীর বিবাহ হয়। সুন্দরীর গর্ভে বিরূপাক্ষ, মত্ত প্রভৃতি পুত্র, কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি পুত্র এবং কৈকসী, কুম্ভীনসী প্রভৃতি কন্যা, বসুদার গর্ভে অনল প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এইসকল রাক্ষসদের উৎপীড়নে আর্ত হয়ে দেব ও ঋষিগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব বললেন, এরা আমার অবধ্য, তোমরা নারায়ণের কাছে যাও। নারায়ণ বললেন, আমি এই রাক্ষসদের বধ করব, তোমরা নির্ভয় হও।

সুমালী ও মালী তাঁদের অগ্রজ মাল্যবানকে বললেন, আমাদের উপর বিষ্ণুর বিদ্বেষের কোনও কারণ নেই, দেবগণের দোষেই তাঁর মন বিচলিত হয়েছে, অতএব আমরা দেবগণকে আক্রমণ করব। রাক্ষসরা বিপুল সৈন্য নিয়ে নির্গত হ'ল। দেবদূতের নিকট সংবাদ পেয়ে গরুড়বাহন পীতাম্বর হরি শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গধনু ও খড়্গ নিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন। রাক্ষস সৈন্য বিধ্বস্ত হ'য়ে পালাতে লাগল, মালী নিহত হলেন। তখন সুমালী ও মাল্যবান বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে লঙ্কা ত্যাগ ক'রে সপত্নীক পাতালে আশ্রয় নিলেন।

সালকটংকটার বংশজাত এই রাক্ষসরা রাবণ অপেক্ষাও বলবান। নারায়ণ ভিন্ন আর কেউ তাদের বধ করতে পারতেন না। রাম, তুমিই সেই নারায়ণ। সুমালী প্রভৃতি রসাতলে পলায়ন করলে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কা অধিকার করেন।

৩। রাবণাদির পূর্ববৃত্তান্ত

[সর্গ ৯—১৩]

কিছুকাল পরে সুমালী তাঁর রূপবতী কন্যা কৈকসীর সঙ্গে রসাতল থেকে মর্ত্যলোকে বেড়াতে এলেন। সেই সময়ে ধনেশ্বর কুবের পুষ্পক রথে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে সুমালী পুনর্বার রসাতলে ফিরে গিয়ে কৈকসীকে বললেন, পুত্রী, তোমার বিবাহযোগ্য যৌবনকাল অতীত হচ্ছে, তুমি পুলস্ত্যপুত্র মুনিবর বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ কর। কৈকসী তপোনিরত বিশ্রবার কাছে এসে অধোমুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মৃত্তিকায় অঙ্কন করতে লাগলেন। উদারপ্রকৃতি বিশ্রবা প্রশ্ন করলেন, তুমি কার কন্যা, কি চাও? কৈকসী যুক্তকরে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমি সুমালীর কন্যা কৈকসী, পিতার আজ্ঞায় এখানে এসেছি, আপনি নিজের প্রভাবে আমার অভিপ্রায় বুঝে নিন। বিশ্রবা ধ্যানস্থ হয়ে বললেন, তোমার উদ্দেশ্য পুত্রলাভ, কিন্তু তুমি দারুণ প্রদোষকালে এসেছ সেজন্য তোমার পুত্রগণ দারুণ ক্রূরকর্মা রাক্ষস হবে। কৈকসী বললেন, ভগবান, আপনার কাছে আমি দুরাচার পুত্র চাই না, আপনি দয়া করুন। বিশ্রবা বললেন, তোমার শেষ পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধর্মাত্মা হবে।

যথাকালে কৈকসী (১) এক দারুণ রাক্ষস প্রসব করলেন, এই পুত্র দশগ্রীব বিংশতিহস্ত মহাদংষ্ট্র নীলাঞ্জনবর্ণ। ইনিই রাবণ। তার পর মহাবল কুম্ভকর্ণ, বিকৃতাননা শূর্পণখা এবং কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হ'ল। একদিন ধনেশ্বর কুবের পুষ্পক রথে চ'ড়ে পিতা বিশ্রবার কাছে এলেন। কৈকসী দশাননকে বললেন, পুত্র, তোমার ভ্রাতা তেজোময় বৈশ্রবণ কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর তুল্য হ'তে পার সেই চেষ্টা কর। দশানন ঈর্ষান্বিত হয়ে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভ্রাতার তুল্য বা ততোধিক হব, তুমি দুঃখ ক'রো না। তার পর তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে গোকর্ণ আশ্রমে গিয়ে অতি উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে বর চাইলেন—আমি যেন পক্ষী নাগ যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও

---

(১) অন্য নাম নিকষা।

দেবগণের অবধ্য হই, অন্য প্রাণীদের কথা ভাবি না, মানুষকে আমি তৃণ-জ্ঞান করি। ব্রহ্মা বললেন, তাই হবে। বিভীষণ বললেন, ভগবান, মহাবিপদেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, শিক্ষা না পেয়েও যেন ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ হয়। ব্রহ্মা বললেন, বৎস, তাই হবে; তুমি রাক্ষস হয়েও ধর্মিষ্ঠ সেজন্য তোমাকে অমরত্ব দিলাম।

দেবগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, আপনি কুম্ভকর্ণকে বর দেবেন না, এই দুর্মতি সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ অনুচর এবং অনেক ঋষি ও মানুষ ভক্ষণ করেছে। বর পেলে সে ত্রিভুবন গ্রাস করবে। তখন দেবী সরস্বতীকে ব্রহ্মা বললেন, তুমি এই রাক্ষসের বাগ্‌দেবতা হও। সরস্বতীর প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে কুম্ভকর্ণ বর চাইলেন—দেব, আমার ইচ্ছা এই যে অনেক বৎসর নিদ্রিত থাকি। ব্রহ্মা তথাস্তু বলে দেবগণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। সরস্বতীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কুম্ভকর্ণ ভাবলেন, আমার মুখ থেকে কেন এমন বাক্য নির্গত হ'ল? মনে হয় দেবগণই আমাকে বিমোহিত করেছেন।

তিন দৌহিত্র বর পেয়েছেন শুনে সুমালী ভয় ত্যাগ ক'রে অনুচরদের সঙ্গে রসাতল থেকে উঠে এসে দশাননকে বললেন, বৎস, ভাগ্যক্রমে তুমি ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করেছ। এখন সাম দান বা বলপ্রয়োগে তুমি আমাদের লঙ্কাপুরী পুনরধিকার কর, রাক্ষসগণের অধিপতি হও। মাতামহ সুমালীকে দশানন বললেন, ধনেশ্বর কুবের আমাদের গুরুজন, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা অনুচিত। সুমালী তখন নিরস্ত হলেন। তার পর একদিন প্রহস্ত(১) রাবণকে বললেন, বীরদের আবার ভ্রাতৃপ্রেম কি? পুরাকালে দেবাসুরও ভ্রাতৃদ্রোহ করেছিলেন। এই কথা শুনে রাবণ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাই হ'ক, তুমি কুবেরকে গিয়ে বল—লঙ্কা পূর্বে রাক্ষসদের ছিল, তোমার সেখানে বাস করা উচিত নয়; তুমি এই পুরী আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে ধর্ম রক্ষা কর। প্রহস্তকে কুবের বললেন, আমার পিতা রাক্ষসশূন্য লঙ্কাপুরী আমাকে

(১) রাবণের মামা।

দিয়েছিলেন, আমার যত্নে অনেক রাক্ষস এখানে বসতি করেছে। তুমি রাবণকে বল, তিনি নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ করুন।

কুবের তাঁর পিতা বিশ্রবাকে এই কথা জানালেন। বিশ্রবা বললেন, দুর্মতি রাবণ পূর্বে আমার কাছে এই প্রস্তাব করেছিল। তাকে আমি ভর্ৎসনা করেছিলাম, কিন্তু সে তার অভিলাষ ছাড়ে নি। এখন সে ব্রহ্মার বরে প্রবল হয়েছে, তার সঙ্গে বিরোধ করা তোমার উচিত নয়। তুমি লঙ্কা ত্যাগ ক'রে কৈলাসে গিয়ে বাস কর। পিতার উপদেশ অনুসারে কুবের স্ত্রী পুত্র অমাত্য বাহন ও ধনসম্পত্তি নিয়ে কৈলাসে চ'লে গেলেন, রাবণও সদলবলে লঙ্কা অধিকার করলেন।

রাজ্যলাভ করার পর ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাবণ দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সঙ্গে ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিলেন। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে রাবণ দিতির পুত্র ময়-দানব ও তাঁর কন্যাকে দেখতে পেলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ময় বললেন, আমার এই কন্যা হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে আমার দুটি পুত্রও আছে। দেবতার কার্যে হেমা ত্রয়োদশ বৎসর সুরলোকে আছেন। তাঁর বিরহে আমি মায়াবলে স্বর্ণ হীরক ও বৈদূর্যে ভূষিত এক পুরী(১) নির্মাণ ক'রে সেখানে বাস করছিলাম, এখন এই কন্যার জন্য সুপাত্রের সন্ধান করছি।

রাবণও নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি মহর্ষি পৌলস্ত্যের তনয় জেনে দানবরাজ ময় তাঁর হস্তে নিজ কন্যার হস্ত দিয়ে বললেন, আমার এই কন্যার নাম মন্দোদরী, তুমি একে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। রাবণ তখনই অগ্নি সাক্ষী ক'রে মন্দোদরীকে বিবাহ করলেন। ময় তাঁকে তপোলব্ধ অমোঘ শক্তি-অস্ত্র দান করলেন, যার দ্বারা লক্ষ্মণ প্রহৃত হয়েছিলেন। তার পর রাবণ লঙ্কায় ফিরে এসে বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ দিলেন। মন্দোদরীর একটি পুত্র হ'ল, ভূমিষ্ঠ

---

(১) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এই পুরীর উল্লেখ আছে।

হয়েই সে মেঘধ্বনির ন্যায় রোদন করতে লাগল, সেজন্য রাবণ তার নাম দিলেন মেঘনাদ, তাকেই তোমরা ইন্দ্রজিৎ বল।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় নিদ্রাদেবী কুম্ভকর্ণের কাছে এলেন। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বললেন, আমি নিদ্রায় অভিভূত হয়েছি, আমার জন্য শয়নগৃহ নির্মাণ ক'রে দাও। রাবণের আদেশে এক যোজন বিস্তৃত দুই যোজন দীর্ঘ বহু রত্নভূষিত এক বিচিত্র ভবন প্রস্তুত হ'ল, কুম্ভকর্ণ তাতে নিদ্রামগ্ন হয়ে রইলেন।

রাবণ নিরঙ্কুশ হয়ে সকলের উপর অত্যাচার করছেন শুনে কুবের তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। দূত সসম্মানে নিবেদন করলে, মহারাজ, আপনার ভ্রাতা কুবের বলেছেন—তুমি এযাবৎ যা দুষ্কর্ম করেছ তাই পর্যাপ্ত, এখন যদি পার তো সচ্চরিত্র হয়ে ধর্মাচরণ কর। আমি তপস্যার জন্য হিমালয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে দেবী রুদ্রাণীকে দেখে ফেলি, তাতে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং বাম চক্ষু ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গলবর্ণ হয়ে যায়। তার পর আমার বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার ফলে মহেশ্বর প্রীত হয়ে বললেন, তুমি আর আমি ভিন্ন এই দুষ্কর তপস্যা কেউ করতে পারে না, তুমি আমার সখা হলে। তোমার এক চক্ষু নষ্ট ও অন্য চক্ষু পিঙ্গল হয়েছে সেজন্য তোমার নাম একাক্ষি-পিঙ্গলী হবে। শংকরের সখিত্ব লাভ ক'রে ফিরে এসে তোমার পাপাচারের কথা শুনলাম। দেবতা ও ঋষিগণ তোমার বধের উপায় চিন্তা করছেন, তুমি কুলদোষজনক অধর্মাচরণ থেকে নিবৃত্ত হও।

দূতের কথা শুনে রাবণ ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে বললেন, তুমি আর যে তোমাকে পাঠিয়েছে আমার সেই ভ্রাতা দুজনেই মরবে। শংকরের সঙ্গে তার সখ্য হয়েছে এই কথা সেই মূর্খ আমাকে শোনাতে চায়! ভেবেছিলাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুজন, তাকে বধ করা অনুচিত, কিন্তু আর আমি ক্ষমা করব না। আমি বাহুবলে ত্রিলোক জয় করব, চার লোক-পালকেই যমালয়ে পাঠাব। এই বলে রাবণ খড়্গাঘাতে দূতকে বধ ক'রে তাকে ভক্ষণের জন্য রাক্ষসদের হাতে দিলেন।

৪। রাবণের কুবেরজয় — মহাদেবের বর

[সর্গ ১৪—১৬]

প্রহস্ত মহোদর মারীচ শুক সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয় সচিব ও সৈন্যদল নিয়ে রাবণ কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কৈলাসে গেলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য যক্ষগণ সশস্ত্র হয়ে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে। তখন কুবেরের আজ্ঞায় তাঁর সেনাপতি মাণিভদ্র (১) সহস্র যক্ষ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। যক্ষগণ সরল পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে, তারা মায়াবী রাক্ষসদের সমকক্ষ নয়। রাবণের হস্তে মাণিভদ্র পরাজিত হলেন। কুবের তাঁর ভ্রাতা রাবণকে তিরস্কার ক'রে বললেন, দুর্মতি, তুমি আমার বারণ গ্রাহ্য কর নি, এর ফল নরকে গিয়ে ভোগ করবে। কুবের ও রাবণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন, অবশেষে রাবণের গদাঘাতে কুবের ভূপতিত হলেন। তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

কুবেরের পরাজয়ের পর তাঁর পুষ্পক বিমান অধিকার ক'রে রাবণ কার্তিকেয়র জন্মস্থান শরবণে উপস্থিত হলেন। সেখানে পুষ্পকের গতি সহসা রুদ্ধ হ'ল। রাবণ বললেন, এই পর্বতে কেউ আছেন যিনি বাধা দিয়েছেন। মন্ত্রী মারীচ বললেন, এই বিমান কুবের ভিন্ন আর কাকেও বহন করে না সেইজন্যই নিশ্চল হয়েছে।

> ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।
> বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী॥
> ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোব্রবীৎ। (১৬।৮-৯)
> নিবর্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শংকরঃ।
> সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্॥
> সর্বেষামেব ভূতানামগম্যঃ পর্বতঃ কৃতঃ। (১৬।১০-১১)

—তাঁরা এইরূপ কথা বলছেন এমন সময় শিবের অনুচর নন্দী রাবণের পার্শ্বে এলেন। ইনি করালদর্শন, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, বামন, বিকটাকার,

---

(১) বা মণিভদ্র।

মুণ্ডিতমস্তক, হ্রস্ববাহু, মহাবল। নন্দী বললেন, দশগ্রীব, ফিরে যাও, এই পর্বতে শংকর ক্রীড়া করেন। এই স্থান পক্ষী নাগ যক্ষ দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষস সকলেরই অগম্য।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক থেকে নেমে বললেন, কে এই শংকর? তিনি অগ্রসর হয়ে কৈলাস পর্বতের পাদদেশে এসে দেখলেন, শংকরের অদূরে দ্বিতীয় শংকরতুল্য নন্দী প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নন্দীর বানরমুখ দেখে রাবণ অবজ্ঞায় জলদগম্ভীর স্বরে হাস্য করলেন। ভগবান নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমার রূপ দেখে হেসেছ, তোমার বংশ ধ্বংস করবার জন্য আমার তুল্য বানররা উৎপন্ন হবে। নন্দীর অভিশাপ উপেক্ষা ক'রে রাবণ বললেন, আমি এই পর্বত উন্মূলিত করব। শংকর কিসের বলে এখানে নিত্য রাজার ন্যায় বিহার করেন, তিনি কি জানেন না যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে?

রাবণ তাঁর ভুজবলে কৈলাস পর্বত ওঠাতে লাগলেন। পর্বতবাসী প্রমথগণ কম্পিত হ'ল, পার্বতী চঞ্চল হয়ে মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করলেন। তখন মহাদেব পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপ দিলেন, তাতে রাবণের শিলাস্তম্ভ তুল্য বাহু নিপীড়িত হ'ল, তিনি ত্রিলোক কম্পিত ক'রে গর্জন ক'রে উঠলেন। তাঁর অমাত্যগণ বললেন, দশানন, তুমি নীলকণ্ঠ উমাপতি মহাদেবকে তুষ্ট কর, তিনি ভিন্ন তোমার অন্য গতি নেই। রাবণ প্রণত হয়ে সামগানে মহাদেবের স্তব ও রোদন করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর পরে মহাদেব পর্বততল থেকে রাবণের হস্ত মুক্ত ক'রে বললেন, দশানন, তোমার বীরত্বে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি পর্বতের ভারে নিপীড়িত হয়ে দারুণ রব করেছিলে, সেজন্য তোমার নাম রাবণ হবে। তুমি যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে যাও। রাবণ বললেন, মহাদেব, যদি প্রীত হয়ে থাকেন তবে আমাকে বর দিন। আমি দেব দানব গন্ধর্ব প্রভৃতির অবধ্য, মানুষদের গ্রাহ্য করি না, ব্রহ্মার বরে আমি দীর্ঘায়ু হয়েছি। এমন অস্ত্র আমাকে দিন যাতে আমার অবশিষ্ট আয়ু নিরাপদ হয়।

মহাদেব রাবণকে চন্দ্রহাস নামক মহাদীপ্ত খড়্গ দিয়ে বললেন, তোমার কামনা সিদ্ধ হবে। এই অস্ত্রকে অবজ্ঞা ক'রো না, যদি কর তবে আমার কাছে ফিরে আসবে। মহাদেবকে প্রণাম ক'রে রাবণ পুষ্পক রথে প্রস্থান করলেন। তার পর তিনি পৃথিবী পর্যটন ক'রে ক্ষত্রিয় বীরগণকে নির্জিত করতে লাগলেন।

৫। বেদবতী — মরুত্ত — অনরণ্য

[সর্গ ১৭—১৯]

একদিন রাবণ বিচরণ করতে করতে দেখলেন, দেবতার ন্যায় রূপবতী এক কন্যা হিমালয়ের বনে তপস্যা করছেন। তাঁর মস্তকে জটা, পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্দরী, তুমি কে? তোমার রূপ দেখলে মানুষ উন্মত্ত হয়, যৌবনকালে তুমি তপস্যা করছ কেন? সেই কন্যা রাবণের আতিথ্যসৎকার ক'রে বললেন, আমার পিতা বৃহস্পতিপুত্র মহর্ষি কুশধ্বজ। তাঁর বেদাভ্যাসকালে আমি বাঙ্ময়ী মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করি, সেজন্য আমার নাম বেদবতী। দেব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাদি আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিতা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর ইচ্ছা বিষ্ণু তাঁর জামাতা হন। দৈত্যরাজ শম্ভু ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পিতাকে হত্যা করলে আমার মাতাও তাঁর সঙ্গে চিতারোহণ করেন। এখন বিষ্ণুকে পতিরূপে পাবার জন্য আমি তপস্যা করছি, সেই পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কাকেও চাই না। পৌলস্ত্যনন্দন, তপোবলে আমি তোমাকে জানি, তুমি এখন যাও।

রাবণ বিমান থেকে নেমে বললেন, মৃগনয়না, তুমি বড় গর্বিত। আমি লঙ্কাপতি দশগ্রীব, আমার পত্নী হয়ে সর্ব সুখ ভোগ কর। যাকে তুমি নারায়ণ বলছ সে কে? কোনও বিষয়ে সে আমার সমকক্ষ নয়। বেদবতী বললেন, তিনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি, তুমি ভিন্ন কোন্ বুদ্ধিমান তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারে? রাবণ তখন বেদবতীর কেশ গ্রহণ করলেন।

বেদবতীর হস্ত সহসা অসি হয়ে গেল, তা দিয়ে তিনি কেশপাশ ছেদন করলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে তিনি বললেন, অনার্য রাক্ষস, তোমার হস্তে ধর্ষিত হয়ে আমি জীবিত থাকতে চাই না। তোমার বধের নিমিত্ত আমি কোনও ধার্মিকের অযোনিজা কন্যা রূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করব। এই ব'লে তিনি জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জন দিলেন। রাম, সেই কন্যাই তোমার ভার্যা সীতা, আর তুমিই সনাতন বিষ্ণু।

রাবণ পর্যটন করতে করতে উশীরবীজ দেশে এসে দেখলেন নৃপতি মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করছেন, বৃহস্পতির ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত তাঁর যাজক। দুর্জয় রাবণকে দেখে দেবগণ ভয়ে তির্যগ্‌যোনি রূপে আত্মগোপন করলেন, ইন্দ্র যম বরুণ ও কুবের যথাক্রমে ময়ূর বায়স হংস ও কৃকলাস হলেন। অশুচি কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞস্থলে এসে রাবণ মরুত্তকে বললেন, যুদ্ধ কর, নতুবা পরাজয় স্বীকার কর। মরুত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধের উপক্রম করলেন। মহর্ষি সংবর্ত তাঁকে সস্নেহে বাধা দিয়ে বললেন, এই মাহেশ্বর যজ্ঞ সমাপ্ত না হ'লে কুলক্ষয় হবে। তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছ, তোমার পক্ষে যুদ্ধ ও ক্রোধ অকর্তব্য। তা ছাড়া এই দুর্জয় রাক্ষসকে তুমি পরাজিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ। গুরুর উপদেশে মরুত্ত ধনুর্বাণ ছেড়ে যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন। তিনি পরাজিত হয়েছেন এই স্থির ক'রে রাবণের মন্ত্রী শুক রাবণের জয় ঘোষণা করলেন। যজ্ঞে সমাগত ঋষিগণকে ভক্ষণ ক'রে রাবণ চ'লে গেলেন।

তখন দেবতারা নিজ নিজ রূপ ধারণ ক'রে আশ্রয়দাতা প্রাণিগণকে বর দিলেন। ইন্দ্র ময়ূরকে বললেন, তোমার সর্পভয় থাকবে না, নীলবর্ণ পুচ্ছ সহস্র নেত্রে শোভিত হবে, আমি জলবর্ষণ করলে তুমি আনন্দিত হবে। ধর্মরাজ যম বায়সকে বললেন, আমি অন্যান্য প্রাণীকে যেসকল রোগে পীড়িত করি তোমার তা হবে না, তোমার মৃত্যুভয় থাকবে না, যত দিন মানুষ তোমাকে না মারে তত দিন তুমি বাঁচবে, তুমি ভোজন করলে ক্ষুধার্ত সকল মানব সবান্ধবে তৃপ্ত হবে। বরুণ হংসকে বললেন, তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনপুঞ্জ তুল্য শুভ্র ও মনোহর হবে। এই বরলাভের পূর্বে হংসের সর্বাঙ্গ শুভ্র ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ

নীল এবং ক্রোড় শস্যশ্যামল ছিল। কুবের কৃকলাসকে বললেন, তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হবে এবং মস্তক নিত্য উজ্জ্বল থাকবে।

দুষ্কন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি রাজারা রাবণের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন, কিন্তু অযোধ্যাপতি অনরণ্য সসৈন্যে যুদ্ধ করতে এলেন। তাঁর আক্রমণে মারীচ শুক সারণ ও প্রহস্ত ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। অবশেষে রাবণের করতলের আঘাতে অনরণ্য রথ থেকে প'ড়ে গেলেন। রাবণ হেসে বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল? বোধ হয় ভোগবিলাসে নিমগ্ন থেকে তুমি আমার বিক্রমের কথা কিছুই শোন নি। মৃতপ্রায় অনরণ্য বললেন, রাক্ষস, আত্মপ্রশংসা ক'রো না, দুরতিক্রমণীয় কালই আমাকে বিপন্ন করেছে। যদি আমি দান হোম তপ ও প্রজাপালন ক'রে থাকি, যদি সত্যবাদী হই, তবে এই ইক্ষ্বাকুকুলে দাশরথি রাম জন্মগ্রহণ ক'রে তোমার প্রাণহরণ করবেন। এই কথা ব'লে অনরণ্য স্বর্গারোহণ করলেন।

৬। যম-রাবণের যুদ্ধ — নিবাতকবচ — বরুণপুরী

[সর্গ ২০—২৩]

একদিন মুনিপুংগব নারদ মেঘে আরোহণ ক'রে রাবণের কাছে এসে বললেন, বৎস, তুমি বৃথা মানুষ বধ করছ কেন, তাদের মৃত্যু তো অনিবার্য। তারা ক্ষুৎপিপাসা জরা শোক প্রভৃতিতে ক্ষীয়মাণ, কখনও নৃত্যগীতাদি কখনও রোদন করে, তারা স্বজনের স্নেহে মোহগ্রস্ত, তাদের ক্লেশ দিয়ে লাভ কি? সকল মানুষই যমালয়ে যাবে, অতএব তুমি যমকে জয় ক'রে সর্বজয়ী হও। নারদের কথায় উৎসাহিত হয়ে রাবণ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

তখন নারদ দ্রুতগতিতে যমের কাছে এসে বললেন, রাক্ষস দশানন তোমাকে জয় করতে আসছে; দণ্ডধর যম, আজ তোমার কি দশা হবে? এমন সময় দীপ্ত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রাবণের বিমান যমলোকে উপস্থিত হ'ল। রাবণ দেখলেন, প্রাণিগণ সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করছে।

পাপীরা কৃমি ও কুক্কুর কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে চিৎকার করছে, শোণিতময়ী বৈতরণী বার বার পার হচ্ছে, তপ্ত বালুকায় দগ্ধ এবং অসিপত্রবনে ছিন্ন হচ্ছে, রৌরব নরকে ক্ষুরধারা ক্ষার-নদীতে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পানীয় ভিক্ষা করছে। অন্যত্র ধার্মিকরা মনোরম প্রাসাদে প্রমদাগণের সঙ্গে বিবিধ সুখভোগে নিরত রয়েছেন। রাবণ পাপীদের মুক্তি দিলেন। তখন সর্বদিকে কোলাহল উত্থিত হ'ল, প্রেতরক্ষকগণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে আক্রমণ করলে। যমসেনা ও রাবণসেনার তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। রাবণের পাশুপত অস্ত্রে যমের সৈন্যগণ দগ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন বৈবস্বত যম স্বয়ং রথারোহণে রণস্থলে এলেন। তাঁর সম্মুখে প্রাসমুদ্গরধারী ত্রিলোকসংহারক মৃত্যু, পার্শ্বে জ্বলদাগ্নিতুল্য মূর্তি-মান কালদণ্ড। রাবণের সচিবরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। যমের সঙ্গে রাবণের সাত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ চলল। মৃত্যু যমকে বললেন, তুমি আমাকে মোচন কর, আমি এই পাপী রাক্ষসকে বিনষ্ট করব। যম বললেন, তুমি স্থির হও, আমি একে মারব। এই ব'লে তিনি কালদণ্ড উদ্যত করলেন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহাবাহু বৈবস্বত, এই নিশাচর তোমার বধযোগ্য নয়। তোমার কালদণ্ডের প্রহারে রাবণ যদি মরে তবে আমি তাকে যে বর দিয়েছিলাম তা মিথ্যা হবে। যদি না মরে তবে আমার সৃষ্ট এই অমোঘ কালদণ্ড মিথ্যা হবে। যম বললেন, আপনি আমাদের প্রভু, আপনার আজ্ঞায় কালদণ্ড সংবরণ করলাম। একে যদি মারতেই না পারি তবে রণক্ষেত্রে থেকে কি করব, আমি এই রাক্ষসের সম্মুখ থেকে স'রে যাচ্ছি। যম চ'লে গেলেন, রাবণও বিজয় ঘোষণা ক'রে যমলোক থেকে প্রস্থান করলেন।

রাবণ সদলবলে মহাসমুদ্রে প্রবেশ ক'রে ভোগবতী পুরীতে গিয়ে নাগগণকে বশে আনলেন, তার পর মণিময়ী পুরীতে গেলেন। সেখানে মহাবল পরাক্রান্ত নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণ বাস করে। রাবণসেনার সঙ্গে তাদের এক বৎসর ঘোর যুদ্ধ হ'ল কিন্তু কোনও পক্ষ জয়ী হ'ল

না। তখন পিতামহ ব্রহ্মা এসে নিবাতকবচগণকে নিবৃত্ত ক'রে বললেন, আমার বরে রাবণ ও তোমরা সুরাসুরের অজেয়। তোমরা রাবণের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে সকল ঐশ্বর্য একযোগে ভোগ কর। রাবণ অগ্নিসাক্ষী ক'রে নিবাতকবচদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হলেন এবং তাদের সঙ্গে এক বৎসর সুখে বাস ক'রে শত প্রকার মায়া শিক্ষা করলেন। তার পর অশ্মনগরে গিয়ে চার শত কালকেয় নামক দৈত্যগণকে বধ করলেন। তাদের সঙ্গে শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বও হত হলেন।

সেখান থেকে কৈলাসের ন্যায় দীপ্তিমান বরুণালয়ে গিয়ে রাবণ কামধেনু সুরভিকে দেখলেন, যাঁর দুগ্ধ থেকে ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হয়েছে। সুরভিকে প্রদক্ষিণ ক'রে রাবণ শত জলধারায় বেষ্টিত বরুণের আবাসে প্রবেশ করলেন এবং রক্ষিগণকে পরাস্ত ক'রে বললেন, তোমরা শীঘ্র বরুণকে জানাও যে রাবণ যুদ্ধার্থী হয়ে এসেছেন, বরুণ হয় যুদ্ধ করুন নতুবা কৃতাঞ্জলি হয়ে পরাজয় স্বীকার করুন।

বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ এবং দুই সেনাপতি যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে চ'লে গেলেন। রাবণ তাঁদের বললেন, বরুণকে পাঠিয়ে দাও। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস উত্তর দিলেন, জলেশ্বর বরুণ ব্রহ্মলোকে গান শুনতে গেছেন, তাঁর পুত্ররাও পরাজিত হয়েছেন, এখন আর তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

৭। বলি—সূর্যলোক—মান্ধাতা—চন্দ্রলোক—কপিল

[প্রক্ষিপ্ত ৫ সর্গ]

প্রত্যাবর্তনের পথে রাবণ অশ্মনগরে বহুরত্নভূষিত এক আশ্চর্য ভবন দেখতে পেলেন। তিনি প্রহস্তকে বললেন, তুমি শীঘ্র জেনে এস এই ভবন কার। সাতটি কক্ষ পার হয়ে প্রহস্ত দেখলেন, অগ্নিশিখার মধ্যে

এক পুরুষ রয়েছেন, প্রহস্তকে দেখে তিনি হাস্য করলেন। প্রহস্ত ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসে রাবণকে সমস্ত জানালেন। তখন রাবণ সেই ভবনে গিয়ে দেখলেন, এক কজ্জলবর্ণ বিশালকায় পুরুষ দ্বার অবরোধ ক'রে রয়েছেন, তাঁর ললাটে চন্দ্রকলা, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ শ্মশ্রুময়, হস্তে লৌহমুষল। তাঁকে দেখে রাবণ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। সেই ভীষণ পুরুষ বললেন, রাক্ষস, কি চিন্তা করছ বল, আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। তুমি কি বলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও? রাবণ কোনও প্রকারে ধৈর্যাবলম্বন ক'রে বললেন, ওই গৃহে কে আছেন? তাঁর সঙ্গেই আমি যুদ্ধ করব। দ্বাররক্ষী পুরুষ উত্তর দিলেন, উনি বহুগুণান্বিত দানবেন্দ্র বলি, যুদ্ধ করতে চাও তো আমার সঙ্গে এস।

রাবণ নিকটস্থ হ'লে বলি হাস্য ক'রে তাঁকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে বললেন, দশানন, কি চাও বল। রাবণ বললেন, আমি শুনেছি বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করেছেন, আমি তোমাকে মুক্ত করতে পারি। বলি পুনর্বার হাস্য ক'রে বললেন, যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে আছেন তিনি পূর্ববর্তী সকল দানবরাজকে বশীভূত করেছেন, ইনিই আমাকে বন্ধন করেছেন। ইনি কৃতান্তের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়, সর্বভূতের হর্তা স্রষ্টা পালয়িতা, ত্রিভুবনে এঁর তুল্য আশ্চর্য কেউ নেই। তোমাকে আমাকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী সকল বীরকে ইনি রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় আকর্ষণ করতে পারেন। বৃত্র দনু শুম্ভ নিশুম্ভ প্রাহ্লাদি(১) বৈরোচন(২) কংস মধু কৈটভ প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত দৈত্যগণকেও এই বিষ্ণু পরাজিত করেছেন।

তার পর বলি বললেন, ওই যে দীপ্ত অনলতুল্য কুণ্ডল দেখা যাচ্ছে ওটি তুমি আমার কাছে নিয়ে এস। রাবণ কুণ্ডল তুলতে গিয়ে রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত হলেন। বলি বললেন, এই কুণ্ডল আমার পূর্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল, বহুকাল থেকে এটি এখানে প'ড়ে আছে। তাঁর মুকুট পর্বতশৃঙ্গে আছে। তাঁর মৃত্যু বা ব্যাধি ছিল না। একদা

---

(১) প্রহ্লাদপুত্র বিরোচন। (২) বিরোচনপুত্র বলি।

প্রহ্লাদের সঙ্গে তাঁর দারুণ বিতর্ক হয়, সেই সময়ে নৃসিংহরূপী বিষ্ণু তাঁকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করেন। সেই নিরঞ্জন বাসুদেবই দ্বারে রয়েছেন।

রাবণ বললেন, আমি মৃত্যুর সহিত কৃতান্তকে দেখেছি, তাঁকে আমি পরাজিতও করেছি, আমার ভয় নেই। তোমার দ্বারস্থ পুরুষকে আমি চিনি না, উনি কে? বলি বললেন, ইনি ত্রিলোকের ধাতা হরিনারায়ণ, পুরুষোত্তম, ভক্তজনপ্রিয়, সর্বদেবময়, সর্বভূতময়, সর্বজ্ঞানময়, মোক্ষার্থী মুনিগণ এঁরই চিন্তা করেন। রাবণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে ধাবমান হলেন। তখন মুষলধারী হরি ভাবলেন, এই পাপীকে এখন বধ করব না। এই ভেবে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রাবণ সহর্ষে সিংহনাদ ক'রে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রিযাপন ক'রে রাবণ সূর্যলোকে এসে প্রহস্তকে বললেন, তুমি সূর্যকে বল তিনি যুদ্ধ করুন নতুবা পরাজয় স্বীকার করুন। সূর্যের দ্বারপাল দণ্ডীকে প্রহস্ত রাবণের অভিপ্রায় জানালেন। সূর্য দণ্ডীকে বললেন, তুমি যা ভাল বোঝ কর, রাবণকে পরাজিত কর, নতুবা বল যে আমরা পরাজিত হয়েছি। দণ্ডীর নিকট সূর্যের উক্তি শুনে রাবণ জয়ঘোষণা ক'রে প্রস্থান করলেন।

তার পর রাবণ চন্দ্রলোকে চললেন। যেতে যেতে দেখলেন, একজন পুরুষ রথারোহণে যাচ্ছেন, তিনি সুসজ্জিত হয়ে অপ্সরাদের ক্রোড়ে শুয়ে আছেন, তারা তাঁকে চুম্বন ক'রে জাগাচ্ছে। দেবর্ষি পর্বতকে দেখতে পেয়ে রাবণ জিজ্ঞাসা করলেন, ওই নির্লজ্জ লোকটি কে? দেখছি ওর ভয় নেই। পর্বত বললেন উনি ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে দিব্যলোক লাভ করেছেন, এখন সোমপান ক'রে উত্তম স্থানে যাচ্ছেন। আর একটি পুরুষকে দেখে রাবণ জিজ্ঞাসা করলেন, ওই তেজস্বী পুরুষটি কে যাঁকে কিন্নরগণ নৃত্যগীত ক'রে নিয়ে যাচ্ছে? পর্বত বললেন, ইনি মহাবীর, প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রহারে জর্জরিত হয়ে প্রাণ দিয়েছেন, এখন ইন্দ্রের অতিথি হয়ে যাচ্ছেন। আর একজনকে দেখে রাবণ বললেন, স্বর্ণময়

রথে অপ্সরাদের সঙ্গে যাচ্ছেন ওই রূপবান পুরুষটি কে? পর্বত বললেন, ইনি বহু সুবর্ণ দান করেছেন, এখন দিব্যলোকে যাচ্ছেন।

রাবণ বললেন, এই রাজারা কি কেউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না? পর্বত উত্তর দিলেন, এঁরা স্বর্গার্থী, যুদ্ধার্থী নন। যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, তিনি সসাগর সপ্ত দ্বীপ জয় ক'রে এখানে আসছেন। স্বর্ণময় রথে আরূঢ় অযোধ্যাপতি মান্ধাতাকে দেখতে পেয়ে রাবণ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মান্ধাতা সহাস্যে বললেন, রাক্ষস, যদি বাঁচবার ইচ্ছা না থাকে তো যুদ্ধ কর। দুজনের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অস্ত্রাঘাতে দুজনেই ক্ষতবিক্ষত হলেন। অবশেষে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব এসে যুদ্ধ থামিয়ে রাবণ ও মান্ধাতার মধ্যে সখ্য স্থাপন করলেন।

রাবণ বায়ুমার্গে বহু-সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে উঠলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে হংসগণের বিচরণপথ, মেঘলোক, সিদ্ধচারণগণের স্থান, বিনায়ক ও ভূতগণের আবাস, গঙ্গা ও দিগ্‌গজদের স্থান, গরুড়মার্গ, সপ্তর্ষিলোক এবং আকাশগঙ্গা অতিক্রম ক'রে অবশেষে অশীতি সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হলেন। চন্দ্র রাবণকে শীতাগ্নি দ্বারা দহন করতে লাগলেন, রাবণও চন্দ্রকে নারাচ-প্রহারে আহত করলেন। তখন ব্রহ্মা এসে রাবণকে নিবৃত্ত ক'রে বললেন, চন্দ্রকে নিপীড়িত ক'রো না, ইনি সর্বলোকের হিতৈষী। তোমাকে আমি মহাদেবের অষ্টাধিক শত নাম শিখিয়ে দিচ্ছি, প্রাণনাশের আশঙ্কা হ'লে তুমি অক্ষমালায় জপ ক'রো।

রাবণ পশ্চিম সমুদ্রের দ্বীপে একজন ভীষণাকার অগ্নিপ্রভ কাঞ্চনবর্ণ পুরুষকে দেখে তাঁকে আক্রমণ করলেন। সেই মহাপুরুষ রাবণকে হস্তে নিপীড়িত ক'রে ভূমিতে ফেলে দিলেন। রাবণ উঠে বললেন, সেই পুরুষ কোথায় গেল? প্রহস্তাদি মন্ত্রীরা বললেন, তিনি এই গহ্বরে অন্তর্হিত হয়েছেন। রাবণ নির্ভয়ে মহাবেগে গহ্বরমধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সেখানে নীলাঞ্জনকান্তি কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও স্বর্ণালংকারে ভূষিত

বীরগণ রয়েছেন এবং তিন কোটি অনলপ্রভা স্ত্রী নৃত্য করছে। রাবণ পূর্বে যাঁকে দেখেছিলেন তাঁর অনুরূপ চতুর্ভুজ পুরুষ আরও সেখানে আছেন। সেখান থেকে অন্যত্র গিয়ে রাবণ দেখলেন, শুভ্র শয্যায় অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত হয়ে একজন পুরুষ নিদ্রা যাচ্ছেন, তাঁর নিকটে লক্ষ্মীদেবী চামরহস্তে ব'সে আছেন। রাবণ লক্ষ্মীকে ধরতে গেলেন। শয়ান পুরুষ অট্টহাস্য করলেন, রাবণ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হলেন। রাবণ ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কালানলসন্নিভ মহাবীর্য-বান আপনি কে? মেঘগম্ভীর স্বরে হাস্য ক'রে সেই দিব্য পুরুষ বললেন, দশানন, আমি তোমাকে অচিরে বিনষ্ট করব না। রাবণ বললেন, ব্রহ্মা আমাকে যে বর দিয়েছেন তা কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। প্রভু, যদি মরতে হয় তবে তোমার হস্তেই মরব, সে মৃত্যু আমার যশস্কর ও শ্লাঘনীয় হবে।

মহর্ষি অগস্ত্যকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দ্বীপস্থ পুরুষ কে? অগস্ত্য বললেন, ভগবান কপিল সেই পুরুষ, তাঁর অপর নাম নর। যে স্ত্রীগণ নৃত্য করছিলেন তাঁরা কপিলের স্বর। কপিল ক্রুদ্ধনেত্রে দেখেন নি, তা হ'লে রাবণ ভস্ম হয়ে যেতেন। তিনি বাক্য দ্বারাই রাবণকে স্তম্ভিত করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সংজ্ঞা লাভ ক'রে রাবণ তাঁর সচিবদের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

৮। শূর্পণখা—ইন্দ্রজিৎ—কুম্ভীনসী

[সর্গ ২৪—২৫]

রাবণ লঙ্কায় ফিরে চললেন। যেতে যেতে রাজা ঋষি দেব বা দানবের যেসকল সুন্দরী কন্যা তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল সকলকেই তিনি হরণ ক'রে বিমানে তুলে নিলেন এবং কন্যার বন্ধুজনকে বধ করলেন। অপহৃতা কন্যাদের অশ্রুজলে বিমান প্লাবিত হ'ল। তাঁরা আত্মীয়বর্গের জন্য বিলাপ করতে করতে বললেন, এই দুরাত্মা রাক্ষসাধম যেমন পরস্ত্রী ধর্ষণ করছে, সেইরূপ পরস্ত্রী হতেই এর মৃত্যু হবে। সেই সতী বরনারীগণের

মুখ থেকে এই বাক্য নির্গত হ'লে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হ'ল। অভিশপ্ত রাবণ যেন নির্বীর্য হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন।

কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা সহসা ভূপতিত হয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রাবণকে বললে, তুমি আমাকে বিধবা করেছ, চতুর্দশ সহস্র কালকেয় দৈত্যগণের সঙ্গে আমার প্রাণাধিক পতি বিদ্যুজ্জিহ্ব তোমার হস্তে নিহত হয়েছেন। ভগিনীপতিকে বধ করেও তোমার লজ্জা হচ্ছে না! রাবণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, রোদন ক'রো না, তোমার ভয় নেই, আমি দান মান ও প্রসাদ দ্বারা সযত্নে তোমাকে তুষ্ট করব। ভগিনী, যুদ্ধকালে আমি প্রমত্ত হয়ে শরক্ষেপণ করছিলাম, তোমার স্বামীকে আমি চিনতে পারি নি। তুমি তোমার মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতা খরের কাছে যাও, তিনি চোদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করবেন এবং সর্বদা তোমার আদেশ পালন করবেন। দূষণ তাঁর সেনাপতি হয়ে সঙ্গে যাবেন।

ভগিনীকে এই রূপে আশ্বস্ত ক'রে রাবণ নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার উপবনে গেলেন। সেই স্থান শত শত যূপ ও সুন্দর চৈত্যে শোভিত। মেঘনাদ সেখানে কৃষ্ণাজিন কমণ্ডলু শিখা ও দণ্ড ধারণ ক'রে যজ্ঞ করছিলেন। রাবণ প্রশ্ন করলেন, বৎস, কি করছ? যজ্ঞে দীক্ষিত থাকায় মেঘনাদ নীরবে রইলেন। মহাতপা উশনা (১) বললেন, তোমার পুত্র অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন, দুঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ ক'রে পশুপতির নিকট বর পেয়েছেন। ইনি কামচারী আকাশগামী স্যন্দন, তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীর ও শত্রুনাশক অস্ত্রসমূহ লাভ করেছেন। আজ যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে, তোমাকে দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

রাবণ বললেন, আমার শত্রু ইন্দ্রাদিকে আপনারা যজ্ঞে পূজা করেছেন এ ভাল নয়। যাই হ'ক, এখন গৃহে চলুন। রাজপুরীতে ফিরে এসে রাবণ অপহৃতা কন্যাদের রথ থেকে নামালেন। বিভীষণ বললেন, এই দুষ্কর্মের ফলে তোমার যশ অর্থ ও কুল নষ্ট হবে। এই বরাঙ্গনাদের

---

(১) শুক্রাচার্য।

তুমি আত্মীয়গণের কাছ থেকে সবলে হরণ করেছ, এদিকে মধু দৈত্য তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে কুম্ভীনসীকে হরণ করেছে। তোমার পাপকর্মের এই ফল। রাবণ সবিশেষ জানতে চাইলে বিভীষণ বললেন, সুমালী আমাদের মাতামহ, মাল্যবান তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাল্যবানের কন্যা অনলা, তাঁর কন্যা কুম্ভীনসী (১)। এই সম্পর্কে সে আমাদের ভগিনী। তোমার পুত্র যজ্ঞ করছিল, আমি জলমধ্যে তপস্যা করছিলাম, কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন, সেই অবসরে আমাদের সৈন্যদের বধ ক'রে মধু অন্তঃপুর থেকে কুম্ভীনসীকে নিয়ে গেছে। আমি পরে এই ব্যাপার জেনেও ক্ষান্ত ছিলাম, কারণ ভগিনীকে পাত্রস্থ করাই ভ্রাতৃগণের কার্য। লোকে জানুক তুমি যে পাপ ক'রেছ তারই এই ফল।

রাবণ ক্রোধে অধীর হয়ে মধুকে বধ করবার জন্য তখনই রথারোহণে সসৈন্যে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁর অগ্রে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে গেলেন, বিভীষণ ধর্মাচরণের জন্য লঙ্কায় রইলেন। রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হ'লে কুম্ভীনসী তাঁর চরণে প'ড়ে বললেন, রাজা, আমার ভর্তাকে বধ ক'রো না, কুলস্ত্রীদের পক্ষে বৈধব্য অপেক্ষা অধিক ভয় কিছু নেই। রাবণ তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার স্বামী কোথায়? তাকে নিয়ে আমি সুরলোক জয় করতে যাব। তখন কুম্ভীনসী নিদ্রিত মধুকে জাগরিত করলেন। মধুর সংবর্ধনায় প্রীত হয়ে রাবণ এক রাত্রি সেখানে যাপন করলেন এবং পরদিন সদলবলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কৈলাস পর্বতে সেনা সন্নিবেশ করলেন।

৯। রম্ভা — নলকূবর — ইন্দ্রের পরাজয় — অহল্যা

[সর্গ ২৬—৩০]

রাত্রিকালে সৈন্যগণ নিদ্রিত হ'লে রাবণ পর্বতশিখরে উপবিষ্ট হয়ে কৈলাসের শোভা দেখতে লাগলেন। কিন্নরীদের মধুর সংগীত, পুষ্পের

---

(১) ইনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত কৈকসীর ভগিনী কুম্ভীনসী নন।

সম্ভার, শীতল বায়ু, পর্বতের শোভা, চন্দ্রের উদয়—এইসকল কারণে রাবণ কামাবিষ্ট হলেন। তিনি বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্রের দিকে চাইতে লাগলেন। সেই সময়ে দিব্যাভরণভূষিতা সৌন্দর্যময়ী অপ্সরা রম্ভা দেবতাদের উৎসবে যোগ দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। রাবণ তাঁর কর-গ্রহণ ক'রে বললেন, সুন্দরী, কার মনোরথ সিদ্ধ করতে যাচ্ছ? আমাকে অতিক্রম ক'রে যেয়ো না, আমি ভিন্ন ত্রিলোকের অন্য প্রভু নেই, তুমি আমাকে ভজনা কর।

রম্ভা কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি আমার গুরুজন, কেউ যদি আমাকে ধর্ষণ করে তবে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন। ধর্মত আমি আপনার পুত্রবধূ। আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্র নলকূবর আমাকে ডেকেছেন, তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি। আমরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত। রাক্ষসরাজ, আপনি সৎপথে চলুন, আমাকে ছেড়ে দিন। রাবণ বললেন, তুমি যদি একনিষ্ঠা পত্নী হ'তে তবেই তোমাকে পুত্রবধূ জ্ঞান করতাম। অপ্সরাদের পতি নেই, দেবতারাও এক পত্নীতে আবদ্ধ থাকেন না। এই ব'লে রাবণ সবলে রম্ভাকে গ্রহণ করলেন।

ধর্ষিতা রম্ভা নলকূবরের পদতলে নিপতিত হয়ে সকল কথা জানালেন। নলকূবর ক্রোধে রক্তনেত্র হয়ে আচমন ক'রে অভিশাপ দিলেন, তোমার অনিচ্ছায় রাবণ তোমাকে ধর্ষণ করেছে। যদি সে পুনর্বার কোনও রমণীর উপর বলপ্রয়োগ করে তবে তার মস্তক সপ্ত খণ্ডে ভগ্ন হবে।

কৈলাস লঙ্ঘন ক'রে রাবণ সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে এলেন। ইন্দ্র দেবগণকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হ'তে বললেন এবং ভীত হয়ে দীন মনে বিষ্ণুর সাহায্য ভিক্ষা করলেন। বিষ্ণু বললেন, শত্রু হনন না ক'রে আমি যুদ্ধ থেকে ফিরি না, কিন্তু বরলাভের ফলে রাবণ সুরাসুরের অজেয় হয়েছে, এমন অবস্থায় আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। দেবেন্দ্র, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যথাকালে আমি রাবণকে বিনষ্ট করব। এখন তুমি ভয় পরিহার ক'রে সুরগণকে নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

রুদ্র আদিত্য বসু ও মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণ বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন। অপর পক্ষে মারীচ, প্রহস্ত, মহা-পার্শ্ব, খর, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণে বেষ্টিত হয়ে রাবণের মাতামহ সুমালী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় হ'ল, অবশেষে অষ্টম বসু সাবিত্রের গদাঘাতে সুমালী বিনষ্ট হলেন। তার পর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে প্রপীড়িত হয়ে দেবসৈন্য জয়ন্তকে ফেলে পালিয়ে গেল। দানবরাজ পুলোমা তাঁর দৌহিত্র জয়ন্তকে নিয়ে সাগরে আশ্রয় নিলেন। তখন পুত্র হত হয়েছে মনে ক'রে ইন্দ্র রথারোহণে রণস্থলে এসে রাবণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেন।

বহু রাক্ষস নিহত হচ্ছে দেখে রাবণ তাঁর সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, শত্রুবাহিনীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত রথচালনা কর। আমরা এখন নন্দন কাননে আছি, তুমি উদয় পর্বতে রথ নিয়ে চল। রাবণের অভিপ্রায় বুঝে ইন্দ্র বললেন, দেবগণ, তোমরা অগ্রসর হয়ে রাবণকে জীবিত অবস্থায় ধর, ওকে বধ করা অসাধ্য। ইন্দ্রের সৈন্যে রাবণ বেষ্টিত হয়েছেন দেখে রাক্ষস ও দানবগণ হাহাকার ক'রে উঠল, তখন ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে ইন্দ্রের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মায়াবলে দেবরাজকে বন্ধন ক'রে রাবণের কাছে এনে বললেন, পিতা, সুরসৈন্য ও ত্রিলোকের যিনি প্রভু সেই ইন্দ্রকে আমি ধ'রে এনেছি, আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি? এখন আপনি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য যথেচ্ছ ভোগ করুন। পুত্রকে সাদরে অভিনন্দিত ক'রে রাবণ বললেন, তুমি ইন্দ্রকে নিয়ে সসৈন্যে লঙ্কায় ফিরে যাও, আমিও সচিবদের সঙ্গে শীঘ্র যাচ্ছি।

রাবণ লঙ্কায় এলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী ক'রে দেবগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ থেকে প্রিয়বাক্যে বললেন, বৎস রাবণ, সংগ্রামে তোমার পুত্রের কীর্তি দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি, তার বিক্রম তোমারই তুল্য অথবা অধিকতর। ইন্দ্রজিৎ নামে সে জগতে খ্যাত হবে। তুমি ত্রিলোক জয় করেছ, প্রতিজ্ঞা সফল করেছ, এখন দেবরাজকে মুক্তি

দাও এবং তার জন্য দেবগণ তোমাকে কি দেবেন তা বল। ইন্দ্রজিৎ বললেন, যদি ইন্দ্রের মুক্তি চান তবে আমাকে অমরত্ব দিন। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবীতে কোনও প্রাণী সর্বতোভাবে অমরত্ব পেতে পারে না, তুমি আর কিছু চাও। ইন্দ্রজিৎ বললেন, তবে এই বর দিন — যখন আমি যথাবিধি অগ্নির পূজা ক'রে সংগ্রামে যাব তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্বসমেত রথ উত্থিত হবে, সেই রথে থাকলে আমি অবধ্য হব। যদি অগ্নিপূজার জপ হোম সমাপ্ত না ক'রেই যুদ্ধযাত্রা করি তবে আমি বধ্য হব। লোকে তপস্যার ফলস্বরূপ অমরত্ব চায়, আমি বিক্রম দ্বারাই তা পেতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে অভীষ্ট বর দিলেন, ইন্দ্রও মুক্তিলাভ ক'রে দেবগণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

একদিন ইন্দ্রকে বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখে ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, শতক্রতু, তুমি পূর্বে কোনও দুষ্কর্ম করেছিলে? আমি যখন প্রজা সৃষ্টি করেছিলাম তখন তারা সকলেই বর্ণে বাক্যে ও রূপে সমান ছিল। পরে আমি অন্যপ্রকার লক্ষণ দিয়ে একটি রূপগুণবতী স্ত্রী সৃষ্টি করি। 'হল' শব্দের অর্থ বিরূপতা। সেই নারীর বিরূপতা ছিল না সেজন্য তার নাম অহল্যা। তুমি তাকে চেয়েছিলে, কিন্তু মহামুনি গোতমকে জিতেন্দ্রিয় ও তপঃসিদ্ধ জেনে আমি তাঁকেই সেই নারী পত্নীরূপে দান করি। একদিন তুমি গোতমের আশ্রমে গিয়ে অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলে। তাতে গোতম তোমাকে অভিশাপ দেন — দুর্বুদ্ধি, এই পাপের ফলে তুমি শত্রুহস্তে বন্দী হবে। তোমার প্রবর্তিত এই অবৈধ সম্বন্ধ মনুষ্য-লোকেও প্রচলিত হবে। এইরূপ কর্ম কেউ করলে অর্ধ পাপ তার এবং অর্ধ পাপ তোমার হবে। তোমার ইন্দ্রত্ব পদ চিরস্থায়ী হবে না, অন্যেও এই পদ লাভ করলে চিরকাল ভোগ করবে না। তার পর গোতম অহল্যাকে বললেন, তোমার রূপ নষ্ট হ'ক। তুমি রূপযৌবনবতী হয়ে সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ, তোমাকেই একমাত্র রূপবতী দেখে ইন্দ্র বিভ্রান্ত হয়েছেন। অতঃপর তোমার ন্যায় রূপবতী আরও অনেক হবে। অহল্যা গোতমকে বললেন, ইন্দ্র তোমার রূপ ধ'রে আমাকে ধর্ষণ করেছেন, এই

পাপ আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তুমি প্রসন্ন হও। তখন গৌতম বললেন, বিষ্ণু যখন রামরূপে এই আশ্রমে আসবেন তখন তাঁর আতিথ্য করলে তুমি শাপমুক্ত হবে।

এই ইতিবৃত্ত শেষ ক'রে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, গৌতমের শাপের ফলেই তোমার এই দুর্দশা ঘটেছে। এখন তুমি বৈষ্ণব যজ্ঞ কর, তার ফলে তুমি পবিত্র হয়ে দেবলোকে যেতে পারবে। তোমার পুত্র জীবিত আছে, তার মাতামহ তাকে সমুদ্রে রেখেছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে পুনর্বার দেবলোকে রাজ্যশাসন করতে গেলেন।

মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে ইন্দ্রজিতের বিক্রমের কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ এবং সভাস্থ বানর ও রাক্ষসগণ বললেন, আশ্চর্য। বিভীষণ বললেন, এই আশ্চর্য পূর্বতন ঘটনা আজ আমার পুনর্বার স্মরণ হ'ল।

১০। কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণ

[সর্গ ৩১—৩৩]

রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাবণ যখন অত্যাচার ক'রে বেড়াতেন তখন জগতে কি কোনও বীর ছিলেন না? অগস্ত্য সহাস্যে বললেন, রাজাদের নির্জিত ক'রে রাবণ সর্বত্র বিচরণ করতেন। একদিন তিনি স্বর্গপুরী তুল্য মাহিষ্মতী(১) নগরীতে এসে হৈহয়রাজ অর্জুনের(২) অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নৃপতি কোথায় শীঘ্র বল। অমাত্যরা বললেন, মহারাজ অর্জুন পত্নীদের সঙ্গে নর্মদায় জলবিহার করছেন। রাবণ বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে দেখলেন,

> প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ। (৩১।১৬)
> নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফাটিকপ্রতিমং জলম্॥
> ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
> উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্॥ (৩১।১৭-১৮)

---

(১) হৈহয়-রাজধানী, জব্বলপুরের দক্ষিণে। (২) কার্তবীর্যার্জুন, দত্তাত্রেয় মুনির বরে সহস্র বাহু লাভ করেন।

—প্রপাত (১) থেকে শীতল জলরাশি নিপতিত হচ্ছে, তার নিনাদ যেন পর্বতের অট্টহাস্য। স্ফটিকস্বচ্ছ বহু জলধারার নিঃস্রাবে বিন্ধ্যগিরি ফণাধর লোলজিহ্ব অনন্ত নাগের ন্যায় শোভান্বিত হয়েছে। এই পর্বত হিমালয়তুল্য উচ্চ এবং বহুকন্দরময়।

রাবণ পশ্চিমসমুদ্রগামিনী পুণ্যতোয়া নর্মদায় অবগাহন করলেন এবং রমণীয় পুলিনে উপবেশন ক'রে সচিবগণকে বললেন, এই নদীই গঙ্গা। তোমরা রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছ, এখন এই সুখদা নর্মদায় স্নান ক'রে শুদ্ধ হও, আমি এর শরদিন্দু তুল্য শুভ্র পুলিনে ব'সে মহাদেবকে পুষ্পোপহার দেব। স্নানের পর রাক্ষসরা পুষ্প সংগ্রহ ক'রে স্তূপাকার করলে। বালুকাবেদীর উপর স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপন ক'রে রাবণ সচন্দন পুষ্প দিয়ে অর্চনা করলেন এবং তার পর হস্ত প্রসারিত ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন।

অদূরে কার্তবীর্যার্জুন জলক্রীড়া করছিলেন। তিনি নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করলেন। জলরাশি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় বাড়তে লাগল। রাবণের আদেশে শুক ও সারণ কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, অর্ধ যোজন দূরে এক শালবৃক্ষাকার পুরুষ করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় বরনারীদের সঙ্গে জলবিহার করছেন এবং সহস্র বাহু দিয়ে নদী-স্রোত রোধ ক'রে আছেন। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ সেই স্থানে গিয়ে অর্জুনের অমাত্যদের বললেন, তোমরা হৈহয়পতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধ করতে এসেছেন। অমাত্যগণ আয়ুধহস্তে উত্থিত হয়ে বললেন, সাধু সাধু রাবণ, তুমি উপযুক্ত কালেই এসেছ, আমাদের রাজা এখন মত্ত হয়ে নারীদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ! দশানন, আজ ক্ষান্ত হও, এখানে রাত্রিযাপন কর, কাল যুদ্ধ ক'রো। আর যদি তোমার যুদ্ধতৃষ্ণা নিতান্ত প্রবল হয়ে থাকে তবে আগে আমাদের পরাজিত ক'

রাবণ ও অর্জুনের অমাত্যগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

---

(১) প্রপাত—ভৃগু, পাহাড়ের খাড়া উঁচু পার্শ্ব, cliff ।

পাপ আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তুমি প্রসন্ন হও। তখন গৌতম বললেন, বিষ্ণু যখন রামরূপে এই আশ্রমে আসবেন তখন তাঁর আতিথ্য করলে তুমি শাপমুক্ত হবে।

এই ইতিবৃত্ত শেষ ক'রে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, গৌতমের শাপের ফলেই তোমার এই দুর্দশা ঘটেছে। এখন তুমি বৈষ্ণব যজ্ঞ কর, তার ফলে তুমি পবিত্র হয়ে দেবলোকে যেতে পারবে। তোমার পুত্র জীবিত আছে, তার মাতামহ তাকে সমুদ্রে রেখেছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে পুনর্বার দেবলোকে রাজ্যশাসন করতে গেলেন।

মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে ইন্দ্রজিতের বিক্রমের কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ এবং সভাস্থ বানর ও রাক্ষসগণ বললেন, আশ্চর্য। বিভীষণ বললেন, এই আশ্চর্য পূর্বতন ঘটনা আজ আমার পুনর্বার স্মরণ হ'ল।

১০। কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণ

[সর্গ ৩১—৩৩]

রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাবণ যখন অত্যাচার ক'রে বেড়াতেন তখন জগতে কি কোনও বীর ছিলেন না? অগস্ত্য সহাস্যে বললেন, রাজাদের নির্জিত ক'রে রাবণ সর্বত্র বিচরণ করতেন। একদিন তিনি স্বর্গপুরী তুল্য মাহিষ্মতী(১) নগরীতে এসে হৈহয়রাজ অর্জুনের(২) অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নৃপতি কোথায় শীঘ্র বল। অমাত্যরা বললেন, মহারাজ অর্জুন পত্নীদের সঙ্গে নর্মদায় জলবিহার করছেন। রাবণ বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে দেখলেন,

> প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ। (৩১।১৬)
> নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফাটিকপ্রতিমং জলম্॥
> ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
> উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্॥ (৩১।১৭-১৮)

---

(১) হৈহয়-রাজধানী, জব্বলপুরের দক্ষিণে। (২) কার্তবীর্যার্জুন, দত্তাত্রেয় মুনির বরে সহস্র বাহু লাভ করেন।

—প্রপাত (১) থেকে শীতল জলরাশি নিপতিত হচ্ছে, তার নিনাদ যেন পর্বতের অট্টহাস্য। স্ফটিকস্বচ্ছ বহু জলধারার নিঃস্রাবে বিন্ধ্যগিরি ফণাধর লোলজিহ্ব অনন্ত নাগের ন্যায় শোভান্বিত হয়েছে। এই পর্বত হিমালয়তুল্য উচ্চ এবং বহুকন্দরময়।

রাবণ পশ্চিমসমুদ্রগামিনী পুণ্যতোয়া নর্মদায় অবগাহন করলেন এবং রমণীয় পুলিনে উপবেশন ক'রে সচিবগণকে বললেন, এই নদীই গঙ্গা। তোমরা রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছ, এখন এই সুখদা নর্মদায় স্নান ক'রে শুদ্ধ হও, আমি এর শরদিন্দু তুল্য শুভ্র পুলিনে ব'সে মহাদেবকে পুষ্পোপহার দেব। স্নানের পর রাক্ষসরা পুষ্প সংগ্রহ ক'রে স্তূপাকার করলে। বালুকাবেদীর উপর স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপন ক'রে রাবণ সচন্দন পুষ্প দিয়ে অর্চনা করলেন এবং তার পর হস্ত প্রসারিত ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন।

অদূরে কার্তবীর্যার্জুন জলক্রীড়া করছিলেন। তিনি নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করলেন। জল রাশি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় বাড়তে লাগল। রাবণের আদেশে শুক ও সারণ কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, অর্ধ যোজন দূরে এক শালবৃক্ষাকার পুরুষ করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় বরনারীদের সঙ্গে জলবিহার করছেন এবং সহস্র বাহু দিয়ে নদী· স্রোত রোধ ক'রে আছেন। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ সেই স্থানে গিয়ে অর্জুনের অমাত্যদের বললেন, তোমরা হৈহয়পতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধ করতে এসেছেন। অমাত্যগণ আয়ুধহস্তে উত্থিত হয়ে বললেন, সাধু সাধু রাবণ, তুমি উপযুক্ত কালেই এসেছ, আমাদের রাজা এখন মত্ত হয়ে নারীদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ! দশানন, আজ ক্ষান্ত হও, এখানে রাত্রিযাপন কর, কাল যুদ্ধ ক'রো। আর যদি তোমার যুদ্ধতৃষ্ণা নিতান্ত প্রবল হয়ে থাকে তবে আগে আমাদের পরাজিত কর।

রাবণ ও অর্জুনের অমাত্যগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অর্জুন

---

(১) প্রপাত—ভৃগু, পাহাড়ের খাড়া উঁচু পার্শ্ব, cliff ।

সংবাদ পেয়ে দ্রুতবেগে গদাহস্তে এলেন। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে প্রহস্ত বজ্রাহত শৈলের ন্যায় ভূপাতিত হলেন। তখন সহস্রবাহু অর্জুনের সংগে বিংশতিবাহু রাবণের রোমহর্ষকর ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। পরিশেষে রাবণকে বাহুবন্ধনে গ্রহণ ক'রে অর্জুন তাঁর সুহৃদ্‌গণের সংগে পুরীতে ফিরে এলেন।

মহর্ষি পুলস্ত্য রাবণের বন্ধনসংবাদ পেয়ে বায়ুবেগে মাহিষ্মতীতে এসে অর্জুনকে বললেন, মহারাজ, তোমার বলের তুলনা নেই। যার ভয়ে সাগর ও অনিল নিস্পন্দ হয়, আমার সেই পুত্র দুর্জয় রাবণকে তুমি বন্ধ করেছ। তার যশ নষ্ট ক'রে তুমি নিজের যশ প্রচার করেছ। বৎস, এখন তুমি আমার অনুরোধে একে মুক্ত কর। পুলস্ত্যের কথায় অর্জুন হৃষ্টচিত্তে রাবণকে মুক্তি দিলেন এবং অগ্নিসাক্ষী ক'রে তাঁর সংগে অহিংসক সখ্য স্থাপন করলেন।

অর্জুন-রাবণের কথা শেষ ক'রে অগস্ত্য বললেন, রঘুনন্দন, বলবানের চেয়েও বলবান আছে। যে নিজের শ্রেয় চায় তার কোনও ব্যক্তিকেই অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

১১। বালী ও রাবণ

[সর্গ ৩৪]

অর্জুনের কাছে মুক্তি পেয়ে রাবণ পূর্ববৎ সদর্পে পর্যটন করতে লাগলেন। একদিন তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। বালীর অমাত্যগণ রাবণকে বললেন, বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা-বন্দনা করতে গেছেন। এই শঙ্খধবল অস্থিরাশি দেখ, যাঁরা পূর্বে যুদ্ধার্থী হয়ে এসেছিলেন, বালীর বিক্রমে তাঁদের এই পরিণাম হয়েছে। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, বালী এলেই তোমার জীবনান্ত হবে। আর যদি মরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাক তবে দক্ষিণ সমুদ্রে যাও, সেখানে মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় বালীকে দেখবে।

পুষ্পক রথে দক্ষিণ সমুদ্রে এসে রাবণ দেখলেন, বালী সন্ধ্যা-উপাসনা করছেন, তাঁর দেহ হিমগিরিতুল্য, তরুণ সূর্যের ন্যায় তাঁর মুখকান্তি। তাঁকে ধরবার জন্য রাবণ রথ থেকে নেমে নিঃশব্দে অগ্রসর হ'লেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বালী মৌনাবলম্বন ক'রে পর্বতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। পদশব্দ শুনে বালী জানলেন যে রাবণ নিকটস্থ হয়েছেন, তখন মুখ না ফিরিয়েই রাবণকে কক্ষে ধারণ ক'রে বেগে আকাশে উঠলেন। মুক্ত হবার জন্য রাবণ নখাঘাত করতে লাগলেন, তাঁর অমাত্যগণ চিৎকার ক'রে পশ্চাতে ধাবমান হ'লেন, কিন্তু বালী কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি একে একে চতুঃসমুদ্রে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ ক'রে রাবণকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে অবতরণ করলেন। তার পর রাবণকে মুক্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? পরিশ্রান্ত বিস্ময়াবিষ্ট রাবণ চঞ্চলনয়নে বললেন, বানরেন্দ্র, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ। কি আশ্চর্য তোমার বলবীর্য ও গাম্ভীর্য যে আমাকে পশুর ন্যায় গ্রহণ ক'রে চতুঃসমুদ্রে ভ্রমণ করিয়েছ! এখন আমি অগ্নিসাক্ষী ক'রে তোমার সঙ্গে চিরস্থায়ী সখ্যবন্ধন করতে চাই। বানররাজ, স্ত্রী-পুত্র নগর রাষ্ট্র খাদ্য বস্ত্র যা আমাদের আছে তা সমস্তই অবিভক্তরূপে আমাদের উভয়ের হ'ক।

বালীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় এক মাস সুখে বাস করলেন, তার পর তাঁর অমাত্যগণ তাঁকে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন।

১২। হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত

[সর্গ ৩৫—৩৭]

মহর্ষি অগস্ত্যকে রাম সবিনয়ে বললেন, বালী আর রাবণের বল অতুলনীয় বটে, কিন্তু হনুমানের সমান নয় এই আমার বিশ্বাস। শৌর্য দক্ষতা বল ধৈর্য বুদ্ধি নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণ সমস্তই হনুমানে আশ্রয় ক'রে আছে। সাগরলঙ্ঘন, সীতাকে দর্শন ও আশ্বাসদান, রাক্ষসবধ, লঙ্কাদাহ প্রভৃতি কার্য হনুমান একাকীই করেছিলেন। যম ইন্দ্র বিষ্ণু বা

কুবেরেরও এরূপ কীর্তি শোনা যায় না। তাঁর বাহুবলেই আমি লঙ্কা জয় করেছি, সীতাকে উম্ধার করেছি, লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত দেখছি, রাজ্যলাভ ক'রে বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। কিন্তু বালী-সুগ্রীবের যখন বিরোধ হয় তখন হনুমান কেন বালীকে বিনষ্ট করেন নি?

অগস্ত্য বললেন, তুমি হনুমানের যে গুণ বর্ণনা করলে তা সত্য। শাপের ফলে ইনি নিজের শক্তি বুঝতে পারেন নি। আমি এ'র বাল্যকালের কথা বলছি শোন। এ'র পিতা কেশরী সূর্যের বরে সুমেরু পর্বতে রাজত্ব করতেন। তাঁর পত্নী অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়! প্রসবের পর অঞ্জনা অরণ্যে ফল আনতে গেলে শিশু হনুমান ক্ষুধিত হয়ে রোদন করছিলেন। সেই সময়ে জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ সূর্য উঠছিলেন, হনুমান তাঁকে ফল মনে ক'রে ধরবার জন্য লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠলেন। পুত্রকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য বায়ু তুষারশীতল হয়ে বইতে লাগলেন। বহু সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে উঠে হনুমান সূর্যের নিকটে এলেন, কিন্তু ইনি শিশু এবং পরে মহৎ কার্য করবেন এই ভেবে দিবাকর তাঁকে দগ্ধ করলেন না। সেই দিনই রাহু সূর্যকে গ্রাস করতে গিয়েছিলেন। সূর্যরথের উপর রাহুকে দেখে হনুমান তাঁকেই আক্রমণ করলেন। তখন রাহু পলায়ন ক'রে ইন্দ্রের কাছে এসে সরোষে বললেন, বাসব, ক্ষুধাশান্তির জন্য তুমি আমাকে চন্দ্রসূর্য দিয়েছিলে, এখন আবার অন্যকে দিচ্ছ কেন? আজ আমি সূর্য গ্রহণ করতে গিয়ে দেখলাম আর একজন রাহু তাঁকে আক্রমণ করছে।

রাহুকে অগ্রে পাঠিয়ে ইন্দ্র কৈলাসতুল্য শুভ্রবর্ণ চতুর্দন্ত ঐরাবতে চ'ড়ে তখনই সূর্যের কাছে উপস্থিত হলেন। হনুমান সূর্যকে ছেড়ে রাহুকেই ফল মনে ক'রে ধরতে গেলেন। মুখসর্বস্ব রাহু ভয়ে 'ইন্দ্র ইন্দ্র' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন। ইন্দ্র বললেন, ভয় নেই, আমি একে মারছি। হনুমান ঐরাবতকে প্রকাণ্ড ফল মনে ক'রে ধরতে গেলেন, তখন ইন্দ্র বজ্রপ্রহার করলেন। হনুমানের বাম হনু ভগ্ন হ'ল, তিনি

বিহ্বল হয়ে পর্বতে পতিত হলেন। শিশুপুত্রের এই দশা দেখে বায়ু তাঁকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলেন। বায়ুর অন্তর্ধানে সর্বভূতের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও মলমূত্রাশয় সন্ধিস্থান প্রভৃতির ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে গেল, সকলে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হ'ল, বেদাধ্যয়ন হোম প্রভৃতি ধর্মকার্য লুপ্ত হ'ল। তখন দেবাসুর গন্ধর্ব মনুষ্যাদি প্রজা উদরীরোগগ্রস্তের ন্যায় স্ফীতোদর হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্রহ্মা বায়ুর কাছে গেলেন।

প্রভাময় কাঞ্চনবর্ণ শিশুটিকে বায়ুর ক্রোড়ে দেখে ব্রহ্মার করুণা হ'ল। তাঁর করস্পর্শে হনুমান জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত হলেন। বায়ু পূর্ববৎ বিচরণ করতে লাগলেন, সর্বলোক প্রফুল্ল হ'ল। ব্রহ্মা দেবগণকে বললেন, এই শিশু তোমাদের মহৎ কর্ম সাধন করবে, তোমরা একে বর দিয়ে বায়ুকে সন্তুষ্ট কর। তখন ইন্দ্র বললেন, আমার বজ্রে এর হনু ভেঙেছে সেজন্য এর নাম হনুমান হবে। আমার বজ্রে আর এর মৃত্যুভয় হবে না। সূর্য বললেন, আমার তেজের শতভাগের এক ভাগ একে দিলাম। যথাকালে একে আমি শাস্ত্রজ্ঞান দেব, তার প্রভাবে এ বাগ্মী হবে। বরুণ যম কুবের প্রভৃতিও হনুমানকে নানারূপে বর দিলেন। ব্রহ্মা বললেন, বায়ু, তোমার এই পুত্র অমিত্রগণের ভয়প্রদ, মিত্রগণের অভয়প্রদ, অজেয়, কামরূপী, কামচারী, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হবে।

বরলাভে বলশালী হয়ে হনুমান ঋষিদের আশ্রমে উপদ্রব করতে লাগলেন। অধিক ক্রুদ্ধ না হয়ে ঋষিরা অভিশাপ দিলেন, তোমার যে বল আছে তা তুমি দীর্ঘকাল জানতে পারবে না, যখন কেউ তোমার কীর্তি স্মরণ করিয়ে দেবে তখন তোমার বল বৃদ্ধি পাবে। তার পর থেকে হনুমান শান্তভাবে আশ্রমে বিচরণ করতে লাগলেন।

বালীর সঙ্গে যখন সুগ্রীবের শত্রুতা হয় তখন হনুমান নিজের বল বুঝতেন না। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি মাধুর্য চতুরতা প্রভৃতি গুণে হনুমান অদ্বিতীয়। ইনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী।

১০। বালী-সুগ্রীবের উৎপত্তি — রাবণের দুষ্কল্পনা

[প্রক্ষিপ্ত ৫ সর্গ]

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, বালী-সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা, কিন্তু এঁদের জননী কে? বালী-সুগ্রীব নাম কেন হ'ল? অগস্ত্য বললেন, দেবর্ষি নারদের কাছে আমি যেমন শুনেছি তা তোমাকে বলছি। সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত দিব্য সভা আছে। যেখানে যোগনিরত থাকার কালে তাঁর চক্ষু হ'তে যে অশ্রুবিন্দু পড়ে তা থেকে এক বানরের জন্ম হয়, তিনিই ঋক্ষরজা। এই বানর ব্রহ্মার আদেশে ফলমূলাশী হয়ে সুমেরু পর্বতে বাস করতে লাগলেন। একদা তিনি সুমেরুর উত্তর শিখরে এক নির্মল সরোবরের তীরে ব'সে দেহ সঞ্চালন করছিলেন এমন সময় জলমধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। ঋক্ষরজা ভাবলেন, নিশ্চয় এ আমার শত্রু, আমাকে অপমান করছে। এই ভেবে তিনি লম্ফ দিয়ে জলে পড়লেন এবং আবার উঠলেন। অবগাহনের ফলে তিনি পরমা সুন্দরী স্ত্রীর রূপ পেলেন।

সেই বরাঙ্গনা দশ দিক উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই উত্তেজিত হলেন। ঋক্ষরজার কেশে পতিত ইন্দ্রের বীর্য থেকে উৎপন্ন সন্তানের নাম হ'ল বালী। গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্যজাত সন্তানের নাম হ'ল সুগ্রীব। বালীকে অক্ষয় কাঞ্চনমালা দিয়ে ইন্দ্র সুরলোকে প্রস্থান করলেন। সুগ্রীবের সকল কর্মে পবনাত্মজ হনুমান সহায় হবেন এই স্থির ক'রে সূর্যও চলে গেলেন।

পরদিন ঋক্ষরজা পুনর্বার বানরের রূপ পেয়ে দুই পুত্র সহ ব্রহ্মার কাছে এলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দেখে তুষ্ট হয়ে এক দেবদূতকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি এদের কিষ্কিন্ধ্যায় নিয়ে যাও, সেখানে বিশ্বকর্মা আমার আদেশে এক পুরী নির্মাণ করেছেন। কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর ও যূথপতিদের ডেকে তুমি ঋক্ষরজাকে রাজপদে অভিষিক্ত কর। এইরূপে

ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋক্ষরজা পৃথিবীর সমস্ত বানরের অধিপতি হলেন। ইনিই বালী-সুগ্রীবের পিতা ও জননী।

রাম বললেন, মুনিপুংগব, আপনার প্রসাদে এই বিস্ময়কর পুণ্যকথা শুনে আমার বৃহৎ কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ল। অগস্ত্য বললেন, রাম, আমি আর একটি দিব্যকথা বলছি শোন — রাবণ যে উদ্দেশ্যে সীতাকে হরণ করেছিলেন। পুরাকালে সত্যযুগে প্রজাপতিতনয় সনৎকুমারকে রাবণ প্রশ্ন করেছিলেন, তপোধন, দেবগণের মধ্যে সর্বাধিক বলবান কে? কাকে আশ্রয় ক'রে তাঁরা শত্রুজয় ক'রে থাকেন? দ্বিজগণ কার জন্য যজ্ঞ করেন? যোগিগণ কাকে ধ্যান করেন? সনৎকুমার উত্তর দিলেন, তিনি হরিনারায়ণ, সর্বজগতের কর্তা, আমরা তাঁর উৎপত্তি জানি না। সুরাসুর তাঁর কাছে সর্বদা অবনত হয়ে থাকে, তিনি দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি দেবশত্রুগণকে সংগ্রামে পরাজিত করেন। রাবণ পুনর্বার প্রশ্ন করলেন, যেসকল দৈত্য দানব রাক্ষস হরির হস্তে নিহত হয় তারা কোন্ গতি পায়? সনৎকুমার বললেন, দেবতাদের হস্তে যারা মরে তারা স্বর্গে যায়, তার পর পুণ্য ক্ষয় হ'লে আবার ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। চক্রধর জনার্দন যাদের বধ করেন তারা তাঁরই নিলয়ে আশ্রয় পায়। তাঁর ক্রোধও বরের তুল্য।

রাবণ বিস্মিত ও হৃষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন, আমি কোন্ উপায়ে মহাসমরে হরিকে লাভ করব। সনৎকুমার বললেন, মহাবাহু, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। হরি ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু-বংশে রামরূপে জন্মগ্রহণ করবেন, দেবী লক্ষ্মী জনকদুহিতা সীতারূপে তাঁর পত্নী হবেন। তখন রাবণ ভাবতে লাগলেন, কোন্ উপায়ে হরির সংগে আমার বিরোধ হবে। রাম, হরির সংগে বিরোধ করবার জন্যই রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন। আমি দেবর্ষি নারদের কাছে যে পাপনাশক ইতিহাস শুনেছিলাম তা আরও বলছি।

একদা রাবণ পর্যটন করতে করতে দেখলেন, দেবর্ষি নারদ মেঘবাহনে ব্রহ্মলোক থেকে আসছেন। রাবণ তাঁকে বললেন, আপনি সর্বলোকই

দেখেছেন, বলুন কোন্ লোকের অধিবাসীরা অত্যন্ত বলবান, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। নারদ বললেন, ক্ষীরোদ সাগরের শ্বেতদ্বীপ-বাসী মানবরা মহাকায় মহাবল, তাদের কান্তি চন্দ্রতুল্য, কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায়, বাহু অর্গলাকার। এইসকল মানব অনন্যপরায়ণ হয়ে নারায়ণের আরাধনা করে। সেই চক্রধর শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুর হস্তে যারা যুদ্ধে নিহত হয় তারা স্বর্গলোকে বাস করে। যজ্ঞ তপস্যা দানাদির দ্বারা সেই লোক লাভ হয় না। রাবণ ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, আমি শ্বেতদ্বীপে গিয়ে যুদ্ধ করব। এই ব'লে তিনি যাত্রা করলেন। নারদও কৌতূহলান্বিত হয়ে সত্বর সেখানে গেলেন। এই বিপ্র কৌতুক করতে এবং যুদ্ধ বাধাতে ভালবাসেন।

সেই দ্বীপের তেজে রাবণের পুষ্পক যান বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় অস্থির হয়ে উঠল। তাঁর সচিবগণ ভীত হয়ে বললেন, আমরা এখানে থাকতে পারছি না, যুদ্ধ তো দূরের কথা। এই ব'লে তাঁরা পলায়ন করলেন। রাবণ রথ থেকে নেমে একাকী শ্বেতদ্বীপে গেলেন। সেখানে অনেক নারী ছিল, তাদের মধ্যে একজন সহাস্যে রাবণের হাত ধ'রে প্রশ্ন করলে, তুমি কে, কার পুত্র, কেন এসেছ? রাবণ সরোষে উত্তর দিলেন, আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ, যুদ্ধ করতে এসেছি, কিন্তু কাকেও তো দেখছি না। যুবতীরা মধুর কণ্ঠে হেসে উঠল, তাদের একজন রাবণকে শিশুর ন্যায় তুলে ধ'রে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, সখী, দেখ একটা কীট ধরেছি, এর দশটা মুখ, কুড়িটা হাত, কজ্জলের ন্যায় বর্ণ। রাবণ এইরূপে হাতে হাতে ঘুরতে লাগলেন। তিনি একজনকে দংশন করলে সে তাঁকে ফেলে দিলে। আর একজন তাঁকে নিয়ে আকাশে উঠল, রাবণ তাকে নখাঘাতে বিদীর্ণ করলেন এবং হস্তচ্যুত হয়ে সমুদ্রে প'ড়ে গেলেন। তাঁর ধর্ষণ দেখে নারদ উচ্চহাস্য ক'রে নাচতে লাগলেন।

কথা শেষ ক'রে অগস্ত্য বললেন, নিজের মরণ কামনা ক'রেই রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন। রাম, তুমিই শঙ্খচক্রগদাধর ভক্তগণের অভয়-প্রদ নারায়ণ, রাবণবধের নিমিত্ত মানুষের রূপ ধারণ করেছ। তোমার

জন্যই লক্ষ্মী বসুধাতল থেকে সীতারূপে উঠেছেন, লঙ্কায় আনীত হয়ে তিনি মাতার ন্যায় সযত্নে রক্ষিত হয়েছিলেন।

১৪। জনক সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির প্রস্থান

[সর্গ ৩৮—৪০]

রাম প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণের সকল কার্য নির্বাহ ক'রে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে বিদেহরাজ জনক, কেকয়যুবরাজ যুধাজিৎ. রামের বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দন ও অন্যান্য রাজগণ নিজ নিজ রাজ্যে যাত্রা করলেন। রাম তাঁদের প্রত্যেককে সসম্মানে বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিলেন। জনক বললেন, এইসকল রত্ন আমার কন্যাগণকে দিও। যুধাজিৎ তাঁর উপহার রামকেই সাদরে প্রত্যর্পণ করলেন।

ভরতের আজ্ঞায় রাজারা বহু অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে এনেছিলেন। প্রস্থানকালে তাঁরা সগর্বে বললেন, আমরা রাবণকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখলাম না, যুদ্ধের শেষে ভরত আমাদের অনর্থক আনিয়েছেন। যদি পূর্বে আমাদের ডাকা হ'ত তবে সমুদ্রপারে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হয়ে আমরা সুখে যুদ্ধ করতাম। এই রাজারা রামের প্রীতি-কামনায় অশ্ব যান হস্তী চন্দন আভরণ মণিমুক্তাপ্রবাল রূপবতী দাসী ছাগ মেষ প্রভৃতি উপহার দিলেন। রাম সে সমস্তই সুগ্রীব বিভীষণ এবং যুদ্ধসহায়ক বানর-রাক্ষসগণের মধ্যে বিতরণ করলেন। তার পর অঙ্গদ ও হনুমানকে ক্রোড়ে নিয়ে রাম বললেন, সুগ্রীব, অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং পবনাত্মজ হনুমান তোমার মন্ত্রী। এঁরা তোমাকে সুমন্ত্রণা দিয়েছেন, আমারও হিতসাধন করেছেন, অতএব এঁরা সর্বপ্রকারে সমাদরের যোগ্য। এই ব'লে রাম নিজের অঙ্গ থেকে সমস্ত আভরণ খুলে নিয়ে অঙ্গদ ও হনুমানকে পরিয়ে দিলেন। তার পর তিনি নল নীল সুষেণ জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে মহার্ঘ ভূষণ ও হীরকাদি উপহার দিয়ে মধুর হাস্যে বললেন, তোমরা আমার পরম সুহৃদ, আমার

শরীরতুল্য, আমার ভ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। ধন্য রাজা সুগ্রীব যিনি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ লাভ করেছেন।

বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ মধুপান ও মাংস ফল মূলাদি ভক্ষণ ক'রে পরম সুখে কয়েক মাস অযোধ্যায় বাস করলে। তার পর রামের অনুমতিক্রমে সুগ্রীব ও বিভীষণ নিজ নিজ অনুচরদের সঙ্গে স্বরাজ্যে যাত্রা করলেন। গমনকালে তাঁরা বললেন, রাম, তোমার বুদ্ধি বীর্য ও মাধুর্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় পরমাশ্চর্য। হনুমান প্রণাম ক'রে বললেন, মহারাজ, তোমার প্রতি আমার যেন নিত্য স্নেহ ও অবিচলিত ভক্তি থাকে। পৃথিবীতে যত কাল রামকথা প্রচলিত থাকবে তত কাল যেন আমি প্রাণধারণ করি। তোমার দিব্য চরিতকথা যেন অপ্সরারা আমাকে নিত্য শোনায়। সেই চরিতামৃত শুনে আমার সকল উৎকণ্ঠা দূর হবে।

হনুমানকে আলিঙ্গন ক'রে রাম বললেন, কপিশ্রেষ্ঠ, তোমার বাসনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। যত দিন জগতে আমার কথা প্রচলিত থাকবে তত দিন তোমারও কীর্তি ও শরীর স্থায়ী হবে।—

> একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
> শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥
> মদঙ্গে জীর্ণতাং জাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
> নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্॥ (৪০।২৩-২৪)

— হনুমান, তুমি যে উপকার করেছ তার প্রত্যেকটির জন্য যদি আমি প্রাণ দিই তথাপি পরিশেষে আমরা তোমার কাছে ঋণী থাকব। আপৎকালেই লোকের প্রত্যুপকারের প্রয়োজন হয়, তুমি যে উপকার করেছ তা আমার অঙ্গেই জীর্ণ হয়ে যাক(১)।

এই ব'লে রাম নিজের কণ্ঠ থেকে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাময় বৈদূর্যমণি-শোভিত হার খুলে নিয়ে হনুমানের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। বানরবীরগণ একে একে রামকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে নিজ নিজ দেশে যাত্রা করলেন।

---

(১) অর্থাৎ তুমি নিরাপদে থাক, প্রত্যুপকার নেবার প্রয়োজন যেন তোমার না হয়।

১৫। পুষ্পক রথ—সীতার গর্ভলক্ষণ

[সর্গ ৪১—৪২]

বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণকে বিদায় দিয়ে রাম ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। একদিন অপরাহ্ণে তিনি শুনতে পেলেন, অন্তরীক্ষ থেকে মধুর স্বরে কে বলছে, প্রভু, প্রসন্নবদনে চেয়ে দেখ, আমি পুষ্পক রথ। তোমার আজ্ঞায় কুবেরের কাছে ফিরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে বহন করবার নিমিত্ত তিনি আবার আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি অসংকোচে আমাকে গ্রহণ কর। রাম বললেন, বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক, কুবের যখন অনুকূল হয়েছেন তখন তোমাকে নিলে দোষ হবে না। এই ব'লে তিনি লাজ পুষ্প ধূপ প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা ক'রে পুষ্পককে আজ্ঞা দিলেন, তুমি এখন যাও, যখন স্মরণ করব তখন এস।

অনন্তর রাম অশোকবনে (১) গেলেন। এই বনে চন্দন অগুরু আম্র দেবদারু চম্পক পুন্নাগ মধূক পনস পারিজাত লোধ্র কদম্ব অর্জুন সপ্তপর্ণ কদলী বকুল জম্বু দাড়িম্ব কোবিদার প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ আছে। নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল, ভ্রমরের গুঞ্জন ও বিহঙ্গের কলধ্বনিতে সেই স্থান অতি রমণীয়। মণিময় সোপান সমন্বিত দীর্ঘিকা, নীলকান্ত মণি তুল্য তৃণময় ভূমি এবং কুসুমাস্তীর্ণ শিলাতল প্রভৃতিতে সেই বন সুশোভিত।—

> অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।
> আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে॥
> কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
> সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি॥
> পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
> মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ॥
> রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্॥ (৪২।১৭-২০)

---

(১) সম্ভবত অশোকবনের অর্থ অশোক তরুর বন নয়। উল্লিখিত বৃক্ষের মধ্যে অশোকের নাম নেই। প্রমোদবন শোকবিরহিত সেজনাই বোধ হয় 'অশোকবন' নাম দেওয়া হত।

— সেই সমৃদ্ধ অশোকবনে প্রবেশ ক'রে রাম পুষ্পাকীর্ণ কুশাস্তরণ-সমন্বিত সুন্দর আসনে উপবিষ্ট হলেন এবং পুরন্দর যেমন শচীর পরিচর্যা করেন সেইরূপ সীতার হাত ধ'রে তাঁকে পবিত্র মৈরেয় মদ্য পান করালেন। রামের ভোজনের জন্য কিম্নরগণ সত্বর বিবিধ সুসংস্কৃত মাংস ও ফল নিয়ে এল।

সেই সময়ে কিন্নরী অপ্সরা এবং রূপবতী নারীগণ পানোন্মত্তা হয়ে নৃত্যগীতে রামের মনোরঞ্জন করতে লাগল। বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সঙ্গে সেইরূপ রাম সীতার সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে অতিশয় শোভান্বিত হলেন।

এইরূপে শীতকাল অতীত হ'ল। রাম পূর্বাহ্নে ধর্মকার্য ক'রে দিবসের শেষ ভাগ অন্তঃপুরে যাপন করতেন। সীতাও প্রাতঃকালে দেবসেবাদি ক'রে অপক্ষপাতে শ্বশ্রূগণের সেবা করতেন, তার পর বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত হয়ে রামের কাছে যেতেন। কিছুকাল পরে রাম সীতাকে বললেন, বৈদেহী, তোমার অপত্যলাভ হবে তার লক্ষণ দেখছি, এখন তুমি কি ইচ্ছা কর বল। সীতা স্মিতমুখে বললেন, রাঘব, আমি পুণ্য তপোবন সকল দেখতে ইচ্ছা করি। গঙ্গাতীরে যে উগ্রতেজা ফলমূলাশী ঋষিগণ থাকেন তাঁদের তপোবনে অন্তত এক রাত্রি বাস করতে চাই। রাম উত্তর দিলেন, বৈদেহী, নিশ্চিন্ত হও, কালই তুমি সেখানে যাবে। এই ব'লে তিনি সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যকক্ষায় গেলেন।

১৬। অযোধ্যার জনরব

[সর্গ ৪৩—৪৫]

রাম মধ্যকক্ষায় উপবিষ্ট হ'লে বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ হাস্যকারগণ নানাপ্রকার কথা ব'লে তাঁর মনোরঞ্জন করতে লাগল। প্রসঙ্গক্রমে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি কথা বলে? সীতা, আমার ভ্রাতৃগণ বা মাতা কৈকেয়ীকে

উদ্দেশ ক'রে কোনও জল্পনা হয় কি? ভদ্র উত্তর দিলেন, মহারাজ, পুরবাসিগণ আপনার সম্বন্ধে ভাল কথাই বলে, তারা রাবণবিজয়ের অনেক আলোচনা করে। রাম বললেন, লোকে শুভাশুভ যা বলে সবই তুমি নির্ভয়ে জানাও।

ভদ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহারাজ, পুরবাসিগণ চত্বরে হট্টে পথে এবং বনে-উপবনে শুভাশুভ যে জল্পনা করে তা বলছি শুনুন। তারা বলে, রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন—যা দেবদানবেরও অসাধ্য। তিনি বানর-ভল্লুকগণকে বশে এনেছেন, দুর্ধর্ষ রাবণকে সসৈন্যে বধ ক'রে সীতার উদ্ধার করেছেন, এবং বিদ্বেষ পশ্চাতে রেখে তাঁকে পুনর্বার স্বগৃহে এনেছেন।—

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥
লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে॥
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্বেষু রাজজনপদেষু চ॥ (৪৩।১৭-২০)

— সীতার সম্ভোগজনিত সুখ রামের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল! পূর্বে রাবণ যাঁকে সবলে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে অশোকবনে রেখেছিল, যিনি রাক্ষসের বশে ছিলেন, সেই সীতাকে রাম কেন ঘৃণা করেন না? যদি আমাদের পত্নীদের এই দশা হয় তবে আমাদেরও সয়ে থাকতে হবে, কারণ রাজা যা করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে। মহারাজ, পুরবাসীরা নগরে ও জনপদে সর্বত্র এইপ্রকার বহুবিধ কথা বলে।

ভদ্রের কথা শুনে রাম অত্যন্ত কাতর হয়ে সুহৃদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কথা কি সত্য? সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, সমস্তই সত্য, এতে সংশয় নেই। তখন রাম তাঁদের বিদায় দিয়ে লক্ষ্মণ

ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডেকে আনালেন। তাঁরা সত্বর এসে দেখলেন রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সন্ধ্যাগত সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ। ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন ক'রে রাম সজলনয়নে বললেন, তোমরা আমার সর্বস্ব, আমার জীবন, তোমাদের রাজ্যই আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, আমি যা বলছি শোন।

লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবলেন, জানি না মহারাজ কি গুরুতর কথা বলবেন। সীতা সংক্রান্ত জনরবের কথা জানিয়ে রাম বললেন, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতাও জনকের বৃহৎ কুলে জন্মেছেন। রাবণবধের পর আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল সীতাকে পুনর্বার গৃহে নেওয়া উচিত কিনা। তিনি আমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করেছিলেন। তার পর দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে অগ্নিদেব বললেন যে সীতা অপাপা। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে সীতার চরিত্র শুদ্ধ। কিন্তু এখন এই ঘোর অপবাদ শুনে আমি শোকাভিভূত হয়েছি। যত কাল কোনও লোকের অকীর্তি রটিত হয় তত কাল তার নরকবাস ঘটে। সর্বত্র অকীর্তির নিন্দা এবং কীর্তির পূজা, মহাপুরুষগণ কীর্তির জন্যই চেষ্টা করেন। সীতার কথা দূরে থাক, অপবাদের ভয়ে আমি নিজের জীবন এবং তোমাদের সকলকেও ত্যাগ করতে পারি। আমি শোকসাগরে পতিত হয়েছি, এর চেয়ে অধিকতর দুঃখ হতে পারে না। লক্ষ্মণ, তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রের রথে সীতাকে অন্য দেশে বিসর্জন দিয়ে এস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রম আছে, সেখানে কোনও নির্জন স্থানে সীতাকে শীঘ্র রেখে এস। তুমি প্রতিবাদ ক'রো না, এ বিষয়ে বিচার করবার কিছু নেই, আমার আজ্ঞা পালন কর। যদি বাধা দাও তবে আমি অত্যন্ত অপ্রীত হব। তোমরা আমার পাদস্পর্শ কর, আমি শপথ ক'রে বলছি—যারা আমাকে নিবৃত্ত করবার জন্য অনুনয় করবে তারা আমার শত্রু। সীতা পূর্বেই আমাকে বলেছেন তিনি গঙ্গাতীরের আশ্রম দেখতে চান, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।

১৭। সীতাবিসর্জন

[সর্গ ৪৬—৫২]

রজনী প্রভাত হলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে বিষণ্নমনে সুমন্ত্রকে বললেন, তুমি উত্তম আস্তরণ সহ রথ প্রস্তুত ক'রে আন। রাজার আদেশ, সীতাকে পুণ্যকর্মা ঋষিগণের আশ্রমে নিয়ে যেতে হবে। রথ প্রস্তুত হ'লে সীতা মহার্ঘ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন নিয়ে এসে সহর্ষে বললেন, আমি মুনিপত্নীদের এইসব উপহার দেব। সীতা আরোহণ করলে রথ সবেগে চলতে লাগল। যেতে যেতে সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, আমি নানা-প্রকার অশুভ লক্ষণ দেখছি, আমার চক্ষু স্পন্দিত ও গাত্র কম্পিত হচ্ছে, পৃথিবী শূন্য দেখছি। সকলে কুশলে আছেন তো? এই ব'লে তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবতার নিকট স্বজনের মঙ্গল প্রার্থনা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ শুষ্কহৃদয়ে কৃত্রিম প্রফুল্লতা দেখিয়ে সীতাকে আশ্বাস দিলেন।

তাঁরা গোমতী নদীর তীরবর্তী এক আশ্রমে রাত্রিবাস করলেন। পর-দিন প্রভাতে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বললেন, শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর, আজ আমি ত্র্যম্বকের ন্যায় ভাগীরথীর জল মস্তকে ধারণ করব। অর্ধ দিবস অতিক্রান্ত হ'লে রথ ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হ'ল, তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সীতা বললেন, আমি চিরাভিলষিত স্থানে এসে পৌঁছেছি, তুমি বিষাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? রামকে দুই রাত্রি না দেখেই কি শোকাকুল হয়েছ? তুমি আমাকে গঙ্গার পরপারে তপস্বীদের আশ্রমে নিয়ে চল, আমি তাঁদের এই বস্ত্র ও আভরণ উপহার দেব, তার পর এক রাত্রি বাসের পর তাঁদের প্রণাম ক'রে রাজপুরীতে ফিরে যাব। রামকে দেখবার জন্য আমারও মন ব্যস্ত হয়েছে।

নিষাদগণ সুবিস্তীর্ণ সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে এল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে অপেক্ষা করবার আদেশ দিয়ে সীতার সঙ্গে নৌকায় উঠলেন। পরপারে এসে তিনি বাষ্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে সীতাকে বললেন, আমার হৃদয়ে মহাশল্য বিদ্ধ হয়েছে, আর্য রাম আমাকে যে কর্মে নিযুক্ত করেছেন তার জন্য আমি লোকনিন্দা ভোগ করব। আজ মৃত্যুই আমার

পক্ষে শ্রেয়। দেবী, প্রসন্ন হ'ন, আমার অপরাধ নেবেন না। লক্ষ্মণ এই ব'লে ভূপতিত হলেন।

সীতা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন, লক্ষ্মণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি স্পষ্ট ক'রে বল। মহারাজ তোমাকে কি কোনও কঠোর কার্যের ভার দিয়েছেন যার জন্য তুমি সন্তাপিত হচ্ছ? আমি আজ্ঞা করছি প্রকাশ ক'রে বল।

নতমুখে অশ্রুপাত করতে করতে লক্ষ্মণ বললেন, দেবী, রাম সভা-মধ্যে শুনেছেন যে নগরে ও জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদ রটিত হয়েছে। এই কথা শুনে তিনি আমাকে কর্তব্য নির্দেশ ক'রে সন্তপ্ত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। যে অপবাদের কথা তিনি ক্রোধবশে হৃদয়ে গুপ্ত রেখেছেন তা আপনার কাছে কথনীয় নয়। আপনি আমাদের সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন, তথাপি পৌরজনের অপবাদের ভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন — অন্য কারণে নয়। আমি আশ্রমের প্রান্তদেশে আপনাকে রেখে যাব। মহাযশা বাল্মীকি মুনি পিতা দশরথের পরম সখা, সেই মহাত্মার পদচ্ছায়ায় বাস ক'রে আপনি রামকে হৃদয়ে রেখে পাতিব্রত্য অবলম্বন ক'রে উপবাসাদি পালন করুন, তাতে আপনার শ্রেয়োলাভ হবে।

লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শুনে সীতা শোকাভিভূত হয়ে ভূপতিত হলেন। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে বললেন, লক্ষ্মণ, বিধাতা দুঃখ-ভোগের জন্যই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। পূর্বজন্মে আমি কি পাপ করেছিলাম, কাকে পত্নী থেকে বিযুক্ত করেছিলাম যার জন্য আমি শুদ্ধচারিণী সতী হ'লেও রাজা আমাকে ত্যাগ করলেন? পূর্বে বনবাসকালে আমি রামের সঙ্গে ছিলাম, এখন একাকিনী কি ক'রে এই আশ্রমে থাকব? মুনিরা যখন প্রশ্ন করবেন — কোন্ অসৎ কর্মের জন্য রাঘব তোমাকে ত্যাগ করেছেন, তখন কি উত্তর দেব? আমার গর্ভে রাজবংশের সন্তান আছে, নতুবা আজই জাহ্নবীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিতাম। সৌমিত্রি, তুমি রাজার আজ্ঞা পালন কর, এই দুঃখভাগিনীকে ত্যাগ ক'রে যাও। তুমি শ্বশ্রূগণকে আমার হয়ে প্রণাম ক'রো। সেই

ধর্মনিষ্ঠ নৃপতির চরণবন্দনা ক'রে আমার এই কথা জানিও — আমি শুদ্ধচারিত্রা, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও হিতকারিণী তা তুমি জান। তুমি অপবাদভীরু তাই আমাকে ত্যাগ করেছ। তুমি আমার পরম গতি, তোমার অপবাদ যাতে না হয় তা আমার অবশ্য করণীয়। পুরবাসীদের তুমি ভ্রাতৃবৎ সস্নেহে দেখো। আমার শরীর ধ্বংস হ'লেও দুঃখ নেই, কিন্তু পৌরজনের নিকটে তোমার যে অপবাদ হয়েছে তা যেন দূর হয়। লক্ষ্মণ, তুমি রামকে এই সব কথা ব'লো। তুমি দেখে যাও আমার ঋতুকাল অতিক্রান্ত হয়েছে (১)।

সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে লক্ষ্মণ বললেন, দেবী, আপনি কি বলছেন? আপনার রূপ আমি কখনও দেখি নি, কেবল পদযুগলই দেখেছি। রাম এখানে নেই, কি ক'রে আপনাকে দেখব? লক্ষ্মণ নৌকায় উঠে গংগা পার হলেন এবং মোহগ্রস্তের ন্যায় রথে উঠে দেখলেন পরপারে সীতা অনাথার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছেন।

সীতাকে দেখে মুনিকুমারগণ সত্বর মহর্ষি বাল্মীকির কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, ভগবান, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এক অদৃষ্টপূর্বা নারী কাতর হয়ে রোদন করছেন, বোধ হয় তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী। আপনি তাঁকে দেখবেন চলুন। বাল্মীকি সীতার কাছে গিয়ে মধুর বচনে বললেন, তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়া মহিষী, জনকের কন্যা। পতিব্রতা, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি কেন এখানে এসেছ তা আমি তপোবলে অবগত আছি। সীতা, আমি জানি তুমি অপাপা। তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা থাকেন, তাঁরা তোমাকে কন্যার ন্যায় পালন করবেন। তুমি স্বগৃহের ন্যায় আমার আশ্রমে থাক। সীতা প্রণাম ক'রে বললেন, আপনার আশ্রয়েই থাকব।

বাল্মীকি সীতাকে সংগে নিয়ে তাপসীদের কাছে গেলেন এবং পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনি শুদ্ধচারিত্রা, রাম এঁকে ত্যাগ করেছেন, এখন

---

(১) অর্থাৎ আমার গর্ভলক্ষণ দেখে যাও; ভবিষ্যৎ অপবাদের আশঙ্কায় সীতা লক্ষ্মণকে সাক্ষী মানছেন।

ইনি আমারই পালনীয়া। তোমরা পরম স্নেহে এ'কে দেখো, ইনি তোমাদের পূজনীয়া।

সীতা আশ্রমে প্রবেশ করলেন দেখে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বললেন, সারথি, দেখ সীতার বিরহে রামের কি দুঃখের দশা উপস্থিত হ'ল। শুদ্ধচারিণী পত্নীকে তিনি ত্যাগ করেছেন, এর চেয়ে দুঃখকর আর কি হ'তে পারে? আমার মনে হয় রাম-সীতার এই বিচ্ছেদ দৈবকৃত, দৈবকে অতিক্রম করা অসাধ্য। অন্যায়বাদী পৌরজনের কথা শুনে রাম এই যে যশোনাশক কর্ম করলেন এতে তাঁর কোন্ ধর্ম সাধিত হবে?

সুমন্ত্র বললেন, সৌমিত্রি, তুমি সীতার জন্য দুঃখ ক'রো না। তাঁর নির্বাসন হবে এ কথা পূর্বেই বিপ্রগণ তোমার পিতাকে জানিয়েছিলেন। রাম কঠোর দুঃখ ভোগ করবেন, সীতাকে তোমাকে এবং ভরত-শত্রুঘ্নকেও তিনি ত্যাগ করবেন—দুর্বাসা এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। এই গোপনীয় বিষয় তুমি ভরত-শত্রুঘ্নকে জানিও না, তোমার আগ্রহ আছে সেজন্যই তোমাকে বলছি।—অত্রিপুত্র মহামুনি দুর্বাসা বার্ষিক্য ব্রত পালনের জন্য বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করছিলেন, সেই সময়ে রাজা দশরথ সেখানে যান। তিনি দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমার বংশের গতি কিরূপ হবে তা বলুন। দুর্বাসা বললেন, মহারাজ, আমি এক পুরাবৃত্ত বলছি শোন। দেবগণ কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে দৈত্যরা ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর নিকট অভয় লাভ করে। বিষ্ণু তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রদ্বারা ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করলেন। পত্নীকে নিহত দেখে ভৃগু অভিশাপ দিলেন, জনার্দন, আমার স্ত্রী অবধ্যা, তথাপি তুমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁকে বধ করেছ। এর ফলে তোমার মানবজন্ম হবে এবং তুমি বহুবর্ষব্যাপী পত্নীবিয়োগ ভোগ করবে। শাপ দেওয়ার পর ভৃগু অনুতপ্ত হয়ে আরাধনা করলে বিষ্ণু প্রসন্ন হলেন এবং লোকহিতার্থে শাপ স্বীকার ক'রে নিলেন। মহারাজ দশরথ, বিষ্ণুই শাপের ফলে তোমার পুত্র রামরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন এবং বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে ব্রহ্মলোকে যাবেন। সীতার গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হবে।

সুমন্ত্র এই ইতিহাস শেষ ক'রে বললেন, লক্ষ্মণ, দুর্বাসার কথা অনুসারে রাম সীতার গর্ভজাত দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করবেন, কিন্তু অযোধ্যারাজ্যে নয়। তুমি সীতা ও রামের জন্য সন্তপ্ত হয়ো না।

কেশিনী নদীর তীরে রাত্রিযাপন ক'রে পরদিন লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন, রাম উত্তম আসনে অশ্রুপূর্ণনয়নে ব'সে আছেন। লক্ষ্মণ বললেন, আর্য, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। আপনি শোক করবেন না, কালের গতিই এইপ্রকার।—

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং তু জীবিতম্॥ (৫২।১১)

— সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

তার পর লক্ষ্মণ বললেন, আপনি যদি মৈথিলীর জন্য শোকবিহ্বল হন তবে যে অপবাদের ভয়ে তাঁকে ত্যাগ করেছেন সেই অপবাদই (১) আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হবে।

১৮। নৃগ—নিমি—উর্বশী—পুরূরবা—বশিষ্ঠ—যযাতি

[সর্গ ৫৩—৫৯]

রাম বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি বুদ্ধিমান, এই দুঃসময়ে তোমার ন্যায় বন্ধু দুর্লভ। আমি চার দিন রাজকার্য করি নি সেজন্য অনুতপ্ত আছি। তুমি এখন প্রজা পুরোহিত মন্ত্রিগণ ও কার্যার্থী সকল লোককে ডাক। যে রাজা দৈনিক পৌরকার্য করেন না তিনি সংবৃত নরকে পতিত হন। পুরাকালে নৃগ নামে এক মহাযশা রাজা ছিলেন, তিনি পুষ্কর তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে সবৎসা স্বর্ণভূষিতা এক কোটি ধেনু দান করেন। সেই সকল ধেনুর মধ্যে এক উঞ্ছজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা

(১) রাম কলঙ্কিনী স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্ত এই অপবাদ।

ধেনুও ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর ধেনুর সন্ধানে নানা স্থানে পর্যটন ক'রে অবশেষে কনখল প্রদেশে অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে ধেনুটিকে দেখতে পান, তখন তার বৎস শীর্ণ হয়ে গেছে। ধেনুর স্বামিত্ব নিয়ে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমুল বিবাদ হ'ল, অবশেষে তাঁরা বিচারের জন্য রাজা নৃগের কাছে গেলেন, কিন্তু বহুদিন রাজদ্বারে অপেক্ষা ক'রেও রাজার দর্শন পেলেন না। অবশেষে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, তুমি বিচারার্থীদের দর্শন দিলে না, সেজন্য কৃকলাস রূপে সকলের অদৃশ্য হয়ে বহু সহস্র বৎসর গর্তমধ্যে বাস করবে। বাসুদেব বিষ্ণু যখন মনুষ্যমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করবেন তখন তুমি শাপমুক্ত হবে। তার পর সেই দুই ব্রাহ্মণ তৃতীয় এক ব্রাহ্মণকে তাঁদের ধেনু দান করলেন।

লক্ষ্মণ প্রশ্ন করলেন, সেই দুই ব্রাহ্মণ অল্প অপরাধের জন্য এমন গুরু শাপ দিলেন কেন? শাপ শুনে রাজা নৃগ কি বললেন? রাম উত্তর দিলেন, শাপগ্রস্ত নৃগ তাঁর মন্ত্রী প্রভৃতিকে ডেকে বললেন, নারদ ও পর্বত নামে দুই ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ দিয়ে ব্রহ্মলোকে চ'লে গেছেন। তোমরা আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং আমার বাসের জন্য শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উপযুক্ত তিনটি সুখস্পর্শ গর্ত করিয়ে দাও। তার পর তিনি পুত্রকে রাজ্য দিয়ে গর্তে প্রবেশ ক'রে অভিশাপ ভোগ করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণের অনুরোধে রাম আর একটি আশ্চর্য কথা বললেন।— ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে যিনি দ্বাদশ তাঁর নাম নিমি, তিনি মহর্ষি গৌতমের আশ্রমের নিকট বৈজয়ন্ত নামে এক নগর স্থাপন করেন। সেখানে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন ক'রে রাজর্ষি নিমি তাঁর পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করলেন এবং প্রথমে বশিষ্ঠকে পরে অত্রি অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যাজকত্বে বরণ করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, আমি পূর্বেই ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হয়েছি, তার শেষ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর। নিমি অপেক্ষা করলেন না, গৌতমকে যজ্ঞের ভার দিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হ'লে বশিষ্ঠ নিমির কাছে এসে দেখলেন যে গৌতম হোম করছেন। বশিষ্ঠ

ক্রুদ্ধ হয়ে নিমির দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাজর্ষি নিমি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। বশিষ্ঠ অভিশাপ দিলেন, রাজা, তুমি আমাকে অবজ্ঞা ক'রে অন্যকে বরণ করেছ, এজন্য তোমার মৃত্যু হবে। তখন নিমিও জাগরিত হয়ে বললেন, আমি সুপ্ত ছিলাম, আপনি এসেছেন তা জানতে পারি নি, আপনি বিনা দোষে আমাকে শাপ দিয়েছেন। ব্রহ্মর্ষি, আপনারও মৃত্যু হবে, কিন্তু আপনার দেহ বহুকাল অবিকৃত থাকবে।

পরস্পর শাপের ফলে নিমি ও বশিষ্ঠ দুজনেই দেহত্যাগ ক'রে বায়ুভূত হলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, দেহহীনের মহাদুঃখ, তার সকল কার্য লুপ্ত হয়। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে পুনর্বার দেহ দিন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি মিত্রাবরুণের নিক্ষিপ্ত তেজে প্রবেশ কর, তাতে তুমি অযোনিজ দেহ পাবে। বশিষ্ঠ তখনই বরুণালয়ে গেলেন, মিত্রদেবও সেখানে ছিলেন। সেই সময়ে উর্বশীকে ক্রীড়া করতে দেখে বরুণ তাঁকে কামনা করলেন। উর্বশী কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মিত্র আমাকে পূর্বে অনুরোধ করেছেন। বরুণ বললেন, বরবর্ণিনী, তবে এই কুম্ভে আমার তেজ ত্যাগ করব। উর্বশী উত্তর দিলেন, তাই করুন, আমার হৃদয় আপনারই, কেবল দেহ মিত্রের। বরুণ কুম্ভমধ্যে জ্বলদগ্নিতুল্য তেজ ত্যাগ করলেন। উর্বশী মিত্রের কাছে গেলে মিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দুষ্টচারিণী, আমি তোমাকে পূর্বে আমন্ত্রণ করেছিলাম তথাপি তুমি অন্য পতি বরণ করেছ। এই দুষ্কর্মের জন্য তোমাকে কিছুকাল মনুষ্যলোকে থাকতে হবে। তুমি বুধের পুত্র কাশীরাজ পুরূরবার কাছে যাও, তিনিই তোমার ভর্তা হবেন। শাপগ্রস্ত হয়ে উর্বশী প্রতিষ্ঠানপুরে পুরূরবার কাছে গেলেন। আয়ু নামে তাঁদের এক পুত্র হয়, আয়ুর পুত্র নহুষ। বৃত্রাসুরকে বজ্রাঘাত ক'রে ইন্দ্র যখন শ্রান্ত হন তখন নহুষ বহু সহস্র বৎসর ইন্দ্রত্ব করেছিলেন। শাপক্ষয় হ'লে উর্বশী আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে যান।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, বশিষ্ঠ ও নিমি কি ক'রে পুনর্বার দেহ-লাভ করলেন? রাম বললেন, যে কুম্ভে বরুণ তাঁর তেজ নিক্ষেপ করেন

তাতে মিত্রের তেজও ছিল। সেই কুম্ভ থেকে প্রথমে অগস্ত্য উৎপন্ন হয়ে মিত্রকে বললেন, আমি কেবল তোমার পুত্র নই। এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন। কিছুকাল পরে কুম্ভস্থ মিত্র ও বরুণের তেজ থেকে বশিষ্ঠ উৎপন্ন হলেন, রাজা ইক্ষ্বাকু তখনই তাঁকে কুলগুরু রূপে বরণ করলেন।

নিমির মৃত্যুর পর তাঁর গন্ধমাল্যাদিভূষিত দেহ সযত্নে রক্ষা ক'রে ঋষিগণ যজ্ঞ করতে লাগলেন। যজ্ঞ শেষ হ'লে ভৃগু বললেন, মহারাজ, আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার দেহে চেতনা সঞ্চার করব। দেবতারা প্রীত হয়ে বললেন, রাজর্ষি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার চেতনা কোথায় রাখব? নিমি উত্তর দিলেন, সর্বভূতের নেত্রে আমাকে রাখুন। দেবতারা বললেন, তাই হবে, তুমি বায়ুভূত হয়ে সর্বভূতের নেত্রে বিচরণ করবে। তোমার অধিষ্ঠানের ফলে সকলের চক্ষু বিশ্রামের জন্য মুহুর্মুহু নিমেষপ্রাপ্ত হবে। তার পর ঋষিগণ নিমির দেহ অরণির ন্যায় মথন করতে লাগলেন, তার ফলে মহাতপা মিথি জন্মগ্রহণ করলেন। মথনের ফলে উৎপন্ন সেজন্য 'মিথি' নাম, জনন থেকে তাঁর অপর নাম 'জনক'। বিচেতন দেহ থেকে উৎপন্ন সেজন্য তাঁর আর এক নাম 'বৈদেহ'।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, নিমি ক্ষত্রিয় বীর, তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, তথাপি বশিষ্ঠকে তিনি ক্ষমা করলেন না কেন? রাম বললেন, মানুষের ক্ষমাগুণ সর্বত্র দেখা যায় না। সত্ত্বগুণ অবলম্বন ক'রে যযাতি যেরূপ দুঃসহ ক্রোধ নিবৃত্ত করেছিলেন তা বলছি শোন। নহুষ-পুত্র রাজা যযাতির দুই রূপবতী ভার্যা ছিলেন। একটি দিতির পৌত্রী ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, তিনি রাজার আদরিণী। অপরটি দেবযানী, তিনি রাজার প্রিয়া ছিলেন না। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু, তিনি নিজের গুণে এবং মাতার প্রভাবে রাজার প্রিয়পাত্র হলেন। দেবযানীর পুত্র যদু তাঁর মাতাকে বললেন, তুমি ভার্গব শুক্রাচার্যের কুলে জন্মেছ, তথাপি তোমাকে দুঃসহ দুঃখ ও অপমান সইতে হচ্ছে, তুমি আমার

সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ কর। তুমি এই কষ্ট সইতে পারলেও আমি সইব না, নিশ্চয় মরব।

পুত্রের কাতর বাক্য শুনে দেবযানী তাঁর পিতাকে স্মরণ করলেন এবং তিনি এলে তাঁকে নিজের দুঃখের কথা জানালেন। ভার্গব ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে শাপ দিলেন, দুরাত্মা, তুমি জরায় জীর্ণ হবে, তোমার সকল অঙ্গ শিথিল হবে। এই ব'লে তিনি দেবযানীকে সান্ত্বনা দিয়ে চ'লে গেলেন। জরাগ্রস্ত হয়ে যযাতি যদুকে বললেন, পুত্র, তুমি ধর্মজ্ঞ, আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি ভোগে তৃপ্ত হই নি, আরও ভোগের পর তোমার কাছ থেকে জরা ফিরে নেব। যদু বললেন, পুরু আপনার প্রিয় পুত্র, তাকেই জরা দিন। আপনি আমাকে অর্থে বঞ্চিত ক'রে দূরে রেখেছেন, যার সঙ্গে আপনি একত্র ভোজন করেন সেই আপনার জরা নিক। তখন যযাতি পুরুকে অনুরোধ করলেন। পুরু কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হয়েছি, আপনার আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত আছি।

পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত হ'ল। যযাতি পুনর্যৌবন পেয়ে বহু সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করলেন, তার পর পুরুকে বললেন, পুত্র, যে জরা তোমার কাছে ন্যস্ত রেখেছিলাম তা এখন ফিরিয়ে দাও। আজ্ঞা-পালনের জন্য তোমার প্রতি আমি প্রীত হয়েছি, তোমাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করব। যযাতি যদুকে বললেন, তুমি ক্ষত্ররূপী রাক্ষস, পিতাকে অবমাননা করেছ। তোমার সন্তানরা দুর্বিনীত রাক্ষস হবে, তারা চন্দ্রবংশের রাজপদ পাবে না। এই ব'লে তিনি পুরুকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে গেলেন এবং বহু কাল পরে স্বর্গারোহণ করলেন। পুরু কাশীরাজ্যে প্রতিষ্ঠানপুরে ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। যদু দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে গেলেন এবং বহু সহস্র রাক্ষসের জন্ম দিলেন।

কথা শেষ ক'রে রাম বললেন, নিমি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নি, কিন্তু যযাতি ভার্গবের শাপ ক্ষত্রধর্মানুসারে ধারণ করেছিলেন। সৌম্য, আমি সকল কার্যার্থীকেই দর্শন দেব, রাজা নৃগের অপরাধ যেন আমার না হয়।

১১। কুক্কুর ও সর্বার্থসিদ্ধ—গৃধ্র ও উলূক

[প্রক্ষিপ্ত ৩ সর্গ]

রাম প্রাতঃকালে ধর্মাসনে ব'সে বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হয়ে রাজকার্য করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, কার্যার্থীদের ডেকে আন। লক্ষ্মণ দ্বারদেশে এসে দেখলেন কোনও প্রার্থী উপস্থিত নেই। রামরাজ্যে আধিব্যাধি ছিল না, বসুমতী পক্ক শস্য ও সর্ব ওষধিসম্পন্ন ছিল, বালক যুবা বা অন্য কেউ মরত না। কেউ আসে নি শুনে রাম প্রসন্নমনে বললেন, সম্যক প্রযুক্ত নীতির প্রভাবে এই রাজ্যে অধর্ম নেই, রাজভয়ে সকলেই পরস্পরকে রক্ষা করছে। তথাপি তুমি পুনর্বার দেখ।

লক্ষ্মণ দ্বারদেশে এসে দেখলেন একটি কুকুর বার বার ডাকছে। লক্ষ্মণ তাকে বললেন, তোমার কি প্রয়োজন? যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো মহারাজকে জানাবে এস। কুকুর বললে, দেবাগারে রাজভবনে ও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি ইন্দ্র সূর্য ও বায়ু অধিষ্ঠান করেন; আমরা সকল প্রাণীর অধম, সেখানে যাবার যোগ্য নই। লক্ষ্মণ রামকে কুকুরের কথা জানালে তিনি তাকে রাজসভায় নিয়ে আসতে বললেন।

সেই কুকুরের মস্তকে প্রহারের ক্ষত ছিল। রাম তাকে বললেন, সারমেয়, তুমি কি চাও নির্ভয়ে বল। কুকুর বললে, সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষু ব্রাহ্মণ আমাকে অকারণে প্রহার করেছেন। রামের আজ্ঞায় দ্বারপাল সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে আনলে। রাম প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন্ অপরাধে এই কুকুরকে দণ্ডাঘাত করেছ? সর্বার্থসিদ্ধ উত্তর দিলেন, আমি ক্ষুধার্ত হয়ে ভিক্ষার জন্য পর্যটন করছিলাম, এই কুকুর আমার পথরোধ ক'রে শুয়েছিল। যাও যাও বললেও এ স'রে গেল না সেজন্য আমি প্রহার করেছি। আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দাও। রাজদণ্ড পেলে আমার নরকভয় থাকবে না।

রাম সভাসদ্‌দের মত জিজ্ঞাসা করলেন। ভৃগু আঙ্গিরস কুৎস কাশ্যপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বললেন, শাস্ত্রজ্ঞদের মতে ব্রাহ্মণকে দণ্ড দেওয়া

উচিত নয়। তখন কুকুর বললে, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং আমার অভীষ্টপূরণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যদি রক্ষা করতে চান তবে এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরের কুলপতির পদ দিন। রাম কুকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন, সর্বার্থসিদ্ধ হৃষ্টচিত্তে গজস্কন্ধে আরোহণ ক'রে প্রস্থান করলেন। সচিবগণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড না দিয়ে বরই দিলেন। রাম বললেন, তোমরা এর অর্থ জান না, কিন্তু এই সারমেয় জানে।

রামের আদেশে কুকুর বললে, আমি পূর্বে কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। আমি সযত্নে দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করতাম, সকলের হিতে রত ছিলাম, সকলের আহারান্তে আহার করতাম, সকল সম্পত্তি সাধারণের সঙ্গে ভোগ করতাম। তথাপি কৌলপত্যের ফলে আমার এই ঘোর নীচ দশা হয়েছে। এখন ওই ক্রোধী নৃশংস অধার্মিক ব্রাহ্মণ কুলপতির পদ পাবে, তার ফলে ওর ঊনপঞ্চাশ পুরুষ নরকে পতিত হবে। কোনও অবস্থাতেই এই পদ নেওয়া উচিত নয়। যদি কোনও লোককে তার পুত্র পশু আর বান্ধবের সঙ্গে নরকে পাঠাতে ইচ্ছা কর তবে তাকে কুলপতি ক'রে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের ভার দিও (১)। এই কথা বলে কুকুর বারাণসীতে প্রায়োপবেশন করতে গেল।

কোনও বনে এক গৃধ্র ও এক উলূক (২) বহুকাল থেকে বাস করত। একদিন দুষ্টবুদ্ধি গৃধ্র উলূকের গৃহে প্রবেশ ক'রে বললে, এই গৃহ আমার। তখন দুজনে বিচারের জন্য রামের কাছে গেল। গৃধ্র বললে, মহারাজ, আমি নিজের বাহুবলে আলয় নির্মাণ করেছিলাম, এই উলূক

---

(১) কুলপতির প্রচলিত অর্থ — যে বিপ্রর্ষি দশসহস্র মুনিকে অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করেন এবং তাঁদের অধ্যাপনা করেন। বোধ হয় অতিরিক্ত প্রভুত্ব ও সম্পত্তি লাভের ফলে অনেক কুলপতির এখনকার মঠস্বামীর ন্যায় অধঃপতন হ'ত, তার ফলে এই আখ্যানের উৎপত্তি হয়েছে। কালঞ্জর — কালিঞ্জর, যুক্তপ্রদেশে বান্দা জেলার পার্বত নগর বিশেষ। কালঞ্জরের এক অর্থ — সন্ন্যাসীর দল।

(২) পেচক।

তা হরণ করেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। উলূক বললে, মহারাজ, এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ ক'রে উপদ্রব করছে, আপনি তার প্রতিকার করুন। রাম তাঁর সচিবদের আহ্বান ক'রে গৃধ্র-উলূকের বিবাদের বিষয় জানালেন। তার পর গৃধ্রকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কত বৎসর গৃহ নির্মাণ করেছ? গৃধ্র উত্তর দিলে, এই পৃথিবীতে যখন থেকে মানুষের বাস তখন থেকে আমার গৃহ। উলূক বললে, পৃথিবীতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন থেকেই আমার গৃহ। রাম সভাসদ্‌গণকে বললেন,

> ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ
> বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
> নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি
> ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্॥ (প্র ৩।৩৩)

— যে সভায় বৃদ্ধ নেই তা সভাই নয়, যারা ধর্মসংগত কথা বলে না তারা বৃদ্ধ নয়। যাতে সত্য নেই তা ধর্ম নয়, যাতে ছল আছে তা সত্য নয়।

তার পর রাম বললেন, যে সভাসদ্ প্রকৃত ব্যাপার বুঝেও নীরবে থাকেন এবং তাঁর মত প্রকাশ করেন না তিনি মিথ্যাবাদী, অতএব আপনারা উপস্থিত অভিযোগ সম্বন্ধে আপনাদের নির্ধারণ বলুন। সচিবগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মতে উলূকেই গৃহের স্বামী, গৃধ্র নয়। মহারাজ, এ বিষয়ে আপনি যে বিচার করবেন তাই প্রামাণিক হবে। রাম বললেন, পুরাণে আছে পূর্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল, ভূতাত্মা বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে ধারণ ক'রে সমুদ্রে সুপ্ত ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত হয়ে পৃথিবী বায়ু পর্বত বৃক্ষ এবং সমস্ত জীব সৃষ্টি করলেন। তার পর বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করলে। ব্রহ্মা বিকট শব্দ করলেন, বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে দুই দানবকে বধ করলেন। তাদের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হ'ল। তার পর বিষ্ণু মেদিনীকে শোধিত

ক'রে বৃক্ষে পূর্ণ ক'রে দিলেন। অতএব গৃহটি উলূকের, গৃধ্রের নয়। এই গৃধ্র পরস্বাপহারক পাপী, এর দণ্ড হওয়া উচিত।

তখন আকাশবাণী হ'ল — রাম, তুমি দণ্ড দিও না। এই গৃধ্র পূর্বে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন। এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এ'র কাছে এলে ইনি তাকে আহার্য দেন। তাতে মাংস দেখে ব্রাহ্মণ শাপ দিলেন, তুমি গৃধ্র হও। ব্রহ্মদত্ত বললেন, আমি অজ্ঞানবশে মাংস দিয়েছি, আপনি প্রসন্ন হ'ন। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম তোমাকে স্পর্শ করলে তুমি শাপমুক্ত হবে।

আকাশবাণী শুনে রাম গৃধ্রকে স্পর্শ করলেন। ব্রহ্মদত্ত দিব্যরূপ ধারণ ক'রে বললেন, রাঘব, তোমার প্রসাদে আমি শাপমুক্ত হয়েছি এবং ঘোর নরক থেকে ত্রাণ পেয়েছি।

২০। লবণাসুরের উপদ্রব

[সর্গ ৬০—৬৪]

একদা বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ প্রভাতে রাম রাজসভায় এলে সুমন্ত্র তাঁকে বললেন, মহারাজ, যমুনাতীরবাসী কয়েকজন তপস্বী মহর্ষি চ্যবনকে পুরোবর্তী ক'রে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। রামের আদেশে সুমন্ত্র ঋষিদের নিয়ে এলেন, তাঁরা রামকে তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ ও বিবিধ ফলমূল উপহার দিলেন। রাম তাঁদের সংবর্ধনা ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনারা কিজন্য এসেছেন বলুন, আমি আপনাদের আজ্ঞাপালনে সর্বদা প্রস্তুত, আমার রাজ্য ও জীবন সমস্তই দ্বিজগণের জন্য। ঋষিরা হৃষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য তোমারই উপযুক্ত। অনেক রাজা আমাদের কার্যের গুরুত্ব বুঝে প্রতিশ্রুতি দিতে ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তুমি কার্য না জেনেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।

ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন বললেন, রাজা, আমাদের বাসস্থানে যে ভয় উপস্থিত হয়েছে তা শোন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহাসুর ছিলেন,

তিনি লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত আশ্রিতবৎসল ও দেবগণের প্রতি প্রীতিযুক্ত ছিলেন। ভগবান রুদ্র প্রসন্ন হয়ে মধুকে নিজের শূলের অনুরূপ এক শূল দান ক'রে বললেন, তুমি যত কাল দেব ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিরোধ করবে না তত কাল এই শূল তোমার থাকবে। কেউ যদি তোমাকে যুদ্ধে আক্রমণ করে তবে এই শূল তাকে ভস্ম ক'রে তোমার হাতে ফিরে আসবে। মধু বললেন, ভগবান, এমন বর দিন যাতে এই শূল চিরকাল আমার বংশের অধিকারে থাকে। মহাদেব উত্তর দিলেন, তা হবে না, কিন্তু তোমার এক পুত্র এই শূলের অধিকারী হবে।

বর লাভ ক'রে মধু এক উৎকৃষ্ট ভবন নির্মাণ করলেন। তাঁর পত্নীর নাম কুম্ভীনসী(১), তিনি অনলা ও বিশ্বাবসুর কন্যা। কুম্ভীনসীর গর্ভজাত মধুর এক মহাবল পুত্র আছে, তার নাম লবণ। এই লবণাসুর বাল্যকাল থেকে পাপপরায়ণ ও দুর্বিনীত, মধু তার উপর ক্রুদ্ধ হতেন, কিন্তু শাসন করতেন না। মধুর মৃত্যুর পর থেকে লবণ সেই শৈব শূলের প্রভাবে এবং নিজের দুষ্ট স্বভাববশে সর্ব লোকের বিশেষত তাপসদের উপর উৎপীড়ন করছে। ভয়ার্ত ঋষিগণ বহু রাজার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু কেউ রক্ষা করেন নি। বৎস, তুমি সসৈন্যে রাবণকে বধ করেছ জেনে আমরা তোমার কাছে এসেছি, তুমি লবণের ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ কর। সে মধুবনে বাস করে, সর্বপ্রকার প্রাণী বিশেষত তাপসগণই তার ভক্ষ্য, নিষ্ঠুরতাই তার আচার। সে প্রতিদিন বহু সহস্র সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ পক্ষী ও মনুষ্য হত্যা ক'রে আহার করে।

রাম বললেন, আমি সেই রাক্ষসকে বধ করব, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। মুনিগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাম তাঁর ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে লবণকে বধ করবে? ভরত বললেন, আমাকেই সেই ভার দিন। শত্রুঘ্ন প্রণাম ক'রে বললেন, আপনার

(১) অষ্টম পরিচ্ছেদে এঁর কথা আছে।

বনবাসকালে মধ্যম ভ্রাতা আর্য ভরত নন্দিগ্রামে অনেক কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, আমি আজ্ঞাবহ থাকতে এঁর আর ক্লেশ স্বীকার করা উচিত নয়। রাম বললেন, তাই হ'ক, ভরত এখানেই থাকুক, আমি তোমাকে মধুর রাজ্যে অভিষিক্ত করব। তুমি শূর ও কৃতবিদ্য, যমুনাতীরে তুমিই নগর ও জনপদ স্থাপন কর। রাজার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যে রাজ্যস্থাপন করে না সে নরকে যায়। তুমি মধুর পুত্র পাপাত্মা লবণকে বধ ক'রে রাজ্যস্থাপন কর। আমার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রো না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা পালন করা কনিষ্ঠের কর্তব্য।

শত্রুঘ্ন লজ্জিত হয়ে রামকে বললেন, মহারাজ, জ্যেষ্ঠ থাকতে কনিষ্ঠের অভিষেক অধর্মকর, কিন্তু আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মধ্যম ভ্রাতা যখন লবণ বধ করতে চেয়েছিলেন তখন আমার নীরব থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু আমার মুখ থেকে অন্যায় উক্তি নির্গত হয়েছে, এখন তারই দুর্গতি ভোগ করতে হবে। জ্যেষ্ঠ কিছু বললে কনিষ্ঠের প্রতিবাদ করা উচিত নয়, সেজন্য আপনার কথায় আমি আর দ্বিরুক্তি করব না। আপনি আমাকে অধর্ম থেকে রক্ষা করবেন।

রামের আদেশে শত্রুঘ্নের অভিষেক যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে নিয়ে রাম বললেন, আমি তোমাকে এই দিব্য অমোঘ শর দিচ্ছি, এর দ্বারা তুমি লবণকে বধ ক'রো। মধুকৈটভের সংহারের নিমিত্ত বিষ্ণু এই শর সৃষ্টি করেছিলেন। পাছে অত্যন্ত লোকক্ষয় হয় সেই আশঙ্কায় আমি রাবণের প্রতি এই শর প্রয়োগ করি নি। লবণ যখন আহার সংগ্রহ করতে যায় তখন সে শৈবশূল গৃহেতেই রাখে। সে গৃহে প্রবেশ করবার পূর্বেই তুমি তাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রো, শূল তার হস্তগত হ'লে তুমি তাকে মারতে পারবে না। চার সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও এক শত হস্তী তোমার সঙ্গে যাবে। পণ্যবাহী বণিক, নট ও নর্তকরাও অনুগমন করুক। তুমি দশ লক্ষ সুবর্ণ নিয়ে যাও, সৈন্যগণকে অর্থদানে ও মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করবে। সংকটকালে অর্থ পত্নী ও বান্ধব স্থায়ী হয় না, কিন্তু সন্তুষ্ট ভৃত্যবর্গ স্থায়ী হয়। সেনা আগে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি একাকী ধনুর্বাণহস্তে যেয়ো। গ্রীষ্মকাল

অতীত হ'লে বর্ষাকালে মধুকে বধ ক'রো। এখন সৈন্যেরা মহর্ষিদের সঙ্গে যাত্রা করুক, গ্রীষ্মের শেষে তারা জাহ্নবী পার হবে। নদীতীরে সমস্ত সেনা সন্নিবেশের পর তুমি ধনুঃশর নিয়ে অগ্রগামী হয়ো।

২১। বাল্মীকি-আশ্রমে শত্রুঘ্ন—কুশ-লবের জন্ম

[সর্গ ৬৫ — ৬৬]

সমস্ত সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে এক মাস পরে শত্রুঘ্ন যাত্রা করলেন। দুই রাত্রি পথে কাটিয়ে তিনি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বাল্মীকি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সহাস্যে বললেন, সৌম্য, এই আশ্রম রঘুকুলের নিজেরই, তুমি নিঃশঙ্ক হয়ে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। শত্রুঘ্ন ফলমূল ভোজন ক'রে তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই যে পুরাতন যজ্ঞোপকরণ দেখা যাচ্ছে ওখানে কার আশ্রম ছিল?

বাল্মীকি বললেন, পূর্বে তোমাদের বংশে সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে দেখলেন, শার্দূলরূপধারী দুই রাক্ষস বহু মৃগ ভক্ষণ ক'রে বন মৃগশূন্য করছে। সৌদাস একজন রাক্ষসকে বধ করলেন। দ্বিতীয় রাক্ষস তাঁকে বললে, বিনা অপরাধে তুমি আমার সহচরকে বধ করেছ, এর প্রতিফল আমি দেব। তার পর বহুকাল গত হ'লে সৌদাস তাঁর পুত্র বীর্যসহকে রাজ্যের ভার দিলেন এবং এই আশ্রমের নিকটে বশিষ্ঠের সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে পূর্বোক্ত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপে এসে বললে, আজ যজ্ঞ শেষ হয়েছে, আমাকে আমিষ হবিষ্য ভোজন করাও। সৌদাসের আদেশে পাচকরা ব্যস্ত হয়ে আহার প্রস্তুত করতে গেল, সেই অবসরে রাক্ষস পাচকের বেশ ধারণ ক'রে মনুষ্যমাংস পাক ক'রে সৌদাসকে বললে, এই স্বাদু সামিষ হবিষ্যান্ন এনেছি। সৌদাস ও তাঁর পত্নী মদয়ন্তী বশিষ্ঠকে সেই মাংস ও অন্ন খেতে দিলেন। নরমাংস বুঝতে পেরে বশিষ্ঠ মহাক্রোধে অভিশাপ দিলেন, রাজা, তুমি আমাকে যা খেতে দিয়েছ অতঃপর তোমারও

আহার তাই হবে। সৌদাসও ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেবার জন্য করপুটে জল নিলেন, কিন্তু মদয়ন্তী তাঁকে নিবারণ করলেন।

সৌদাস তাঁর করধৃত জলে নিজের পদদ্বয় সিক্ত করলেন, তাতে তাঁর দুই পদ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তদবধি তাঁর নাম কল্মাষপাদ হ'ল। সৌদাস ও তাঁর পত্নী বশিষ্ঠকে বার বার প্রণাম ক'রে জানালেন যে রাক্ষসই এই কাণ্ড করেছে। তখন বশিষ্ঠ বললেন, মহারাজ, দ্বাদশ বৎসর পরে তোমার শাপের অবসান হবে, অতীত ঘটনাও তোমার মনে থাকবে না। সৌদাস যথাকালে শাপমুক্ত হলেন এবং পুনর্বার রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে প্রজাপালন করতে লাগলেন। শত্রুঘ্ন, এই আশ্রমের নিকটেই সৌদাসের যজ্ঞস্থান ছিল।

শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে বাল্মীকির পর্ণশালায় ছিলেন, সেই রাত্রির মধ্যভাগে সীতা দুই পুত্র প্রসব করলেন। দেবতুল্য কান্তিমান বালকদ্বয়কে দেখে মহর্ষি বাল্মীকি অতিশয় প্রীত হলেন, এবং কুশগুচ্ছ দিয়ে ভূত-রক্ষোবিনাশিনী রক্ষা(১) রচনা ক'রে বৃদ্ধাদের বললেন, যে অগ্রজ তার গাত্র এই মন্ত্রপূত কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ দিয়ে মার্জনা কর, তার নাম 'কুশ' হবে। যে পরে জাত তার গাত্র লব বা কুশগুচ্ছের অধোভাগ দিয়ে মার্জনা কর, তার নাম 'লব' হবে। এই দুই যমজ বালক আমার প্রদত্ত নামেই খ্যাতি লাভ করবে।

অর্ধরাত্রে শত্রুঘ্ন সীতার শুভপ্রসব, রামের যমজপুত্র লাভ, বৃদ্ধাদের অনুষ্ঠান, বালকদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ সমস্তই শুনলেন এবং সহর্ষে বললেন, কি সৌভাগ্য!(২) রাত্রি প্রভাত হ'লে তিনি বাল্মীকিকে প্রণাম ক'রে পুনর্বার যাত্রা করলেন এবং সাত রাত্রি পরে যমুনাতীরে চ্যবনাদি ঋষিগণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

---

(১) রাখি। (২) 'তিলক'-টীকাকার বলেন, রামের অনুজ্ঞা না থাকায় শত্রুঘ্ন সীতার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

২২। লবণবধ

[সর্গ ৬৭ — ৬৯]

রাত্রিকালে শত্রুঘ্ন চ্যবনকে লবণাসুরের বলবীর্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। চ্যবন বললেন, পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা হ'ল ইন্দ্রের আসন এবং দেবরাজ্যের অর্ধাংশ অধিকার করবেন এবং সুরগণ কর্তৃক বন্দিত হবেন। মান্ধাতার উদ্‌যোগ দেখে ভীত হয়ে ইন্দ্র তাঁকে বললেন, তুমি নরলোকের রাজা, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী বশে না এনেই দেবরাজ্য চাচ্ছ। যদি সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পার তবে দেবরাজ্য অধিকার ক'রো। মান্ধাতা বললেন, পৃথিবীতে আমার শাসন কোথায় নেই? ইন্দ্র উত্তর দিলেন, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস থাকে, সে তোমার আজ্ঞাবহ নয়। মান্ধাতা লজ্জিত হয়ে সসৈন্যে মধুবনে গেলেন এবং লবণের কাছে দূত পাঠালেন। লবণ দূতকে ভক্ষণ ক'রে ফেললে। দূতের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে মান্ধাতা শত্রুর অভিমুখে শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তখন লবণ হাস্য ক'রে মান্ধাতার প্রতি দীপ্যমান শৈবশূল নিক্ষেপ করলে। মান্ধাতাকে সসৈন্যে ভস্মীভূত ক'রে শূল লবণের হাতে ফিরে এল। শত্রুঘ্ন, এই শূলের শক্তি অপরিমেয়, কাল প্রভাতে লবণ যখন নিরস্ত্র থাকবে তখন তুমি তাকে মারতে পারবে।

প্রভাতকালে লবণ আহার সংগ্রহের জন্য নিষ্ক্রান্ত হ'লে শত্রুঘ্ন মধুপুরের দ্বারদেশে ধনুঃশরহস্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যাহ্ন-কালে লবণ বহু সহস্র নিহত প্রাণী নিয়ে ফিরে এল। শত্রুঘ্নকে দেখে সে সহাস্যে বললে, নরাধম, কিজন্য এসেছ? তোমার ন্যায় বহু অস্ত্রধারীকে আমি ভক্ষণ করেছি। শত্রুঘ্ন বললেন, দুর্বুদ্ধি, আমি দশরথের পুত্র, রামের ভ্রাতা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকে বধ করব। লবণ বললে, মূর্খ, তোমার তুল্য সমস্ত পুরুষাধমকে আমি বধ করতে পারি। মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, আমি অস্ত্র নিয়ে আসছি। শত্রুঘ্ন বললেন, প্রাণ নিয়ে যাবে কোথায়? উপস্থিত শত্রুকে যে ছেড়ে দেয় সে নির্বোধ, কাপুরুষের ন্যায় সে বিনষ্ট হয়।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লবণ শত্রুঘ্নের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগল, শত্রুঘ্ন সমস্তই শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড করলেন। অবশেষে বৃক্ষের প্রহারে মস্তকে আহত হয়ে শত্রুঘ্ন মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন, ঋষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি হাহাকার ক'রে উঠলেন। ভূপাতিত শত্রুঘ্নকে নিহত মনে ক'রে লবণ অবজ্ঞাবশে শূল আনতে গেল না, আহারার্থ আনীত প্রাণীদের দেহ আবার স্কন্ধে তুলে নিলে। সেই মুহূর্তে সংজ্ঞালাভ ক'রে শত্রুঘ্ন এক বজ্রমুখ বজ্রবেগ দিব্য অমোঘ শর ধনুতে যোজনা করলেন। কালাগ্নি-তুল্য দীপ্ত সেই শর দেখে সর্বলোক পরিত্রস্ত হ'ল, ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এই বিষ্ণুতেজোময় শরে শত্রুঘ্ন লবণ বধ করবেন, তোমরা গিয়ে দেখ। ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে শত্রুঘ্ন শরমোচন করলেন, সেই মহাবাণ লবণের বক্ষ ভেদ ক'রে রসাতলে প্রবিষ্ট হ'ল এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুঘ্নের হস্তে ফিরে এল। বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় লবণ ভূপাতিত হ'ল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিব্যশূল রুদ্রের নিকট ফিরে গেল।

২৩। মধুপুরী—শত্রুঘ্নের রামায়ণশ্রবণ

[সর্গ ৭০—৭১]

লবণবধের পর দেবগণ প্রীত হয়ে শত্রুঘ্নকে বর দিলেন, এই দেব-নির্মিত রমণীয় মধুপুরী তোমার আবাস হবে। শ্রাবণমাস থেকে শত্রুঘ্নের সৈন্যগণ সেখানে বসতি করতে লাগল। শূরসেনার উপনিবেশের ফলে এবং শত্রুঘ্নের যত্নে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যমুনাতীরে এক অর্ধচন্দ্রাকার সুশোভিত সুসমৃদ্ধ বহুপ্রজাসমন্বিত নগর (১) স্থাপিত হ'ল।

দ্বাদশ বৎসর পরে শত্রুঘ্ন এক শত রথ ও অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে রামকে দেখবার জন্য অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সাত আটটি পূর্বনির্দিষ্ট আবাসে বিশ্রাম ক'রে তিনি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত

---

(১) পরবর্তীকালে মধুপুরীর নাম মধুরা বা মথুরা হয়। তার পরিধিস্থ প্রদেশের নাম শূরসেন।

হলেন। বহুবিধ মধুর আলাপের পর বাল্মীকি তাঁকে বললেন, তুমি লবণকে বিনাশ ক'রে অতি দুষ্কর কর্ম করেছ, তোমার পরাক্রমে জগতের মহাভয় দূর হয়েছে। রাবণবধের জন্য অনেক যত্ন করতে হয়েছিল, কিন্তু তুমি অযত্নেই লবণকে বধ করতে পেরেছ। আমি ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হয়ে তোমার যুদ্ধ দেখেছি। তোমার প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি হয়েছে, এস তোমার মস্তক আঘ্রাণ ক'রে স্নেহ প্রকাশ করি।

বাল্মীকি সাদরে শত্রুঘ্ন এবং তাঁর অনুচরবর্গের আতিথ্য করলেন। ভোজনের পর শত্রুঘ্ন রামচরিত গান শুনলেন—বাল্মীকি যা পূর্বে রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত বাক্যে ছন্দোবদ্ধ সেই গান বক্ষ-কণ্ঠ-তালু এই ত্রিস্থান থেকে যথারীতি উচ্চারিত হয়ে বীণাধ্বনিসহযোগে মধুরস্বরে সমতালে গীত হ'ল। শত্রুঘ্ন যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে সজলনয়নে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সেই গান শুনতে লাগলেন। এই রামচরিতের প্রত্যেক অক্ষর সত্য, পূর্বে যা ঘটেছিল তারই যথাযথ বর্ণনা। শত্রুঘ্নের সহযাত্রীরা অধোবদনে দীনভাবে বলতে লাগল, একি, আমরা কোথায় আছি! পূর্বে যা ঘটেছিল এখন কি তারই গান স্বপ্নাবেশে শুনছি? তারা শত্রুঘ্নকে বললে, মহারাজ, আপনি মুনিপুংগব বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন এই গানের রচয়িতা কে। শত্রুঘ্ন বললেন, আমরা এরূপ জিজ্ঞাসা করতে পারি না। আশ্রমে বহুবিধ আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, কৌতূহলবশে তার সম্বন্ধে মহামুনিকে প্রশ্ন করা অকর্তব্য।

২৪। শম্বুকের শিরশ্ছেদ—অগস্ত্য

[সর্গ ৭২—৭৬]

শত্রুঘ্ন সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থেকে গানের কথা ভাবতে লাগলেন। প্রভাত হ'লে তিনি বাল্মীকিকে প্রণাম ক'রে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। রামের কাছে উপস্থিত হয়ে শত্রুঘ্ন বললেন, আপনার আজ্ঞায় আমি লবণবধ করেছি, মধুপুরীতে বসতিও স্থাপন করেছি। দ্বাদশ বৎসর আপনাকে দেখি নি, আপনাকে ছেড়ে মাতৃহীন বৎসের ন্যায় প্রবাসে থাকতে

চাই না। রাম বললেন, তুমি বিষণ্ণ হয়ো না, রাজাদের বিদেশবাসে ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। তোমাকে ক্ষত্রধর্মানুসারে প্রজাপালন করতে হবে। তুমি মাঝে মাঝে অযোধ্যায় আমার কাছে এস। এখন সাত রাত্রি এখানে আমার সঙ্গে বাস কর তার পর মধুপুরীতে ফিরে যেয়ো।

শত্রুঘ্ন চ'লে গেলে রাম অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সুখে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। একদিন এক বৃদ্ধ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ তাঁর কিশোরবয়স্ক মৃত পুত্রকে নিয়ে রাজদ্বারে এসে সরোদনে বলতে লাগলেন, পূর্বজন্মের কোন্ পাপের ফলে আমি এই একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখছি? পুত্র, তুমি যৌবনলাভের পূর্বেই গত হয়েছ, তোমার জননী আর আমিও তোমার শোকে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করব। আমি কখনও মিথ্যা বলি নি, হিংসা করি নি, অন্য কোনও পাপও করি নি। কোন্ দুষ্কৃতের ফলে এই বালক পিতৃকার্য না ক'রেই যমলোকে গেল? নিশ্চয় রামের কোনও মহৎ পাপ আছে তাই তাঁর রাজ্যে এই বালকের অকালমৃত্যু হ'ল। অন্য রাজ্যে এমন ঘটে না। মহারাজ, তুমি আমার বালককে জীবিত কর নতুবা আমি পত্নীর সঙ্গে রাজদ্বারে মরব। ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়ে তুমি সুখে থাক, ভ্রাতাদের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। রাজার দোষেই প্রজারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, রাজা অধর্মচারী হ'লে প্রজা মরে। অথবা নগর ও গ্রামের লোকে দুষ্কার্য করছে, রাজা তাদের শাসন করেন না, তারই এই ফল। রাজার দোষেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে।

ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনে রাম দুঃখার্ত হয়ে বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ভ্রাতৃগণকে ডেকে আনালেন। মার্কণ্ডেয় কাশ্যপ গৌতম নারদ প্রভৃতিও এলেন। রাম বালকের অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন, সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই তপস্যা করতেন, তখন অকালমৃত্যু ছিল না। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়রাও তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশিষ্টতা রইল না, সেজন্য তখন চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হ'ল। এই সময়ে অধর্মের একপাদ পৃথিবীতে এল। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শুশ্রূষা করাই বৈশ্যশূদ্রের বিশেষত শূদ্রের কর্ম হ'ল। তার পর অধর্মের দ্বিতীয়-

পাদ ও দ্বাপর যুগ এল, বৈশ্যরাও তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু শূদ্রের তখন সে অধিকার হ'ল না। হীনবর্ণ শূদ্রেরা ভবিষ্যতে কলিযুগে ঘোর তপস্যা করবে, কিন্তু দ্বাপরে তাদের পক্ষে তপস্যা পরম অধর্ম। মহারাজ, তোমার রাজ্যে কোনও দুর্বুদ্ধি শূদ্র তপস্যা করছে, সেই পাপেই এই বালক মরেছে। তুমি সর্বত্র অনুসন্ধান কর।

লক্ষ্মণকে রাম আদেশ দিলেন, তুমি ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত কর এবং বালকের দেহ গন্ধদ্রব্যে লিপ্ত ক'রে তৈলদ্রোণীর মধ্যে রাখ, যেন তার ক্ষয় সন্ধিবিশ্লেষ বা বিকৃতি না হয়। তার পর ভরত ও লক্ষ্মণের উপর নগররক্ষার ভার দিয়ে রাম পুষ্পক রথে আরোহণ ক'রে রাজ্যের সকল দিক পরিদর্শন করতে লাগলেন। তিনি একে একে পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব দিকে গিয়ে কিছুমাত্র দুষ্কৃত দেখতে পেলেন না। অবশেষে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখলেন, শৈবল পর্বতের উত্তরে এক বৃহৎ সরোবরের তীরে অধোমুখে লম্বমান হয়ে একজন তপস্বী কঠোর তপস্যা করছেন। রাম তাঁকে বললেন, সুব্রত, তুমি ধন্য। আমি দাশরথি রাম, কৌতূহল-বশে প্রশ্ন করছি—কেন এই দুষ্কর তপস্যা করছ? তোমার অভীষ্ট কি স্বর্গলাভ না আর কিছু? তুমি কোন্ জাতি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য না শূদ্র, সত্য বল।

তপস্বী অধোমস্তকে থেকেই উত্তর দিলেন, আমি সশরীরে দেবত্ব-লাভের নিমিত্ত তপস্যা করছি। রাম, আমি দেবলোক জয় করতে চাই। মিথ্যা বলব না, আমি জাতিতে শূদ্র, নাম শম্বুক। রাম তখনই খড়্গ কোষমুক্ত ক'রে শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, দেবগণ বললেন, রাম, তুমি আমাদের প্রিয়কার্য করেছ, তোমার জন্যই এই শূদ্র স্বর্গাধিকারী হ'ল না। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রাম ইন্দ্রকে বললেন, সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে জীবনদান করুন। দেবতারা বললেন, কাকুৎস্থ, নিশ্চিন্ত হও, আজ সেই বালক জীবনলাভ ক'রে তার আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শূদ্রের নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই সে জীবনলাভ করেছে। এখন আমরা ব্রহ্মর্ষি

অগস্ত্যের আশ্রমে যাচ্ছি, তিনি দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় ছিলেন, আজ তাঁর দীক্ষাকাল সমাপ্ত হয়েছে। রাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

দেবগণ নিজ নিজ স্থানে যাত্রা করলেন, রাম পুষ্পক রথে অনুগমন করলেন। অগস্ত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর দেবগণ স্বধামে চলে গেলেন। রামকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে অগস্ত্য বললেন, রাঘব, আমার শুভাদৃষ্টক্রমে তুমি এখানে এসেছ, তুমি আমার বহুমান্য পূজনীয় অতিথি। সুরগণের কাছে শুনেছি তুমি শূদ্র তপস্বী বধ ক'রে ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনর্জীবিত করেছ। আজ রজনীতে তুমি আমার কাছে থাক, প্রভাতে ফিরে যেয়ো। তুমি নারায়ণ, সর্বদেবের প্রভু, সনাতন পুরুষ। বিশ্বকর্মার নির্মিত এই সকল দিব্য আভরণ তোমাকে দিচ্ছি, তোমার দিব্য দেহে ধারণ কর। রাম বললেন, এই আশ্চর্য দিব্য আভরণ আপনি কোথায় পেলেন? জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে।

২৫। সুদেবপুত্র শ্বেত

[সর্গ ৭৭—৭৮]

অগস্ত্য বললেন, ত্রেতাযুগে একটি মৃগপক্ষিশূন্য শতযোজন বিস্তৃত অরণ্য ছিল, সেখানে আমি তপস্যা করতাম। সেই অরণ্যের মধ্যে এক বৃহৎ সরোবর এবং তার নিকটে তাপসশূন্য পুরাতন আশ্রম ছিল। একদা আমি গ্রীষ্মকালে সেই আশ্রমে রাত্রিযাপন ক'রে প্রভাতে সরোবর-তীরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম জলমধ্যে একটি অম্লান সুপুষ্ট শব রয়েছে। আমি বিস্মিত হয়ে দেখছি এমন সময় সেখানে এক হংসবাহিত দিব্য বিমান এল, তাতে এক স্বর্গবাসী পুরুষ রয়েছেন, সুভূষিতা বহু অপ্সরা নৃত্যগীতাদি ক'রে তাঁর সেবা করছে। সেই দিব্য পুরুষ বিমান থেকে নেমে শবের মাংস ভোজন করলেন এবং সরোবরে আচমন ক'রে আবার বিমানে আরোহণ করতে গেলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? তুমি রূপে দেবতুল্য কিন্তু আহার এমন

বিগর্হিত কেন? এই শবমাংসভোজন তোমার স্বেচ্ছাকৃত এমন মনে হচ্ছে না।

সেই দিব্য পুরুষ কৃতাঞ্জলি হয়ে আমাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, এই কার্য বর্জন করা আমার অসাধ্য। আমার পিতা মহাযশা বিদর্ভরাজ সুদেব, তাঁর দুই পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নাম শ্বেত, কনিষ্ঠের নাম সুরথ। পিতার মৃত্যুর পর পৌরজন আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। বহুকাল রাজ্যপালনের পর আমি কোনও লক্ষণ দেখে বুঝলাম যে আমার আয়ু শেষ হয়েছে, তখন ভ্রাতা সুরথকে রাজ্য দিয়ে এখানে তপস্যা করতে এলাম। তিন সহস্র বৎসর তপস্যার ফলে আমার ব্রহ্মলোক লাভ হ'ল, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল না। আমি পিতামহ ব্রহ্মাকে বললাম, ভগবান, এই ব্রহ্মলোক ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, কিন্তু কোন্ কর্মবিপাকে আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ করছি? বলুন আমার আহার কি। ব্রহ্মা বললেন, তুমি কেবল তপস্যাই করেছ, কিছুমাত্র দান কর নি, তাই ক্ষুৎপিপাসার অধীন হয়ে আছ। এখন তুমি নিজের শবমাংস আহার কর। এই বনে যখন অগস্ত্য আসবেন তখন তুমি এই গর্হিত আহার থেকে মুক্ত হবে। ব্রহ্মর্ষি, সেই অবধি আমি এই গর্হিত আহার করছি। আপনিই অগস্ত্য, কারণ আর কেউ এই বনে আসতে পারে না। আমি এই ধন অস্ত্র আভরণ ও বিবিধ ভোগ্য বস্তু আপনাকে দান করছি, আপনি প্রসন্নমনে গ্রহণ ক'রে আমাকে ত্রাণ করুন।

রাম, আমি সেই দিব্য পুরুষের দুঃখকর ইতিহাস শুনে তাঁর দান গ্রহণ করলাম। তাঁর পূর্বদেহ বিনষ্ট হ'ল, তিনি তৃপ্ত হয়ে স্বর্গে গেলেন। কাকুৎস্থ, এইসকল দিব্য আভরণ তিনিই দিয়েছিলেন।

২৬। দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস

[সর্গ ৭৯—৮১]

এই আশ্চর্য কথা শুনে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, বিদর্ভরাজ শ্বেত যে বনে তপস্যা করেছিলেন তা মৃগপক্ষিশূন্য কেন?

অগস্ত্য বললেন, সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্য দিয়ে বললেন, তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ স্থাপন ও প্রজাপালন কর, কিন্তু অকারণে কাকেও দণ্ড দিও না। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হ'ল, তাদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ তিনি মূঢ় ও অকৃতবিদ্য, তিনি অগ্রজদের সেবা করতেন না। এর ভাগ্যে নিশ্চয় দণ্ডলাভ আছে এই ভেবে ইক্ষ্বাকু কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দিলেন দণ্ড। তার পর তিনি বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী ঘোর দেশে মধুমন্ত নামে এক নগর নির্মাণ ক'রে দণ্ডকে সেখানকার রাজা ক'রে দিলেন। শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ ক'রে দণ্ড সেই প্রদেশে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

একদা রমণীয় চৈত্রমাসে দণ্ড শুক্রাচার্যের আশ্রমে গেলেন এবং সেখানে শুক্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুপমরূপবতী অরজাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অরজা বললেন, তুমি আমাকে স্পর্শ ক'রো না, আমি পিতার বশবর্তিনী। পিতা ক্রুদ্ধ হ'লে তুমি ঘোর বিপদে পড়বে। যদি আমাকে চাও তবে পিতার নিকট প্রার্থনা কর। কামোন্মত্ত দণ্ড মস্তকে অঞ্জলি রেখে বললেন, সুশ্রোণী, তুমি প্রসন্ন হও, কালক্ষেপণ ক'রো না, আমার প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। তোমার জন্য আমি ঘোর পাপ করতেও প্রস্তুত আছি। এই ব'লে তিনি সবলে অরজাকে গ্রহণ করলেন এবং পাপমনোরথ সিদ্ধ ক'রে ভূলুণ্ঠিতা অরজাকে ফেলে নিজের নগরে ফিরে গেলেন।

দেবর্ষি শুক্র সংবাদ পেয়ে শিষ্যগণের সঙ্গে আশ্রমে এলেন। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, ধর্ষিতা অরজাকে দেখে ক্রোধে জ্ব'লে উঠে শিষ্যগণকে বললেন, দুরাচার দণ্ড প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করেছে, তার কি বিপদ হয় দেখ। সপ্ত রাত্রির মধ্যে সে সবংশে সসৈন্যে বিনষ্ট হবে, ইন্দ্র ধূলিবর্ষণ ক'রে স্থাবর জঙ্গম সহ তার সমস্ত রাজ্য বিলুপ্ত করবেন। তার পর শুক্র আশ্রমবাসীদের বললেন, তোমরা অন্য জনপদে আশ্রয় নাও। কন্যা অরজাকে বললেন, তুমি সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে সরোবরতীরে এই আশ্রমে থাক। যেসকল প্রাণী সপ্ত রাত্রি তোমার নিকট বাস করবে তারা ধূলিবর্ষণে নিহত হবে না।

অরজা দুঃখিত মনে পিতার আজ্ঞা গ্রহণ করলেন, শুক্র অন্যত্র বাস করতে গেলেন। সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের রাজ্য ভস্মসাৎ হ'ল। রাম, বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যে যে ভূমি দেখছ এখানেই দণ্ডের রাজ্য ছিল, সত্যযুগে ব্রহ্মর্ষি শুক্রের শাপের ফলে তা বিধ্বস্ত হয়। সেই অবধি এই প্রদেশের নাম দণ্ডকারণ্য। এখানে তপস্বিগণ থাকেন সেজন্য অপর নাম জনস্থান।

২৭। বৃত্রবধের কথা

[সর্গ ৮২—৮৬]

অগস্ত্যের আশ্রমে রাত্রিবাস ক'রে রাম পরদিন পুষ্পক রথে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে বললেন, আমি সেই ব্রাহ্মণের কার্য সম্পন্ন করেছি, এখন অক্ষয় ধর্মসেতু স্বরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি। তোমাদের মত কি? ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহাবাহু, আপনাতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে, দেবতারা এবং আমরা আপনাকে যে ভাবে দেখি সকল মহীপালই সেই ভাবে দেখেন। সকলেই আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করেন। আপনার এমন যজ্ঞ করা উচিত নয় যাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের নাশ হ'তে পারে। পরাক্রান্ত সকল রাজাই আপনার বশে আছেন, রাজসূয়(১) যজ্ঞ করলে তাঁরা ক্রোধের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন। ভরতের কথায় প্রীত হয়ে রাম বললেন, তোমার বাক্য ধর্মসংগত, লোকপীড়াকর কর্ম করা বিচক্ষণ রাজার পক্ষে অকর্তব্য।

লক্ষ্মণ বললেন, আপনি সর্বপাপনাশক অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। শোনা যায় এই যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরাকালে দেব ও অসুরগণের মধ্যে প্রীতি ছিল, তখন দিতিপুত্র বৃত্র

---

(১) রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে সকল রাজাকে জয় করতে হয়। রাম এই যজ্ঞ করলে পরাক্রান্ত রাজারা পরাজয় স্বীকার করতে চাইবেন না, তার ফলে যুদ্ধ ও রাজাদের বিনাশ হবে।

ধর্মানুসারে পৃথিবী শাসন করতেন। তিনি শ্রেয়োলাভের ইচ্ছায় জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যভার দিয়ে উগ্র তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র ভীত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন, বৃত্র তপোবলে সর্বলোক জয় করছে, সে বলবান ও ধর্মাত্মা, তাকে আমি শাসন করতে পারছি না। সে যদি আরও তপস্যা করে তবে সমস্ত জগৎই তার বশে আসবে। তাকে উপেক্ষা করা আপনার উচিত নয়, আপনি ক্রুদ্ধ হ'লে সে ক্ষণকালও বাঁচবে না। বিষ্ণু বললেন, বৃত্রের সঙ্গে আমার সৌহার্দ আছে, আমি স্বয়ং তাকে বধ করব না। আমার তেজ ত্রিধা বিভক্ত করছি, প্রথম অংশ তোমাতে, দ্বিতীয় অংশ বজ্রে, এবং তৃতীয় অংশ ভূতলে যাবে, তার ফলেই বৃত্র নিহত হবে। তখন দেবতারা তপস্যারত বৃত্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র তাঁর মস্তকে কালাগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বৃত্রকে অন্যায় ভাবে বধ ক'রে ইন্দ্র লোকালোক পর্বতের পরপারে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার(১) পাপ তাকে অনুসরণ ক'রে তাঁর দেহে প্রবিষ্ট হ'ল। তখন দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমাকে অর্চনা করুন, তাতে তিনি পাপমুক্ত হয়ে পুনর্বার দেবরাজ্য পাবেন। বিষ্ণুর উপদেশ অনুসারে দেবতারা ইন্দ্রের পাপমোচনের জন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞ শেষ হ'লে ব্রহ্মহত্যা বললে, আমি কোথায় থাকব তা স্থির ক'রে দাও। দেবতারা বললেন, তুমি চতুর্ধা বিভক্ত হও। ব্রহ্মহত্যা চার অংশে বিভক্ত হয়ে বললে, আমি এই চাই যে এক অংশে আমি বর্ষার চার মাস পূর্ণতোয়া নদীতে কামচারিণী দর্পনাশিনী হয়ে বাস করব, দ্বিতীয় অংশে আমি সর্বকাল ভূমিতে ঊষরতা রূপে থাকব, তৃতীয় অংশে যৌবনবতী দর্পপূর্ণা স্ত্রীতে ত্রিরাত্র দর্পঘাতিনী রূপে বাস করব, এবং যারা নির্দোষ ব্রাহ্মণের মিথ্যা অপবাদ দেয় বা হানি করে, আমি চতুর্থ অংশে তাদের দেহে আশ্রয় করব। দেবগণ বললেন, ব্রহ্মহত্যা, তুমি যেমন বললে তাই হবে। তার পর ইন্দ্র দুঃখ ও পাপ থেকে মুক্ত হলেন, সর্বজগৎ প্রশান্ত হ'ল।

---

(১) বৃত্র ত্বষ্টা মুনির পুত্র সেজন্য ব্রাহ্মণ।

বৃত্রের কথা শেষ ক'রে লক্ষ্মণ বললেন, মহারাজ, অশ্বমেধের এই সুফল, আপনি তারই অনুষ্ঠান করুন।

২৮। ইল ও বুধ — পুরূরবার জন্ম

[সর্গ ৮৭—৯০]

রাম বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি বৃত্রবধ ও অশ্বমেধের ফল যা বললে সমস্তই সত্য। আমি এক পুরাবৃত্ত বলছি শোন। বাহ্লীক দেশে ইল নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন, তিনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। একদা চৈত্রমাসে তিনি অনুচরবর্গ সহ মৃগয়া করতে গেলেন। বহু মৃগ বধ ক'রেও তিনি তৃপ্ত হ'লেন না, বিচরণ করতে করতে কার্তিকেয়র জন্মস্থানে উপস্থিত হলেন। সেই প্রদেশে মহাদেব ও পার্বতী ক্রীড়া করছিলেন। দেবীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ভগবান বৃষভধ্বজ তখন স্ত্রী-রূপে ছিলেন এবং সেই কাননে যত প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল সমস্তই স্ত্রীত্ব পেয়েছিল। রাজা ইল ও তাঁর অনুচরবর্গ সেখানে এসে সকলেই নারীরূপ লাভ করলেন। ইল দুঃখাবিষ্ট হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হ'লে মহাদেব সহাস্যে বললেন, তুমি পুরুষত্ব ব্যতীত অন্য বর চাও। তখন রাজা পার্বতীর কৃপা প্রার্থনা করলেন। পার্বতী বললেন, রুদ্র তোমাকে অর্ধ বর দিয়েছেন, অপর অর্ধ আমি দিচ্ছি। ইল বললেন, দেবী, তবে যেন আমি এক মাস স্ত্রীরূপে থেকে পরমাসে পুরুষমূর্তি পাই। পার্বতী বললেন, তাই হবে, তুমি যখন পুরুষরূপ পাবে তখন স্ত্রীভাব তোমার মনে থাকবে না, যখন স্ত্রী হবে তখন আবার পুরুষভাব ভুলে যাবে। তার পর থেকে রাজা ইল এক মাস পুরুষ এবং এক মাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করতে লাগলেন।

প্রথম মাসে ইল তাঁর অনুচরবর্গের সহিত স্ত্রীরূপে অরণ্যে বিচরণ করতে করতে দেখলেন, এক সরোবরের মধ্যে চন্দ্রপুত্র বুধ তপস্যায় মগ্ন রয়েছেন। স্ত্রীরূপিণী ইলা বুধের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে সহচরীদের সঙ্গে জল আলোড়ন করতে লাগলেন। ইলাকে দেখে মুগ্ধ

হয়ে বুধ জল থেকে উঠে সহচরীদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোক-সুন্দরী নারী কে? সহচরীরা বললে, ইনি আমাদের অধীশ্বরী, এ'র পতি নেই। বুধ আবর্তনী বিদ্যার প্রভাবে ইলার ইতিহাস জানতে পারলেন এবং সহচরীদের বললেন, তোমরা ওই পর্বতপার্শ্বে কিম্পুরুষী হয়ে ফলমূল খেয়ে বাস কর, কিম্পুরুষগণ তোমাদের ভর্তা হবে। সহচরীরা চ'লে গেলে বুধ সহাস্যে ইলাকে বললেন, সুন্দরী, আমি সোমের প্রিয় পুত্র, তুমি আমাকে ভজনা কর। ইলা উত্তর দিলেন, সৌম্য, আমি স্বাধীনা, তোমার বশেই থাকব, তুমি যেমন ইচ্ছা আমাকে আজ্ঞা কর। বুধ হৃষ্ট হয়ে ইলার সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।

বৈশাখ মাস ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হ'ল। রাজা ইল শয্যায় জাগরিত হয়ে দেখলেন সোমপুত্র বুধ ঊর্ধ্ববাহু নিরালম্ব হয়ে সরোবর-মধ্যে তপস্যা করছেন। ইল তখন তাঁর স্ত্রীভাব ভুলে গেছেন। তিনি বুধকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমি এই দুর্গম পার্বত প্রদেশে এসেছিলাম, আমার অনুচর সৈন্যরা কোথায় গেল? বুধ উত্তর দিলেন, তোমার ভৃত্যবর্গ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে নিহত হয়েছে, তুমি বাত্যা ও বর্ষণের ভয়ে এখানে আশ্রয় নিয়ে নিদ্রিত ছিলে। আশ্বস্ত হও, ফলমূলাশী হয়ে স্বচ্ছন্দে এই আশ্রমে বাস কর। অনুচরদের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হয়ে ইল বললেন, আমি নিজের রাজ্য ও পত্নী ত্যাগ ক'রে আর এখানে ক্ষণমাত্র থাকতে চাই না। আপনি আমাকে ফিরে যাবার আজ্ঞা দিন, আমি না গেলে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দু রাজ্য অধিকার করবে। বুধ আবার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহারাজ, তুমি দুঃখিত হয়ো না, এখানেই বাস কর। সংবৎসর পরে আমি তোমার হিতসাধন করব।

ব্রহ্মবাদী বুধের কথা শুনে রাজা ইল সেই আশ্রমেই রইলেন এবং এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ মূর্তিতে কালযাপন করতে লাগলেন। নবম মাসে ইলা এক পুত্র প্রসব ক'রে বুধের হস্তে সমর্পণ করলেন। এই পুত্রের নাম পুরূরবা। সংবৎসর পরে ইল পুরুষত্ব পেলে ধীমান বুধ সংবর্ত চ্যবন অরিষ্টনেমি প্রমোদন ও দুর্বাসা এই কজন সুহৃৎকে

আহ্বান ক'রে বললেন, এই মহাবাহু রাজা ইল প্রজাপতি কর্দমের পুত্র, এ'র ইতিহাস তোমরা জান, এখন যাতে ভাল হয় তার বিধান দাও। এমন সময় পুলস্ত্য প্রভৃতি কয়েকজন ঋষির সঙ্গে প্রজাপতি কর্দম সেখানে উপস্থিত হলেন। কর্দম বললেন, দ্বিজগণ, এই রাজার যাতে মঙ্গল হয় তা বলছি শোন। ভগবান বৃষভধ্বজ ভিন্ন আর কেউ এই সংকট মোচন করতে পারবেন না। অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়ে তাঁর কিছু প্রিয় নেই; অতএব রাজার হিতার্থে আমরা সেই যজ্ঞ করব।

বুধের আশ্রমের নিকটে সংবর্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞশেষে মহাদেব প্রীত হয়ে ইলকে পুরুষত্ব দান করলেন। রাজা ইল জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দুকে বাহ্লীকরাজ্য ছেড়ে দিয়ে মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান নামে নগর স্থাপন করলেন এবং সেখানেই রাজত্ব করতে লাগলেন। কালক্রমে তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করলেন, তখন পুরূরবা প্রতিষ্ঠানের রাজা হলেন। লক্ষ্মণ, অশ্বমেধের এইরূপ প্রভাব, এই যজ্ঞের ফলে মহারাজ ইল স্ত্রীত্ব ত্যাগ ক'রে পৌরুষ লাভ করেছিলেন।

২১। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ

[সর্গ ৯১—৯২]

বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি ও কশ্যপ এই কজন অশ্বমেধজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ডেকে আনিয়ে রাম তাঁর অভিলাষ জানালেন। তাঁরা রামের সংকল্প শুনে অতিশয় প্রীত হলেন এবং বৃষধ্বজের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে অশ্বমেধের বহু প্রশংসা করলেন। তাঁদের সম্মতি জেনে রাম লক্ষ্মণকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি সুগ্রীবের কাছে দূত পাঠাও, তিনি বহু বানরের সঙ্গে এসে যজ্ঞের উৎসব উপভোগ করুন। মহাবল বিভীষণও তাঁর রাক্ষস অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞ দেখতে আসুন। আমার হিতকামী নৃপতিগণ, বিদেশস্থ ধার্মিক দ্বিজগণ এবং সস্ত্রীক ঋষিগণকেও নিমন্ত্রণ কর। নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে বৃহৎ যজ্ঞশালা নির্মাণ করাও। প্রচুর তণ্ডুল তিল মুদ্গ চণক কুলিত্থ মাষ ও লবণ নিয়ে শতসহস্র ভারবাহী

পশু অগ্রেই সেখানে যাক। উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃততৈলাদি এবং গন্ধদ্রব্য (১) পাঠানো হ'ক। বহু কোটি সুবর্ণ ও রজত নিয়ে ভরত সাবধানে সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে আপণিক (২) নট নর্তক পাচক ও যৌবনবতী নারীরাও যাক। সৈন্যদল অগ্রভাগে যাত্রা করুক। ভৃত্য ও কোষাধ্যক্ষগণ, আমার মাতৃগণ, কুমারগণ, এবং অন্তঃপুরের সকলেই যান।—

কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।
অগ্রতো ভরতো কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ॥ (৯১।২৫)

— দীক্ষার (৩) নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনী প্রতিমা এবং কর্মজ্ঞ বিপ্রগণকে পুরোবর্তী ক'রে মহাযশা ভরত অগ্রে গমন করুন।

যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ পাঠানো হ'লে একটি সুলক্ষণসম্পন্ন কৃষ্ণসার-বর্ণ অশ্ব মুক্ত করা হ'ল। ঋত্বিগ্‌গণের সঙ্গে লক্ষ্মণ তার রক্ষায় নিযুক্ত হলেন। রাম সসৈন্যে যজ্ঞস্থানে গেলেন এবং তার আশ্চর্য আয়োজন দেখে প্রীত হয়ে প্রশংসা করলেন। আগন্তুক রাজারা প্রচুর উপহার দিলেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁদের সংকারে নিযুক্ত রইলেন। সুগ্রীব ও তাঁর বানররা ব্রাহ্মণগণকে সযত্নে আহার্য পরিবেশন করতে লাগলেন। বিভীষণ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ উগ্রতপা ঋষিদের কিংকরত্বে নিযুক্ত হলেন। যেসকল দীর্ঘজীবী মুনি এসেছিলেন তাঁরা বললেন, এরূপ ভূরিদান পূর্বে কোনও যজ্ঞে হয়েছে এমন আমাদের স্মরণ হয় না। ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণের যজ্ঞেও আমরা এমন দেখি নি। নৃপশ্রেষ্ঠ রামের যজ্ঞ এইরূপে বৎসরাধিক কাল অনুষ্ঠিত হ'তে লাগল।

৩০। কুশ-লবের রামায়ণগান

[সর্গ ৯৩—৯৪]

মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সঙ্গে এই যজ্ঞে এসেছিলেন। ঋষিগণের জন্য যে বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল সেখানেই কয়েকটি কুটীরে তিনি আশ্রয়

(১) মসলা। (২) দোকানী।
(৩) যজ্ঞের পূর্বে যজমানকে পত্নীর সহিত দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

নিলেন। তিনি তাঁর শিষ্য কুশ-লবকে বললেন, বৎস, তোমরা ঋষিদের আবাসে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামের ভবনদ্বারে, যজ্ঞস্থানে, এবং ঋত্বিগ্‌গণের নিকটে রামায়ণ কাব্য গান ক'রে বেড়াও। এখানে যেসকল পর্বতজাত স্বাদু ফলমূল আছে তাই আহার ক'রো, তাতে তোমাদের শ্রান্তি দূর হবে। যদি গান শোনবার জন্য রাম উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদের আহ্বান করেন তবে তাঁর আদেশ পালন করবে। প্রতিদিন বিংশতি সর্গ গান ক'রো। ধনের লোভ কিছুমাত্র ক'রো না, আশ্রমবাসী ফলমূলভোজীর ধনে কি প্রয়োজন। যদি রাম প্রশ্ন করেন তোমরা কার পুত্র, তবে বলবে আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই সুমধুর বীণাযন্ত্রের যোগে মূর্ছনা সহকারে কাব্যের আদি থেকে গান করবে। রাম ধর্মত সকলের পিতা, তাঁকে অসম্মান করবে না।

রজনী প্রভাত হ'লে কুশ-লব স্নান ও হোমের পর বাল্মীকির উপদেশ অনুসারে নানা স্থানে গান করতে লাগলেন। রাম সেই দুই বালকের মুখে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত বীণাধ্বনিসহকৃত দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত লয়ে গীত অপূর্ব গান শুনে কৌতূহলাবিষ্ট হলেন এবং যজ্ঞের বিরামকালে ঋষি রাজা ও বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমক্ষে গায়কদ্বয়কে আনালেন। সভাস্থ সকলে সেই অলৌকিক মধুর গান হৃষ্টচিত্তে শুনতে লাগলেন, তাঁদের তৃপ্তির অন্ত হ'ল না।—

> দৃষ্ট্বা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
> পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ॥
> ঊচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
> উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্‌বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ॥
> জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
> বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ॥ (৯৪।১২-১৪)

—উপস্থিত মুনিগণ এবং মহাতেজা নৃপতিগণ যেন চক্ষুর দ্বারা পান ক'রে বার বার দেখতে লাগলেন। তাঁরা সকলে অনন্যমনা হয়ে পরস্পরকে বললেন, এরা উভয়ে রামের সদৃশ, যেন বিম্ব হ'তে উদ্ভূত দুই

প্রতিবিম্ব। যদি এরা জটাবল্কলধারী না হ'ত তবে রামের সঙ্গে এই দুই গায়কের প্রভেদ আমরা বুঝতে পারতাম না।

কুশ-লব প্রথম থেকে বিংশতি সর্গ গান করলেন। রাম তাঁর ভ্রাতৃগণকে বললেন, এদের অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং আর যা চায় তা দাও। কুশ-লব অর্থ নিলেন না, বললেন, এতে কি প্রয়োজন, আমরা ফলমূলভোজী বনবাসী। এই কথা শুনে সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হলেন। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই কাব্য কত বড়? কোন্ মুনিবর এর রচয়িতা? তিনি কোথায় থাকেন? কুশ-লব উত্তর দিলেন, আমাদের গুরু ভগবান বাল্মীকি এর রচয়িতা, তিনি এই যজ্ঞে এসেছেন। এতে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক, এক শত উপাখ্যান, আদিকাণ্ড থেকে ছয় কাণ্ডে পঞ্চশত সর্গ (১), এবং তা ছাড়া উত্তরকাণ্ড আছে। আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে।

৩১। সীতার রসাতলে প্রবেশ

[সর্গ ৯৫ — ৯৭]

যজ্ঞে আগত মুনিগণ ও অন্যান্য অতিথিগণের সঙ্গে রাম বহুদিন রামায়ণগান শুনলেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল কুশ-লব সীতারই পুত্র। তখন তিনি শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে ডাকিয়ে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির কাছে গিয়ে আমার এই নিবেদন জানাও যে সীতা যদি শুদ্ধ-চারিণী পাপহীনা হন তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন। কাল প্রভাতে এই যজ্ঞপরিষদে আমার ও সকলের সমক্ষে সীতা শপথ করুন। এ বিষয়ে বাল্মীকির অভিমত কি, সীতারই বা মনোগত ইচ্ছা কি তা শীঘ্র জেনে এস।

বাল্মীকি উত্তর পাঠালেন -- রাঘব যা বললেন তাই হবে। পতিই নারীর দেবতা, রামের যা ইচ্ছা সীতা তাই করবেন। রাজদূতগণের মুখে

(১) বর্তমান বাল্মীকি-রামায়ণের প্রথম ছ কাণ্ডের সর্গসংখ্যা ৫৩৪।

এই কথা শুনে রাম হৃষ্ট হয়ে সভাস্থ ঋষিগণ ও নৃপতিগণকে বললেন, কাল প্রভাতে আপনারা সকলে সীতার শপথ শুনবেন এবং অন্য পরীক্ষা যা আবশ্যক হয় তাও প্রত্যক্ষ করবেন। রামের কথায় সকলেই সাধুবাদ দিলেন।

রজনী প্রভাত হ'লে রাম যজ্ঞশালায় গিয়ে বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কাশ্যপ বিশ্বামিত্র দুর্বাসা পুলস্ত্য মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ নারদ গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণকে আহ্বান করলেন। মহাবল রাক্ষস ও বানরগণ এবং নানা দেশ হ'তে আগত বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সমবেত হলেন।

তদা সমাগতং সর্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥ (৯৬।৯-১২)

—সমাগত সর্বজন পাষাণবৎ নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন শুনে মুনিবর বাল্মীকি সত্বর সীতাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। সীতা অধোবদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বাষ্পাকুলনয়নে রামকে ধ্যান করতে করতে মহর্ষির পশ্চাতে এলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদবিদ্যার ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাতে সীতাকে আসতে দেখে সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হ'ল। অনন্তর বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে আকুলিত হয়ে তুমুল কোলাহল ক'রে উঠলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে সেই জনসমাগমের মধ্যে প্রবেশ ক'রে রামকে বললেন, এই সেই পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা যাঁকে অপবাদের ভয়ে আমার আশ্রমের নিকটে পরিত্যাগ করা হয়েছিল। রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা কর সীতা তোমার প্রত্যয় উৎপাদন

করবেন। জানকীর এই দুই যমজ পুত্র তোমারই। আমি প্রচেতার(১) দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছি, মৈথিলী যদি দোষযুক্তা হন তবে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা জেনেই বনপ্রদেশে তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম। লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি ত্যাগ করেছ।

সভামধ্যে বরবর্ণিনী সীতাকে দেখে রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বাল্মীকিকে বললেন, ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি। পূর্বে লঙ্কায় সুরগণের সমক্ষে বৈদেহী শপথ করেছিলেন সেজন্যই এঁকে গৃহে নিয়েছিলাম। কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এঁকে অপাপা জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এই যমজ কুশ-লব আমার পুত্র তা জানি। জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক(২)

ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী ক'রে আদিত্য বসু রুদ্র বিশ্বদেব মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ এবং সাধ্য সিদ্ধ নাগ প্রভৃতি যজ্ঞসভায় এলেন। তাঁদের দেখে রাম পুনর্বার বললেন, মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র বাক্য শুনে আমার প্রত্যয় হয়েছে। জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা বৈদেহীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক।

তখন দিব্যগন্ধ মনোরম পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হ'ল, সকলে সানন্দে সবিস্ময়ে অনুভব করলেন যেন সত্যযুগ পুনরাগত হয়েছে।

> সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
> অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
> যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

---

(১) ধর্মশাস্ত্রকার ঋষিবিশেষ।

(২) অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হ'ক যে সীতা শুদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করতে চাই।

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ (৯৭।১৩-১৬)

—সকলে সমাগত হয়েছেন দেখে কাষায়বসনধারিণী সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবদনে নিম্ন দিকে চেয়ে বললেন, যদি আমি রাঘব ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি তবে মাধবী (১) দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন (২)। যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা ক'রে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য ব'লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।

তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্॥
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥ (৯৭।১৭-১৯)

—বৈদেহী শপথ করছেন এমন সময় ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হ'ল। দিব্যরত্নভূষিত দিব্যদেহধারী অমিতবিক্রম নাগগণ এই সিংহাসন মস্তকে ধারণ ক'রে আছে। ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে মৈথিলীকে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ ক'রে সেই সিংহাসনে বসালেন।

সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রসাতলে প্রবেশ করছেন দেখে আকাশচারিগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সহসা অন্তরীক্ষে দেবগণের সাধুবাদ উত্থিত হ'ল—ধন্য ধন্য সীতা, যাঁর চরিত্র এমন সুমহৎ! যজ্ঞসভাস্থ সকলে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। অন্তরীক্ষে ভূতলে

(১) পৃথিবী। (২) বিবর—বিদীর্ণ গহ্বর, fissure। 'বিবরং দাতুমর্হতি' এর তাৎপর্য—বিদীর্ণ হয়ে আমাকে গর্ভে আশ্রয় দিন।

পাতালে স্থাবর জঙ্গম সকলে রোমাঞ্চিত হ'ল, কেউ ধ্যান করতে লাগল, কেউ জ্ঞানশূন্য হয়ে রাম-সীতাকে দেখতে লাগল। সীতার রসাতলপ্রবেশ দেখে সমস্ত জগৎ যেন সম্মোহিত হ'ল।

৩২। রামের শোক — কৌশল্যাদির মৃত্যু

[সর্গ ৯৮ — ৯৯]

সীতা রসাতলে প্রবিষ্ট হ'লে সকলে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। রাম নতমস্তকে দীনমনে বাষ্পাকুল নয়নে দণ্ডকাষ্ঠে (১) ভর দিয়ে বহুক্ষণ রোদন করলেন। তার পর তিনি ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয়ে বললেন, শ্রীরূপিণী সীতার অন্তর্ধান দেখে আমার মন অভূতপূর্ব শোকে অভিভূত হয়েছে। আমি মহাসমুদ্রের পরপারস্থ লঙ্কা থেকে সীতাকে উদ্ধার করে এনেছি, বসুধাতল থেকে আনা তো সামান্য কথা। দেবী বসুধা, সীতাকে ফিরিয়ে দাও, যদি আমাকে অবজ্ঞা কর তবে আমার রোষ দেখতে পাবে। তুমি আমার শ্বশ্রূ, জনক রাজা হলকর্ষণ ক'রে তোমার দেহ থেকে সীতাকে পেয়েছিলেন। হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ কর নতুবা বিদীর্ণ হয়ে আমাকে পথ দাও, আমি সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে পাতালে বা স্বর্গে বাস করব। —

> আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোঽহং মৈথিলীকৃতে।
> ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে॥
> সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং বাধয়িষ্যামি তে স্থিতিম্।
> নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্বমাপো ভবন্ত্বিহ॥ (৯৮।৯-১০)

— তুমি সীতাকে আন, আমি মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত হয়েছি। যদি মহীতল থেকে সীতাকে তাঁর পূর্বরূপে ফিরিয়ে না দাও তবে পর্বত ও বন সমেত তোমাকে ধ্বংস করব, ভূমির উচ্ছেদ করব, সমস্ত জলময় হয়ে যাবে।

---

(১) যজ্ঞে দীক্ষিত হবার পর যজমানকে উদুম্বরকাষ্ঠনির্মিত দণ্ড ধারণ করতে হয়।

তখন ব্রহ্মা সুরগণের সঙ্গে এসে রামকে বললেন, সুব্রত, সন্তপ্ত হয়ো না, তুমি বিষ্ণুর অবতার এ কথা স্মরণ কর। নির্মলস্বভাবা সাধ্বী সীতা তোমাকে একান্ত আশ্রয় করেছিলেন, সেই তপোবলে তিনি এখন নাগলোকে সুখে যাত্রা করেছেন। স্বর্গে তোমাদের পুনর্মিলন হবে তাতে সংশয় নেই। রাম, তুমি জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করেছ এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা সমস্তই এই বাল্মীকিরচিত সর্বোত্তম কাব্যে সবিস্তরে বর্ণিত হয়েছে। তুমি এখন ঋষিগণের সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে তার শেষ অংশ শোন।

দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা চ'লে গেলে রাম বাল্মীকিকে বললেন, ভগবান, কাল থেকে উত্তরকাণ্ড আরম্ভ করুন, এই পুণ্যাত্মা ঋষিগণ আমার ভবিষ্য চরিত শুনবেন। এই বলে রাম কুশ-লবকে নিয়ে বাল্মীকির পর্ণশালায় গেলেন এবং সীতার শোকে কাতর হয়ে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রভাতে রামের আদেশে কুশ-লব ঋষিগণের সমক্ষে উত্তরকাণ্ড গান করলেন।

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল। রাম সীতার শোকে জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না। অভ্যাগত সকলকে প্রচুর বিত্ত উপহার দিয়ে বিদায় ক'রে রাম সীতার ধ্যান করতে করতে অযোধ্যায় গেলেন। তিনি অন্য ভার্যা বরণ করলেন না, প্রত্যেক যজ্ঞে পত্নীর স্থানে সীতার কাঞ্চনী প্রতিমা রাখতেন। দশ সহস্র বৎসরে রাম অশ্বমেধ বাজপেয় অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র গোসব(১) প্রভৃতি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। বানর ভল্লুক রাক্ষস ও নৃপতিগণ তাঁর আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত ছিল। তাঁর শাসনকালে পর্জন্যদেব নিয়মিত সময়ে বর্ষণ করতেন, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হ'ত, নগর ও জনপদ জনাকীর্ণ ছিল, প্রজারা হৃষ্ট পুষ্ট এবং ব্যাধি ও অকালমৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে সুখে কালযাপন করত।

দীর্ঘকাল পরে রামমাতা যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হ'য়ে দেহত্যাগ করলেন। তার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হল।

তাঁরা বহুবিধ ধর্মানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলাভ ক'রে রাজা দশরথের সঙ্গে মিলিত হলেন।

৩০। ভরত ও লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজ্যলাভ

[সর্গ ১০০ — ১০২]

কিছুকাল পরে কেকয়রাজ যুধাজিৎ নানাপ্রকার উপহারের সহিত তাঁর গুরু অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে রামের কাছে পাঠালেন। ভ্রাতৃগণের সঙ্গে রাম সসম্মানে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে গার্গ্যকে অভ্যর্থনা করলেন এবং কুশলপ্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমাদের মাতুল কিজন্য আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? মহর্ষি গার্গ্য বললেন, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে অতি শোভাময় গন্ধর্বরাজ্য আছে। শৈলুষের(১) পুত্র তিন কোটি মহাবল যুদ্ধবিশারদ গন্ধর্ব সেই দেশ রক্ষা করে। যুধাজিতের ইচ্ছা তুমি তাদের জয় ক'রে গন্ধর্বনগর অধিকার কর। রাম বললেন, ব্রহ্মর্ষি, তাই হবে। ভরতের এই দুই বীর পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল মাতুল যুধাজিৎ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সেই দেশে বাস করবেন। এঁরা ভরতকে পুরোবর্তী ক'রে সসৈন্যে যুদ্ধ করতে যাবেন।

শুভনক্ষত্রযোগে ভরত তাঁর দুই পুত্র ও দুর্ধর্ষ সৈন্য সহ যুদ্ধযাত্রা করলেন। মাংসাশী রাক্ষস, সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ ও পক্ষিগণ গন্ধর্বদের রক্তমাংসের লোভে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। অর্ধ মাস পরে ভরত সসৈন্যে কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তার পর যুধাজিৎ ও ভরত নিজ নিজ সৈন্যদল সহ গন্ধর্বরাজ্য আক্রমণ করলেন। সাত রাত্রি তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হ'ল, তখন ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে সংবর্ত নামক কালাগ্নিতুল্য দারুণ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ক্ষণমধ্যে তিন কোটি গন্ধর্ব বিনষ্ট হয়ে গেল।

সেই গান্ধার দেশে ভরত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নামে দুই নগরী

(১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা সরমার সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ হয়।

নির্মাণ ক'রে প্রথমটিতে তক্ষকে এবং দ্বিতীয়টিতে পুষ্কলকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই দুই রমণীয় পুরী বহু উদ্যান প্রাসাদ দেবায়তন বিপণি প্রভৃতিতে শোভিত এবং ধনরত্নাদিতে সমৃদ্ধ। দুই পুত্রকে রাজ্যে সংস্থাপিত ক'রে ভরত পাঁচ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

সকল সংবাদ শুনে রাম অতিশয় প্রীত হলেন এবং লক্ষ্মণকে বললেন, তোমার দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজপদে অভিষিক্ত করতে চাই। তুমি এমন দেশ স্থির কর যা রমণীয় ও সুবিশাল, যা অধিকার করলে কোনও রাজার অনিষ্ট বা আশ্রমের উচ্ছেদ বা অন্যবিধ অপরাধ হবে না। ভরত বললেন, আপনি কারুপথ দেশে অঙ্গদকে এবং চন্দ্রকান্ত দেশে চন্দ্রকেতুকে প্রতিষ্ঠিত করুন। ভরতের কথা অনুসারে রাম পশ্চিমে কারুপথ দেশে অঙ্গদীয়া এবং উত্তরে মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্তা নামে দুই রমণীয় পুরী স্থাপন ক'রে সেখানে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট এক বৎসর এবং ভরত চন্দ্রকেতুর নিকট বৎসরাধিক কাল বাস ক'রে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

৩৪। রাম-সকাশে কাল — লক্ষ্মণবর্জন

[সর্গ ১০৩ — ১০৬]

কিছুকাল পরে তাপসরূপধারী কাল রাজদ্বারে এসে লক্ষ্মণকে বললেন, আমি মহর্ষি অতিবলের(১) দূত, কোনও কার্যের জন্য রামকে দর্শন করতে চাই। লক্ষ্মণ সেই ভাস্করতুল্য দীপ্তিমান মহাতেজা দূতকে রামের কাছে নিয়ে গেলেন। রাম সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে স্বর্ণময় আসনে বসিয়ে বললেন, মহামতি, যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কি আদেশ বল। তাপসরূপী কাল বললেন, তুমি যদি নিজের হিত চাও তবে আমার বক্তব্য গোপনে শুনতে হবে। যদি আর কেউ আমাদের কথা শোনে বা আমাদের দেখে তবে সে তোমার বধ্য হবে। যদি এতে সম্মত হও তবে আমার বক্তব্য বলব।

(১) ব্রহ্মার ছদ্মনাম।

রাম সম্মত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন তুমি প্রতিহারকে সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং দ্বার রক্ষা কর। যদি কেউ আমাদের দেখে বা কথা শোনে তবে সে আমার বধ্য হবে। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষায় গেলে রাম দূতকে বললেন, এখন তুমি নিঃশঙ্ক হয়ে তোমার বক্তব্য বল।

দূত বললেন, মহারাজ, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি সর্বসংহারক কাল, তোমার পূর্ব অবস্থার সংকল্পজাত পুত্র। পিতামহ এই কথা বলেছেন। — তুমি লোকরক্ষার নিমিত্ত যে অংগীকার করেছিলে তা পূর্ণ হয়েছে। তুমি যখন মহার্ণবে শয়ান ছিলে তখন আমাকে নাভি-পদ্ম থেকে উৎপাদিত ক'রে প্রজা-সৃষ্টির ভার দিয়েছিলে। আমার প্রার্থনায় তুমি জীবরক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণুত্ব গ্রহণ করেছিলে। প্রজাগণ যখন রাবণের পীড়নে কাতর হয় তখন তুমি তার বধকামনায় একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করবার অংগীকার ক'রে মানুষের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলে। এখন তোমার সময় পূর্ণ হয়েছে, তা জানাবার জন্য কালকে পাঠাচ্ছি। মহারাজ, তোমার যদি এখনও প্রজাপালনের ইচ্ছা থাকে তবে তুমি পৃথিবীতেই থাক। আর যদি সুরলোক পালনের ইচ্ছা থাকে তবে তুমি চ'লে এস, দেবগণ বিষ্ণুকে পেয়ে সনাথ ও নিশ্চিন্ত হবেন।

সর্বসংহারক কালকে রাম সহাস্যে বললেন, দেবদেব ব্রহ্মার বাক্যে এবং তোমার আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি। ত্রিলোকের কার্য-সাধনের নিমিত্তই আমার উৎপত্তি। আমি যেখান থেকে এসেছিলাম এখন সেখানেই যাব, এতে ভাববার কিছু নেই।

এই সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা রামের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে রাজদ্বারে এসে লক্ষ্মণকে বললেন, আমার প্রয়োজন আছে, শীঘ্র রামের কাছে নিয়ে চল। লক্ষ্মণ বললেন, ভগবান, কি করতে হবে আমাকে বলুন। রাম এখন ব্যস্ত আছেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। দুর্বাসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সৌমিত্রি, এই মুহূর্তে তুমি রামকে সংবাদ দাও নতুবা আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারব না, এই রাজ্য, এই নগর, তোমরা চার ভ্রাতা,

তোমাদের সন্তান, সকলেরই উপর আমার অভিশাপ পড়বে। লক্ষ্মণ ভাবলেন, সকলের বিনাশ না হয়ে কেবল আমারই মরণ হ'ক। এই স্থির ক'রে তিনি রামকে সংবাদ দিলেন। রাম তখন কালকে বিদায় দিয়ে বাইরে এসে অত্রিপুত্র দুর্বাসাকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে হবে বলুন। দুর্বাসা বললেন, আমার সহস্রবর্ষব্যাপী অনশনব্রত আজ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমার এখানে যা প্রস্তুত আছে তাই আমি ভোজন করতে চাই। রাম অন্ন আনিয়ে দিলে দুর্বাসা তা ভোজন ক'রে সাধু সাধু ব'লে প্রস্থান করলেন। তখন কালের বাক্য স্মরণ ক'রে রাম দীনমনে অবাঙ্মুখে ভাবলেন, এখন আর কিছুই থাকবে না। এই স্থির ক'রে তিনি মৌনাবলম্বন করলেন।

লক্ষ্মণ বললেন, আপনি আমার জন্য সন্তপ্ত হবেন না, আমাকে বধ ক'রে প্রতিজ্ঞা পালন করুন। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণকে ডেকে রাম সকল ব্যাপার জানালেন। বশিষ্ঠ বললেন, মহাবাহু, তোমার লোমহর্ষকর বিনাশ এবং লক্ষ্মণের সহিত বিয়োগের বিষয় আমি পূর্বেই জানি। তুমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ কর, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করলে ধর্মের লোপ হবে। তখন রাম বললেন,

> বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্মবিপর্যয়ঃ।
> ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্। (১০৬।১৩)

— সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম। ধর্মের বিপর্যয় যেন না হয়। প্রিয়জন কর্তৃক ত্যাগ বা মৃত্যু সাধুদের পক্ষে দুই সমান।

লক্ষ্মণ তখনই বাষ্পাকুলনয়নে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সরযূতীরে গেলেন এবং আচমন ক'রে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার ও নিঃশ্বাস রোধ করলেন। ঋষিগণ ও অপ্সরাদের সঙ্গে দেবতারা এসে যোগমগ্ন শ্বাসহীন লক্ষ্মণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ইন্দ্র তাঁকে অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। বিষ্ণুর চতুর্থ অংশকে পেয়ে দেবগণ আনন্দিত হয়ে তাঁর পূজা করলেন।

৩৫। রামের মহাপ্রস্থান

[সর্গ ১০৭ — ১১০]

লক্ষ্মণকে বর্জনের পর রাম শোকার্ত হয়ে পুরোহিত মন্ত্রী ও প্রজাবর্গকে বললেন, আজ আমি ভরতকে অযোধ্যার রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে বনপ্রস্থান করব। অভিষেকের আয়োজন করা হ'ক, যেন কালবিলম্ব না হয়। লক্ষ্মণ যে পথে গেছেন আজই আমি সেই পথে যাব।

রামের কথা শুনে প্রজারা ভূমিতে মস্তক রেখে মৃতপ্রায় হয়ে প'ড়ে রইল। সংজ্ঞাহীনের ন্যায় ভরত বললেন, আপনাকে ছেড়ে আমি স্বর্গ-ভোগ বা রাজ্য কিছুই চাই না। কুশকে কোশল(১) এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। দ্রুতগামী দূতগণ আমাদের প্রস্থানের কথা জানাবার জন্য শত্রুঘ্নের কাছে যাক। বশিষ্ঠ বললেন, বৎস রাম, এই ভূপতিত প্রজাদের দেখ, এদের অপ্রিয় কোনও কার্য ক'রো না। রাম প্রজাদের তুলে বললেন, আমাকে কি করতে হবে বল। সকলেই উত্তর দিলে, আপনি যেখানে যাবেন আমরাও স্ত্রীপুত্র সহ সেখানে যাব।—

> তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা।
> বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্বান্ নো নয় ঈশ্বর॥
> এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ।
> হৃদ্‌গতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ॥ (১০৭।১৪-১৫)

— প্রভু, যদি আমাদের ত্যাগ না করেন তবে তপোবন, দুর্গম প্রদেশ, নদী বা জলধি যেখানে ইচ্ছা হয় আমাদের নিয়ে চলুন। এতেই আমাদের পরম প্রীতি, এই আমাদের পরম বর। মহারাজ, সর্বদা আপনার অনুগমন করাই আমাদের হৃদ্‌গত অভিলাষ।

পৌরজনের দৃঢ় ভক্তি দেখে রাম বললেন, তাই হবে। তার পর তিনি কুশ ও লবকে দক্ষিণ ও উত্তর কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন এবং দুই পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে বহু সহস্র রথ হস্তী অশ্ব ও ধনরত্ন দিলেন।

---

(১) দক্ষিণ কোশল।

রামের দূতরা পথে কোথাও না থেমে তিন অহোরাত্র পরে মধুরায় এসে শত্রুঘ্নকে সকল ঘটনা জানিয়ে বললে, বিন্ধ্য পর্বতের পার্শ্বস্থ কুশাবতী নগরীতে কুশ এবং শ্রাবস্তীপুরীতে লব অভিষিক্ত হয়েছেন। অযোধ্যা জনশূন্য ক'রে রাম ও ভরত স্বর্গারোহণের উদ্যোগ করেছেন। শত্রুঘ্ন এই ঘোর কুলক্ষয় আসন্ন জেনে তাঁর পুরোহিত কাঞ্চন ও প্রজাগণকে বললেন, ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আমিও দেহত্যাগ করব। তার পর তিনি তাঁর দুই পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে যথাক্রমে মধুরা ও বৈদিশ-পুরীর রাজপদ দিলেন এবং সমস্ত সেনা ও সম্পত্তি বিভাগ ক'রে অযোধ্যায় রামের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আমিও আপনার অনুগমন করব এই প্রতিজ্ঞা করেছি।

সকলের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বললেন, যত কাল প্রজা থাকবে তত কাল তুমিও লঙ্কায় জীবনধারণ করবে। যত কাল চন্দ্র সূর্য পৃথিবী, যত কাল আমার চরিতকথা লোকসমাজে প্রচলিত থাকবে, তত কাল তোমার রাজ্য স্থায়ী হবে। তুমি আমার আজ্ঞাবহ সখা, এখন আমার আজ্ঞায় ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর, আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না। তার পর রাম হনুমানকে বললেন, তুমি চিরজীবী হবে এই স্থির আছে, এ কথা যেন মিথ্যা না হয়। হনুমান বললেন, যত দিন জগতে তোমার পবিত্র চরিতকথা প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি তোমার আজ্ঞানুসারে জীবিত থাকব। জাম্ববান মৈন্দ ও দ্বিবিদকে রাম বললেন, তোমরা কলিযুগ পর্যন্ত প্রাণধারণ করবে।

রাত্রি প্রভাত হ'লে রাম বশিষ্ঠকে বললেন, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জ্বলন্ত অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র আগে আগে যাক। বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের অনুষ্ঠানসমূহ যথাবিধি সম্পন্ন করলেন। রাম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ক'রে দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ক'রে ব্রহ্ম স্মরণ করতে করতে সরযূর অভিমুখে চললেন। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বাম পার্শ্বে মহী দেবী এবং অগ্রে সংহারশক্তি। নানাবিধ শর ধনু প্রভৃতি আয়ুধ মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ ক'রে তাঁর সঙ্গে গেল। ব্রাহ্মণরূপে চার বেদ, সর্ব-

রক্ষিণী গায়ত্রী, ওংকার ও বষট্‌কার, ঋষিগণ, ভূদেবগণ, অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ, দাসী ও নপুংসকগণ, ভৃত্যবর্গ, ভরত-শত্রুঘ্ন, মন্ত্রিগণ, সকলেই অনুগমন করলেন। রামের অনুরক্ত সমস্ত স্ত্রীপুরুষ তাদের বান্ধব ও পশুপক্ষী সহ চলল। বানরগণ স্নান ক'রে হৃষ্টচিত্তে কলরব করতে করতে সঙ্গে গেল। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রাণী পর্যন্ত রামের অনুগামী হ'ল।

অর্ধ যোজন পথ অতিক্রম ক'রে রাম পুণ্যসলিলা সরযূর তীরে এলেন। সেই সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্বদেবগণে পরিবৃত হয়ে শত কোটি দিব্য বিমান সহ সেখানে উপস্থিত হলেন। সুখপ্রদ সুগন্ধ পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হ'ল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। শত তূর্যধ্বনির মধ্যে রাম সরযূতে অবতরণের উপক্রম করলেন।

তখন ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, এস বিষ্ণু, কল্যাণ হ'ক, ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তোমার স্বকীয় তনুতে প্রবেশ কর। বৈষ্ণবী মূর্তি বা আকাশ, তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ তনুতে প্রবেশ কর। তুমি অচিন্ত্য, অত্যাশ্চর্য, অক্ষয়, অজর। তোমার পূর্বপরিগৃহীতা বিশালাক্ষী (১) মায়া ভিন্ন তোমাকে কেউ জানেন না। হে মহাতেজ, তোমার অভীষ্ট তনুতে প্রবেশ কর।

রাম তাঁর অনুজগণের সঙ্গে সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবিষ্ট হলেন। ইন্দ্র অগ্নি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ সেই বিষ্ণুময় দেবের পূজা করলেন। দেবর্ষি গন্ধর্ব অপ্সরা নাগ যক্ষ দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতি সাধু সাধু বলতে লাগলেন।

বিষ্ণু পিতামহকে বললেন, এই জনসমূহ স্নেহবশে আমার অনুগামী হয়ে দেহত্যাগ করছে, এরা আমার ভক্ত ও ভজনীয়। এদের জন্য উপযুক্ত লোক নির্দেশ কর। ব্রহ্মা বললেন, এরা সর্বগুণান্বিত ব্রহ্মলোকের অব্যবহিত সন্তানক লোকে বাস করবে। বানর ও ভল্লুকগণ যে যে দেবতা

---

(১) সর্ববিষয়ব্যাপিনী।

থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সেই সেই দেবতায় প্রবেশ করবে। সুগ্রীব সূর্য-মণ্ডলে যাবেন।

যারা সরযূর গোপ্রতার তীর্থে সমাগত হয়েছিল তারা সকলেই ব্রহ্মার কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে অশ্রুপূর্ণনয়নে জলে অবগাহন ক'রে প্রাণ বিসর্জন দিলে এবং জ্যোতির্ময় দিব্য দেহ ধারণ করে বিমানে আরূঢ় হ'ল। ঋক্ষ বানর রাক্ষস ইতরপ্রাণী স্থাবর জঙ্গম সকলেই সরযূর জলে দেহত্যাগ করে দিব্যলোকে গেল। সমাগত সকলকে স্বর্গে স্থাপিত করে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আনন্দিতমনে দেবগণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

৩৬। রামায়ণমাহাত্ম্য

[সর্গ ১১১]

রামায়ণ নামে খ্যাত উত্তরকাণ্ড সমেত এই শ্রেষ্ঠ আখ্যান বাল্মীকির কৃত এবং ব্রহ্মার সমাদৃত। চরাচর সহ ত্রিলোকে যিনি ব্যাপ্ত আছেন সেই বিষ্ণু নরদেহান্তে স্বর্গলোকে পূর্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেখানে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ প্রভৃতি নিত্য সহর্ষে এই রামায়ণ কাব্য শুনে থাকেন। পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুষ্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদসম রামায়ণ শোনাবেন। এই গ্রন্থ পাঠ করলে পুত্রহীন পুত্র পায়, ধনহীন ধন পায়। এর একটি চরণ পাঠ করলেও লোকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়। যিনি রামায়ণ পাঠ ক'রে শোনাবেন তাঁকে বস্ত্র ধেনু ও হিরণ্য দান করবে। পাঠক তুষ্ট হ'লে সর্ব দেবতা তুষ্ট হন। যিনি এই আয়ুর্বৃদ্ধিকর রামায়ণ পড়েন তিনি পুত্রপৌত্রের সহিত ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করেন। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে অপরাহ্ণে বা সায়াহ্নে রামায়ণ পাঠ করলে বিষাদ দূর হয়। রমণীয় অযোধ্যাপুরী বহু বর্ষ জনশূন্য ছিল, তার পর রাজা ঋষভ সেখানে আবার লোকালয় স্থাপন করেন। ব্রহ্মাও স্বীকার করেছেন যে উত্তরকাণ্ড সমেত এই আখ্যান প্রচেতার পুত্র বাল্মীকির রচিত।

—— সমাপ্ত ——